বঙ্গবাসীর গ্রাহকগণে বিনামূল্যে বিতরিত।

আরায়েশ মাহফিল

বা

হাতেম-তাই।

প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা।
৩৮৷২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে
শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৮ সাল।

হাতেম তাই।

ভূমিকা।

অনেকে মনে করেন যে, মুসলমানগণ অতি কঠোরপ্রাণ; তাঁহাদের শরীরে দয়া নাই। এ কথা যে কতদূর ভ্রমাত্মক, তাহা এই গল্পটী পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তি, দীন দুঃখীদিগের দুঃখ দূর, পরোপকারে জীবন অতিপাত, প্রকৃত ইসলাম ধর্ম্মের এইগুলি প্রধান উপদেশ। মহাত্মা হাতেম নিজের জীবনে এই সমুদায় উপদেশ পালন করিয়া মনুষ্য-সমাজের শিক্ষার নিমিত্ত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

হাতেম কে? হাতেমের সমুদয় জীবনবৃত্তান্ত ভালরূপ কেহ জানে না। তাঁহার সামান্য পরিচয় দুই একখানি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাই আমরা এ স্থানে প্রদান করিল।

আরব-দেশে ইমন নামে এক প্রদেশ আছে। এই প্রদেশে "তয়" নামে সেকালে এক রাজা ছিলেন। তয়-বাদশাহ, বিস্তৃত রাজ্য ও প্রভূত ধনের অধিস্বামী ছিলেন। সে দেশের প্রথা অনুসারে রাজা, আপনার চাচার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে রাণী এক সুন্দর পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। দৈবজ্ঞগণকে ডাকিয়া রাজা নবপ্রসূত পুত্রের ভাগ্যগণনা করিতে আদেশ করিলেন। দৈবজ্ঞগণ গণনা করিয়া বলিল যে, "মহারাজ! আপনার এই পুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ-সম্পন্ন। এই পুত্র পৃথিবীস্থ সপ্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবে।

এই পুত্র ভগবানের নিতান্ত ভক্ত হইবে। ইহার দয়া মায়ায় জগৎ মোহিত হইবে। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত জগতে ইহার যশ প্রচারিত থাকিবে।"

দৈবজ্ঞদিগের মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া রাজা অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। প্রচুর ধন দান করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন; দৈবজ্ঞদিগের পরামর্শ অনুসারে রাজা পুত্রের নাম "হাতেম" রাখিলেন। তাহার পর রাজা মন্ত্রিগণকে এইরূপ আদেশ করিলেন,—"আমার রাজ্যে আজ যত পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই সমুদয় শিশু এই রাজকুমারের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হইবে। আমার খরচে রাজকুমারের সঙ্গে তাহারা সকলেই প্রতিপালিত হইবে। ঘোষণা করিয়া দাও যে, সকল পিতা মাতাই যেন আপন আপন অদ্য-জাত সন্তান রাজবাটীতে আনিয়া উপস্থিত করে।"

রাজার আজ্ঞা চারিদিকে প্রচারিত হইল। সেই দিন ছয় সহস্র পুত্র-সন্তান রাজ্যমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই সমুদায় শিশুদিগের পিতা মাতা আপন আপন পুত্র লইয়া রাজদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশুদিগের থাকিবার নিমিত্ত রাজবাটীর নিকট স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এক এক জন শিশুর প্রতি-পালনের নিমিত্ত এক এক জন দাই নিযুক্ত হইল। এইরূপে সেই ছয় হাজার শিশুর জন্য ছয় হাজার দাই নিয়োজিত হইল। রাজকুমার হাতেমের নিমিত্ত চারিজন দাই নিযুক্ত হইল।

চারিজন দাই নিযুক্ত হইল বটে; কিন্তু রাজকুমার কিছুতেই দুগ্ধ পান করিতে স্বীকৃত হইল না। দাইগণ তাহার মুখে স্তন দিতে কত চেষ্টা করিল; কিন্তু রাজপুত্র কিছুতেই মুখে স্তন গ্রহণ করিল না; চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল; একবার চক্ষু চাহিয়াও দেখিল না। রাজার নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইল। রাজা এই কথা শুনিয়া ঘোরতর চিন্তিত হইলেন। দৈবজ্ঞ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি-দিগকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে বিচার করিয়া নিবেদন করিল,—"মহারাজ! এই শিশু অসামান্য দাতা হইবে। চির-জীবন

এ দীন দুঃখীর দুঃখ দূর করিবে। ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য ও উলঙ্গকে বস্ত্র প্রদান করিবে। যে ছয় সহস্র শিশু রাজবাটীতে আনীত হইয়াছে, তাহারা এখনও স্তন্য পান করে নাই। যতক্ষণ না তাহারা স্তন্য পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, ততক্ষণ রাজপুত্র নিজে স্তন্য পান করিবে না।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা আনন্দিত হইলেন। প্রথমে সেই ছয় হাজার শিশুকে স্তন্য পান করাইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। দাইগণ সেই ছয় সহস্র শিশুকে স্তন্য পান করাইল। তাহারা পরিতৃপ্ত হইয়া নিদ্রিত হইল। রাজকুমার তখন মনের সুখে স্তন্য পান করিল।

রাজকুমার হাতেম দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। সেই ছয় সহস্র শিশুর সঙ্গে শয়ন, উপবেশন ও বাল্য-খেলা করিতে লাগিলেন। শিশুকাল হইতেই হাতেম ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। সঙ্গী বালকগণকে সর্ব্বদাই তিনি বলিতেন,— "ভাই! এ জীবন অনিত্য, এই আছে এই নাই, এ জীবনের প্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। সে নিমিত্ত যত দিন মানুষ জীবিত থাকে, তত দিন ঈশ্বর চিন্তায় কাল অতিবাহিত করাই শ্রেয়। তিনি সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলের প্রভু, তিনি ব্যতীত উপাস্য আর কেহ নাই। তাঁহার উপাসনা করিলেই মঙ্গল। সকল জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাই তাঁহার প্রধান উপাসনা।"

পিতা যে সমুদয় ধনরাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন, হাতেম দীন দুঃখীদিগের দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত তাহা দুই হস্তে ব্যয় করিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যে মহাত্মাগণ এরূপ কার্য্যে ধন নিয়োজিত করেন, তাঁহাদের কখনও অভাব হয় না। ঈশ্বর যেন-তেন প্রকারে তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান করেন। ফল কথা, ইমনের রাজস্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হাতেম যতই ধন ব্যয় করেন, রাজার ভাণ্ডার ততই পূর্ণ হয়। হাতেমের দানে ইমন দেশে দুঃখী আর কেহ রহিল না। হাতেমের যশ দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নানাদেশ হইতে অসংখ্য লোক আসিতে লাগিল। তাঁহার

অলৌকিক রূপ, অসামান্য গুণ, সুমধুর বাক্য শুনিয়া সকলেই মোহিত হইল। অন্যান্য দেশ হইতেও অসংখ্য দরিদ্র লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, উলঙ্গকে বস্ত্র, দরিদ্রকে ধন দিয়া তিনি বিদায় করিতেন। হাতেম যৌবন প্রাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিলেন। অতি সুচারুরূপে হাতেম রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবিচারে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। এইরূপে পিতা-পুত্রে ইমন দেশের প্রজা-বর্গকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

সঙ্গীদিগের সহিত হাতেম মাঝে মাঝে বনে শীকার করিতে যাইতেন; কিন্তু কখনও কোন জন্তুর তিনি প্রাণবধ করিতেন না, অথবা অস্ত্রাঘাতে আহত করিয়া তাহাদিগকে ক্লেশ দিতেন না। ক্রীড়াচ্ছলে তাহাদিগকে জীবিত ধৃত করিয়া তাহার পর আহারাদি প্রদানে পরিতুষ্ট করিয়া ছাড়িয়া দিতেন।

পরের উপকারের জন্য হাতেম বার বার আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে হাতেমের যশ শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ একজন রাজা বড়ই হিংসা করিলেন। কিরূপে হাতেমের প্রাণবধ করিবেন, সর্ব্বদাই তিনি সে চেষ্টা করিতেন। "হাতেমকে যে ধৃত করিয়া আমার নিকট আনিতে পারিবে, তাহাকে আমি এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার করিব।" এই বলিয়া তিনি একবার ঘোষণা করিয়াছিলেন। এক দিন এক জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সেই দেশের বনে কাষ্ঠ আহরণ করিতেছিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অতি দরিদ্র ছিল, অন্ন বিনা তাহাদের সর্ব্ব শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ক্ষুৎ পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া বৃদ্ধ এক বৃক্ষতলে বসিয়া বৃদ্ধাকে বলিল,—"হায় রে! বৃদ্ধ বয়সে আর এরূপ পরিশ্রম করিতে পারি না। এ সময় যদি হাতেমকে পাইতাম, তাহা হইলে আমাদের রাজার নিকট লইয়া যাইতাম। রাজা তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া পরিতোষ লাভ করিতেন এবং পুরস্কার স্বরূপ আমাদিগকে এক হাজার মোহর দিতেন। সে টাকা পাইয়া অবশিষ্ট

জীবন আমরা সুখে অতিবাহিত করিতে পারিতাম।" বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"এমন কথা মুখে আনিও না। হাতেম দয়াবান্ ঈশ্বরভক্ত লোক। যে তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহা অপেক্ষা দুরাত্মা আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই।" দৈবক্রমে হাতেম সেই সময় সেই বনে উপস্থিত ছিলেন। লুক্কায়িত থাকিয়া তিনি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বৃদ্ধের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আমি হাতেম! আমাকে লইয়া আপনাদের রাজার নিকট উপস্থিত করুন। তিনি পুরস্কার করিলে আপনাদের সকল দুঃখ দূর হইবে।" দুঃখে কাতর হইয়া বৃদ্ধ উপরি উক্ত প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হাতেমের যে অনিষ্ট করে, এরূপ বাসনা তাহার ছিল না। এখন হাতেমকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া যাইতে তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিল না। হাতেম অনেক বুঝাইলেন, অনেক মিনতি করিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ বৃদ্ধা কিছুতেই সম্মত হইল না। অবশেষে হাতেম তাহাদিগকে বলিলেন,—"ভাল! আপনারা আমাকে লইয়া রাজার নিকট গমন না করুন, আমি নিজেই আপনাদিগের রাজার নিকট গিয়া বলিব যে,—এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে। এক্ষণে আপনি আমার শিরশ্ছেদন করুন ও ইহাদিগকে প্রতিশ্রুত এক সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করুন।" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ বলিল,—"হে পরমেশ্বর! কুক্ষণে আমি এরূপ মন্দ অভিলাষ করিয়াছিলাম। এ মহাত্মার প্রাণবধের কারণ আমি হইলাম। হে ঈশ্বর! তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা নগর অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। হাতেম তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। নগরে উপস্থিত হইয়া হাতেম তাহাদিগকে রাজবাটীতে লইয়া যাইলেন। তাহার পর নির্ভয়ে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আমি হাতেম। আমার প্রাণবধ করিবার নিমিত্ত আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যে আমাকে ধরিয়া আপনার নিকট আনিতে

পারিবে, তাহাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিবেন, এরূপ অঙ্গীকারও করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আমাকে আনিয়াছে। আমার প্রাণবধ করুন, আর এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করুন।" রাজা ঘোরতর বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, বলশালী যুবক হাতেমকে যে ধৃত করে, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার সেরূপ শক্তি নাই। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। সকল কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"হাতেম! আমি তোমার নিকট ঘোর অপরাধে অপরাধী হইয়াছি। তুমি ধন্য! ধন্য তোমার পিতা মাতা! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর।" এইরূপ বার বার প্রশংসা করিয়া অতি সমাদরের সহিত তিনি হাতেমের অতিথি সৎকারে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন।

হাতেমের দয়া ও পরোপকার সম্বন্ধে এইরূপ অনেকগুলি গল্প প্রচলিত আছে। এই গ্রন্থখানি সেইরূপ কাহিনীতে পরিপূর্ণ। গ্রন্থখানি উপন্যাস বটে; কিন্তু ইহা পাঠ করিলে, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী কোটি কোটি নর-নারীগণ কিরূপে গুণের সমাদর করেন, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। পুস্তকখানি প্রথম পারস্য ভাষায় লিখিত হয়। ইহার নাম "হাতেম তই" অর্থাৎ তয় বাদশাহের পুত্র হাতেমের জীবন-চরিত। লোকে ইহাকে "হাতেম তাই" বলে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে দিল্লিনিবাসী সৈদ হাইদার বখ্‌স নামক এক ব্যক্তি ইহা উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ইহার নাম "আরায়েশ মাহফিল" রাখেন। হাতেম তাই বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া পূর্ব্বে কয় বার প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু মূলের সহিত সে অনুবাদের অনেক স্থানে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সে জন্য আমরা এই পুস্তক এবার মূল হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিলাম হাতেম-তাই পুস্তক মুসলমানদিগের আদরের ধন। হিন্দুগণও ইহার বিশেষ আদর করিয়া থাকেন।

আরায়েশ মাহফিল

বা

হাতেম-তাই।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

[illegible]

কাবুলের উত্তর খোরাসান নামক এক নগর আছে। এই নগরে সে কালে এক রাজা ছিলেন। লক্ষ লক্ষ সেনা সর্ব্বদাই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত। প্রজাগণ পরম সুখে তাঁহার রাজ্যে বাস করিত। তাঁহার প্রতাপ ও সুবিচারে ব্যাঘ্র ও হরিণ এক সঙ্গে জল পান করিত। অপরাধ করিলে পুত্রকেও তিনি ক্ষমা করিতেন না।

এই রাজার রাজত্ব কালে খোরাসান নগরে বরজখ নামে এক বণিক বাস করিতেন। তিনি অতুল ধন-সম্পত্তির অধীশ্বর ছিলেন। পণ্যদ্রব্য সহিত কর্ম্মচারিগণকে তিনি দেশ বিদেশে প্রেরণ করিতেন। তাহারা সুচারুরূপে বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। বরজখ গৃহে বসিয়া পরম সুখে দিন যাপন করিতেন। রাজারও তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কালক্রমে বরজখ বণিকের অন্তিম কাল উপস্থিত হইল। দ্বাদশ বর্ষীয়া একমাত্র কন্যা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। সেই কন্যার নাম ছিল হুসনবানু। কন্যার ভার রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়া বণিক ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। বণিকের অবর্ত্তমানে রাজা, হুসনবানুকে নিজের কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বণিকের ধন সম্পত্তির

এই কথা শুনিয়া হুসনবানু সন্ন্যাসীর নিকট এক জন ভৃত্য প্রেরণ করিলেন। ভৃত্য গিয়া তাঁহাকে বলিল,—"বরজখ বণিকের কন্যা হুসনবানু আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া যদি আপনার পাদপদ্ম অর্পণে তাঁহার গৃহ পবিত্র করেন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে ধন্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন।"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—"আমি ঈশ্বরের দাস। ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু আজ আমি অন্যত্রে গমন করিতেছি, আজ আমি হুসনবানুর গৃহে যাইতে পারিব না, কল্য প্রাতঃকালে যাইব।"

ভৃত্য আসিয়া হুসনবানুকে এই সংবাদ প্রদান করিল। এরূপ সাধু-পুরুষের পদধূলি দ্বারা তাঁহার গৃহ পবিত্র হইবে. এই চিন্তায় হুসনবানুর হৃদয় পরম আনন্দে পুলকিত হইল। সন্ন্যাসীর সেবার নিমিত্ত চর্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয় মিষ্টান্ন, ফল মূল প্রভৃতি নানারূপ সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। সন্ন্যাসীকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত নানারূপ বহুমূল্য পরিচ্ছদ, বহু-সংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা ও হীরা, মাণিক্য, মুক্তা আয়োজন করিয়া রাখিলেন। তাঁহার বসিবার নিমিত্ত রাজার উপযোগী আসন বিস্তৃত করিয়া রাখিলেন। সেই উপবেশনের স্থান হইতে বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত সুকোমল মখমলে আবৃত করিলেন। এইরূপ আয়োজন করিয়া সন্ন্যাসীর প্রতীক্ষায় রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে চল্লিশজন শিষ্যের সহিত স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত ইষ্টকের উপর পদক্ষেপ করিতে করিতে সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে, অতি সমাদরের সহিত হুসনবানু তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ও নিতান্ত ভক্তি-সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই আসনে উপবেশন করাইলেন। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্যগণ সেই বহুমূল্য পরিচ্ছদ, স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা ও হীরা মণি মুক্তা সন্ন্যাসীর সম্মুখে আনিয়া রাখিল। সেই সমুদয় দ্রব্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত হুসনবানু করযোড়ে সন্ন্যাসীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী সেরূপ দান গ্রহণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি উদাসীন লোক, এ সমুদয় বহুমূল্য দ্রব্যে আমার প্রয়োজন কি?" তাহার পর, হুসনবানুর নিতান্ত কাকুতি মিনতি বাক্যে সদয় হইয়া তিনি

যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল। সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যায় হুসনবানুর ভৃত্যগণ সে দিন ব্যস্ত ছিল। শ্রান্ত হইয়া যে যেখানে পাইল শয়ন করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। যে সমুদয় বহুমূল্য দ্রব্য সাধুকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত বাহির করা হইয়াছিল, তাহা যেখানে সেখানে পড়িয়া রহিল এই রূপ অসাবধান অবস্থায় ঘোর নিশিতে হুসনবানুর বাটী এক দল ডাকাতের দ্বারা আক্রান্ত হইল। সহসা জাগরিত হইয়া ভৃত্যগণ যথাসাধ্য ডাকাতদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের সমুদয় চেষ্টা বিফল হইল। ডাকাতগণ নানারূপ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। সেই অস্ত্রের প্রহারে কয়েক জন ভৃত্য হত হইল ও অনেক জন গুরুতর ভাবে আহত হইল। ভৃত্যবর্গকে হত ও আহত করিয়া ডাকাতগণ হুসনবানুর যথাসর্ব্বস্ব লুটপাট করিয়া চলিয়া গেল। চোরগণ যখন লুটপাট করিতেছিল তখন হুসনবানু প্রাণভয়ে বাটীর এক নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন। সেই লুক্কায়িত স্থান হইতে মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া যাহা কিছু দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় ঘোর দুঃখ ও ঘৃণায় কম্পিত হইয়া উঠিল। ফল কথা, এ ডাকাতগণ আর কেহ নহে, সেই সাধু ও তাহার চল্লিশজন শিষ্য। হুসনবানু দেখিলেন যে, সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া ডাকাতের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাহারাই তাঁহার বাটী লুট পাট করিতেছে।

হুসনবানুর যথা-সর্ব্বস্ব লইয়া ডাকাতগণ চলিয়া গেলে। হুসনবানু কোনরূপে ভয়ে ভয়ে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি হত ও আহত ভৃত্যদিগকে তুলি করিয়া সঙ্গে লইয়া রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে রাজা সভায় আগমন করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। আমির, উমরা, উজির, নাজির সকলে স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান হইল। দ্বারবানগণ হুসনবানুর আগমনের সমাচার রাজাকে প্রদান করিল। অনুমতি পাইয়া হুসনবানু রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদশাহী আদবকায়দা অনুসারে সম্মান করিয়া করযোড়ে তিনি রাজার নিকট নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ! যাহাকে বলিয়া যে, শাহ সাহেবকে আপনি পূজা করেন, প্রকৃত সে সাধু নহে, সে ভয়ানক দস্যু। দিনের বেলা

সাধু সাজিয়া থাকে, কিন্তু রাত্রিকালে সে চল্লিশ জন শিষ্যের সহিত ডাকাতের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া লোকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। গত কল্য দিনের বেলা আমি অতি ভক্তিসহকারে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। সেই অবসরে আমার ধনসম্পত্তি সে দেখিয়াছিল। তাহার পর ঘোর নিশীথে সে আপনার দলের সহিত আমার বাটী আক্রমণ করিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, আমার কয়েক জন ভৃত্যকে অস্ত্রপ্রহারে হত ও অনেকজনকে আহত করিয়াছে। হত ও আহতদিগকে ডুলি করিয়া আমি মহারাজের নিকট আনিয়াছি আপনি ইহার বিচার করুন।"

এইরূপ অসম্ভব অভিযোগ শুনিয়া রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। রাজা বলিলেন,—"কি! আমার গুরু চোর! হতভাগী ছুঁড়ীর একবার আস্পর্দ্ধা দেখ! যে পবিত্র পুরুষকে দর্শন করিলে মানুষের পাপ ক্ষয় হয়, কোন্ সাহসে তাঁহার উপর এই হতভাগী অপবাদ প্রদান করে? এ পাপিনীর মুখ দেখিতে নাই। আমি রাজা, ইহার সমুচিত শাস্তি প্রদান করা আমার নিতান্ত উচিত। জল্লাদ! এই মুহূর্ত্তে ইহার শিরশ্ছেদন কর।"

জল্লাদ অর্থাৎ হত্যাকারী তৎক্ষণাৎ হুসনবানুর মস্তক কাটিবার নিমিত্ত শাণিত তরবারি উত্তোলন করিল। মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব না হইলেই সেই রাজসভাতেই হুসনবানুর মুণ্ডচ্ছেদ হইত। কিন্তু সে শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইতে না হইতে, একজন মন্ত্রী হাত-যোড় করিয়া কিছু নিবেদন করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। এই মন্ত্রী বৃদ্ধ, জ্ঞানবান ও ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন।

মন্ত্রী বলিলেন,—'মহারাজ! যাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিলেন, একবার স্মরণ করিয়া দেখুন যে, সে কে? এ সেই বরজখ বণিকের কন্যা, যাহাকে আপনি সর্ব্বদাই কৃপাদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেন। এ বালিকা অজ্ঞান, ভাল মন্দ বিচার করিবার ইহার ক্ষমতা নাই। সামান্য এ বালিকার উপর এত দূর কোপ করা আপনার উচিত হয় না। আজ যদি আপনি ইহাকে বধ করেন, তাহা হইলে আপনার সকল ভৃত্যগণ ভয়ে সশঙ্কিত হইবে; সকলেই মনে করিবে যে রাজার দয়ার প্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। বরজখ ইহার নিতান্ত প্রিয়পাত্র

ছিল, কিন্তু সেই বরজখের কন্যাকে ইনি সামান্য কারণে বধ করিলেন। আমাদের অবর্ত্তমানে আমাদের পুত্র কন্যাগণেরও এই দশা ঘটিতে পারে! এইরূপ মনে করিয়া আপনার ভৃত্যগণ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবে। আপনার শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইয়া চাই কি আপনার অনিষ্ট সাধনও করিতে পারে।"

মন্ত্রীর এইরূপ প্রবোধবাক্যে রাজার কোপ কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইল। রাজা বলিলেন,—"আচ্ছা, তোমাদের অনুরোধে আমি ইহার প্রাণদণ্ড করিব না। কিন্তু ইহার অপরাধ সামান্য নহে। যে পবিত্র মহাত্মাকে আমি গুরুরূপে মান্য করি, তাঁহার বিরুদ্ধে চুরি অভিযোগ আনয়ন করা সামান্য অপরাধ নহে। সে নিমিত্ত দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইহার গুরুতরভাবে দণ্ড করিতে হইবে।"

এই কথা বলিয়া রাজা কর্ম্মচারিগণকে আজ্ঞা করিলেন,—"বরজখ বণিকের ঘরে তোমরা গমন কর, সে স্থানে যাহা কিছু ধন সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি পাইবে, তাহার তৃণ গাছটী পর্য্যন্ত আনিয়া রাজকীয় কোষাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণ কর। তাহার পর এই পাপিনী কন্যাকে আমার নগর হইতে দূর করিয়া দাও।"

রাজার সেনাগণ তৎক্ষণাৎ বরজখ বণিকের ঘরে গমন করিল। ডাকাতদিগের হাত হইতে যাহা কিছু ধন সম্পত্তি বাঁচিয়াছিল, সে সমুদয় আনিয়া রাজার ভাণ্ডারে উপস্থিত করিল। অবশেষে হুসনবানুকে নগর হইতে দূর করিয়া দিল। একমাত্র দাইকে সঙ্গে লইয়া হুসনবানু কাঁদিতে কাঁদিতে নগর হইতে বাহির হইলেন। রাজার কোপে তিনি পড়িয়াছেন, কে তাহাকে আশ্রয় দিতে সাহস করিবে? কাঁদিতে কাঁদিতে দুই জনে অনাহারে পথ চলিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সাত রাজার ধন।

হুসনবানু গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দাইকে সঙ্গে লইয়া অনাথিনীর ন্যায় পথ চলিতে লাগিলেন। দুই চারি দিন অনাহারে এইরূপে চলিতে চলিতে ক্রমে এক বিজন বনের ভিতর গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিবিড় অরণ্য, হিংস্রক বন্য পশুতে পরিপূর্ণ, মনুষ্যের সেস্থানে গতায়াত নাই। সেই বনের ভিতর হুসনবানু ও দাই ঘুরিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কাঁদিতে কাঁদিতে হুসনবানু, দাইকে বলিতে লাগিলেন,—"দাই মা! আমি

এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, রাজা আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিলেন! ভণ্ড সন্ন্যাসীর কাণ্ড যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহাই আমি রাজার নিকট নিবেদন করিয়াছিলাম। আমার অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা তাহার বিচার রাজা কিছুমাত্র করিলেন না। রাজা কেন এমন অবিচার করিলেন, বিনা অপরাধে কেন আমার প্রতি এরূপ কঠিন দণ্ড-প্রয়োগ করিলেন?" দাই হুসনবানুকে অনেক বুঝাইতে লাগিল। দাই বলিল—"মা হুসনবানু! তুমি কাঁদিও না। সকলই ভগবানের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছায় আজ তুমি এই কষ্টভোগ করিতেছ। আবার তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সত্বর তোমার সমুদয় দুঃখ দূর হইবে। তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রে তুমি আবার পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। বৃথা আর কাঁদিও না। ভগবানকে স্মরণ কর। তিনি তোমাকে সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন।"

এইরূপ নিদারুণ কষ্টভোগ করিয়া দুইজনে সেই বিজনবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বেলা ক্রমে দুই প্রহর হইল। হুসনবানু সুখে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। তিন চারি দিন এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত তাঁহার উদরস্থ হয় নাই; পথশ্রমে ক্ষুধায় পিপাসায় তিনি একেবারে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। প্রখর সূর্য্যতাপে তাঁহার শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। আর পা উঠে না, আর তিনি পথ চলিতে পারেন না। নিতান্ত কাতর হইয়া তিনি এক ছায়াযুক্ত বৃক্ষতলে মাটির উপর শুইয়া পড়িলেন। সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করা যাঁহার অভ্যাস, আজ তিনি মৃত্তিকার উপর শয়ন করিয়াই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। জনশূন্য নিবিড় বনের ভিতর বৃক্ষতলে মৃত্তিকার উপর শয়ন করিয়া হুসনবানু নিদ্রিত আছেন, এমন সময় তিনি এইরূপ স্বপ্ন দেখিলেন,—"এক বৃদ্ধ মহাপুরুষ সহসা আসিয়া তাঁহার শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল স্বর্গীয় জ্যোতি দ্বারা আলোকিত ছিল। তিনি শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার গলদেশ জপমালায় বিভূষিত ছিল; তিনি হস্তে হরিদ্বর্ণের যষ্টি ধারণ করিয়াছিলেন। সুমধুর স্বরে মহাপুরুষ বলিলেন,—"হুসনবানু! তুমি ভয় করিও না। জগদীশ্বর তোমার দুঃখে

ব্যথিত হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহার ইঙ্গিতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় তিনি মনে করিলে কি না করিতে পারেন? সেই ঈশ্বরকে স্মরণ কর। তাঁহার প্রতি মন নিয়োজিত কর। তিনি তোমার সকল দুঃখ দূর করিবেন। যে বৃক্ষতলে তুমি শয়ন করিয়া আছ, তাহার নিম্নে মাটির ভিতর সাত রাজার ধন নিহিত আছে। তোমার নিমিত্তই সেই অপরিসীম ধন এ স্থানে সঞ্চিত রহিয়াছে। তুমি উঠিয়া সেই ধন গ্রহণ কর। ঈশ্বরের নামে সৎকর্ম্মে তাহা ব্যয় কর।” মহাপুরুষের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিদ্রিত অবস্থাতেই হুসনবানু উত্তর করিলেন,—“হে মহাত্মন! আমি সামান্য স্ত্রীলোক, আমি হীনবল, কি করিয়া আমি ভূমি খনন করিব? এবং কি করিয়াই বা এ বিপুল ঐশ্বর্য্য আমার হস্তগত হইবে?” মহাপুরুষ উত্তর করিলেন,—“সে ভাবনা তোমায় করিতে হইবে না। কোনরূপ ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা যেমন তেমন করিয়া মৃত্তিকা একটু খনন করিলেই সে ধন বাহির হইয়া পড়িবে।”

মহাপুরুষের কথা যেই শেষ হইল আর হুসনবানুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চমকিত হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর, যেরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন, তাহা দাইকে বলিলেন। দাই ঘোরতর বিস্মিত হইল। সে সমুদয় কথা সামান্য অলীক স্বপ্ন অথবা প্রকৃতই তাহা ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষের বাক্য, তাহা দেখিবার নিমিত্ত দুই জনে এক একটী কাষ্ঠখণ্ড লইয়া বৃক্ষের মূলদেশ খনন করিতে লাগিলেন। সামান্য একটু মাটি খুঁড়িয়া তাহারা দুই জনে গাছটীকে ঠেলিয়া ধরিলেন। আশ্চর্য্য কথা! যে বৃক্ষ শত শত লোক দ্বারাও উৎপাটিত হইতে পারে না তাহা সামান্য এই দুইটী স্ত্রীলোকের বলেই, ঘোর শব্দসহকারে ভূমিতে পতিত হইল। গাছ পড়িয়া গেল, যে স্থানে বৃক্ষের মূল ছিল, সেই স্থানে সাতটী কূপ বাহির হইয়া পড়িল। হুসনবানু দেখিলেন যে, সেই সাত কূপ রৌপ্য ও সুবর্ণ মুদ্রায় পরিপূরিত। তাহার ভিতর অনেকগুলি বড় বড় সিন্দুকও ছিল। সেই সমুদয় সিন্দুক হীরা, মাণিক, মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরে পরিপূর্ণ ছিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই হীরা মাণিকের ভিতর বন্য কুক্কুটের ডিম্ব সদৃশ একটী মুক্তা ছিল, সেই মুক্তার কথা দাই ষষ্ঠ সমস্যায় উল্লেখ করিয়াছিল। গল-

কথা হুসনবানু অগণিত ও অপরিমিত ধনের অধীশ্বরী হইলেন। হুসনবানু তৎক্ষণাৎ দুই জানুর উপর ভর দিয়া বসিয়া পড়িলেন। দুই হাত যোড় করিয়া আকাশ পানে চাহিয়া জগদীশ্বরকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

তাহার পর তিনি দাইকে বলিলেন,—"দাই মা! ঈশ্বর আমাকে সাত রাজার ধন প্রদান করিলেন। তাঁহার কার্য্যে জগতের হিতের নিমিত্ত এই বিপুল অর্থ নিয়োজিত হইবে। কিন্তু আপাততঃ দাই মা! তুমি অল্প-স্বল্প টাকা লইয়া নগরে গমন কর। সে স্থান হইতে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আন।"

দাই উত্তর করিল,—"তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য বটে। আজ চারি দিন আমরা অনাহারে আছি। ক্ষুধায় ও পিপাসায় আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছি। অন্য কথা দূরে থাকুক, এখন খাদ্য সামগ্রীর নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু মা! এই ঘোর অরণ্যের মাঝখানে তোমাকে একলা ফেলিয়া আমি কি করিয়া যাই? প্রাণ থাকুক আর যাউক, তাহা আমি কিছুতেই করিতে পারিব না।"

হুসনবানু ও দাই, দুই জনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া দাই-মায়ের পুত্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পারস্য-ভাষায় ইহাকে কোকা বলে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোকা সহোদরের তুল্য। মাতাকে প্রণাম করিয়া কোকা হুসনবানুকে স্নেহের সহিত আলিঙ্গন করিলেন ও তাঁহার দুর্দশা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া নানা রূপ খেদ করিতে লাগিলেন। হুসনবানু তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"ভাই! আর রোদনের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর প্রসাদে আমি সাত রাজার ধন প্রাপ্ত হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া হুসনবানু তাঁহার স্বপ্ন-কথা বর্ণন করিলেন ও বৃক্ষমূল স্থিত ধনপূর্ণ সাত কূপ তাঁহাকে দেখাইলেন। কোকার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাহার পর হুসনবানু পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—"ভাই! তুমি যৎকিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া এই ক্ষণে নগরে গমন কর। খাদ্য সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র, শয্যা প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা ক্রয় করিয়া আনয়ন কর। আমার ভৃত্যবর্গকেও ডাকিয়া আনিবে। আর আমার নিতান্ত

বাসনা এই যে, এই স্থানে বৃহৎ একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করি। কেবল অট্টালিকা নয়, আমার নিতান্ত ইচ্ছা এই যে, বন কাটিয়া এই স্থানে বৃহৎ একটী নগরের স্থাপনা করি। সেই নগরের নাম আমি শাহাবাদ রাখিব। অট্টালিকা ও নগর নির্ম্মাণের নিমিত্ত বহুসংখ্যক রাজ-মজুর ও অন্যান্য কারিগরগণকে লইয়া আসিবে।”

যথা প্রয়োজন অর্থ লইয়া কোকা নগর অভিমুখে গমন করিলেন। সে স্থানে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া শীঘ্র সেই বনে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজার কোপে পড়িয়া হুসনবানু যখন বনে গমন করেন, তখন তাঁহার কর্ম্মচারী ও ভৃত্য-দিগেরও ঘোরতর দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। অন্নাভাবে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া তাহারা দিনপাত করিতেছিল। তাহা-দিগকে একত্র করিয়া কোকা সেই বনে আনয়ন করিলেন। হুসনবানুকে দেখিয়া তাহাদের মৃতদেহে যেন পুনরায় জীবন সঞ্চার হইল। অট্টালিকা ও নগর নির্ম্মাণের নিমিত্ত অনেক রাজমজুর ও সূত্রধর কর্ম্মকার প্রভৃতিকেও কোকা আপনার সঙ্গে সেই বনে আনিয়া-ছিলেন। আপাততঃ হুসনবানুর বাসের নিমিত্ত সেই বনের ভিতর বৃহৎ একটি শিবির স্থাপিত হইল। কর্ম্মচারীদিগের বাসের নিমিত্ত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবির সন্নিবেশিত ও কুটীর নির্ম্মিত হইল। রাজমজুরগণ অট্টালিকা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিল। ছয় মাসের মধ্যে রাজবাটীর ন্যায় বৃহৎ একটী গৃহ নির্ম্মিত হইল। নানারূপ বহুমূল্য দ্রব্য দ্বারা হুসনবানু সেই রাজভবন সুসজ্জিত করিলেন। তাহার পর সেই অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বে বৃহৎ ও সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত হুসন-বানু কারিগরগণকে আদেশ করিলেন। কিন্তু এ কথায় তাহারা সম্মত হইল না। তাহারা বলিল যে, রাজার অনুমতি বিনা রাজধানীর নিকট এরূপ বৃহৎ নগর নির্ম্মাণ করিলে রাজার ক্রোধ হইতে পারে, রাজদণ্ডে সকলে দণ্ড-নীয় হইতে পারে। এই কথা শুনিয়া হুসনবানু পুরুষের বেশ ধারণ করি-লেন। অতি সুন্দর যুবা পুরুষের মত তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল। বহু-সংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রা ও বহুমূল্য প্রস্তর ও ইয়াকুত নির্ম্মিত একটী ময়ূর সঙ্গে লইয়া, তেজস্বী সুন্দর আরব ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া তিনি রাজার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। দ্বারবানগণ

রাজাকে গিয়া বলিল, "মহারাজ! কোনও দূরদেশ হইতে এক অতি সুন্দর যুবক আসিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। রূপ ও আকৃতি দেখিয়া তাহাকে কোন ধনাঢ্য বণিক পুত্র বলিয়া বোধ হয়। মহারাজের চরণে প্রণিপাত প্রার্থনায় সে দ্বারে দণ্ডায়মান আছে।" রাজা তাহাকে সভায় আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। সভায় উপস্থিত হইয়া প্রচলিত নিয়ম অনুসারে হুসনবানু ভূমি চুম্বন করিয়া রাজাকে প্রণিপাত করিলেন। তাহার পর রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রা বহুমূল্য প্রস্তর ও ইস্পাকৃত নির্ম্মিত ময়ূর প্রভৃতি উপঢৌকনের দ্রব্যাদি রাজ সিংহাসনের নিম্নে রাখিয়া যোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। বলা বাহুল্য যে, হুসনবানুকে যিনি রাজধানী হইতে দূর করিয়াছেন, ইনিই সেই রাজা। কিন্তু এমনি কৌশলে হুসনবানু পুরুষের বেশ ধরিয়াছিলেন যে, রাজা অথবা অন্য কোন লোক কেহই তাঁহাকে কিছুমাত্র চিনিতে পারিল না। বহুমূল্য উপঢৌকন সামগ্রী দেখিয়া রাজা পরম সন্তোষ লাভ করিলেন ও অতি সমাদরের সহিত হুসনবানুকে আপনার নিকটে বসাইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হুসনবানু উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি একজন বণিকপুত্র। আমার নাম বইরাম। আমার নিবাস অমুক দেশে। জাহাজে চড়িয়া পিতার সহিত বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম। সমুদ্রের মাঝে পথে পিতার পরলোক হইয়াছে। এক্ষণে আমার বাসনা এই যে, এই দেশে বাস করিয়া মহারাজের সেবায় জীবন অতিপাত করি।" রাজা বলিলেন, "হে যুবক! তোমার রূপ দেখিয়া ও তোমার কথা বার্ত্তা শুনিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। তুমি বলিতেছ যে, তোমার পিতা নাই, কিন্তু আজ হইতে তুমি আমাকে পিতা বলিয়া জানিবে। আজ হইতে আমি তোমাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিব। তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা আমি তোমাকে দিব। আমার এই রাজ্য, আমার এই ধনসম্পত্তি তুমি নিজের বলিয়া মনে করিবে। আমার দেশে যদি তুমি বাস কর, তাহা হইলে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব।" হুসনবানু উত্তর করিলেন,—"পথে আসিবার সময় অমুক স্থানে আমি এক বিস্তৃত অরণ্য দেখিয়াছি। মহারাজ যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে সেই বন কাটিয়া এক নগর স্থাপনা করিয়া সেই স্থানে আমি বাস করি।" রাজা বলিলেন

—"তত দূরে বাস করিবার আবশ্যক কি? আমার এই রাজধানীতেই বাস কর না কেন? আর যদি এক নূতন নগর করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার রাজধানীর নিকট কোন স্থানে তাহা করনা কেন?" হুসনবানু উত্তর করিল,—"নিকটে নূতন নগর স্থাপনা করিলে মহারাজের রাজধানীর অমান্য করা হইবে। সে নিমিত্ত সেই বন কাটিয়া এ কার্য্য করি ও সে স্থানের নাম শাহাবাদ রাখি, ইহাই আমার অভিলাষ।"

হুসনবানুর প্রস্তাবে রাজা সম্মত হইলেন। তাহার প্রার্থনা মত এই কার্য্যের সাহায্য করিবার নিমিত্ত রাজমজুর ও কারিগরগণকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন। অবশেষে হুসনবানু রাজার নিকট আর একটী প্রার্থনা করিলেন। "মহারাজ! পিতা মাতা আমার নাম বইরাম রাখিয়াছেন কিন্তু এ নামটী আমার মনের মত হয় নাই। মহারাজ যদি একটী ভাল উপাধি আমাকে প্রদান করেন, আর সেই নাম ধরিয়া যদি সকলে আমাকে ডাকে, তাহা হইলে আমি বড়ই অনুগৃহীত হইব।" হুসনবানুর প্রার্থনা অনুসারে রাজা তাঁহাকে "মাহরুশাহ" উপাধি প্রদান করিলেন। এইরূপ কথা বার্ত্তার পর, হুসনবানু রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পুনরায় সেই বনে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজার আদেশে নূতন নগর নির্ম্মাণে সহস্র সহস্র লোক নিযুক্ত হইল। প্রথম, উত্তর হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, অনেকগুলি প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত হইল। এই পথের দুই পার্শ্বে যে বড় বড় বন্য বৃক্ষ ছিল, তাহা আর কর্ত্তিত হইল না, সেই সমস্ত বৃক্ষ দ্বারা পথ ছায়াযুক্ত হইল। তাহার পর সেই পথের দুই পার্শ্বে, অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে লাগিল। এক একটী অট্টালিকা যেন এক একটী রাজভবন। হুসনবানুর নিজের অট্টালিকা সকলের মাঝখানে রহিল। অধিক বেতন ও পুরস্কার প্রদান করিয়া হুসনবানু রাজমজুর ও কারিগরগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পুরস্কারের লোভে তাহারা রাত্রি দিন পরিশ্রম করিতে লাগিল। তবুও নগর নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইতে দুই বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। যখন কার্য্য শেষ হইল, তখন সেই নগর দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। এরূপ মনোহর নগর কেহ কখনু দেখে নাই। হুসনবানু, নগরের নাম শাহাবাদ রাখিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়—পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পুরুষের বেশ ধরিয়া হুসনবান্নু মাঝে মাঝে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। রাজধানীতে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। বিদেশ হইতে আগত ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত বণিকপুত্র মাহরুশাহ বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানিত। এক দিন হুসনবান্নু রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রাজা সেই সময় কোন স্থানে যাইবার নিমিত্ত যাত্রা করিতেছেন। হুসনবান্নুকে দেখিয়া রাজা বলিলেন, "মাহরুশাহ! তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে। আমি আমার গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। তিনি ভগবানভক্ত পরম সাধু। তাঁহার তুল্য পবিত্র পুরুষ জগতে নাই। আমার সহিত গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবে চল।" মাহরুশাহ অর্থাৎ হুসনবান্নু উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞা, মহারাজ! এরূপ মহাত্মাকে দর্শন করিলে শরীর ও মন পবিত্র হয়। আমার প্রতি আপনার বড়ই কৃপা যে, এরূপ সাধু দর্শনের নিমিত্ত আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন।" হুসনবান্নু মুখে এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে,—"সে দুরাত্মা তস্করের মুখ দর্শন করিলেও পাপ হয়।" যাহা হউক রাজার সহিত হুসনবান্নু সেই ভণ্ড-তপস্বীর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর নিকট রাজা হুসনবান্নুর নানারূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন,—"গুরুদেব! এই যুবকের নাম মাহরুশাহ। ইনি এক সম্ভ্রান্ত বণিকের পুত্র। সম্প্রতি আমার দেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। অমুক স্থানে বন কাটিয়া শাহাবাদ নামক এক সুন্দর নগর সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইঁহার ধন-ঐশ্বর্য্যের সীমা পরিসীমা নাই। তাহার পর ইঁহার যেরূপ মনোহর মুখশ্রী দেখিতেছেন ও সুমধুর কথা শুনিতেছেন, ইঁহার গুণও সেইরূপ অসামান্য। ইঁহাকে আমি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করি।" হুসনবান্নু এই সমুদয় প্রশংসা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"এ প্রশংসা আমার নহে, আমার ধন-সম্পত্তির; তা না হইলে, আমি ত সেই বরজখ বণিকের কন্যা, অতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া—আমাকেই ত রাজধানী হইতে ইনিই দূর করিয়াছেন।" এইরূপ কথা-বার্ত্তার পর রাজা সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায় গ্রহণের সময় হুসনবান্নু যোড় হস্তে সন্ন্যাসীর নিকট নিবেদন করিলেন,—

"হে মহাত্মন্! আজ আপনার চরণ-দর্শন করিয়া আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলাম। এক্ষণে মনে বড়ই বাসনা হইতেছে যে, এক দিন আপনার পদসেবা করিয়া কৃতার্থ হই। অনুগ্রহ করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—"তাহার আটক কি? তোমার মত শান্ত সুধীর ভক্তদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। তুমি যে দিন বলিবে, সেই দিন তোমার গৃহে গমন করিব।" সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া হুসনবানু আনন্দিত হইলেন। রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি রাজার নিকট এই বলিয়া নিবেদন করিলেন,— "মহারাজ! আমার বাসস্থান শাহাবাদ, এ স্থান হইতে অনেক দূর। তত দূর যাইতে শাহ সাহেবের ক্লেশ হইবে। সে নিমিত্ত আমার ইচ্ছা যে এই নগরেই কোন স্থানে তাঁহাকে আহ্বান করি। আমি শুনিয়াছি যে, বরজখ সওদাগরের ঘর খালি পড়িয়া আছে। দুই চারি দিনের নিমিত্ত সেই বাড়ী যদি মহারাজ আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে সেই স্থানে সাধু ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করি।" রাজা উত্তর করিলেন,—"পুত্র মাহরুশাহ! এতো সামান্য কথা! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার এ রাজ্য মধ্যে যাহা কিছু তোমার প্রয়োজন হয়, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিবে। বরজখ বণিকের বাটী আমি তোমাকে প্রদান করিলাম, আজ হইতে সে বাটী তোমার হইল। কিন্তু, মাহরুশাহ! তুমি কি করিয়া জানিলে যে, সে বাটী খালি পড়িয়া আছে?" হুসনবানু উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! লোকে সর্ব্বদা বরজখ বণিকের কথা বলা-বলি করে। তাহাদের মুখ হইতে আমি এ কথা অবগত হইয়াছি।" রাজা বলিলেন—"যাই হউক, সে বাটী আমি তোমাকে দিলাম, তাহা লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।" রাজার অনুমতি পাইয়া বহুদিন পরে হুসনবানু পুনরায় আপনার বাটীতে গমন করিলেন। বাটী ভগ্ন ও মলিন দেখিয়া তাঁহার মনে ঘোরতর দুঃখ হইল। প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাটী সংস্কার করিবার নিমিত্ত কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন।

অল্প দিনের মধ্যে বাটী প্রস্তুত হইল। সন্ন্যাসীর নিমন্ত্রণের নিমিত্ত নানারূপ আয়োজন হইতে লাগিল

হুসনবানুর আদেশে নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত হইল। শাহাবাদ হইতে তিনি টাকা, মোহর, বহুমূল্য প্রস্তর, সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও এক ইয়াকুত নির্ম্মিত ময়ূর প্রেরণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ চল্লিশ জন শিষ্যের সহিত স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত ইটের উপর পা রাখিতে রাখিতে হুসনবানুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশ পর্য্যন্ত হুসনবানু সুকোমল গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন ও বসিবার নিমিত্ত রাজাদিগের উপযোগী আসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সশিষ্য সন্ন্যাসী সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুরুষের বেশে, মাহরুশাহ সাজিয়া, হুসনবানু সন্ন্যাসীকে অতি সম্মানের সহিত আহ্বান করিলেন। সন্ন্যাসী আসনে বসিলে, হুসনবানুর ভৃত্যগণ প্রথম সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ আনিয়া উপঢৌকন স্বরূপ তাঁহার সম্মুখে রাখিল। সন্ন্যাসী সে সমুদয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"আমি উদাসীন লোক, লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত সামান্য কৌপীন আমার পক্ষে যথেষ্ট, এ সমুদয় সোণা রূপার শিল্প কর্ম্ম-বিশিষ্ট বসন-ভূষণে আমার প্রয়োজন কি?" তাহার পর ভৃত্যগণ পুনরায় টাকা, মোহর, হীরা, মণি প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর এবং সেই ইয়াকুত নির্ম্মিত ময়ূর আনিয়া উপঢৌকন দিল। সন্ন্যাসী তাহাও কিছুতেই গ্রাহ্য করিলেন না। তাহার পর ভৃত্যগণ বহুবিধ আহারীয় দ্রব্য আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। অনেক সাধ্য সাধনার পর দুই চারি গ্রাস ভক্ষণ করিয়াই হাত উঠাইয়া লইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"সাধু সন্ন্যাসীর উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করা উচিত নহে। জীবন রক্ষার নিমিত্ত কেবল যৎকিঞ্চিৎ আহার করা কর্ত্তব্য। পেট পূরিয়া যদি আহার করিব, তাহা হইলে কি ছাই-ভস্ম আর ঈশ্বর উপাসনা করিব।" হুসনবানু সন্ন্যাসীর সাক্ষাতেই যেখানে সেখানে টাকা মোহর ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি ফেলিয়া রাখিলেন। যেখানে সেখানে যে সকল দ্রব্য নিতান্ত অসাবধান অবস্থায় পড়িয়া রহিল সন্ন্যাসীকে এই ভাব দেখাইলেন। আহারাদি করিয়া সন্ন্যাসী শিষ্যগণের সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে হুসনবানু আপনার ভৃত্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ, আজ রাত্রিতে বোধ

হয় আমার বাড়ীতে ডাকাতি হইবে। অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তোমরা সকলে সুসজ্জিত থাকিবে, দস্যুগণকে জীবিত অবস্থাতেই ধরিতে হইবে। হুসনবানুর চাকরগণ জাগরিত ও সুসজ্জিত রহিল। কোতোয়াল অর্থাৎ সহরের কোটালকেও হুসনবানু এক পত্র লিখিলেন,—"আজ রাত্রিতে আমার বাটীতে ডাকাতি হইবার সম্ভাবনা আছে। কতকগুলি সিপাহি যদি আমার বাটীর নিকট কোন স্থানে লুকাইয়া রাখেন, তাহা হইলে দস্যুগণকে তাহারা অনায়াসে ধৃত করিতে পারিবে।" কোটাল জানিত যে, মাহরুসাহ রাজার অতি প্রিয়-পাত্র। সুতরাং তাঁহার পত্র পাইবামাত্র তিনি বহুসংখ্যক সিপাহি প্রেরণ করিলেন। সিপাহিগণ হুসনবানুর বাটীর চারিদিকে স্থানে স্থানে লুক্কায়িত রহিল। রাত্রি দুই প্রহর হইল। হুসনবানু যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। সেই ভণ্ড তপস্বী আপনার চল্লিশ জন চেলার সহিত দস্যুর বেশে হুসনবানুর বাড়ী আক্রমণ করিল। কিন্তু সে দিন বাড়ীর ভিতর হুসনবানুর ভৃত্যগণ ও বাহিরে কোটালের লোকগণ সকলেই জাগরিত ও সুসজ্জিত ছিল। কোটাল নিজেও সতর্ক ছিলেন। গোলযোগ আরম্ভ হইবামাত্র তিনি নিজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দস্যুগণ সকলেই ধরা পড়িল, তাহাদের একজনও পলাইতে পারিল না। সকলকে বন্ধন করিয়া হাতে হাত-কড়ি ও পায়ে বেড়ি দিয়া কোটাল সে রাত্রি জেলখানায় বন্ধ করিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলকে সেই বন্ধন অবস্থাতেই রাজসভায় উপস্থিত করিলেন। মাহরুশাহ বেশে হুসনবানুও সেই সময় রাজসভায় গমন করিলেন। সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গত রাত্রি দুই প্রহরের সময় নগরে কি গোলযোগ হইয়াছিল?" কোটাল নিবেদন করিলেন যে,—"গত রাত্রিতে এক দল দস্যু মাহরুশাহ মহাশয়ের বাটী আক্রমণ করিয়াছিল। বাটীর লোকজনকে বধ করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহারা সকলেই ধরা পড়িয়াছে। দস্যুদিগকে আমি বাহিরে রাখিয়াছি। মহারাজের অনুমতি পাইলে তাহাদিগকে সভায় আনয়ন করি।" রাজার নিকট কোটাল যেরূপ নিবেদন করিলেন, মাহরুশাহও সেইরূপ বলিলেন—দস্যুগণকে সভায়

আনিতে রাজা আদেশ করিলেন। ডাকাতগণ রাজসভায় আনীত হইলে তাহাদের দলপতিকে দেখিয়া রাজা বলিলেন,—"এ ব্যক্তিকে যেন আমি কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে।" তখন মাহরুশাহ হাত যোড় করিয়া নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ! ডাকাতদিগের দলপতি এই ব্যক্তি আর কেহ নয়, এ আপনার গুরু সেই শাহ সাহেব! আর মহারাজ! আমার প্রতিও একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, আমিও আর কেহ নই, আমি সেই বরজখ বণিকের কন্যা, হুসনবানু। মহারাজ! এই দুরাত্মা পূর্ব্বে আমার ঘর লুটপাট করিয়াছিল। সে সময় আমার অভিযোগ আপনি বিশ্বাস না করিয়া আমাকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার সে অভিযোগ সত্য কি না আজ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করুন।" ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া সন্ন্যাসীকে রাজা চিনিতে পারিলেন। ভণ্ড তপস্বী দুরাত্মা দস্যুকে গুরু বলিয়া তিনি মান্য করিতেন ও হুসনবানুর উপর ঘোরতর অবিচার করিয়াছিলেন, এই সমুদয় বিষয় চিন্তা করিয়া লজ্জায় রাজা কিছু ক্ষণের নিমিত্ত অধোবদন হইয়া রহিলেন। তাহার পর ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া সন্ন্যাসীকে বলিলেন,—"দুরাত্মা, ভণ্ড! দিনের বেলা তুমি সাধু সাজিয়া থাক, আর রাত্রিকালে তুমি লোকের সর্ব্বনাশ কর। ইহার সমুচিত দণ্ড আজ তোমাকে আমি প্রদান করিব।" এই কথা বলিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিলেন। জল্লাদ তৎক্ষণাৎ সেই ভণ্ড সন্ন্যাসী ও তাহার চল্লিশ জন সহচরের শিরশ্ছেদ করিল।

চতুর্থ অধ্যায়—ঈশ্বর দত্ত ধন।

তাহার পর রাজা হুসনবানুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজা বলিলেন যে,—"এ দুর্বৃত্তকে আমি চিনিতে পারি নাই। দিনের বেলা উদাসীনের বেশে থাকিয়া রাত্রিকালে যে এরূপ কাজ করিতে পারে তাহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। সে নিমিত্ত তোমার প্রতি আমি ঘোরতর অবিচার করিয়াছিলাম।" হুসনবানু উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। সে কথার আর প্রয়োজন নাই। জগদীশ্বর আমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন। একবার মহারাজ, ক্লেশ করিয়া যদি

শাহাবাদ গমন করেন, তাহা হইলে, ভগবান্ আমার উপর কিরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, সে সমুদয় কথা আপনাকে বলিব।" শাহাবাদ যাইতে রাজা সম্মত হইলেন। হুসনবানু আনন্দিত হইয়া আপনার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। সেস্থানে উপস্থিত হইয়া রাজপূজার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। যথা সময়ে রাজা শাহাবাদ নগরে উপস্থিত হইলেন। নূতন নগরের শোভা ও রাজ ভবন সদৃশ বড় বড় অট্টালিকা দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন। অতি সম্মান ও সমাদরের সহিত হুসনবানু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আপনার বাটীতে লইয়া গেলেন। রাজার উপবেশনের নিমিত্ত হুসনবানু এক বিচিত্র সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রাজা সেই সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। আহারাদির পর হুসনবানু তাঁহার সম্মুখে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর রাজধানী হইতে বিদূরিত হইয়া কিরূপে এই বিজন বনে আসিয়া উপস্থিত হন, কিরূপে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন, কিরূপে ঈশ্বর প্রেরিত পবিত্র পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে স্বপ্ন প্রদান করেন, কিরূপে বিপুল ধন সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হয়, আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত তিনি রাজার নিকট নিবেদন করিলেন। অবশেষে হুসনবানু বলিলেন,—"মহারাজ! এ ধন আমার নহে, আপনার রাজ্যের ভিতর এ ধন নিহিত ছিল; সুতরাং ইহা আপনার। এক্ষণে সমুদয় সম্পত্তি রাজভাণ্ডারে লইয়া যাইতে আপনার কর্ম্মচারীদিগকে অনুমতি করুন।" সাত কূপ পরিপূর্ণ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ও রাশি রাশি হীরা মাণিক মুক্তা দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার নিজের ভাণ্ডারে ইহার দশাংশের এক অংশ ধনও ছিল না। এই সমুদয় সম্পত্তি রাজভাণ্ডারে লইয়া যাইতে রাজা কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন। কর্ম্মচারিগণ শত শত গরুর গাড়ি লইয়া আসিল। ধন আনিয়া গাড়ি বোঝাই করিবার নিমিত্ত তাহারা কূপের ভিতর প্রবেশ করিল। কিন্তু যাই ধনে হাত দিতে যাইবে, আর সে সমুদয় টাকা ও মোহর ভয়াবহ সর্প ও বৃশ্চিকের আকার ধারণ করিল। সেই সমুদয় বিষধর কাল সর্পের গর্জ্জনে নিকটে যায় কাহার সাধ্য! রাজকর্ম্মচারিগণ ভয়ে পলায়ন করিল। তাহারা যাই পলায়ন করিল, আর সে সমুদয় বস্তু পুনরায় ধনরত্নে পরিণত হইল। তখন রাজা নিজে

তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে গমন করিলেন। কিন্তু সেই ধনরত্ন গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাজা যাই হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন, আর সে সমুদায় পুনরায় কালসর্পের আকার ধারণ করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। রাজাও প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া হুসনবানুকে তিনি বলিলেন,—"কন্যা হুসনবানু! এ বিপুল ঐশ্বর্য্য ঈশ্বর তোমাকেই প্রদান করিয়াছেন, ইহার উপর অন্যের অধিকার নাই, আর কেহ ইহা স্পর্শ করিতে পারিবে না। অতএব তুমি ইহা পরম সুখে উপভোগ কর, আর ঈশ্বরের নামে সৎ-অনুষ্ঠানে ইহা নিয়োজিত কর।" এই বলিয়া রাজা প্রস্থান করিলেন।

এই নূতন নগরে হুসনবানুর যে নূতন রাজভবন সদৃশ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার দ্বারেও তিনি সেই সাত প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে সাত সমস্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত এখনও কেহ অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং তিনি নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে সমর্থ হইলেন। জীবে দয়া ও ঈশ্বরে ভক্তি, এই দুই কার্য্যে তিনি কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, দরিদ্রকে অর্থদান, এইরূপ কার্য্যে তিনি সেই বিপুল সম্পত্তি ব্যয় করিতে লাগিলেন। পথিকদিগের থাকিবার নিমিত্ত সহরের ভিতর হুসনবানু প্রকাণ্ড এক সরাই নির্ম্মাণ করাইলেন। বিদেশী পথিকদিগের সেবার নিমিত্ত তিনি বহুসংখ্যক দাস-দাসী নিযুক্ত করিলেন। নগরের ভিতর প্রবেশ করিলেই হুসনবানুর কর্ম্মচারিগণ পথিকদিগকে অতি সমাদরের সহিত সেই পান্থ-নিবাসে লইয়া যাইত। সে স্থানে উপস্থিত হইলে, চব্যচোষ্যলেহ্যপেয় নানারূপ সুখাদ্য দ্বারা সকলে পরিতোষ লাভ করিত। সুচারু পর্য্যঙ্ক ও দুগ্ধফেননিভ শয্যায় রাত্রিকালে শয়ন করিয়া পথিকগণ পথশ্রম দূর করিত। হুসনবানুর ব্যয়ে পথিকগণ যতদিন ইচ্ছা ততদিন এই সরাইয়ে বাস করিত। অবশেষে বিদায়কালে হুসনবানু সকলকেই প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় করিতেন। ফল কথা, হুসনবানুর দানে সে দেশে দরিদ্র আর কেহ রহিল না। অন্ন-বস্ত্রের অভাব দেশ হইতে একেবারে দূর হইল। হুসনবানুর সুখ্যাতি ক্রমে দেশ বিদেশে প্রচারিত হইল। সকলে বলিতে লাগিল যে, এরূপ দাত্রী ও এরূপ ধর্ম্ম-পরায়ণা নারী

পৃথিবীতে কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। হুসনবানু যে অতি রূপবতী যুবতী সে কথাও সকলে জানিতে পারিল। যখন তাঁহার রূপ গুণের বিবরণ ক্রমে দেশ বিদেশে প্রচারিত হইল, তখন নানাস্থান হইতে শত শত যুবক তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু দ্বারে লিখিত সেই সমস্যা পাঠ করিয়া সকলেই নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিল। কত রাজপুত্র, কত মন্ত্রীর পুত্র, কত সওদাগরের পুত্র, এইরূপে হতাশ হইয়া চলিয়া গেল। হুসনবানুর রূপের বিবরণ শুনিয়া কোন কোন যুবকের মন এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, হতাশ হইয়া কেহ বা মৃত্যুমুখে পতিত হইল, কেহ বা উন্মাদ পাগল হইয়া গেল। এইরূপে কিছুকাল গত হইল।

খোরাসানের নিকটে খোয়ারজম নামক আর একটী দেশ আছে। সেই সময় এই দেশে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মুনীর-শামি। রাজপুত্র মুনীর-শামি সবে যৌবনকালে পদার্পণ করিয়াছিলেন। হুসনবানুর যশঃসৌরভ ক্রমে এই খোয়ারজম দেশে বিস্তারিত হইল। মুনীর-শামি তাঁহার দয়া, ধর্ম্ম, রূপ ও গুণের কথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন, হুসনবানুর প্রেমে তাঁহার চিত্ত আবদ্ধ হইল। যেরূপ জনরব, সত্য সত্য হুসনবানু সেইরূপ সুন্দরী কি না, তাহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত তিনি সেই দেশের প্রধান চিত্রকরকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হুসনবানু নামক এক পরম রূপবতী গুণবতী যুবতী শাহাবাদ নামক নূতন নগর স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যে সে দেশে দরিদ্র আর কেহ নাই। তাঁহার রূপের ও গুণের কথা শুনিয়া আমি তাঁহার প্রেমে আসক্ত হইয়াছি। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমি তাঁহাকে দেখি নাই। তুমি যদি শাহাবাদে গিয়া হুসনবানুর একখানি চিত্র আঁকিয়া আনিতে পার, তাহা হইলে পারিতোষিক-স্বরূপ আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিব।" চিত্রকর উত্তর করিল,—"রাজকুমার! আমি আপনার দাস। আপনার আজ্ঞা পালন করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমার বিশ্বাস এই যে, নিশ্চয় আমি হুসনবানুর চিত্র আঁকিয়া আনিতে পারিব।"

এই কথা বলিয়া চিত্রকর শাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিল। শাহাবাদে উপস্থিত হইবামাত্র হুসনবানুর

কর্ম্মচারিগণ যথারীতি তাহাকে অতি সমাদরের সহিত পান্থনিবাসে লইয়া গেল। সে স্থানে লইয়া নানারূপ সুখাদ্য দ্বারা তাহার পরিতোষ সাধন করিল। রাত্রিকালে শয়ন করিবার নিমিত্ত উত্তম পরিষ্কৃত শয্যা প্রদান করিল। দুই চারি দিন সেই স্থানে অবস্থান করিয়া পথশ্রম দূর হইলে, হুসনবানু যথানিয়মে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। চিত্রকর তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, কি মানসে সে শাহাবাদে আগমন করিয়াছে পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া হুসনবানু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর করিল,—"আমি চিত্রকর. মানুষকে না দেখিয়া আমি তাহার প্রতিরূপ অঙ্কিত করিতে পারি। আমি সেই কার্য্যের নিমিত্ত আপনার দেশে আসিয়াছি।" হুসনবানু বলিলেন,—"আচ্ছা, ভাল! তুমি আরও কিছু দিন এ স্থানে বিশ্রাম কর। তাহার পর কিরূপ ছবি তুমি আঁকিতে পার, তাহা আমি দেখিব।" এই বলিয়া সে দিন হুসনবানু তাহাকে বিদায় করিলেন।

কিছু দিন পরে হুসনবানু পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া তাঁহার ছবি আঁকিতে আদেশ করিলেন। চিত্রকর বলিল,—"একখানি থালা—জলে পরিপূর্ণ করিয়া বাটীর নিম্নে রাখিতে আদেশ করুন। তাহার পর বাটীর উপরে উঠিয়া বারাণ্ডায় এরূপ ভাবে আপনি দণ্ডায়মান হউন, যেন আপনার ছায়া সেই থালের উপর পতিত হয়। থালাস্থিত জলে আপনার সেই ছায়া একবার মাত্র আমি দেখিয়া লইব। সেই ছায়া মনে করিয়া, আমি আপনার চিত্র অঙ্কিত করিব।" চিত্রকরের কথা মত হুসনবানুর ভৃত্য বাটীর নিম্নদেশে জলপূর্ণ একখানি থালা রাখিল। হুসনবানু উপর-তলায় বারাণ্ডার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ছায়া সেই থালার জলে পড়িল। চিত্রকর সেই ছায়া একবার মাত্র দেখিয়া লইল। তাহার পর পান্থ-নিবাসে প্রত্যাগমন করিয়া হুসনবানুর আকৃতি স্মরণ করিয়া সে তাঁহার চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। প্রথম চিত্রখানি সমাপ্ত হইলে, তাহা দেখিয়া ঠিক দ্বিতীয় আর একখানি ছবি প্রস্তুত করিল। ভালখানি সে নিজের নিকট লুকাইত রাখিল, নিকৃষ্ট ছবিখানি সে হুসনবানুকে প্রদান করিল। হুসনবানু তাহা পাইয়াই বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন; তাহার নিপুণতার বার বার প্রশংসা করিয়া ও

পারিতোষিক স্বরূপ বহু ধন দিয়া, তাহাকে বিদায় করিলেন।

চিত্রকর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, রাজপুত্র মুনীরশামির হস্তে হুসনবানুর চিত্রখানি প্রদান করিল। চিত্রখানি দেখিবামাত্র রাজকুমারের মন মোহিত হইল। হুসনবানুর অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাহার পর চেতনা-প্রাপ্ত হইয়া, "হায়! আমি কি করিয়া এই জগন্মোহিনী সুন্দরীকে পাইব," এই বলিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন ও নানা-রূপ বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগি-লেন। যাহা হউক, চিত্রকরকে বহু ধন পুরস্কার করিয়া, তখন তিনি বিদায় করিলেন। চিত্রকরকে বিদায় করিয়া মুনীরশামি ভাবিতে লাগিলেন; কি উপায়ে তিনি হুসনবানুকে লাভ করি-বেন, সর্ব্বদাই তিনি এই চিন্তায় জর জর হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে,—"শাহাবাদ গমন করিয়া হুসনবানুর পায়ে আমি লুণ্ঠিত হইব। কৃপা করিয়া তিনি আমাকে পতিরূপে বরণ করেন ত ভালই, তা না হইলে এ প্রাণ আমি রাখিব না। কিন্তু শাহাবাদে যাইবার নিমিত্ত পিতা মাতার অনুমতি প্রার্থনা করা বৃথা, কারণ কিছুতেই তাঁহারা আমাকে যাইতে দিবেন না। আমি গোপনভাবে সে স্থানে গমন করিব।"

পঞ্চম অধ্যায়।—মুনীরশামির খেদ।

এইরূপ স্থির করিয়া মুনীরশামি ঘোর রাত্রিকালে সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন। দিবা-রাত্রি পথ চলিয়া শাহাবাদ অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। নানাদেশ অতি-ক্রম করিয়া অবশেষে সেই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরে প্রবেশ করিবামাত্র হুসনবানুর কর্ম্ম-চারিগণ অতি সমাদরের সহিত তাঁহাকে পান্থশালায় লইয়া গেল। হুসনবানুর ভৃত্যগণ তাঁহার যথাবিধি পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল ও আহারের নিমিত্ত নানারূপ সুখাদ্য তাঁহাকে প্রদান করিল। কিন্তু মুনীরশামি জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না, অনাহারে পড়িয়া রহিলেন। হুসনবানুর ভৃত্যগণ তাঁহাকে টাকাকড়ি দিতে চাহিল,তাহাও তিনি গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে এই সংবাদ হুসনবানুর নিকট প্রেরিত হইল; হুসনবানু পথিককে তাঁহার নিকট আনিতে বলিলেন। মুনীরশামি তাঁহার নিকট আনীত হইলে, পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া হুসনবানু তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে পথিক! তুমি আমার নগরে আসিয়া অনাহারে কেন রহিয়াছ? টাকা-কড়ি বা কেন গ্রহণ করিতেছ না? মুনীরশামি উত্তর করিলেন,—"বণিক-কন্যা! আমি টাকা-কড়ির প্রার্থী নই, ধন-সম্পত্তি আমার অনেক আছে। আমি খোয়ার-জম দেশের রাজপুত্র। যে জন্য আমি এতদূর আসিয়াছি, সে বাসনা পূর্ণ না হইলে আমি আহারাদি কিছুই করিব না, অনাহারে এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিব।" হুসনবানু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যদি রাজপুত্র, তাহা হইলে সন্ন্যাসীর বেশ কেন ধারণ করিয়াছ? আর তোমার মনের বাসনা কি?" মুনীরশামি উত্তর করিলেন,—"হে বণিক-কন্যা! আমি আপনার চিত্র দেখিয়াছি। সেই চিত্র দেখিয়া আপনার অলৌকিক রূপে আমি মোহিত হইয়াছি। আপনাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত আমি সুখ, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া, এই উদাসীন বেশে এত দূরদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আপনি যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেন তাহা হইলে এ প্রাণ রাখিব, না হইলে আপনার সম্মুখেই আমি আমার ছার জীবন বিসর্জ্জন করিব।" হুসনবানু এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"রাজপুত্র! বৃথা আপনার এ দুরাশা! প্রাণকে ধূলি করিয়া যদি আপনি বায়ুর সহিত মিশ্রিত করেন, তথাপি আপনি আমার মুখ দেখিতে পাইবেন না; আমাকে বিবাহ করা ত দূরের কথা।" মুনীরশামি বলিলেন,—"পত্নীরূপে যদি আপনাকে আমি না পাই, তাহা হইলে, এ প্রাণ আমি কিছুতেই রাখিব না। আপনার দ্বারে আমি আত্মহত্যা করিব।" হুসনবানু উত্তর করিলেন,—"প্রাণ বিসর্জ্জন করা সহজ কথা; কিন্তু পত্নীরূপে আমাকে লাভ করা সেরূপ সহজ কথা নহে। আপনি বোধ হয়, আমার প্রতিজ্ঞার বিষয় শুনিয়া থাকিবেন। সাত সমস্যা আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি; আমার দ্বারদেশে তাহা লেখা আছে। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, যে আমার সেই সাত সমস্যা পূরণ করিতে পারিবে, তাহাকেই আমি বিবাহ করিব, অন্য কাহাকেও আমি বিবাহ করিব না। আপনার ক্ষমতা থাকে, আপনি সেই সাত সমস্যা পূরণ করুন। তাহা করিতে পারিলে, আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ করিব।" মুনীরশামি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে সাত সমস্যা কি?" হুসনবানু উত্তর করি-

লেন,—"প্রথম প্রশ্ন এই—একবার দেখিয়াছি, আর একবার দেখিতে বাসনা হয়। ইহার তত্ত্ব আনয়ন করুন।" মুনীরশামি উত্তর করিলেন,—"কে এরূপ বাসনা করিত? যে লোক এ কথা বলিতেছে, সে কোথায় থাকে, আর কেন সে এরূপ বলিতেছে?" হুসনবানু উত্তর করিলেন,—"যদি এ সমুদয় তত্ত্ব আমি জানিব, তাহা হইলে আপনাকে আর জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন? ইহার সন্ধান আপনি গিয়া আনয়ন করিবেন, ইহাই হইল সমস্যা।" এই কথা শুনিয়া মুনীরশামি গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে করিলেন যে, এরূপ দুর্ঘট প্রশ্নের কে উত্তর দিতে সমর্থ হইবে। 'একবার দেখিয়াছি, আর একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়।' কোথা কে কবে হইতে কেন এ কথা বলিতেছে, তাহা আমি কিছুই জানি না। এরূপ অবস্থায় কেমন করিয়া আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিব। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি হুসনবানুকে বলিলেন—"না জানিয়া শুনিয়া কিরূপে আমি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিব? আপনার এই নগরে বাস করিয়া যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন আমি আপনাকে ধ্যান করিয়া কালাতিপাত করিব।" হুসনবানু উত্তর করিলেন,—"এরূপ ভীরু মনুষ্যকে আমার নগরে আমি থাকিতে দিব না। এ নগর পরিত্যাগ করিয়া যেখানে ইচ্ছা, সেই স্থানে আপনি প্রস্থান করুন। মানে মানে প্রস্থান করেন ত ভাল, তাহা না করিলে অপমান হইয়া আপনাকে এ দেশ হইতে দূর হইতে হইবে।" নিরুপায় হইয়া মুনীরশামি এক বৎসরের সময় প্রার্থনা করিলেন। হুসনবানু সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যৎকিঞ্চিৎ পথ-খরচ লইয়া, সে স্থান হইতে মুনীরশামি বিদায় হইলেন। মুনীরশামির মত আরও কত রাজপুত্র, বণিকপুত্র প্রভৃতি আসিয়া, হুসনবানুর পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করিল; কিন্তু সকলেই সেই সাত সমস্যার বিষয় শুনিয়া নিরাশ হইল। হতাশ হইয়া কেহ বা মনোদুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, কেহ বা পাগল হইয়া গেল, কেহ বা নাস্তিক হইয়া পড়িল।

হুসনবানুর চিত্র বগলে লইয়া, মুনীরশামি দেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কত দেশ, কত নগর, কত পর্ব্বত, কত প্রান্তর, কত বন উপবন পার হইয়া তিনি যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে কখন

তিনি জনশূন্য প্রান্তরের মাঝখানে বসিয়া হুসনবানুর রূপ ধ্যান করিয়া ক্রন্দন করেন। কখন কোন বনের মাঝে বসিয়া হাস্য করেন। কখন কোন পর্ব্বতে বার বার আপনার মাথা ঠুকিয়া বিলাপ করিতে থাকেন। ফল কথা, হুসনবানুর প্রেমে নিতান্ত আসক্ত হইয়া, তিনি উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। কত দেশ ভ্রমণ করিলেন, কত স্থান দর্শন করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই হুসনবানুর প্রথম প্রশ্নের কিছুমাত্র তত্ত্ব জানিতে পারিলেন না। এইরূপে নানাদেশ অতিক্রম করিয়া মুনীরশামি অবশেষে ইমন রাজ্যের অন্তর্গত এক বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই নিবিড় বনে এক বৃক্ষতলে বসিয়া, মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে সেইদিন ইমন দেশের রাজপুত্র হাতেম সেই বনে শীকার করিতে আসিয়াছিলেন। দূর হইতে মুনীরশামির ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি ভৃত্যবর্গকে বলিলেন,—"দেখ ত, এ বিজন অরণ্যে কে রোদন করিতেছে?" ভৃত্যগণ সেই দিকে দৌড়িয়া গেল ও পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া হাতেমের নিকট নিবেদন করিল,—"রাজকুমার! সন্ন্যাসীর বেশধারী এক সুন্দর যুবাপুরুষ বৃক্ষতলে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তাহাকে আমরা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমাদের কথার উত্তর দিল না, ক্রমাগত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।" ভৃত্যদিগের মুখে এইরূপ শুনিয়া হাতেম অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষের নিকট গমন করিলেন। লুক্কায়িত থাকিয়া মুনীরশামির অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, সেই নব্য যুবক এক একটী এরূপ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে যে, তাহাতে তাহার বক্ষঃস্থল যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃদেশ ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া হাতেমের দয়ার্দ্র হৃদয় অতিশয় কাতর হইল। অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, হাতেম তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। মুনীরশামি কিন্তু মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, হাতেমের দিকে একবার তিনি চাহিয়াও দেখিলেন না। অতঃপর হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই, তুমি কে? কি এমন ঘোর দুঃখে তুমি

পতিত হইয়াছ যে, এরূপ ক্রন্দন করিতেছ? সমুদয় কথা তুমি আমাকে খুলিয়া বল। ঈশ্বরের কার্য্যে আমি আমার প্রাণ, মন, দেহ নিয়োজিত করিয়াছি। তাঁহার সৃষ্ট জীবগণের দুঃখ নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। তোমার দুঃখের কারণ জানিতে পরিলে তাহার প্রতিকার করিতেও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। যদি অর্থের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে অর্থ দিয়া তোমাকে আমি পরিতোষ করিব। যদি দুষ্ট লোকের উপদ্রবে তুমি উৎপীড়িত হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার শত্রুকে দমন করিতে আমি যত্ন করিব। সে কার্য্যে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। যদি কোন যুবতীর প্রেমে তুমি আসক্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে তাহার সহিত তোমার মিলন করিয়া দিতেও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" হাতেমের এইরূপ মৃদু মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিরশামি মস্তক উত্তোলন করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, সম্মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধেয় দেবকুমার সদৃশ পরম রূপবান্ এক যুবক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দয়া দাক্ষিণ্য ভাব,— তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে জ্যোতিরূপে বাহির হইতেছে। মুনিরশামি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উত্তর করিলেন,— "ভাই! আমার দুঃখের কথা তোমাকে আর কি বলিব! বলিবার শক্তি আর আমার নাই! তার পর বলিয়াই বা কি হইবে! আমার দুঃখে দুঃখী হয়, পৃথিবীতে এমন কেহ নাই! সে দুঃখ নিবারণ করে, তেমন শক্তিও কাহারও নাই।" হাতেম উত্তর করিলেন,— "ঈশ্বরের কৃপায় মানুষ সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। তোমার শোকের কারণ কি, তাহা তুমি আমাকে বল। আমি সত্য করিতেছি যে, সে দুঃখ প্রতিকারের নিমিত্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" হাতেমের মধুরবচনে আশ্বস্ত হইয়া, মুনীরশামি নিজের কুক্ষিদেশ হইতে হুসনবানুর চিত্রখানি বাহির করিলেন। চিত্রখানি হাতেমের হস্তে দিয়া বলিলেন,—"যাঁহার এই চিত্রখানি, তাঁহার রূপে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তুমি নিজেই বিবেচনা করিয়া দেখ ভাই, যে তাঁহাকে দেখিয়া মানুষের এ দশা ঘটিতে পারে কি না পারে! তাঁহার যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তাঁহাকে যদি লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে এ প্রাণ আমি রাখিব না। তাঁহার প্রেমে

আসক্ত হইয়া পাগলের ন্যায় আমি পথে পথে বেড়াইতেছি।” চিত্রখানিতে হুসনবানুর রূপ দেখিয়া হাতেম কিছুক্ষণের নিমিত্ত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—“হে যুবক! সত্য বটে, এরূপ রূপবতী যুবতীর প্রেমে যে আসক্ত হইয়াছে, সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। এরূপ দুর্দ্দশা তাহার ঘটিতে পারে; কিন্তু তুমি হতাশ হইও না, ঈশ্বরের ধ্যান কর; তাঁহার কৃপায় তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যাঁহার ভালবাসায় তুমি আবদ্ধ হইয়াছ, তাঁহার সহিত যেমন করিয়া পারি, তোমার মিলন করিয়া দিব। আর যে পর্য্যন্ত না মিলন করিয়া দিতে পারি, সে পর্য্যন্ত আমি তোমার সঙ্গ ছাড়িব না।” হাতেম মুনীরশামিকে এইরূপে আশ্বস্ত করিলেন। হাতেমের প্রবোধ বচনে তিনি অনেকটা ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হইলেন। তাহার পর হাতেম মুনিরশামির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনীরশামি নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন ও কিরূপে তিনি হুসনবানুর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছেন ও কেনই বা তিনি হুসনবানুকে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই,—আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত হাতেমের নিকট বর্ণন করিলেন।

অতি সমাদরের সহিত হাতেম মুনীরশামিকে ইমন নগরে লইয়া আসিলেন। বাটীতে আনিয়া হাতেম তাঁহাকে স্নান করাইলেন ও সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করাইয়া, রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করাইলেন। ভালরূপ সুখাদ্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। মনের শান্তির নিমিত্ত তাঁহাকে গীত শুনাইলেন ও নাচ তামাসা দেখাইলেন। এইরূপে চারি পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। এক দিন মুনীরশামিকে বিরস বদন দেখিয়া হাতেম বলিলেন,—“ভাই মুনীরশামি! তুমি বোধ হয় মনে করিয়াছ, যে, তোমার বিষয় আমি বিস্মরণ হইয়াছি। না ভাই! তোমার কথা আমি ভুলি নাই। শীঘ্রই তোমার কার্য্যে আমি প্রবৃত্ত হইব!” মুনীরশামি উত্তর করিলেন,—“ভাই হাতেম! আমার বিষয় তুমি যে ভুলিয়া গিয়াছ, এ চিন্তা আমার মনে উদয় হয় নাই; আমি ভাবিতেছি যে, তুমি রাজপুত্র, সুখে তুমি লালিত পালিত। পরম সুখে তুমি গৃহে থাকিয়া কালক্ষেপ করিতেছ। আমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তুমি নানারূপ বিপদে পতিত হইবে, তোমাকে নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিতে

হইবে। এরূপ সুখ ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া দুঃখে ও ক্লেশে তোমাকে নিক্ষেপ করা আমার কি উচিত হয়? আমি তাই ভাবিতেছি। না ভাই! এ দুর্ভাগার জন্য তুমি ক্লেশ করিও না। আমার কপালে যাহা আছে, তাহাই হইবে, আমাকে বিদায় দাও, আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। হাতেম উত্তর করিলেন,—"মুনীরশামি! তুমি আমাকে ভালরূপে জান না। জীবের দুঃখ নিবারণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব, ইহাই আমার দৃঢ় সঙ্কল্প। ইহ জীবনের সুখ-সচ্ছন্দতাকে আমি অতিশয় তুচ্ছ করি। সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। সংসারের সুখ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমি যে তোমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, সে ইচ্ছা তুমি না করিতে পার। কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিয়াছি, তোমার দুঃখ নিবারণ করিবার নিমিত্ত আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যথাসাধ্য আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে চেষ্টা করিব।" এই বলিয়া হাতেম, ইমনের রাজকর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে হাতেম সকলকে বলিলেন,—"দেখ! কিছুদিনের নিমিত্ত আমি বিদেশে যাইব। ফিরিয়া আসিতে আমার বোধ হয় বিলম্ব হইবে, আমার অবর্ত্তমানে সকল কার্য্য যেন সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়। এখন যেরূপ বিদেশী, পথিক ও অতিথিদিগের সেবা হইতেছে, এখন যেরূপ ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, উলঙ্গকে বস্ত্র, অনাথদিগকে অর্থ প্রদত্ত হইতেছে, আমার অনুপস্থিতি কালেও যেন সে সমুদয় কার্য্য ঠিক সেইরূপে নির্ব্বাহিত হয়, সে বিষয়ে যেন কোনরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না হয়, লোকে যেন না বলে যে, হাতেম দেশে নাই, সেইজন্য দীন-দরিদ্রদিগের আর তত্ত্বাবধান হয় না।"

কর্ম্মচারিদিগকে এইরূপে বার বার সাবধান করিয়া মুনীরশামির সহিত হাতেম স্বদেশ হইতে বহির্গত হইলেন। দেশ হইতে বাহির হইয়া শাহাবাদ অভিমুখে দুই জনে যাত্রা করিলেন। নানা দেশ অতিক্রম করিয়া কিছুকাল পরে সেই নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরে উপস্থিত হইবা মাত্র হুসনবানুর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে অতি সমাদরের সহিত অতিথিশালায় লইয়া গেল। ভৃত্যগণ যথারীতি তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত হইল। নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে আনিয়া রাখিল। তাঁহাদিগকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা লইয়া আসিল,

কিন্তু হাতেম ও মুনীরশামি কিছুমাত্র আহার করিলেন না, ধনও গ্রহণ করি লেন না। হাতেম বলিলেন,—সুখাদ্য আহার করিব বলিয়া আমরা এ স্থানে আগমন করি নাই, ধনলোভেও আমরা এ স্থানে আসি নাই। ঈশ্বরের প্রসাদে ধনরত্নের অভাব আমাদের নাই। তোমরা তোমাদের কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর নিকট গিয়া সংবাদ দাও যে বিশেষ প্রয়োজনে দুই ব্যক্তি আপনার নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।” ভৃত্যগণ, হুসনবানুকে গিয়া সংবাদ দিল যে,—কোথা হইতে আজ এক সুকুমার যুবক আপনার নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার সহিত সেই পূর্ব্ব-পরিচিত রাজপুত্র মুনীরশামিও আসিয়াছেন, তাঁহারা আহারাদি কিছুই করিলেন না, ধনরত্ন কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিতেছেন।” হুসনবানু তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠালেন। তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে, যবনিকার অন্তরালে বসিয়া হুসনবানু হাতেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি কে? কি মনে করিয়া আমার নগরে শুভাগমন করিয়াছেন?” হাতেম উত্তর করিলেন,—“আমি ইমন দেশের রাজপুত্র আমার নাম হাতেম। আমার ভ্রাতা মুনীরশামি আপনার প্রেমে আসক্ত হইয়া জীবনান্ত করিতেছেন। আমি তাঁহার কার্য্যে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। দেখুন, আপনাকে লাভ করিতে না পারিয়া, মুনীরশামির কিরূপ অবস্থা হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আপনি একবার মুখচন্দ্রমা মুনীরশামিকে প্রদর্শন করুন, তাহা দর্শন করিয়া তাঁহার তাপিত প্রাণ অনেকটা শীতল হউক।” হুসনবানু উত্তর করিলেন,—“আমি স্ত্রীলোক! বিদেশী অপরিচিত লোককে মুখপ্রদর্শন করা আমাদের রীতি নহে। সে কাজ কি করিয়া আমি করিতে পারি। তবে আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, যে আমার সাত সমস্যা পূরণ করিতে পারিবে, তাহাকে আমি পতিত্বে বরণ করিব।” হাতেম বলিলেন,“আপনার সাত সমস্যা কি, তাহা একবার শুনিতে পাই না?” হুসনবানু উত্তর করিলেন,—“আপনারা প্রথম আহারাদি করুন। পথশ্রমে ক্লান্ত আছেন, প্রথম সে শ্রম দূর করুন। তাহার পর সমস্যার কথা হইবে।” এই বলিয়া হুসনবানু তাঁহাদের আহারীয় সামগ্রীর আয়োজন করিবার নিমিত্ত ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন। ভৃত্যগণ নানাবিধ সুখাদ্যের আয়োজন

করিল। হাতেম ও মুনীরশামি তাহা আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শ্রান্তি দূর হইলে হুসনবানু পুনরায় পর্দ্দার অন্তরালে আসিয়া বসিলেন। হাতেম বলিলেন, "সুন্দরি! এক্ষণে আপনার সমস্যা কি, তাহা আমাকে বলিতে আজ্ঞা হউক। আর একটী কথা, যদি আপনার সমস্যা আমি পূরণ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে আমি আপনাকে প্রদান করিব। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, সেই ব্যক্তিকে বিনা আপত্তিতে আপনি বিবাহ করিবেন।" হুসনবানু এ কথায় সম্মত হইলেন। হুসনবানু বলিলেন,— "আমার সাত সমস্যা যদি আপনি পূরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে যাহার হস্তে আমাকে আপনি সমর্পণ করিবেন তাহাকেই আমি বিবাহ করিব।" হাতেম বলিলেন,—"তবে এক্ষণে আপনার সমস্যা কি, তাহা আমাকে বলুন।" হুসনবানু উত্তর করিলেন,—"আমার প্রথম সমস্যা এই,—একবার দেখিয়াছি, আর একবার দেখিতে বাসনা হয়,—এ কথা কে বলিতেছে? কোথায় সে এ কথা বলিতেছে? কেন সে এ কথা বলিতেছে। এই তত্ত্ব আপনাকে অনুসন্ধান করিয়া আনিতে হইবে। ইহাই হইল প্রথম সমস্যা। এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর আনিয়া দিতে পারিলে তাহার পর দ্বিতীয় প্রশ্নের কথা আমি আপনাকে বলিব।" হাতেম বলিলেন,— "ভাল! এই প্রশ্নের উত্তর আনিতে আমি এক্ষণে চলিলাম। রাজপুত্র মুনীরশামি এই স্থানে রহিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধান আপনি লইবেন। তাঁহার যেন কোন ক্লেশ না হয়, তাহা দেখিবেন।" এই কথা বলিয়া হাতেম ও মুনীরশামি পান্থশালায় প্রত্যাগমন করিলেন। সেই স্থানে মুনীরশামিকে রাখিয়া হাতেম প্রথম সমস্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

ব্যাঘ্র ও শৃগাল।

মুনীরশামির নিকট বিদায় হইয়া হাতেম প্রথম প্রশ্ন পূরণ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। "একবার দেখিয়াছি, আর এক বার দেখিতে ইচ্ছা হয়। প্রশ্ন হইল এই। কোথায় কোন্ ব্যক্তি একথা বলিতেছে, তাহা আমি কিছুই জানি না। কোন্ দিকে গমন করিলে সে ব্যক্তির সন্ধান আমি পাইব, তাহারও কিছুই জানি না। এখন কোন্ দিকে যাই! বড়ই কঠিন কথা। যাহা হউক, ঈশ্বরের কার্য্যে আমি এ গুরুভার আপনার স্কন্ধে ধারণ করিয়াছি। তিনিই ইহার উপায় করিবেন। ঈশ্বর কৃপা না করিলে কিছুতেই আমি এ দায় হইতে উদ্ধার হইতে পারিব না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত বিশ্বাস করিয়া হাতেম অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহুদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে তিনি এক বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেই বিজন বনে প্রবেশ করিয়া হাতেম দেখিলেন যে, এক নেকৃড়ে বাঘ এক হরিণীর প্রতি ধাবিত হইয়াছে। হরিণীর সম্প্রতি শাবক হইয়াছে। ব্যাঘ্র হরিণীকে ধৃত করিয়া খণ্ড খণ্ড করে আর কি, এমন সময় হাতেম উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"রে নিষ্ঠুর পশু! নিরস্ত হও। হরিণীকে বধ করিও না। ইহাকে বধ করিলে তুমি ঘোর পাপে নিমগ্ন হইবে। হরিণীর ত প্রাণ নাশ হইবে, তাহা ব্যতীত ইহার সম্প্রতি শাবক হইয়াছে, ইহার স্তন হইতে দুগ্ধধারা বিগলিত হইতেছে। আহারাভাবে সে শিশুগুলিও বিনষ্ট হইবে। এরূপ ঘোর নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে তুমি নিবৃত্ত হও।" ব্যাঘ্র স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সে বলিল,—"তুমি বোধ হয় হাতেম," হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ, আমি সেই ব্যক্তি বটে? কিন্তু তুমি কি করিয়া জানিলে যে, আমি হাতেম?" ব্যাঘ্র উত্তর করিল,—"তোমার দয়া ও সাহস দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তুমি হাতেম। পৃথিবীতে তোমার তুল্য দাতা দয়াবান্ ও ঈশ্বর-

পরায়ণ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু হাতেম! আমার প্রতি তুমি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ কেন করিলে? ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া আমি শীকার করিতেছিলাম। মুখ হইতে আমার ভক্ষ্য দ্রব্য তুমি কেন কাড়িয়া লইলে?" হাতেম বলিলেন,—"তোমাকে আমি ক্লেশ দিব না। তোমার বাসনা কি, তাহা আমাকে বল, তোমারও বাসনা আমি পূর্ণ করিব।" ব্যাঘ্র উত্তর করিল,—"ক্ষুধায় আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি। আমাকে তুমি আহার প্রদান কর। মাংস আমাদের আহার, তুমি আমাকে মাংস প্রদান কর।" হাতেম বলিলেন,—"অন্য পশু বধ করিয়া তাহার মাংস তোমাকে আমি প্রদান করিতে পারি না। আমার নিজের মাংস দিয়া তোমাকে আমি পরিতৃপ্ত করিব। আমার শরীরের কোন্ অংশের মাংস ভক্ষণ করিতে তোমার বাসনা, তাহা আমাকে বল। এই মুহূর্তে সেই স্থানের মাংস কাটিয়া তোমাকে আমি প্রদান করিব।" ব্যাঘ্র উত্তর করিল,—"নিতম্ব দেশের মাংসে অস্থিহীন সুকোমল, সেই স্থানের মাংস তুমি আমাকে প্রদান কর।" হাতেম তৎক্ষণাৎ কোমর হইতে ছোরা বাহির করিয়া নিজের শরীর হইতে বৃহৎ বৃহৎ কয়েক খণ্ড মাংস কাটিয়া ব্যাঘ্রকে প্রদান করিলেন। ব্যাঘ্র তাহা খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিল। পরিতৃপ্ত হইয়া সে বলিল,—"হাতেম! তুমি ধন্য! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইমন হেন রাজ্য, সে রাজ্য ও তাহার সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া তুমি এরূপ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ কেন?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"খোয়ারজম দেশের রাজপুত্র মুনীরশামি হুসনবানুর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছেন। পরের উপকার করিলে ভগবান্ প্রীতি লাভ করেন। সে নিমিত্ত মুনীরশামির দুঃখ দূর করিতে আমি ব্রতী হইয়াছি। হুসনবানুর সহিত মুনীরশামির যাহাতে মিলন হয়, সেই চেষ্টায় আমি দেশে দেশে ফিরিতেছি। হুসনবানু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহার সাত সমস্যা পূরণ করিতে পারিবে, তিনি তাহাকেই বিবাহ করিবেন। মুনীরশামির হইয়া আমি সেই সাত সমস্যা পূরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। যদি সফল হই, তাহা হইলে মুনীরশামির হস্তে আমি হুসনবানুকে প্রদান করিব। এক্ষণে প্রথম প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমি বাহির হইয়াছি। সে প্রশ্ন এইরূপ,—একবার দেখিয়াছি,

পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা হয়। কোন্ ব্যক্তি এ কথা বলিতেছে, সে কোথায় আছে, কি সে একবার দেখিয়াছে, ইহার বিন্দু বিসর্গ আমি কিছুই জানি না। সেই বিষয়ের অনুসন্ধানে আমি এইরূপ বনে জঙ্গলে পাহাড় পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেছি।" ব্যাঘ্র এই সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল,—"বৃদ্ধ লোক-দিগের মুখে আমি শুনিয়াছি যে, দস্তহয়েদা নামক এক প্রান্তর আছে। লোক সে স্থানে যাইলে সমস্ত দিন তাহাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হয়, আর সেই সময় সে ঐ শব্দ শুনিতে পায়। "একবার দেখিয়াছি; আর একবার দেখিতে বাসনা হয়," সে স্থানে কোনও ব্যক্তি ক্রমাগত এই কথা বলিতেছে। কিন্তু সে ব্যক্তি কে, ও সে কি দেখিয়াছে, সে কথা আমি জানি না।" হাতেম জিজ্ঞাসা করি-লেন, "সে দস্তহয়েদা কোন দিক দিয়া যাইতে হয়?" ব্যাঘ্র উত্তর করিল, 'এস্থান হইতে কিছু দূরে গমন করিলে ছুইটী পথ দেখিতে পাইবে। বাম হাতের পথে যাইবে না। দক্ষিণ হাতের পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিলে যথা সময়ে দস্তহয়েদা প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইবে।"

হাতেম এই বার প্রথম প্রশ্নের যৎকিঞ্চিৎ সন্ধান পাইলেন। আনন্দিত মনে তিনি ব্যাঘ্র ও হরিণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহারা দুই জনেই হাতেমের বীরত্ব ও দয়ার অনেক প্রশংসা করিল ও তাঁহাকে বার বার আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। শরীরের যে স্থান হইতে ব্যাঘ্রকে মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন, সে স্থানে গভীর ক্ষত হইয়াছিল। সেই ক্ষত স্থান হইতে ক্রমাগত শোণিত স্রাব হওয়ায় হাতেম দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। ক্ষত স্থানে ঘোর যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। চলিতে আর পা উঠে না। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া হাতেম এক বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িলেন। ঐ বৃক্ষের নিকট এক শৃগাল ও শৃগালীর গর্ত্ত ছিল। শৃগাল ও শৃগালী তখন চরিতে গিয়া-ছিল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা দুইজনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তাহাদের আবাস স্থানের নিকট একজন মনুষ্য পড়িয়া ছটফট করিতেছে দেখিয়া, শৃগালী বলিল,—"এ বাসা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এস্থানে মনুষ্য আসিয়াছে। মনুষ্য সকল জন্তুর শত্রু। তাহার সহিত বসবাস

করিলে বিপদ্ ঘটিবে।” শৃগাল বলিল, “আমার বোধ হয়, এ সুন্দর যুবক হাতেম ব্যতীত আর কেহ নহে। ইনি দস্তহয়েদার সংবাদ আনয়ন করিতে গমন করিতেছেন। ক্ষত স্থানের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ইনি এস্থানে শুইয়া পড়িয়াছেন।” শৃগালী জিজ্ঞাসা করিল,—“হাতেম কে? আর তুমি কি করিয়া জানিলে যে এ হাতেম।” শৃগাল উত্তর করিল,—“হাতেম ইমন দেশের রাজপুত্র। ইহাঁর তুল্য দাতা দয়াবান্ ঈশ্বর-পরায়ণ লোক জগতে নাই। আমি আমার পিতা পিতামহদিগের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, অমুক বৎসর অমুক দিন হাতেম এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আজ সেই দিন। সেই জন্য বলিতেছি যে, ইনি হাতেম ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। আজ বনে এক নেকড়ে বাঘ এক হরিণীকে আক্রমণ করিয়াছিল। সে হরিণীর নূতন শাবক হইয়াছিল। নিজের মাংস ব্যাঘ্রকে প্রদান করিয়া হাতেম সেই হরিণীকে উদ্ধার করিয়াছেন। শরীরের যে স্থান হইতে মাংস কাটিয়া ব্যাঘ্রকে প্রদান করিয়াছেন, সেই স্থানের যন্ত্রণায় হাতেম অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন।’ শৃগালী বলিল,—“শুনিয়াছি মানুষ বড় নিষ্ঠুর হয়। নিজের মাংস দিয়া মানুষ যে আবার সামান্য একটী পশুর প্রাণরক্ষা করে, এ কথা ত কখন শুনি নাই।” শৃগাল উত্তর করিল,—‘হে ঈশ্বর! নির্ব্বোধ শৃগালী বলে কি! মনুষ্য সকল জীবের শ্রেষ্ঠ। মানব জাতিকে পরমেশ্বর সকলের বড় করিয়াছেন। তাহার পর হাতেম সেই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ। হাতেমের তুল্য ভগবদ্ভক্ত মনুষ্য পৃথিবীতে আর কে আছে? নিজের মাংস দিয়া হাতেম যে পরের উপকার করিবে, সে আর আশ্চর্য্য কথা কি! পরের জন্য হাতেম নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারে।” এই কথা শুনিয়া শৃগালী বলিল,—“আহা! বড় দুঃখের বিষয় যে, এরূপ ধার্ম্মিক পরোপকারী লোক যাতনায় কাতর হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকিবে, আর আমরা চুপ করিয়া দেখিব! ইহার কি কোন উপায় নাই? এমন কি কোন ঔষধ নাই, যাহা দ্বারা হাতেমের যন্ত্রণা দূর হয়, যাহাতে সে সত্বর আরোগ্য লাভ করিতে পারে?” শৃগাল উত্তর করিল,—“পরিরু নামক এক জীব আছে। তাহার মস্তিষ্ক যদি ঐ ক্ষত স্থানে লাগাইতে পারা যায়, তাহা হইলে নিমিষের মধ্যে সমুদয় যন্ত্রণা দূর হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে ঘা পুরিয়া

উঠে, লোক তৎক্ষণাৎ রোগ হইতে মুক্ত হয়।” শৃগালী জিজ্ঞাসা করিল, —“পরিরু কিরূপ জীব? কোথায় থাকে? শৃগাল উত্তর করিল,— “মাজন্দরাণ নামক এক প্রান্তর আছে, পরিরু সেই স্থানে বাস করে। ইহাদের শরীর ময়ূরের ন্যায়, কিন্তু মুখ মানুষের মত। ইহাদের নিকটে গিয়া, কেহ যদি সরবৎ প্রদান করে, তাহা হইলে সেই সরবৎ পান করিয়া পরিরু উন্মত্ত হয়, উন্মত্ত হইয়া নাচিতে থাকে।” শৃগালী জিজ্ঞাসা করিল,— “পরিরুর মস্তক আমরা কোথায় পাইব? কে তাহা আনিবে? শৃগাল উত্তর করিল,—”সাত দিন সাত রাত্রি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যদি তুমি হাতেমের নিকট বসিয়া থাকিতে পার, কাক, পক্ষী কাহাকেও যদি হাতেমের নিকট আসিতে না দাও, তাহা হইলে আমি নিজে মাজন্দরাণ প্রান্তরে গমন করিয়া পরিরুর মস্তক আনিতে পারি।” শৃগালী বলিল — “তুমি এই মুহূর্ত্তে গমন কর। আমরা সামান্য পশু; আমাদের দ্বারা যদি হাতেমের ন্যায় দয়াবান্ পুরুষের উপকার হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহা করিতে হইবে।” শৃগালীর কথা শুনিয়া শৃগাল মাজন্দরাণ অভিমুখে যাত্রা করিল। দিবা রাত্রি দ্রুতবেগে গমন করিয়া অবশেষে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। সে স্থানে গিয়া দেখিল যে, পরিরুগণ বৃক্ষতলে বসিয়া আছে। শৃগাল সহসা একটা পরিরুর উপর পড়িয়া তাহার মুণ্ড ছিঁড়িয়া লইল। এদিকে শৃগালী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া হাতেমের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া হাতেম বৃক্ষতলে পড়িয়াছিলেন, পড়িয়া পড়িয়া তিনি শৃগালীর অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতেছিলেন। এই সাত দিন শৃগালী কোন স্থানে গমন করে নাই। দিবারাত্রি হাতেমের নিকট বসিয়াছিল। পক্ষীটি পর্য্যন্ত হাতেমের নিকট আসিতে দেয় নাই। সাত দিনের দিন শৃগাল পরিরুর মুণ্ড লইয়া প্রত্যাগমন করিল। সেই মুণ্ড ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতর হইতে মস্তিষ্ক বাহির করিয়া হাতেমের ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিল। লাগাইবামাত্র সমুদয় যন্ত্রণা দূর হইল, ক্ষত পূর্ণ হইল। হাতেম আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর হাতেম শৃগালকে বলিলেন,—“তুমি এ কাজ ভাল কর নাই। আমার উপকারের নিমিত্ত আর একটী জীবের প্রাণ বধ করা

উচিত হয় নাই। যে দিন ঈশ্বরের নিকট গিয়া আমাকে দাঁড়াইতে হইবে, সে দিন আমি কি বলিয়া জবাব দিব?" শৃগাল উত্তর করিল,—"সে বিষয়ে আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনার মত মহাত্মার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আমি সামান্য একটী জীবকে বধ করিয়াছি। তাহাতে যদি কোন পাপ হইয়া থাকে, সে পাপের জন্য আমি দায়ী হইব।"

হাতেম, তাহার পর শৃগাল ও শৃগালীকে বলিলেন,—"তোমরা আমার অনেক উপকার করিয়াছ। আমাকে বল যদি তোমাদের আমি কোনও রূপ উপকার করিতে পারি। যথাসাধ্য আমি সে কাজ করিতে চেষ্টা করিব।" শৃগাল বলিল,—"এই বনের নিকট গোফ্‌তার নামক এক হিংস্রক জন্তু আছে, সেই গোফ্‌তার ও গোফ্‌তারী প্রতি বৎসর আমাদের শাবক খাইয়া যায়। অপত্য-শোকে প্রতি বৎসর আমাদিগকে বড়ই শোকাকুল হইতে হয়। যদি সেই দায় হইতে তুমি আমাদিগকে মুক্ত করিতে পার, তাহা হইলে আমরা বড়ই উপকৃত হই।" হাতেম বলিলেন,—"সেই জন্তুর নিকট তুমি আমাকে লইয়া চল।" হাতেমকে সঙ্গে লইয়া শৃগাল সেই দিকে চলিল। ছয় ক্রোশ পথ চলিয়া গোফ্‌তারের বাসার নিকট উপস্থিত হইল। শৃগাল ভয়ে এক বনের ভিতর লুকায়িত থাকিয়া দূর হইতে হাতেমকে গোফ্‌তারের বাসা দেখাইয়া দিল। নিকটে গিয়া হাতেম দেখিলেন যে, তাহারা গৃহে নাই। হাতেম সেই স্থানে বসিয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গোফ্‌তার ও গোফ্‌তারী গৃহে প্রত্যাগমন করিল। হাতেমকে দেখিয়া রাগে তাহাদের শরীর জ্বলিয়া উঠিল। গোফ্‌তার বলিল,—"কি হে বাপু!! আমাদের বাসায় বড় যে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া রহিয়াছ! এ স্থান তোমার ঘর নহে, এ আমাদের ঘর। শীঘ্র দূর হও, তা না হইলে বিপদ্ ঘটিবে!" হাতেম উত্তর করিলেন,—"আমি তোমাদের ঘর অধিকার করিতে আসি নাই, অথবা তোমাদের কোনরূপ অনিষ্ট চিন্তা করিয়াও আমি এ স্থানে আগমন করি নাই। প্রতিবৎসর ঐ শৃগালের শাবকদিগকে তোমরা ভক্ষণ কর। সেই কুকার্য্য হইতে তোমাদিগকে নিবৃত্ত করিবার মানসে আমি এ স্থানে আসিয়াছি। নিজের শাবকদিগকে তোমরা যেরূপ স্নেহ কর, শৃগালেরাও সেইরূপ করিয়া থাকে। তোমাদের শাবক-

দিগকে কেহ বধ করিলে তোমরা যেরূপ শোকাকুল হও, শৃগালেরাও সেইরূপ হয়। সে জন্য তোমরা পরকে আর কষ্ট দিও না, পরের শাবককে আর ভক্ষণ করিও না।" গোফ্‌তার উত্তর করিল,—"শৃগালের সহায় হইয়া তুমি কি আমাদের সঙ্গে বিবাদ করিতে আসিয়াছ? হাতেম উত্তর করিলেন,—"না, আমি তোমাদের সহিত বিবাদ করিতে আসি নাই। আমি মিনতি করিয়া বলিতে আসিয়াছি। মিনতি করিয়া তোমাদের নিকটে আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, এবার হইতে তোমরা আর শৃগালের শাবকদিগকে ভক্ষণ করিও না। তাহার পরিবর্ত্তে বরং আমার মাংস ভক্ষণ কর।" গোফ্‌তার বলিল,—"আমরা তোমাকেও খাইব, তাহার পর শৃগালের শাবকদিগকেও খাইব।" হাতেম বলিলেন,—"আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, তোমরা শৃগালের শাবকদিগকে ভক্ষণ করিও না, তাহাদের পরিবর্ত্তে আমাকে ভক্ষণ কর। যে জগদীশ্বর অষ্টাদশ সহস্র জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের দিব্য, তোমরা শৃগালের শাবকদিগকে আর খাইও না।" গোফ্‌তার ও গোফ্‌তারী কিছুতেই হাতেমের প্রার্থনা শুনিল না। তাহারা বলিল,—"না, আমরা তোমাকেও খাইব, শৃগালের শাবকদিগকেও খাইব।" এই বলিয়া তাহারা হাতেমকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। হাতেম দেখিলেন যে, এই দুই পশু নিতান্ত নিষ্ঠুর; ঈশ্বরের দিব্যকেও তাহারা গ্রাহ্য করিল না। ঈশ্বরের অবমাননা করিল, সে জন্য হাতেমের কিছু ক্রোধ হইল। লম্ফ প্রদান করিয়া হাতেম দুই জনের গলদেশ ধরিলেন, তাহাদের মস্তক কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া হাতেম কোমর হইতে ছোরা বাহির করিলেন। ছোরার মূলদেশের আঘাতে তাহাদের সমুদয় দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলেন ও ছোরার অগ্রভাগ দিয়া তাহাদের নখর সমুদয় কাটিয়া দিলেন। তখন গোফ্‌তার ও গোফ্‌তারী কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারা বলিল,—"হায়! আমরা নখ ও দন্তহীন হইয়া পড়িলাম। কি করিয়া আমরা শীকার ধরিতে সমর্থ হইব! অনাহারে আমাদিগকে মরিতে হইবে।" প্রবোধ দিয়া হাতেম তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা রোদন করিও না। মাথার উপর ঈশ্বর আছেন, তিনিই সকলের অন্নদাতা। যেন-তেন প্রকারে তিনিই তোমাদিগের আহার যোগাইবেন।"

ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া শৃগাল তখন বলিল,—"আপনারা নিশ্চিন্ত হউন। এ বিষয়ের জন্য কোন ভাবনা নাই। আজ হইতে আমি গোফ্তার ও গোফ্তারীর আহার যোগাইব। যত দিন ইহারা জীবিত থাকিবে, ততদিন যেখান হইতে পারি আমি ইহাদের আহার আনিয়া দিব।"

এইরূপে শৃগাল ও শৃগালীকে নিশ্চিন্ত করিয়া হাতেম তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিছু দূর তিনি অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় শৃগালী বলিল,—"হে শৃগাল! হাতেমকে একেলা যাইতে দিয়া তুমি ভাল কায করিলে না; তুমি হাতেমের সহিত গমন কর।" এই কথা শুনিয়া শৃগাল দ্রুতবেগে দৌড়িয়া পশ্চাৎ হইতে হাতেমকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। হাতেম দাঁড়াইলেন। শৃগাল নিকটে আসিয়া বলিল,—"হে মহাত্মন্! দস্তহয়েদা যাইবার পথ অতি দুর্গম। তোমাকে আমি একেলা সে পথে যাইতে দিতে পারি না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" হাতেম বলিলেন,—"তুমি একবার আমার ঘোরতর উপকার করিয়াছ। সে ঋণে আমি আবদ্ধ রহিয়াছি। তোমাকে আর অধিক ক্লেশ দিতে আমি ইচ্ছা করি না। তুমি বরং আমাকে পথ বলিয়া দাও, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমাকে আমি যাইতে দিব না।" নিরাশ হইয়া শৃগাল উত্তর করিল,—"দস্তহয়েদা যাইবার দুই পথ আছে। এক পথ নিকট, কিন্তু বড় দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। দ্বিতীয় পথ দূর কিন্তু তাহাতে সেরূপ বিপদ আপদের ভয় নাই।" হাতেম বলিলেন,—"যে পথ নিকট, তাহাই আমাকে বলিয়া দাও। তাহাতে যদি বিপদের আশঙ্কা থাকে, ঈশ্বর তাহা দূর করিবেন।" শৃগাল বলিল,—"কিছু দূর আগে যাইলে তুমি যে রাস্তা পাইবে, তাহাই নিকট, তাহাতেই বিপদের ভয় আছে। সে পথ আর দেখাইয়া দিতে হইবে না। কিছু দূর অগ্রসর হইলেই সম্মুখে সে পথ তুমি দেখিতে পাইবে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।—ভল্লুক-কন্যা।

শৃগালকে বিদায় করিয়া হাতেম পুনরায় আগে চলিলেন। যাইতে যাইতে অনেক দিন পরে তিনি জঙ্গলের মাঝখানে এক চৌরাস্তা দেখিতে পাইলেন। এই চারি পথের মধ্যে

কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত, হাতেম দাঁড়াইয়া সে কথা ভাবিতে লাগিলেন। যে বনের ভিতর এই চৌরাস্তা ছিল, সেই বনে অগণিত ভল্লুকের বাস ছিল। ভল্লূকদিগের এক পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া হাতেম ভাবিতেছেন, এমন সময় সেই স্থানে দুই তিন শত ভল্লূক আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ভল্লূকগণ হাতেমকে ধরিয়া আপনাদের বাদশাহের নিকট লইয়া গেল। ভল্লূকরাজ অতি সমাদরের সহিত হাতেমকে আপনার নিকট বসাইয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভল্লূকরাজ বলিলেন,—"হে মনুষ্য! তুমি কে? তোমার নাম কি? তোমার নিবাস কোথায়? আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি ইমনের রাজপুত্র হাতেম!" হাতেম উত্তর করিলেন,—"আপনি সত্য অনুমান করিয়াছেন,—আমি হাতেম বটে। ঈশ্বরের কার্য্যে আমি বাটী হইতে বাহির হইয়া, এই বনের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" ভল্লূকরাজ বলিলেন,—"ভাল হইয়াছে; তুমি আমার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এ জঙ্গলে আমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র নাই, তোমার সহিত আমি আমার কন্যার বিবাহ দিব।" এই কথা শুনিয়া হাতেম মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।" তখন ভল্লূকরাজ বলিলেন,—"চুপ করিয়া রহিলে যে? বড় যে, আমার কথার উত্তর দিলেন না? তবে আমি কি তোমার শ্বশুর হইবার উপযুক্ত নই?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"আমি মানুষ, আপনি পশু; আপনার সহিত আমার কিরূপে কুটুম্বিতা হইতে পারে?" ভল্লূকরাজ বলিলেন,—"সে সম্বন্ধে তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি পশু হইলে কি হয়, আমার কন্যা ঠিক তোমাদের মত দেখিতে।" এই বলিয়া তিনি কতিপয় অনুচরকে আজ্ঞা করিলেন,—"বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া, কন্যাকে নিকটের ঐ ঘরে আনয়ন কর।" ভল্লূকগণ তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গমন করিল ও রাজকন্যাকে সুন্দর পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া, বাহিরের একটী ঘরে আনয়ন করিল। হাতেমকে রাজা সেই ঘরে লইয়া গেলেন। হাতেম ভল্লূক-রাজকন্যাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তাহার আকৃতি কেবল যে মানুষের মত ছিল, তাহা নহে, ভগবান্ তাহাকে অসামান্য সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছিলেন। ভল্লূক-কন্যা যে একরূপ পরমাসুন্দরী মানুষীর

মত হইতে পারে, সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া, হাতেম ঘোরতর বিস্মিত হইলেন। রাজা ও হাতেম পুনরায় সভায় প্রত্যাগমন করিলেন। ভল্লুকরাজ পুনরায় হাতেমকে বলিলেন,—“আমার কন্যাকে তুমি দেখিলে। দেখিলে ত যে, সে ভল্লুকের মত নহে, মানুষীর মত। এখন বল, তাহাকে বিবাহ করিবে কি না?” হাতেম কোন উত্তর করিলেন না; ঘাড় হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। হাতেম মনে করিলেন,—“কি বিপদেই পড়িলাম! আমি এক গুরুভার আপনার স্কন্ধে লইয়াছি। সে কাজ সম্পূর্ণ না করিয়া, কিরূপে আমি ভল্লুকরাজের প্রস্তাবে সম্মত হই! বিবাহ করিয়া আমি এ স্থানে আমোদ আহ্লাদ করিব, আর সে স্থানে মুনীরশামী মনোদুঃখে প্রাণত্যাগ করিবে; তাহা কখনই হইতে পারে না!” হাতেমকে নীরব দেখিয়া, ভল্লুকরাজ পুনরায় বলিলেন,—“আমার কথার তুমি কোন প্রত্যুত্তর করিলে না। আমার কথায় যদি তুমি সম্মত না হও, তাহা হইলে পৃথিবীর শেষ দিন পর্য্যন্ত তোমাকে এই স্থানে থাকিতে হইবে। কিছুতেই তোমাকে আমি ছাড়িয়া দিব না।

হাতেম তবুও মস্তক অবনত করিয়া, নীরবে বসিয়া রহিলেন। তখন ভল্লুকরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন,—“তোমরা এই মানুষকে লইয়া, অমুক গিরি-গহ্বরে নিক্ষেপ কর। তাহার পর বৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর দ্বারা সেই গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া দাও। যত দিন না, আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়, তত দিন এ সেই স্থানে আবদ্ধ থাকুক।” ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ রাজার আদেশ পালন করিল; হাতেমকে লইয়া এক অন্ধকারময় পর্ব্বত-গহ্বরে বন্ধ করিল। বৃহৎ একখানি প্রস্তর দ্বারা সেই গহ্বরের মুখ বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর বহুসংখ্যক ভল্লুক সেই গহ্বরের দ্বারদেশে বসিয়া পাহারা দিতে লাগিল। হাতেম সেই অন্ধকারময় গর্ত্তের ভিতর বন্ধ রহিলেন। ভল্লুকগণ তাঁহাকে অন্নজল কিছুই দিল না। অনাহারে হাতেম সেই গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া, ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। এই রূপে সাত দিন সাত রাত কাটিয়া গেল।

সাত দিন পরে ভল্লুকগণ হাতেমকে পুনরায় সেই গর্ত্তের ভিতর হইতে বাহির করিয়া রাজার সমীপে লইয়া গেল। হাতেমকে নিকটে বসাইয়া রাজা অনেক বুঝাইতে লাগিলেন।

কিন্তু হাতেম কিছুতেই তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন না। ভল্লুকরাজ তখন নানাবিধ সুমিষ্ট ফল মূল আনাইয়া হাতেমের সম্মুখে রাখিলেন। কয় দিন অনাহারে হাতেম ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর ছিলেন। আগ্রহের সহিত হাতেম সেই ফল মূল ভক্ষণ করিলেন, সুশীতল জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে, ভল্লুকরাজ পুনরায় হাতেমকে বলিলেন,—"হে যুবক! আমার কথা তুমি অমান্য করিও না। আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ কর। তাহা না করিলে, তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না" হাতেম এবারও সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন ভল্লুকরাজ হাতেমকে পুনরায় সেই গহ্বরে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন। হাতেমকে পুনরায় তাহারা সেই অন্ধকারময় গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। পূর্ব্বের মত অনাহারে হাতেম দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবস এই ভাবে অতিবাহিত হইলে এক দিন হাতেম নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক বৃদ্ধ পবিত্র পুরুষ আসিয়া, তাঁহার শিয়রদেশে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। বৃদ্ধ বলিলেন,—"হাতেম! তুমি এরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় কায কেন করিতেছ? ভল্লুক-রাজ-কন্যাকে বিবাহ কর, তাহা না করিলে, এ কারাবাস হইতে কিছুতেই তুমি মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।" নিদ্রিত অবস্থাতেই হাতেম উত্তর করিলেন,—"ঈশ্বরের কার্য্যে পরের উপকারের নিমিত্ত আমি ঘর হইতে বাহির হইয়াছি। বিবাহ করিয়া, কিরূপে আমোদ-আহ্লাদে আমি প্রবৃত্ত হইতে পারি? আর যদি আমি ভল্লুক-রাজ-কন্যাকে বিবাহ করি, তাহা হইলে সে অথবা তাহার পিতা আমাকে ছাড়িয়া দিবে কেন? তাহারা ছাড়িয়া না দিলে, কি করিয়া আমি আমার প্রতিজ্ঞাপালনে সমর্থ হইব?" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"তুমি সে ভয় করিও না; ভল্লুক-কন্যাকে বিবাহ কর, তাহার পর তাহাকে বুঝাইয়া বলিলে, সে আপনি তোমাকে ছাড়িয়া দিবে। তাহার পিতা আপত্তি করিলেও, সে পিতাকে সম্মত করিতে সমর্থ হইবে।" এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া, বৃদ্ধ অন্তর্দ্ধান করিলেন।

হাতেমের তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে সময় ভল্লুকরাজ পুনরায় হাতেমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হাতেম নিকটে উপস্থিত হইলে ভল্লুক-রাজ পুনরায় বলিলেন,—"হাতেম!

তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মতি দান কর, আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ কর, তাহা হইলে তোমার পক্ষে ভাল হইবে।” এইবার হাতেম সে কথায় সম্মত হইলেন। হাতেম বলিলেন,—“আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিব। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া এরূপ আজ্ঞা করুন যে, যে বাটীতে আমি বাস করিব, সে স্থানে আপনার ভল্লুকগণ যেন গমন না করে।” রাজা বলিলেন, —“এ আর বিশেষ কথা কি ? তোমার বাটীর নিকটেও কেহ গমন করিবে না।”

এই কথা বলিয়া রাজা বিবাহের আয়োজন করিলেন। পাত্র মন্ত্রী প্রভৃতি দেশের বড় বড় লোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। গৃহাদি সুসজ্জিত করিয়া বরের নিমিত্ত বিচিত্র আসন বিস্তার করিলেন। বর সেই আসনে উপবেশন করিলেন; তাহার পর মহা সমারোহের সহিত বিবাহ-কার্য্য সম্পাদিত হইল। ভল্লুকদিগের প্রথা-অনুসারে হাতেমের হস্তে রাজা আপনার কন্যাকে সমর্পণ করেলেন। ভল্লুকদিগের বনে হাতেম পরম সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন নানাবিধ সুমিষ্ট ফল মূল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিদিন একরূপ দ্রব্য আহার করিয়া, কিছুদিন পরে ফল মূলে তাঁহার অরুচি জন্মিল। সেজন্য হাতেম এক দিবস রাজার নিকট গিয়া বলিলেন,—“মহারাজ! প্রতি দিন ফল মূল ভক্ষণ করিয়া, তাহ'তে আমার আর রুচি নাই। যদি কোনরূপ অন্ন আনিয়া আমাকে প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তৃপ্তিলাভ করি।” এই কথা শুনিয়া, ভল্লুকরাজ আপনার ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন,—তোমরা এই মুহূর্ত্তে লোকালয়ে গমন কর। সে স্থান হইতে চাউল গম প্রভৃতি দ্রব্য ও নানারূপ বাসন আনায়ন কর।” ভল্লুকগণ তৎক্ষণাৎ গ্রাম ও নগরে গমন করিল ও সে স্থান হইতে চাউল গম চিনি ঘৃত প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী ও থালা ঘটি প্রভৃতি পাত্র আনয়ন করিয়া, হাতেমকে প্রদান করিল। সেই সমুদয় বস্তু পাইয়া নানারূপ সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া, হাতেম সস্ত্রীক ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে তিন মাস কাটিয়া গেল।

এক দিন হাতেম আপনার স্ত্রীকে বলিলেন,—“দেখ রাজকন্যে! আমি এক গুরুতর কার্য্যে ঘর হইতে বাহির হইয়াছি। তোমার পিতা বলপূর্ব্বক বিবাহ দিয়া, আমাকে এস্থানে আটক

করিয়া রাখিয়াছেন। এখানে আর বসিয়া থাকা আমার উচিত নহে। তোমার পিতার অনুমতি লইয়া, যদি তুমি আমাকে এস্থান হইতে বিদায় করিতে পার, তাহা হইলে বড় উপকার হয়। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলে কার্য্য সমাপ্ত করিয়া পুনরায় আমি তোমার নিকট আগমন করিব ” এই কথা শুনিয়া ভল্লুক-কন্যা পিতার নিকট গমন করিয়া, হাতেমের কথা নিবেদন করিল। ভল্লুকরাজ বলিলেন,—“এ কথা আমাকে তুমি বৃথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। সে তোমার পতি; তুমি তাহার পত্নী; সে জানে, আর তুমি জান। ইচ্ছা করিয়া তুমি যদি তাহাকে বিদায় দাও, তাহ হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।” রাজকন্যা বলিল,—“পিত! আমার পতি সামান্য লোক নহেন। ইনি পরম সত্যবাদী; ইনি নিশ্চয় পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। পরের উপকারের নিমিত্ত যখন ইনি সুখ-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছেন, তখন এস্থানে ইহাঁকে আটক করিয়া রাখা উচিত হয় না।” কন্যার এইরূপ কথা শুনিয়া, ভল্লুকরাজ হাতেমকে বিদায় দিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। বহু সংখ্যক ভল্লুককে ডাকিয়া তিনি বলিলেন,—“তোমরা ইহাঁর সঙ্গে গমন কর। আমার রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত ইহাকে রাখিয়া, তাহার পর তোমরা প্রত্যাগমন করিও।” বিদায়কালে রাজকন্যা হাতেমের পাগড়িতে একটী মুহরা অর্থাৎ বহুগুণ-সম্পন্ন মাদুলি বা গুটিকা বাঁধিয়া দিলেন; আর বলিলেন,—“এই মুহরা সঙ্গে থাকিলে, তোমার অনেক উপকার হইবে; ইহার গুণে তুমি নানা বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে।”

তৃতীয় অধ্যায়—মৎস্য-নারী।

ভল্লুকরাজ ও তাঁহার কন্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, হাতেম কিছু দিন পরে এক ভয়াবহ বিস্তৃত বালুকা-প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বালুকা প্রান্তরে কেবল বালি ধু ধু করিতেছিল। সে স্থানে জল অথবা আহারীয় বস্তু কিছুমাত্র ছিল না। অন্ন জল বিনা সেই স্থানে হাতেমের প্রাণ বিয়োগ হইত; কিন্তু ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে এক বৃদ্ধ লোক আসিয়া,

তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। বসন দ্বারা বৃদ্ধের মুখ আবৃত থাকিত। কোন কথা না বলিয়া, দুইখানি রুটি ও এক ঘটি জল প্রতিদিন তিনি হাতেমকে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিতেন। হাতেম তাহাই আহার করিয়া, প্রাণ-ধারণ করিতেন ও ক্রমাগত পথ চলিতেন। এইরূপ চলিতে চলিতে কয়েক দিন পরে হাতেম দূর হইতে সম্মুখে এক পাহাড় দেখিতে পাইলেন। অগ্রসর হইয়া, পাহাড়ের যেই নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, আর সেই দিক হইতে এক প্রবল বায়ু-স্রোত আসিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। হাতেম তখন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, সে প্রকৃত পাহাড় নহে, সে প্রকাণ্ড এক অজগর সর্প। নিশ্বাস দ্বারা সেই সর্প তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। সর্প সেই নিশ্বাসের বলে হাতেমকে তাহার দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। আপনাকে স্থির রাখিবার নিমিত্ত হাতেম কত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি আপনাকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। সাপের নিশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া, শীঘ্রই তাঁহাকে সেই অজগরের মুখের ভিতর প্রবেশ করিতে হইল। মুখ গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তাহার পর তাহার উদরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সাপের জঠর-দেশে উপস্থিত হইয়া, হাতেম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—ভালই হইল যে এই ক্ষণভঙ্গুর মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দেহ কোনও একটা জীবের উপকারে লাগিল। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কার্যে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে, যে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, সে ধন্য। মাঝে মাঝে তাহাকে ক্লেশভোগ করিতে হয় সত্য, কিন্তু সে ক্লেশ প্রকৃত ক্লেশ নহে। ধার্ম্মিক লোককে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ভগবান সে ক্লেশ প্রেরণ করেন। সে দুঃখে যাহার মন বিচলিত না হয় সেই ধন্য।" এইরূপ চিন্ত করিয়া, ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, হাতেম সেই সাপের পেটের ভিতর অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিন দিন এই-রূপে হাতেম সেই সাপের পেটের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া, বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাহির হইবার পথ পাইলেন না। সাপের বিষে হাতেমের দেহ কোন্ কালে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইত, কিন্তু ভল্লুক-রাজকন্যা বিদায়-কালে তাঁহাকে যে মুহুরা দিয়াছিল, তাহার গুণে সাপের বিষ হইতে হাতেম রক্ষা পাইলেন। সে মুহরার

গুণ এই যে, যাহার নিকট তাহা থাকে, সে আগুণে পুড়িয়া মরে না, জলে ডুবিয়া যায় না ও সাপের বিষে তাহার কোন অপকার হয় না। হাতেমের পাগড়িতে সেই মুহরা বাঁধা ছিল; সে জন্য এই অজগরের বিষে তাঁহার কোন অপকার হইল না। তিন দিন পরে সেই অজগর মনে মনে চিন্তা করিল,—"কে জানে, আমি কি আপদ ভক্ষণ করিয়াছি! আজ কয় দিন খাইয়াছি, তবু ইহা পরিপাক হইতেছে না। আমার পেটের চারি দিকে রাত্রি-দিন ইহা ছুটা-ছুটি করিতেছে; আমার নাড়ি-ভুঁড়ি পদ দলিত করিতেছে, দৌড়া-দৌড়ি করিয়া আমার নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে।" ফল কথা, পেটের বেদনায় সাপ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল সাপ ভাবিল,—"যদি ইহাকে আমি না বাহির করি তাহা হইলে ইহার দৌরাত্ম্যে শিশুকাল হইতে আমি যাহা ভক্ষণ করিয়াছি, সে সমুদয় বাহির হইয়া পড়িবে।" এইরূপ মনে করিয়া, সাপ উদ্গার করিয়া ফেলিল। সেই বমনের সঙ্গে হাতেম তাহার পেট হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সাপের উদরের রসে হাতেমের পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছিল। বালুকা প্রান্তরে দাঁড়াইয়া হাতেম আপনার কাপড় শুষ্ক করিলেন; কাপড় শুষ্ক হইলে পুনরায় তিনি পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। এই-রূপে যাইতে যাইতে হাতেম একদিন সম্মুখে বৃহৎ একটী হ্রদ দেখিতে পাইলেন। সাপের লালায় হাতেমের পরিধেয় বস্ত্র অপরিষ্কার হইয়া গিয়া-ছিল, হ্রদের নির্ম্মল জল দেখিয়া বস্ত্রাদি ধৌত করিবার মানসে হাতেম তাহার কিনারায় গিয়া বসিলেন। হ্রদের তীরে বসিয়া হাতেম আপনার কাপড় কাচিতেছেন এমন সময় সেই জলের উপর এক আশ্চর্য্য জীব ভাসিয়া উঠিল। নাভি হইতে শরীরের উর্দ্ধভাগ ইহার মানুষের মত ছিল, কিন্তু নাভির নিম্নদেশে মানুষের মত ইহার দুইটী পা ছিল না। নাভি হইতে শরীরের নিম্নদেশ ঠিক মৎস্যের ন্যায় ছিল। এই জীব পুরুষ নহে, স্ত্রী। সে নিমিত্ত ইহাকে মৎস্য-নারী বলে। এই আশ্চর্য্য জীবকে দেখিয়া, হাতেম ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। হাতেম বলিলেন,—"হে জগদীশ্বর! তোমার মহিমা অপার, কত প্রকার জীব তুমি সৃষ্টি করিয়াছ!" হাতেম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন

সময় সেই মৎস্য-নারী তাঁহার হাত ধরিয়া, জলের ভিতর ডুব মারিল। হাতেমকে লইয়া, সে জলের ভিতর যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে কিছুক্ষণ পরে সেই জলের ভিতর এক রমণীয় অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হইল হাতেমকে লইয়া মৎস্য-নারী সেই অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিল। অট্টালিকার ভিতর বসিবার নিমিত্ত বিচিত্র আসন বিস্তৃত ছিল। হাতেমকে তাহার উপর বসাইয়া মৎস্য-নারী তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইল। হাতেম বলিলেন,—"হে ঈশ্বরের জীব! তুমি আমাকে এ স্থানে কেন আনিলে? আমি এক বড় গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছি। যেমন করিয়া হউক, সে কার্য্য আমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। যে স্থান হইতে তুমি আমাকে আনয়ন করিয়াছ, পুনরায় সেই স্থানে আমাকে রাখিয়া আইস।" মৎস্য-নারী উত্তর করিল, "তোমার প্রতীক্ষায় আমি এস্থানে বাস করিতেছি। মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন যে, ইমন-দেশের রাজপুত্র হাতেমের সহিত আমার বিবাহ হইবে। তুমি হাতেম, এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা।" মহাপুরুষদিগের আজ্ঞা শুনিয়া, হাতেম সেই মৎস্য-নারীকে যথারীতি বিবাহ করিলেন। মৎস্য-নারী সম্পূর্ণ ভাবে মানবীর আকার ধারণ করিল। কিছু দিন সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া, হাতেম তাহাকে মুনীরশামির বিবরণ বলিয়া, বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সেই কথা শুনিয়া মৎস্য-নারী তাঁহাকে বিদায় দিল; হাতেমের হাত ধরিয়া পুনরায় তাঁহাকে সেই হ্রদের তীরে রাখিয়া গেল। হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।

বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া, হাতেম অবশেষে এক পর্ব্বতে গিয়া উঠিলেন। পর্ব্বতটী নানাবিধ তরু-লতায় আবৃত ছিল; সেই সমুদয় বৃক্ষ সুন্দর ফুল-ফলে সুশোভিত ছিল। পথশ্রমে হাতেম নিতান্ত ক্লান্ত ছিলেন। তিনি এক বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। শয়ন করিবামাত্র তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। হাতেম অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় সেই স্থানে এক মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষতলে সুন্দর এক যুবাপুরুষ শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া 'মহাপুরুষ বিস্মিত হইলেন। তিনি হাতেমের শিয়রদেশে বসিয়া রহিলেন; কিছুক্ষণ পরে হাতেমের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিয়া হাতেম

দেখিলেন যে, তাঁহার শিয়রে এক মহাপুরুষ বসিয়া আছেন। শশব্যস্তে উঠিয়া হাতেম তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, মহাপুরুষও হাতেমের অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর মহাপুরুষ, হাতেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি জন্য এস্থানে আসিয়াছ?" হাতেম উত্তর করিলেন—"আমি দস্তহয়েদা গমন করিতেছি। বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" মহাপুরুষ বলিলেন,—"দস্তহয়েদা! তুমি দস্তহয়েদা যাইবে? কে তোমাকে এরূপ কুপরামর্শ দিল? দস্তহয়েদা হইতে কেহ জীবিত ফিরিয়া আসিতে পারে না। সে স্থানে উপস্থিত হইলে, হয় সে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আর না হয়, উন্মত্ত হইয়া সেই স্থানে সে চিরকাল বিচরণ করিতে বাধ্য হয়। এ বিষম কাজ হইতে নিবারণ করে, এমন কি কেহ তোমার আত্মীয় স্বজন ছিল না?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"আমি নিজের লাভের নিমিত্ত দস্তহয়েদা যাইতে ইচ্ছা করি নাই, পরের উপকারের নিমিত্ত আমি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।" এই বলিয়া হাতেম মুনীরশামির বিবরণ মহাপুরুষের নিকট বর্ণন করিলেন। সেই সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন,—"আমার বোধ হয়, তুমি তয় বাদশাহের পুত্র হাতেম হইবে। পরের জন্য এত দুঃখ সহ্য করে, এক হাতেম ভিন্ন একালে আর অন্য কেহ নাই।" হাতেম উত্তর করিলেন,—"হাঁ! আমি ইমনের রাজপুত্র হাতেম বটি।" মহাপুরুষ বলিলেন,—"হাতেম তুমি ধন্য! পরের উপকারের নিমিত্ত যে এত বিপদ আপদে পতিত হয়, এত দুঃখ এত ক্লেশ সহ্য করে, সে মানুষ ধন্য! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন, ঈশ্বর তোমাকে এ ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। তবে ভয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত দস্তহয়েদা হইতে কেহ কুশলে প্রত্যাগমন করিতে পারে নাই। যে সে স্থানে গিয়াছে সেই মারা পড়িয়াছে। ক্বচিৎ কখন যদি বা কেহ প্রত্যাগমন করিয়াছে, সেও উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমি তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিতেছি, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যদি আমার উপদেশ মত কার্য্য কর, তাহা হইলে হয় ত তোমার বিপদ না ঘটিতে পারে। এই স্থান হইতে ক্রমাগত অগ্রসর হইলে, কিছুদিন পরে তুমি দস্তহয়েদার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইবে। তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে, প্রকাণ্ড এক

সরোবর দেখিতে পাইবে। সেই সরোবরে এক উলঙ্গ পরী আসিয়া তোমাকে জলমাত বা মায়াক্ষেত্রে লইয়া যাইবে। তুমি নীরবে তাহার সহিত গমন করিবে, কোনও রূপ আপত্তি করিবে না। তুমি মায়াভবনে উপস্থিত হইলে, অনেক অলৌকিক লাবণ্য বিশিষ্টা পরী আসিয়া তোমার সম্মুখে নৃত্যগীত করিবে। অবশেষে সেই পরীদিগের কর্ত্রীঠাকুরাণীও আসিবে। তাহার এরূপ মনোহর রূপ যে, সে রূপ দেখিয়া কেহ স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু খবরদার, তাহার রূপে যেন তোমার মন মোহিত না হয়, চিত্ত যেন তোমার কিছুতেই বিকল না হয়। চুপ করিয়া সাত দিন তুমি সেই স্থানে বসিয়া থাকিবে। কাহারও সহিত কোন কথা কহিবে না, কাহ-কেও স্পর্শ করিবে না। যদি দৃঢ় মন করিয়া সাত দিন তুমি অতিবাহিত করিতে পার, তাহা হইলে সে মায়া-ক্ষেত্রের মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া তোমাকে উন্মাদ হইতে হইবে না। তবে আমি পূর্ব্বেই বলিতেছি যে, সে পরীদিগের অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া মানু-ষের প্রাণ স্থির থাকে না।" এইরূপে দুই জনে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে এক সুন্দর পুরুষ দুই বাটি পরমান্ন ও দুই ঘটী জল লইয়া, সে স্থানে উপস্থিত হইল। মহাপুরুষ ও হাতেম সেই পরমান্ন ভক্ষণ ও জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া, হাতেম সে রাত্রি সেই স্থানে যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃ কালে মহাপুরুষের নিকট বিদায় লইয়া হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়—জলমাত বা মায়া-ক্ষেত্র।

বন, উপবন, পাহাড়, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, এক দিন হাতেম এক মনোহর সরোবরের নিকট উপস্থিত হইলেন। পথক্লেশে ও পিপাসায় হাতেম কাতর ছিলেন। জলপান করিবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি সেই পুষ্করিণীতে গিয়া নামিলেন। হাতেম জলপান করিতে-ছেন, এমন সময় সেই সরোবরে এক অপূর্ব্ব রূপবিশিষ্ট পরী ভাসিয়া উঠিল। পরীর সর্ব্বশরীর উলঙ্গ; হাতেমের হাত ধরিয়া পরী সেই মুহূর্ত্তে ডুব মারিল! মহাপুরুষের কথা স্মরণ করিয়া, হাতেম তাহার হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা করিলেন না। হাতেম চক্ষু বুজিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার

পদদ্বয় ভূমি স্পর্শ করিল। হাতেম চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন যে, এক সুন্দর উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সে স্থানে বৃক্ষ সকল ফল-ভরে অবনত ছিল, মনোহর সুগন্ধ পুষ্প তরু দ্বারা উদ্যান সুশোভিত ছিল। হাতেমকে এই স্থানে ছাড়িয়া দিয়া, পরী একদিকে চলিয়া গেল। হাতেম একাকী সেই উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণকালে সম্মুখে বৃহৎ এক অট্টালিকা তাঁহার নয়ন গোচর হইল। এই সময় সহস্র সহস্র পরী সেই অট্টালিকা হইতে বাহির হইল। তাহাদের রূপ দেখিলে, কোন মানব স্থির থাকিতে পারে না। হাতেম ভাবিলেন, মহাপুরুষ যে জলমাত বা মায়া-ভবনের কথা বলিয়াছিলেন, এই সেই জলমাত। পরীদিগের মধ্যে কেহ কেহ সুমিষ্ট বাদ্য যন্ত্র বাজাইতে লাগিল, কেহ বা সুমধুর স্বরে গীত গাহিতে লাগিল কেহ বা হাতেমের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কিন্তু মহাপুরুষের উপদেশ স্মরণ করিয়া, হাতেম তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; তিনি মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন; মুখ তুলিয়া একবার পরীদিগের দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। পরীগণ তাঁহার হাত ধরিয়া সেই অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিল। অতি সুন্দর অট্টালিকা, তাহার প্রাচীর বহুমূল্য মণি-মুক্তা দ্বারা খচিত ছিল, ঝাড় লণ্ঠনে চারি দিক্ সুশোভিত ছিল। ভিত্তিগাত্রে শত শত পরীর চিত্র ঝুলিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! হাতেম যাই সেই অট্টালিকার ভিতর গিয়া উপস্থিত হইলেন, আর অমনি যে সমুদয় পরী তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ চিত্র হইয়া ভিত্তিগাত্রে ঝুলিতে লাগিল। আবার সেই মুহূর্ত্তে ভিত্তিগাত্রের চিত্র সমুদয় দেহ-বিশিষ্ট পরী হইয়া, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা পূর্ব্বে দেহ-বিশিষ্ট ছিল, তাহারা ছবি হইয়া গেল; আর যাহারা ছবি ছিল, তাহারা দেহ-বিশিষ্ট পরী হইল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, হাতেম ঘোরতর বিস্মিত হইলেন। এবং ভগবানকে ধ্যান করিয়া হাতেম বলিলেন,—"হে ঈশ্বর! তোমার লীলা মানুষে বুঝিতে পারে না; তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম; তুমি কি না করিতে পার?" দেওয়ালের বহুসংখ্যক চিত্র পরীরূপে পূর্ব্ববৎ হাতেমের সম্মুখে নৃত্য গীত করিতে লাগিল। হাতেম তাহার প্রতিও দৃষ্টিপাত করিলেন না। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া,

হাতেম অট্টালিকার এক স্থানে এক রত্ন-সিংহাসন দেখিতে পাইলেন। সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইয়া হাতেম ভাবিলেন,—"যখন এত দূর আসিয়াছি, তখন এই সিংহাসনের উপর আমাকে একবার বসিতে হইবে।" এইরূপ মনে করিয়া হাতেম সিংহাসনের উপর যাই আপনার পা রাখিলেন, আর অমনি তাহার তলদেশ হইতে এক বিকট শব্দ উত্থিত হইল। হাতেম মনে করিলেন, হয় ত সিংহাসনের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এইরূপ মনে করিয়া, হাতেম সিংহাসনের নিম্ন দিকে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, সিংহাসন ভগ্ন হয় নাই। হাতেম এই বার সিংহাসনে বসিয়া পড়িলেন। এই সময় আর একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। অট্টালিকার দেওয়ালে অন্যান্য শত শত চিত্রের মধ্যে একখানি অতিসুন্দর ছবি ঝুলিতেছিল। তাহাতে যে পরীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল, সকলের অপেক্ষা সে সুন্দরী ছিল। যেমন মুখ-শ্রী, তেমনি শরীরের গঠন, তেমনি বর্ণ ও ভাবভঙ্গি। সেই চিত্র দেখিলেই লোকের মন মোহিত হইয়া যায়। —হাতেম যাই সিংহাসনে বসিলেন, আর অমনি সেই চিত্রাঙ্কিত পরী মানবীয় রূপ ধরিয়া দেওয়াল হইতে নীচে অবতরণ করিল। তাহার রূপের ছটায় অট্টালিকা আলোকিত হইল। ঘরের মেজের উপর নামিয়া পরী অবগুণ্ঠনে তাহার মুখশ্রী আচ্ছাদিত করিল। তাহার পর মরাল-গমনে পদক্ষেপ করিয়া, সে হাতেমের দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে যখন সে হাতেমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মধুর ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া, হাতেমের চিত্ত বিকলিত হইল। ঘোমটা খুলিয়া ভাল করিয়া তাহার মুখশ্রী দেখিবার নিমিত্ত, তাহার হাত ধরিতে হাতেম উদ্যত হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই মহাপুরুষের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তৎক্ষণাৎ তিনি আপনার মনকে দৃঢ় করিলেন। মনকে স্থির করিয়া হাতেম ভাবিতে লাগি-লেন,—'সর্ব্বনাশ! এখনি আমি ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছিলাম! ইহার রূপে জ্ঞানহত হইয়া, আমি ইহার হাত ধরিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। সাত দিন এ স্থানে কাহাকেও স্পর্শ করিতে মহাপুরুষ আমাকে নিষেধ করিয়া-ছেন। সে উপদেশ ভুলিয়া যদি ইহাকে আমি স্পর্শ করিতাম, তাহা হইলে এই মায়া-জালে যাবজ্জীবন আমাকে আবদ্ধ থাকিতে হইত। হে ঈশ্বর! তুমি আমাকে মানসিক

বল প্রদান কর। আর যেন ইহাদের রূপ দেখিয়া, আমার মন মোহিত না হয়।”

পরীদিগের কর্ত্রী নিকটে আসিয়া হাতেমের পার্শ্বে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল। নানারূপ ছলনা করিয়া, হাতেমকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হাতেম মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিলেন; তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিয়া দেখিলেন না। হাতেম মনে করিলেন যে, “এই পরী আপনি যদি আমার হস্ত ধারণ করে, তাহা হইলে এ মায়া-জাল হইতে বোধ হয়, আমি নিষ্কৃতি পাইব। দেখি, এ আপনি আমার হাত ধরে কি না। কিন্তু সে পরী হাতেমের হাত ধরিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। চারিদিকের ঝাড় লণ্ঠন সমুদয় আপনি জ্বলিয়া উঠিল। কর্পূর-গঠিত বাতি প্রজ্জলিত হইয়া সুগন্ধে সমুদয় অট্টালিকা ও উদ্যান আমোদিত করিল। অট্টালিকা ও উদ্যানে নানাবিধ সুমিষ্ট বাদ্য যন্ত্র বাজিতে লাগিল। দেওয়ালের গায়ে যত চিত্র ঝুলিতেছিল, সে সমুদয় চিত্র রাত্রিকালে পরীরূপে পরিণত হইল। সেই সমুদয় পরী হাতেমের সম্মুখে নৃত্য-গীত করিতে লাগি[illegible]। পরীদিগের কর্ত্রীঠাকুরাণীও সেই [illegible]ময় সিংহাসন হইতে উঠিয়া হাতেমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নানারূপ কৌতুক বিদ্রূপ, হাসি, কটাক্ষপাত প্রভৃতি করিয়া হাতেমের মনকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল। হাতেম অটল অচল ভাবে বসিয়া রহিলেন। মায়াময়ীর ছলনায় হাতেমের মন কিছু মাত্র মুগ্ধ হইল না। এই সময় কোথা হইতে নানাবিধ সুখাদ্যে পরিপুরিত বহুসংখ্যক পাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতেম সেই সমুদয় আহারীয় বস্তু ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। খাইতে উপাদেয় বটে, কিন্তু তাহা খাইয়াও কিছুতেই তাঁহার উদর পূর্ত্তি হইল না। রাশি রাশি আহারীয় সামগ্রী তিনি ভোজন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হইল না। হাতেম ভাবিলেন,—“কি বিচিত্র মায়া! এত খাইলাম, তথাপি পেট আমার কিছুতেই ভরিল না। এ স্থানের সকল বিষয় অলীক, সমুদয় মায়া।” এইরূপে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাত হইবা মাত্র যাবতীয় পরী পুনরায় ছবি হইয়া গেল; পরীদিগের সেই কর্ত্রীঠাকুরাণী পর্য্যন্ত ছবি হইয়া দেওয়ালের গায়ে ঝুলিতে লাগিল। সমস্ত দিন তাহারা চিত্র হইয়া রহিল। তাহার পর যাই পুনরায় সন্ধ্যা হইল, আর অমনি সেই

সমুদয় ছবি পূর্ব্ববৎ দেহ-বিশিষ্ট পরী হইয়া, হাতেমের সম্মুখে নাচিতে গাহিতে লাগিল। পূর্ব্ববৎ আহারীয় সামগ্রী আসিয়া, হাতেমের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পূর্ব্ববৎ আহার করিয়া হাতেমের তৃপ্তি হইল না।

এইরূপে সাত দিন সাত রাত্রি কাটিয়া গেল। পরীদিগের ছলনায় হাতেমের মন মুগ্ধ হইল না। হাতেম কোন পরীকে স্পর্শ করিলেন না, হাতেমকেও কেহ স্পর্শ করিল না। অষ্টম দিবসে হাতেম ভাবিলেন,—"মহাপুরুষের উপদেশ আমি প্রতিপালন করিলাম। সাত দিন সাত রাত্রি কাটিয়া গেল। আমি ইহাদের রূপে মোহিত হই নাই, ইহাদের শরীর আমি স্পর্শ করি নাই। আর এ স্থানে বসিয়া থাকা উচিত নহে। কোনরূপে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। বিলম্ব করিলে যদি মুনীরশামির ভাল মন্দ হয়, তাহা হইলে কি বলিয়া আমি শেষদিনে ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব!" এইরূপ ভাবিয়া হাতেম সেই পরীদিগের কর্ত্রীঠাকুরাণীর হাত ধরিলেন। সেই মুহূর্ত্তে সে স্থানে এক বিপরীত শব্দ হইল, আর তৎক্ষণাৎ সিংহাসনের নিম্নদেশ হইতে এক পরী বাহির হইয়া হাতেমকে সবলে পদাঘাত করিল। সেই এক লাথিতে হাতেম বায়ু পথে নক্ষত্রবেগে এক দূর দেশে গিয়া পড়িলেন।

পঞ্চম অধ্যায়—দস্তহয়েদা।

হাতেম চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন যে, এক বিস্তৃত জনশূন্য প্রান্তরে গিয়া পড়িয়াছেন। হাতেম ভাবিলেন যে এই প্রান্তরকেই দস্তহয়েদা বলে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর, সেই মরুভূমির ভিতর এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু জন মানবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। কিছুক্ষণ পরে সেই শব্দ—যাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত তিনি এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এতদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন,—সেই শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। দূরে কে যেন বলিতেছে—"একবার দেখিয়াছি, আর একবার দেখিতে বাসনা হয়।" এই শব্দ শুনিবামাত্র হাতেম দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না; কে সে কথা বলিতেছে, হাতেম তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। হাতেম দেখিলেন যে, সে লোক সমস্ত দিন

এইরূপ শব্দ করে না ; দিনের মধ্যে কেবল তিনবার এই কথা বলিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে। হাতেম যতবার সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন, ততবার সেই দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু সাত দিন অন্বেষণ করিয়া, তিনি সে লোকের সন্ধান করিতে পারিলেন না। অবশেষে অষ্টম দিবসে তাঁহার অনুসন্ধান সফল হইল। সেই দিন প্রান্তরের মধ্যে যাই সেই শব্দ হইল, আর হাতেম অমনি সেই দিকে দৌড়িয়া যাইলেন। আগে যাইয়া দেখিলেন যে, সন্ন্যাসীর বেশধারী শুভ্রকেশ শুভ্রশ্মশ্রুবিশিষ্ট এক বৃদ্ধ,— প্রান্তরের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন। হাতেম বুঝিলেন যে, এই বৃদ্ধই চীৎকার করিয়া থাকে। নিকটে গিয়া হাতেম তাঁহাকে সেলাম করিলেন। বৃদ্ধও তাঁহাকে "আলেক-উল— সেলাম" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। তাহার পর হাতেমকে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে ? কি জন্য এই জনশূন্য ভয়াবহ প্রান্তরে তোমার আগমন হইয়াছে ?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"আপনার অন্বেষণ করিতেই আমি এখানে আগমন করিয়াছি। 'একবার দেখিয়াছি, আর একবার দেখিতে বাসনা হয়,' এই কথা বলিয়া, কি জন্য আপনি রোদন করেন ? এমন কি আপনি দেখিয়াছেন যে, তাহা পুনরায় দেখিবার নিমিত্ত আপনার এত ইচ্ছা হইয়াছে ? ইহার সমুদয় বৃত্তান্ত যদি আমাকে বলেন, তাহা হইলে আমি নিতান্ত অনুগৃহীত হই।" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"পথশ্রমে তুমি শ্রান্ত হইয়াছ ; তোমার ক্লান্তি দূর হউক, তাহার পর, সকল কথা তোমাকে বলিব।" হাতেম বৃদ্ধের নিকট বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাত্রি উপস্থিত হইলে, কোথা হইতে সেই স্থানে আপনা আপনি দুই খানি রুটি ও দুই ঘটি জল আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ হাতেমকে একখানি রুটি ও এক ঘটি জল প্রদান করিলেন ও আপনি একখানি রুটি লইয়া ভক্ষণ করিলেন ও অপর পাত্রের জল পান করিলেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূর হইলে, হাতেম পুনরায় বৃদ্ধকে বলিলেন,— "এইবার আপনার সকল কথা আমার নিকট বর্ণন করুন। আপনি কি দেখিয়াছেন যে, যাহা পুনরায় দেখিবার নিমিত্ত এত কাতর হইয়াছেন ?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"হে পথিক ! আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা তোমাকে বলিতেছি। বহুদিন গত হইল, একদিন আমি কোন স্থানে

ভ্রমণ করিতেছিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে একটী সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইলাম। সরোবরের নির্ম্মল নীল বর্ণের জল,—ঈষৎ বায়ু-হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, শ্বেত ও রক্ত বর্ণের পদ্মপুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহার সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইয়াছে; পরিমল লোভে অলিকুল আসিয়া, তাহার নিকট গুণ গুণ করিতেছে। সে স্থানে বসিয়া আমি এই সমুদয় শোভা দর্শন করিতে লাগিলাম, কখন কখন বা এক আধ গণ্ডুষ সুশীতল জল লইয়া পান করিতে লাগিলাম। এমন সময় সেই সরোবরের জলে এক পরম সুন্দরী রমণী ভাসিয়া উঠিল। তাহার রূপে ত্রিভুবন আলোকিত হইয়াছিল। তাহার সর্ব্ব শরীর উলঙ্গ ছিল। সেই রমণী আমার হস্ত ধারণ করিয়া, পুষ্করিণীর জলে নিমগ্ন হইল। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ও ভয় পাইয়া, আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার পদদ্বয় ভূমি স্পর্শ করিল। তখন নয়ন উন্মীলিত করিয়া আমি দেখিলাম যে, এক মনোহর উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। নানাবিধ তরুলতায় উদ্যানটী সুশোভিত ছিল। বৃক্ষ সমুদয় ফলভরে অবনত ছিল। নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়াছিল। ঝর ঝর শব্দে ঝরণার জল নিঃসৃত হইতেছিল। উদ্যানের শোভা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। এমন সময় দলে দলে পরী আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিল, সুমধুর সঙ্গীতে কেহ বা আমার মন মোহিত করিল। পরীগণ আমার হাত ধরিয়া বৃহৎ একটী অট্টালিকার ভিতর লইয়া গেল! সেই অট্টালিকার ভিতর বহুমূল্য-প্রস্তর-নির্ম্মিত এক সিংহাসন ছিল। তাহারা আমাকে সেই সিংহাসনে বসাইল। তাহার পর পরীদিগের কর্ত্রীঠাকুরাণী আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল, কিন্তু তথাপি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব দেখিয়া আমি মোহিত হইলাম। অবগুণ্ঠন খুলিয়া যখন আমি তাহার মুখশ্রী দেখিলাম, তখন সেই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শনে আমি একেবারে জ্ঞানহত হইয়া পড়িলাম। কামিনীর হাত ধরিয়া আমি তাহাকে নিকটে বসাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু যেই আমি তাহার হাত ধরিয়াছি, আর বিপরীত এক শব্দ হইল। আর সেই সময় সিংহাসনের তলদেশ

হইতে অন্য এক জন পরী বাহির হইয়া আমার পৃষ্ঠ দেশে এক লাথি মারিল। সেই পদাঘাতে আমি এই প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। সেই অবধি আমি পাগলের মত হইয়া আছি। সেই সরোবর ক্রমাগত অনুসন্ধান করিতেছি; কিন্তু কিছুতেই তাহার সন্ধান পাইতেছি না। পরীদিগের কর্ত্রীকে পুনরায় আর একবার দেখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই আমার প্রাণ কাঁদিতেছে। মনকে কত প্রবোধ দিতে চেষ্টা করি; কিন্তু কিছুতেই আমার মন প্রবোধ মানেনা; কিছুতেই আমি সে সুন্দরীকে ভুলিতে পারি না। সেজন্য সর্ব্বদাই আমি কাঁদিতে কাঁদিতে এইরূপ চীৎকার করি। একশত বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল আমি এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমার মন সুস্থির হয় নাই।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ সেই প্রান্তরের মধ্যে পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কখন বা ধূলায় গড়াগড়ি দিতেলাগিল।

হাতেম তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন ও নানারূপ প্রবোধ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের বিবরণ শুনিয়া তিনি তাহার দুঃখে ঘোরতর দুঃখিত হইলেন। হাতেম বলিলেন,—"সেই পরীকে পুনরায় যদি দেখাইতে পারি, তাহা হইলে আপনি সুখী হইবেন?" বৃদ্ধ উত্তর করিল,—"সে কথা আর জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য। যাহার জন্য আজ এক শত বৎসর ধরিয়া আমি পাগল হইয়া ফিরিতেছি, যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত আজ একশত বৎসর ক্রমাগত চীৎকার করিতেছি, তাহাকে একবার দেখিতে পাইলেই আমি শান্তিলাভ করি।" হাতেম বলিলেন,—"তবে আমার সঙ্গে চলুন। আমি আপনাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব। আমি সেই স্থানে গিয়াছিলাম। সে পরীদিগের কাণ্ড আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। আমি নিজে সে স্থানে যাইতে পারিতাম না। দৈবঃক্রমে এক মহাপুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কৃপা করিয়া তিনি আমাকে সকল সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় আমি সে স্থানে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তাহার পর তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিয়া আমি সেই মায়াজাল হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। তা না হইলে আমিও আপনার মত পাগল হইয়া যাইতাম।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদিন ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা অবশেষে সেই

সরোবরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া হাতেম বলিলেন,—"মহাশয়! ঐ দেখুন সেই সরোবর। সরোবরের নিকট গমন করিলে উলঙ্গ পরী আসিয়া আপনাকে পুনরায় সেই অট্টালিকাতে লইয়া যাইবে। যদি চিরকাল সেই পরীকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না। তাহাকে ছুঁইলেই পুনরায় আপনাকে সেইরূপ লাথি মারিয়া দূর করিবে। এবার দূরীকৃত হইলে চিরকাল আপনাকে দস্তহয়েদা প্রান্তরে পড়িয়া থাকিতে হইবে।" বৃদ্ধ বলিল,—"তোমার উপদেশ মত আমি নিশ্চয় কার্য্য করিব। আমি পরীদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিব না।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, বৃদ্ধ সেই সরোবরের নিকট গমন করিল। সরোবর হইতে পরী উঠিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া জলের ভিতর প্রবেশ করিল। হাতেম তাহা দেখিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

হাতেমের কার্য্য সিদ্ধ হইল। যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত বৃদ্ধ চীৎকার করিতেছিল তাহার নিকট সে গমন করিল। দস্তহয়েদা প্রান্তরে,—"এক বার দেখিয়াছি, পুনরায় দেখিতে বাসনা হয়"—এই কথা বলিয়া এক শত বৎসর ধরিয়া যে শব্দ হইত, সেই দিন হইতে সে শব্দ নিবৃত্ত হইল। এখন শাহাবাদে প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত হাতেম পথ চলিতে লাগিলেন। যে মহাপুরুষ পরীদিগের সম্বন্ধে সদুপদেশ দিয়াছিলেন, হাতেম প্রথম তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই চারি দিন সে স্থানে অবস্থিতি করিয়া হাতেম তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন। তাহার পর সেই মৎস্য-নারীর আলয়ে গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে এক মাস কাল অতিবাহিত করিয়া, হাতেম তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর ভল্লুকরাজ-কন্যার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। ভল্লুকরাজ অতি সমাদরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। হাতেমের দর্শন পাইয়া রাজকন্যার মন আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইল। সে স্থানে দুই মাস কাল অতিবাহিত করিয়া হাতেম তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। পথে শৃগাল, শৃগালী ও হরিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, যথাসময়ে হাতেম শাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রথমে পান্থশালায় গিয়া তিনি মুনীরশামির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

হাতেমকে দেখিয়া মুনীরশামি তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। হাতেম স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। হুসনবানুর ভৃত্যগণ হাতেমের আগমন-সংবাদ প্রদান করিল। হাতেমও সেই সময় তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। হুসনবানু তাঁহার বিশেষরূপে সমাদর করিলেন। হাতেমের শ্রান্তি দূর হইল। হুসনবানুর সাক্ষাতে তিনি দস্তহয়েদার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন। পর্দার অন্তরালে বসিয়া হুসনবানু শুনিতে লাগিলেন। দাই নিকটে বসিয়া রহিল। পথে বাহির হইয়া যে স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, হাতেম সেই সমুদয় বিবরণ বর্ণন করিলেন। আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া হাতেম বলিলেন,—"আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার উত্তর আমি প্রদান করিলাম। প্রশ্নের কেবল উত্তর দিয়া আমি ক্ষান্ত হই নাই। "একবার দেখিয়াছি, আর একবার দেখিতে বাসনা হয়," যে লোক এই কথা বলিয়া আজ এক শত বৎসর ধরিয়া রোদন করিতেছিল, ঈশ্বর অনুগ্রহে তাঁহার বাসনা আমি পূর্ণ করিয়াছি। জনশূন্য দস্তহয়েদা প্রান্তর পুনরায় এখন নিস্তব্ধ হইয়াছে।" দাই এই সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল যে, হাতেম যে বিবরণ প্রদান করিলেন। তাহা সত্য বটে। দাই সাতটী কথাই অবগত ছিল। সে জন্য এই সাত প্রশ্ন বিষয়ে হুসনবানুকে পরামর্শ দিতে সমর্থ হইয়াছিল। দস্তহয়েদার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হুসনবানু হাতেমের ভূয়োভূয় প্রশংসা করিলেন। তাহার পর তিনি হাতেমকে বলিলেন,—"আপনি বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, অনেক কষ্টভোগ করিয়াছেন। এখন কিছু দিন আমার নগরে বিশ্রাম করুন। আপনার পথশ্রম দূর হইলে তখন দ্বিতীয় সমস্যার কথা বলিব।" হাতেম পান্থশালায় প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় সমস্যা।

নেকি কর্ আর দরিয়ামে ডাল্।

প্রথম অধ্যায়—বণিক কন্যা।

পান্থশালায় মুনীরশামির সহিত কিছু দিন বিশ্রাম করিয়া হাতেম পুনরায় হুসনবানুর নিকট গমন করিলেন এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া হুসনবানু তাঁহাকে বলিলেন,—"কোনও ব্যক্তি আপনার দ্বারে এই কথাগুলি লিখিয়া রাখিয়াছে,—'নেকি কর্ আর দরিয়ামে ডাল্,' অর্থাৎ সৎকর্ম্ম কর, আর সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। কেন সে আপনার দ্বারদেশে এরূপ লিখিয়া রাখিয়াছে, সেই সন্ধান আপনাকে আনিতে হইবে।" হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে ব্যক্তি কোন্ দিকে থাকে, তাহার সন্ধান আপনি কিছু জানেন?" হুসনবানু উত্তর করিলেন,—"আমি আমার দাইয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, সে পৃথিবীর উত্তরদিকে থাকে, অধিক আমি কিছু জানি না।" এই কথা শুনিয়া হাতেম হুসনবানুর বাটী হইতে পান্থশালায় প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার পর মুনীরশামির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় সমস্যা পুরণের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

শাহাবাদ হইতে বাহির হইয়া হাতেম ক্রমাগত পথ চলিতে লাগিলেন। কত দেশ ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে এক দিন তিনি এক ভয়াবহ জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যা হইলে হাতেম এক গাছতলায় বসিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই বনের ভিতর ক্রন্দনের শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ও নানারূপ খেদ করিয়া কে যেন কাঁদিতেছে। তাহার কাতরোক্তি শুনিলে চক্ষে আপনা-আপনি জল আসে ও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হাতেম ভাবিলেন,—"কে এরূপে খেদ করিতেছে? এরূপ কাতর বাণী শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। যথাসাধ্য ইহার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করা উচিত। তাহা যদি না কর, তাহা হইলে, হে হাতেম! তোমার মনুষ্যত্ব কোথায় রহিল?" এই বলিয়া হাতেম গাত্রো-

স্থান করিলেন ও ক্রন্দন-ধ্বনি অনুসরণ করিয়া সেই দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, এক সুন্দর যুবাপুরুষ মাটিতে পড়িয়া ক্রমাগত কাঁদিতেছে, আর খেদ করিয়া সে এই কথা বলিতেছে,—"আমার দুঃখের কথা কাহাকে বা বলি, আর কে বা সে কথা শ্রবণ করে। আমার রসনা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, আমি নিজে আমার দুঃখের কথা বর্ণন করিতে পারি না।" হাতেম তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই! তুমি এরূপ খেদ করিয়া কেন ক্রন্দন করিতেছ?" সে লোকটী উত্তর করিল—"আমার দুরদৃষ্টের কথা ভাই, আর কি বলিব। আমার নিকটে উপবেশন কর। আমি সকল কথা বলিতেছি।" হাতেম তাহার নিকট বসিলেন। সে লোকটী বলিতে লাগিল।

"ভাই! আমি এক বণিকের পুত্র। এস্থান হইতে বারো ক্রোশ দূরে বৃহৎ একটী সহর আছে। সেই সহরে হারস নামে এক সওদাগর আছে। হারস সওদাগরের এক অতি রূপবতী কন্যা আছে। আমি নানাবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ঐ সহরে গিয়াছিলাম। এক দিন দুই প্রহরের সূর্য্যতাপে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া বৃহৎ এক অট্টালিকার নিম্নদেশে বসিয়া, আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম। সহসা আমার দৃষ্টি অট্টালিকার উপর পড়িল। সে স্থানে এক অতি সুন্দরী কামিনী দেখিতে পাইলাম। এরূপ রূপবতী যুবতী আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। তাহার রূপে আমি মোহিত হইলাম। নিকটস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভাই! এ কাহার বাড়ী? সকলে বলিল,—হারস সওদাগরের কন্যার বাড়ী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ কন্যার কি বিবাহ হইয়াছে?" সকলে উত্তর করিল,—"না, এ কন্যার বিবাহ হয় নাই। ইহার পিতা কত বার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কন্যা বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই। কন্যা বলে যে, যে ব্যক্তি আমার তিন সমস্যা পূরণ করিতে পারিবে, তাহাকেই আমি বিবাহ করিব, অন্য কাহাকেও আমি বিবাহ করিব না।" এই কথা শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দ্বারবানগণ ভিতরে সংবাদ দিল। হারস সওদাগরের কন্যা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আমি অন্দরমহলে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

বসিবার নিমিত্ত আমাকে সকলে সুন্দর আসন প্রদান করিল। তাহার পর আমার মনের কথা আমি কন্যাকে বলিলাম। আমি বলিলাম,—"তোমার রূপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তোমার পাণি-গ্রহণের প্রার্থনায় আমি এস্থানে আসিয়াছি। তোমাকে যদি না লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে এ ছার জীবন আমি বিসর্জ্জন করিব।" কন্যা, উত্তর করিল,—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমার তিন সমস্যা পূরণ করিতে পারিবে, তাহাকেই আমি পতিরূপে বরণ করিব। অন্য কাহাকেও আমি বিবাহ করিব না।" আমার আরও নিয়ম এই যে, যে আমার এই তিন সমস্যা পূরণ করিবে, আমি তাহার পত্নী হইব, আমার সমুদয় ধন ঐশ্বর্য্যের সে অধীশ্বর হইবে। আর আমার মুখ হইতে সমস্যা শুনিয়া যদি কোন পুরুষ তাহা পূরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে সে আমার ক্রীতদাস হইবে, তাহার ধন ঐশ্বর্য্য সমুদয় আমার হইবে। যদি এইরূপ নিয়মে তুমি আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমাকে আমার তিন সমস্যা বলি।" কন্যার কথায় আমি সম্মত হইলাম, তাহার নিয়মে আমি আবদ্ধ হইলাম। কন্যা তখন তাহার তিন সমস্যা বলিল। সে তিন সমস্যা এইরূপ ;—

(১) এই নগরের নিকট যে বৃহৎ গহ্বর আছে, এ পর্য্যন্ত তাহার ভিতর কেহ প্রবেশ করে নাই। তাহার ভিতর কি আছে, আর তাহার শেষ কোথায়, কেহ তাহা জানে না। এই সমুদয় বৃত্তান্ত আনিতে হইবে।

(২) প্রতি শুক্রবার রাত্রিতে কে একজন চীৎকার করিয়া বলে,—"হায় হায়! আমি সে কায করি নাই, যাহা দ্বারা আজ রাত্রিতে আমার উপকার হইত!" কে এ কথা বলে? কেন সে একথা বলিয়া থাকে? তাহার বৃত্তান্ত আনয়ন করিতে হইবে।

(৩) যে মুহরা বা মাদুলি সাপের পেটে উৎপত্তি হয়, তাহা আনিয়া আমাকে প্রদান কর।

হারস কন্যার এই তিন প্রশ্ন শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমি বুঝিলাম যে, আমা হইতে এ দুষ্কর কার্য্য কিছুতেই সাধিত হইবে না। সে জন্য আমি পলায়ন করিবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু কন্যার ভৃত্যগণ আমাকে ধরিয়া ফেলিল। যে সমুদয় পণ্যদ্রব্য লইয়া আমি সে দেশে ব্যবসায় করিতে গিয়াছিলাম, সে সমুদয় তাহারা কাড়িয়া লইল।

তাহার পর নানারূপ অপমান করিয়া নগর হইতে আমাকে বাহির করিয়া দিল। সেই অবধি মনের দুঃখে আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছি। এক তো সেই কন্যার প্রেমে আমি আসক্ত হইয়াছি। তাহাকে লাভ করিতে না পারিয়া, ঘোর দুঃখ। দ্বিতীয় নানারূপ অপমান হইয়াছে, তাহার পর, আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, সে দুঃখ। আমার দুঃখ রাখিতে আর স্থান নাই।"

হাতেম তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—"তোমার কোন ভয় নাই, আর তোমাকে দুঃখ করিতে হইবে না। আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। তোমার টাকা কড়ি যাহা লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা তোমাকে পুনরায় প্রদান করিব, আর সেই হারস সওদাগরের কন্যাকেও তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।" যুবক উত্তর করিল,—"টাকা কড়ির জন্য আমি কাতর হই নাই। যাহার প্রেমে আমি আবদ্ধ হইয়াছি, তাহাকে লাভ করিতে পারিলেই আমি কৃতার্থ হইব।" যুবককে সঙ্গে লইয়া হাতেম সহরের দিকে চলিলেন। নগরে উপস্থিত হইয়া দুই জনে পান্থশালায় বাসা লইলেন। যুবককে পান্থশালায় রাখিয়া হাতেম সওদাগর কন্যার বাটীতে গমন করিলেন। দ্বারবানেরা খবর দিল। বণিক-কন্যা যবনিকার অন্তরালে বসিয়া হাতেমকে ডাকিয়া পাঠাইল। পূর্ব্বে বণিক-পুত্রকে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল, হাতেমকেও সেই-রূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইল। হাতেম বলিলেন,—"হে বণিক-কন্যা! আমি যদি তোমার তিন সমস্যা পূরণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি তোমার দাস হইব, আর আমার সমুদয় সম্পত্তি তোমার হইবে। কিন্তু আমার একটী কথা আছে। সমস্যা পূরণ করিয়া আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহার হস্তে তোমাকে আমি সমর্পণ করিব। সে বিষয়ে তুমি কোন আপত্তি করিতে পারিবে না।" সওদাগর কন্যা সে কথায় সম্মত হইল। কিন্তু তবুও হাতেম নিশ্চিন্ত হইলেন না। হাতেম বলিলেন,—"তুমি বালিকা, তোমার পিতা জীবিত আছেন। তোমার পিতা আসিয়া আমার নিকট সত্য করুন যে সমস্যা পূরণ করিতে পারিলে, যাহাকে ইচ্ছা তাহার সহিত তোমারে আমি বিবাহ দিব। পরে সে বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইবে না।" হাতেমের কথা মত হারস সওদাগর আসিয়া উপস্থিত

হইলেন ও হাতেম যেরূপ বলিলেন, তিনিও সেইরূপ সত্য করিলেন। তাহার পর বণিক-কন্যা সেই প্রথম সমস্যার কথা বলিল,—"এই নগরের প্রান্ত ভাগে এক গহ্বর আছে। সেই গহ্বর দীর্ঘে কত, প্রস্থে কত ও তাহা গভীর কত, ও তাহার ভিতর কি আছে, সেই তত্ত্ব তোমাকে আনয়ন করিতে হইবে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়—দেওদিগের গহ্বর।

প্রশ্ন শুনিয়া হাতেম উঠিয়া সেই গহ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গহ্বর দেখাইবার নিমিত্ত নগরের অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে গমন করিল। গহ্বর প্রদর্শন করিয়া তাহারা আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিল। হাতেম কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া লম্ফ প্রদান করিয়া সেই গহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে উল্টাইতে পাল্টাইতে হাতেম হু হু করিয়া সেই অন্ধকারময় গর্ত্তে ক্রমাগত পড়িতে লাগিলেন। এক দিন এক রাত্রি, এইরূপে বায়ুবেগে অধোদেশে পতিত হইয়া, অবশেষে তিনি সামান্য ভাবে আলোক দেখিতে পাইলেন। হাতেম মনে করিলেন যে, "গর্ত্ত এইবার শেষ হইল, তবে এখন ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করি।" কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ভাবিলেন,—"আমি যে গর্ত্তের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহার প্রমাণ কি? লোকে আমার কথা বিশ্বাস করিবে কেন? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, গহ্বরের ভিতর তুমি কি দেখিয়াছ, তবে তাহার উত্তর আমি কি দিব? এস্থানে যে আমি আসিয়াছিলাম, তাহার কোনরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে।" গর্ত্তের তলদেশে উপস্থিত হইয়া হাতেম এক বিশাল প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। সেই প্রান্তরের উপর দিয়া তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন। কতকগুলি বাদাম ও এক ঘটি জল হাতেম আপনার সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পথ চলিতে চলিতে দুই চারিটী বাদাম তিনি চর্ব্বণ করেন, ও এক আধ ঢোক জল পান করেন। এইরূপে যাইতে যাইতে ঘটির জল শেষ হইয়া গেল। এক দিন হাতেম সম্মুখে এক সরোবর দেখিতে পাইলেন। পুষ্করিণীর জল অতি পরিষ্কার ও নির্ম্মল ছিল। পিপাসায় হাতেম কাতর ছিলেন, তাড়াতাড়ি নামিয়া সেই পুষ্করিণীর জল তিনি পান করিলেন। পুষ্করিণীর জলে

ঘটিটী পূর্ণ করিয়া হাতেম পুনরায় পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। যাইতে যাইতে এক দিন তিনি এক অত্যুচ্চ প্রাচীরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার উচ্চতার সীমা নাই। মাথার পাগড়ি হাত দিয়া ধরিয়া হাতেম উপর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তবু তাহার উচ্চ সীমা দেখিতে পাইলেন না। প্রাচীরের ঊর্দ্ধদেশ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, কত দূর, কেহ তাহা বলিতে পারে না। সেই প্রাচীরের ধারে ধারে হাতেম চলিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে হাতেম সেই প্রাচীরের গায়ে বৃহৎ একটী দ্বার দেখিতে পাইলেন।

সেই দ্বার দিয়া হাতেম ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে একখানি গ্রাম দেখিতে পাইলেন। হাতেম সেই গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলেন। গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সহস্র সহস্র দেও অর্থাৎ রাক্ষস বাহির হইয়া তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। কিন্তু সেই রাক্ষসদিগের মধ্যে এক বুদ্ধিমান্ রাক্ষস বলিল,— "হে ভাইসকল! তোমরা ক্ষান্ত হও। এই যে জীব দেখিতেছ, ইহাকে মানুষ বলে; এ জীবের মাংস বড় কোমল ও মিষ্ট হয়। তোমরা যদি ইহাকে আহার কর, পরে সেই কথা যদি আমাদের বাদশাহ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে বড়ই বিপদ ঘটিবে, তোমাদের সকলকেই তিনি বিনাশ করিবেন। সে জন্য তোমরা ইহাকে কিছু বলিও না, বাদশাহের নিকট ইহাকে লইয়া যাও।" সকলে উত্তর করিল,—"কে এমন আমাদের শত্রু আছে যে, এ কথা বাদশাহকে গিয়া বলিয়া দিবে ?" বুদ্ধিমান্ রাক্ষস বলিল,—"তোমরা পাগলের ন্যায় কথা বলিতেছ, শত্রুর অভাব নাই। তোমাদের মধ্যেই এমন শত্রু আছে যে, রাজাকে গিয়া সকল কথা বলিয়া দিবে!" এই কথা শুনিয়া সকলের ভয় হইল। সকলে বলিল,— "কাহার এত দায় পড়িয়াছে যে আপনার কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া, ইহাকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া যায় ?" এই কথা বলিয়া সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল। হাতেম পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন; কিছু দূর গিয়া আর একখানি গ্রাম দেখিতে পাইলেন। সে স্থানের দেওগণও আসিয়া হাতেমকে খাইবার উপক্রম করিল। সে স্থানেও এক বুদ্ধিমান্ দেও তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল,—"তোমরা ইহাকে খাইও না,

বরং জীবিত অবস্থায় ইহাকে রাজার নিকট লইয়া যাও। তাঁহার কন্যা পীড়িতা আছেন, এ মানুষ; মনুষ্য-জাতি নানাপ্রকার ঔষধ অবগত আছে, ইহার চিকিৎসায় রাজ-কন্যা চাই কি আরোগ্যলাভও করিতে পারেন।" দেও অর্থাৎ রাক্ষসগণ উত্তর করিল,—"ও! কত লোক রাজ-কন্যার চিকিৎসা করিয়াছে; তাহাতে বড় তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, তা এই লোকের ঔষধে তিনি ভাল হইবেন। এই বলিয়া, যে যাহার গৃহে প্রস্থান করিল। হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। যাইতে যাইতে আর একখানি গ্রাম তাঁহার নয়নগোচর হইল, সে স্থানের দেওগণ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। হাতেমকে ধরিয়া তাহারা আপনাদিগের সর্দারের নিকট লইয়া গেল; সর্দারের স্ত্রী চক্ষু-রোগে সাতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন। রাত্রি দিন তাঁহার দুই চক্ষু হইতে জল নিঃসৃত হইতেছিল, সর্ব্বদাই ঘোর যাতনায় তিনি কালাতিপাত করিতেছিলেন। স্ত্রীর যাতনা দেখিয়া সর্দারও সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল। মনকষ্টে সর্দার ঘাড়-হেঁট করিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় দেওগণ হাতেমকে তাহার নিকট উপস্থিত করিল। সর্দার রাগত হইয়া বলিল,—"তোমরা এ ব্যক্তিকে কেন এ স্থানে আনিয়াছ? ইহাকে ছাড়িয়া দাও, যেস্থানে ইচ্ছা সেস্থানে এ চলিয়া যাউক।" এই কথা শুনিয়া রাক্ষসগণ হাতেমকে ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। সর্দারকে বিমর্ষ দেখিয়া, হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে দেও! কি জন্য তুমি এরূপ দুঃখিত ভাবে বসিয়া রহিয়াছ? সর্দার উত্তর করিল,—"কি বলিব ভাই! আমার গৃহিণীর চক্ষুরোগ হইয়াছে. যন্ত্রণায় তিনি বড়ই [illegible] মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার শরীরে সুখ নাই। সেই জন্য আমি চিন্তিত আছি।" হাতেম বলিলেন,—"তোমার কোন ভাবনা নাই, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি, বোধ হয়, তাঁহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারিব।" এইরূপ আশ্বাস-বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া সর্দার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, ও হাতেমকে লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিল। স্ত্রীকে দেখাইয়া সর্দার বলিল,—"ভাই! যদি তুমি ইহাকে ভাল করিতে পার, তাহা হইলে আমিও যথাসাধ্য তোমার উপকার করিতে চেষ্টা করিব।" হাতেম বলিলেন,—"আমি ইহাঁকে ঔষধ দিতেছি,

কিন্তু একটী কাজ তোমাকে করিতে হইবে। আমার চিকিৎসায় যদি ইনি আরোগ্যলাভ করেন, তাহা হইলে তোমাদিগের বাদশাহের নিকট আমাকে লইয়া যাইতে হইবে, এবং তাঁহার নিকট আমার এই মহৌষধের গুণ বর্ণনা করিতে হইবে।" হজরত সুলেমানের (তাঁহার নাম ধন্য হউক,) দিব্য করিয়া সর্দ্দার সে কথায় সম্মত হইল। তাহার পর হাতেম নিজের পাগড়ির ভিতর হইতে, ভল্লুক-কন্যা তাঁহাকে যে মুহরা দিয়াছিল, তাহা বাহির করিলেন। জলে সেই মুহরা একটু ঘষিয়া সর্দ্দারণীর চক্ষে লাগাইয়া দিলেন। লাগাইবামাত্র চক্ষু হইতে জল কাটিতে লাগিল, এবং যাতনা সমুদয় তৎক্ষণাৎ দূর হইল। আর দুই তিনবার সেই ঔষধ-প্রয়োগে চক্ষু সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হইল। দেও ও দেওনীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না; স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে হাতেমের বিধিমতে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

কিছু দিন পরে হাতেমকে লইয়া দেওদিগের সর্দ্দার রাজধানীতে গমন করিল। হাতেমকে বাদশাহের সমক্ষে লইয়া, সর্দ্দার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। সর্দ্দার বলিল,—"এ ব্যক্তি মনুষ্য বটে, কিন্তু সামান্য লোক নহে। আজ কয় বৎসর ধরিয়া আমার পত্নী চক্ষুরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, অতিশয় কষ্ট পাইতেছিল। আমি কত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিলাম, রোগ কিছুতেই দূর হয় নাই। কিন্তু এই ব্যক্তি নিমেষের মধ্যে তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছে।" দেওদিগের বাদশাহের নাম ফরোকাশ ছিল। তিনি বলিলেন,—"হে মানব! তোমার আগমনে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। বহুদিন অবধি আমি অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতেছি, যাহা আহার করি তাহার পরিপাক হয় না, আর আহারান্তে আমার উদরে বড় বেদনা হয়। যদি তুমি আমাকে এই রোগ হইতে মুক্ত করিতে পার, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।" হাতেম ফরোকাশ রাজার নাড়ী ও শরীর পরীক্ষা করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যখন আপনি আহার করেন, তখন আপনার আমীর ওমরা প্রভৃতি কেহ কি সে স্থানে উপস্থিত থাকে?" ফরোকাশ বাদশাহ উত্তর করিলেন,—"থাকে বইকি! সে স্থানে আমীর-ওমরা বড় ছোট সকলেই উপস্থিত থাকে।" হাতেম বলিলেন,—"আজ

আপনার আহারের সময় আমিও সেই স্থানে উপস্থিত থাকিব।” যথা সময়ে রাজার আহারের নিমিত্ত স্থান হইল ; রেকাবি দ্বারা আচ্ছাদিত পাত্র সমূহে ভৃত্যগণ বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজা আসনে উপবেশন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু হাতেম তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তাহার পর হাতেম একটী পাত্র হইতে আচ্ছাদন উঠাইয়া লইলেন। সেই পাত্রে যে আহারীয় সামগ্রী ছিল, আমীর ওমরা সকলে তাহা দেখিল। কিছুক্ষণ পরে হাতেম পুনরায় তাহাতে ঢাকা দিলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে সেই ঢাকা খুলিয়া ফেলিলেন। তখন সকলে দেখিল যে, সেই পাত্রে যে খাদ্য-সামগ্রী ছিল ; তাহা কীটে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার ভিতর পোকা বিজ্-বিজ্ করিতেছে। রাজাকে হাতেম তাহা দেখাইয়া বলিলেন,—“মহারাজ! এখন দেখুন, কি জন্য আপনি অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন!” ফরোকাশ বাদশাহ এই ব্যাপার দেখিয়া ঘোরতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং হাতেমকে ইহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতেম বলিলেন,—মহারাজ! আপনি সকলের সমক্ষে আহার করিতেন, আপনার স্বজাতি রাক্ষসদিগের চক্ষু সেই খাদ্য সামগ্রীর উপর পড়িত। তাহাদের দৃষ্টিতে খাদ্য সামগ্রী বিষাক্ত হইত, তাহাতেই এইরূপ অসংখ্য কীটের উৎপত্তি হইত। খাদ্য আপনার উদরে গিয়া সে স্থানেও এইরূপ কীটে পরিপূর্ণ হইত। সে খাদ্য আর কি করিয়া পরিপাক পাইবে? যেরূপ বাহিরে দেখিলেন, সেইরূপ উদরও আপনার কীটে পরিপূর্ণ হইত ; আর সেইজন্যই আপনি উদরের বেদনায় কাতর হইতেন। আজ হইতে আপনি কাহারও সমক্ষে আহার করিবেন না, নিভৃতে একলা বসিয়া আহার করিবেন।” রাজা সে দিন তাহাই করিলেন ; সেইরূপ করিয়া সে দিন তিনি অনেক সুস্থ বোধ করিলেন ; আর সে দিন তাঁহার উদরে বেদনা ধরিল না। দুই চারি দিন এইরূপ করিয়া, রাজা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলেন! ফরোকাশ বাদশাহ রোগ হইতে মুক্ত হইয়া হাতেমের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—“হে মনুষ্য! তুমি আমার বড় উপকার করিলে. এক্ষণে আমার নিকট তুমি কিছু প্রার্থনা কর। যাহা তুমি চাহিবে তাহা আমি তোমাকে দিব।” হাতেম

উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! আমার কোন বস্তুর অভাব নাই; ভগবান্ আমাকে যথেষ্ট ধন ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন। নিজের জন্য কোন বস্তুর আমার প্রয়োজন নাই। আমি শুনিয়াছি যে, অনেক মনুষ্য এ স্থানে কারাবদ্ধ হইয়া আছে। তাহাদিগকে আপনি যদি মুক্তিপ্রদান করেন, তাহা হইলে আমি বড়ই উপকৃত হইব।" ফরোকাশ বাদশাহ হাতেমের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তাঁহার কারাগারে শতশত মনুষ্য আবদ্ধ ছিল। তাহাদিগকে তিনি মুক্ত করিয়া দিলেন ও সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ও পাথেয় দিয়া সকলকে বিদায় করিলেন। তাহার পর রাজা হাতেমকে বলিলেন, —"হে মনুষ্য! তোমাকে আর একটী কায করিতে হইবে। বহুদিন হইতে আমার কন্যা পীড়িত আছে। আমার ইচ্ছা যে, তাহাকেও তুমি ঔষধ প্রদান কর। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তোমার চিকিৎসায় সেও আরোগ্য লাভ করিবে।" হাতেম সে কথায় সম্মত হইলেন। বাদশাহ হাতেমকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ও আপনার কন্যাকে দেখাইলেন। হাতেম দেখিলেন যে, কন্যা সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, তাহার মুখশ্রী মলিন হইয়া গিয়াছে ও তাহার সমস্ত শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। কন্যার অবস্থা দেখিয়া হাতেম একটু সরবৎ আনিতে আদেশ করিলেন। তাহার পর সরবতে সেই মুহরা একটু ঘষিয়া কন্যাকে পান করিতে দিলেন। কন্যা সমস্ত দিন বমন করিতে লাগিল, বমনের বলে দুই একবার মূর্চ্ছাও হইল। কন্যা পাছে মরিয়া যায়, সে জন্য বাদশার বড় ভয় হইল। কিন্তু হাতেম তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত করিলেন। পর দিন কন্যার অল্প ক্ষুধা হইল। বহু দিন উপবাসের পর, অদ্য সে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতে সমর্থ হইল। সেই দিন হইতে কন্যা সুস্থ হইতে লাগিল। দুই সপ্তাহ পরে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিল। ফরোকাশ রাজা নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং হাতেমের নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ রহিলেন।

কিছুদিন পরে হাতেম তাঁহাকে বলিলেন,—"মহারাজ! আমি এক গুরুতর কার্য্যসাধনে ঘর হইতে বাহির হইয়াছি। এক্ষণে আমাকে বিদায় দিন, সেই কার্য্যে পুনরায় আমি প্রবৃত্ত হই।" বাদশাহ হাতেমকে রাশি রাশি স্বর্ণ রৌপ্য ও বহুমূল্য প্রস্তর প্রদান করিলেন। হাতেম বলি-

লেন,—"মহারাজ! আমি একলা মানুষ, এ ধনরাশি কি করিয়া লইয়া যাইব?" এই কথা শুনিয়া রাজা রাক্ষসদিগকে আজ্ঞা করিলেন,—"তোমরা এই সমস্ত ধন মাথায় করিয়া এই মানুষের সহিত গমন কর। যে গহ্বরে প্রবেশ করিয়া ইনি আমাদের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেই গহ্বরের মুখে ইহাঁকে রাখিয়া আইস।" দেওগণ সেই সমস্ত ধনরাশি মাথায় করিয়া হাতেমের সঙ্গে চলিল। যথাসময়ে সেই গহ্বরের মুখে আসিয়া সকলে উপস্থিত হইল। যে দিন হইতে হাতেম এই গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে হারস বণিকের কন্যা বহুসংখ্যক লোককে গর্ত্তের মুখে পাহারা রাখিয়াছিল। আজ সহসা মাথায় মোট করিয়া এক দল রাক্ষস সেই স্থানে উপস্থিত হইল দেখিয়া, প্রাণভয়ে তাহারা পলায়ন করিল। হাতেম তাহাদিগকে উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিলেন,—"দাঁড়াও দাঁড়াও! তোমাদের কোন ভয় নাই; আমি সেই ব্যক্তি, যে কিছুদিন পূর্ব্বে এই গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল।" হাতেমের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহারা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর হাতেম দেওগণকে বিদায় করিয়া বণিক-কন্যার লোকদিগের মস্তকে সেই সমস্ত ধনরাশি বোঝাই দিয়া, সহরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম পান্থশালায় গিয়া তিনি সেই বণিকপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্নেহভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া গহ্বরের সকল বৃত্তান্ত তাহার নিকট বর্ণন করিলেন। দেওদিগের রাজা যে ধনরাশি দিয়াছিল, হাতেম তাহা সেই বণিক-পুত্রকে প্রদান করিলেন। তাহার পর হাতেম হারস সওদাগরের বাটীতে গিয়া তাহার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গহ্বরের বিবরণ আদ্যোপান্ত কন্যার নিকট বর্ণন করিয়া হাতেম বলিলেন,—"আমি তোমার প্রথম সমস্যা পূরণ করিলাম, এক্ষণে তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কি তাহা আমাকে বল।" হারস সওদাগরের কন্যা বলিল,—"আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে। প্রতি শুক্রবার রাত্রিকালে কোন স্থানে এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলে "হায় রে! আমি তাহা করি নাই, আজ যাহা আমার কাজে লাগিত।" কোথা কে এ কথা বলিতেছে, আর কেন সে এ কথা বলিতেছে, সেই সন্ধান আমাকে আনিয়া দিতে হইবে।"

তৃতীয় অধ্যায়—হলুকা-জীব।

হাতেম এই কথা শুনিয়া, পান্থ-শালায় প্রত্যাগমন করিয়া, সেই বণিকপুত্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আনিবার জন্য পুনরায় যাত্রা করিলেন। কোথায় কোন্ ব্যক্তি সেইরূপ চীৎকার করে, তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে হাতেম পথ চলিতে লাগিলেন। বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া, একদিন সন্ধ্যার সময় হাতেম এক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতেম দেখিলেন যে, সে স্থানের সকলেই ঘোর শোকাকুল হইয়া আছে, গ্রামের সকল লোক একত্র হইয়া অশেষ বিশেষে খেদ করিতেছে। হাতেম তাহাদের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই সকল! তোমরা কেন এরূপ খেদ করিতেছ?" গ্রামের লোকে উত্তর করিল,—"আমাদের দুঃখের কথা কি আর বলিব, ভাই, আমরা বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি। প্রতি-শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রিতে কোথা হইতে এক ভয়ানক জীব আমাদের এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়, আর একজন গ্রামবাসীকে খাইয়া যায়। তাহার আহারের নিমিত্ত আমাদিগকে পালা করিতে হইয়াছে। পালা করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থকে সেই সপ্তমী-রাত্রিতে একজন করিয়া মানুষ যোগাইতে হয়, সেদিন তাহার আহারের জন্য যদি আমরা মানুষ প্রদান না করি, তাহা হইলে সমস্ত গ্রামের লোককে সে খাইয়া যাইবে। এবার গ্রামের জমিদারের পালা পড়িয়াছে। জমিদার আপনার পুত্রকে প্রদান করিবেন। চারি দিন পরে সপ্তমী হইবে, সেই দিন সেই ভয়াবহ জীব আসিয়া জমিদার-পুত্রকে খাইয়া যাইবে। সে নিমিত্ত আমরা সকলে দুঃখ করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া হাতেম জমিদারের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আপনাদের কোন ভয় নাই। হয় আমি আপনাদিগকে এ ঘোর বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব, আর না হয় আপনার পুত্রের পরিবর্ত্তে আমি সেই জীবের আহার্য্য হইব।" হাতেমের সাহস দেখিয়া জমিদার আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। হাতেম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যে জীব আপনাদিগকে এরূপ উৎপীড়িত করিয়াছে, তাহার কিরূপ আকৃতি, তাহা আমাকে বলিতে পারেন?" জমিদার সেই জীবের আকৃতি ভূমিতে আঁকিয়া দেখাইলেন।

হাতেম বলিলেন,—"ওঃ! এ বড় ভয়ানক জীব! ইহার নাম হলুকা। অস্ত্রাঘাতে ইহা হত অথবা আহত হয় না। সে জন্য ইহাকে বধ করা বড়ই দুষ্কর ব্যাপার। তবে আমার পরামর্শ মত যদি আপনারা কার্য্য করেন, তাহা হইলে দেখি কি হয়।" জমিদার ও গ্রামের লোক সকলেই হাতেমের পরামর্শ মত কাজ করিতে সম্মত হইলেন। হাতেম তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনাদের এ গ্রামে আরসী প্রস্তুত করিবার কারিকর আছে?" গ্রামের লোকে উত্তর করিল—"হাঁ! যাহারা কাঁচ কাটিয়া আয়না করে, সেরূপ অনেক শিল্পী আমাদের গ্রামে আছে।" এই কথা শুনিয়া হাতেম, জমিদার ও গ্রামের লোক, সকলে মিলিয়া কাঁচকারিকরের কারখানায় গমন করিলেন। তাহার পর হাতেম সেই কারিকরকে বলিলেন,—"তিন দিনের ভিতর আমাকে একখানি বৃহৎ দর্পণ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। দর্পণখানি দুই শত গজ লম্বা ও প্রস্থে একশত গজ হইবে। এরূপ দর্পণ করিতে পারিলে এ গ্রামের লোক, বোধ হয়, এ ঘোর আপদ্ হইতে নিস্কৃতি পাইবে।" কাঁচকারিকরগণ দর্পণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। হাতেম যত বড় আয়না চাহিয়াছিলেন, তিন দিনের মধ্যে তাহারা তত বড় দর্পণ প্রস্তুত করিল। তাহার পর হাতেম গ্রামের লোককে বলিলেন,—"যে স্থানে সেই ভয়ানক জীব আগমন করে, সেই স্থানে সকলে ধরাধরি করিয়া এই দর্পণখানি লইয়া যাও।" গ্রামের লোকে তাহাই করিল। যে স্থানে রাক্ষস-সম সেই জীব প্রতি শুক্লপক্ষে সপ্তমী তিথি রাত্রিতে আসিয়া মানুষ ভক্ষণ করে, গ্রামের লোক সেই স্থানে আরসী লইয়া রাখিল। হাতেম তাহার পর জমিদারকে বলিলেন,—"এই আরসী যাহাতে ঢাকা পড়ে, এরূপ একখানি বড় চাদর দিতে হইবে" জমিদার সেইরূপ একখানি চাদর আনিয়া দিলেন। সেই চাদর দিয়া হাতেম আরসী ঢাকিয়া দিলেন। যে দিন শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি, সেই দিবস দিনের বেলা এই সমস্ত আয়োজন হইল। সেই রাত্রিতে সেই মানুষভোজী জীব আসিবে। সন্ধ্যাবেলা গ্রামের লোককে হাতেম বলিলেন,—"তোমরা এখন আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন কর। তবে তামাসা দেখিতে কাহারও যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, সে আমার

নিকট থাকিতে পারে।" গ্রামের লোক তামাসা দেখিবে কি, সকলেই ভয়ে জড়সড় হইয়াছিল। সকলেই আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিল। কেবল জমিদারের পুত্র সেই স্থানে থাকিতে ইচ্ছা করিল। জমিদার বলিল,—"তাহা কখনই হইবে না। তোমাকে বাঁচাইবার জন্য আমি এত টাকা খরচ করিলাম; এখন কি বলিয়া তুমি এই বিপদ্-জনক স্থানে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ?" জমিদার-পুত্র উত্তর করিল,—"আমাদের সকলকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এই ব্যক্তি এত পরিশ্রম করিতেছেন, ইনি নিজে রাক্ষসের মুখে যাইতেছেন। তোমরা সকলে কি বলিয়া ইহাকে এ স্থানে একলা ছাড়িয়া যাইতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাকে কি ধর্ম্ম বলে? আর বাবা! তুমি তো আমাকে আজ রাত্রিতে রাক্ষসের আহারের নিমিত্তই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলে। এই ব্যক্তি যদি আসিয়া উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে, আজ রাত্রিতে আমি তো রাক্ষসের আহার হইতাম। এখন আর আমার প্রাণের প্রতি তুমি মমতা করিতেছ কেন?" জমিদার কত বুঝাইল, কিন্তু সে পিতার কথা না শুনিয়া হাতেমের নিকট রহিল। ক্রমে রাত্রি হইল, হুলুকারও আসিবার সময় হইল। দূরে বজ্র-নিনাদের ন্যায় হুহুঙ্কার শব্দ হইল, সেই শব্দে দূরস্থিত মনুষ্যের কাণে তালা লাগিল। বৃহৎ এক গোলাকার গুম্বজের ন্যায় হুলুকা গড়াইতে গড়াইতে আসিতে লাগিল; তাহার নয় হাত, নয় পা ও নয়টা মুখ ছিল। সেই নয়টা মুখ দিয়া অগ্নি-শিখা বাহির হইতেছিল। এক ক্রোশ দুই ক্রোশ দূরে দাঁড়াইয়া গ্রামের লোক দেখিতেছিল। এত দূরে থাকিয়াও অনেকে হুলুকার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হুলুকা যাই নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি হাতেম সেই সময়ে আরসীর চাদরখানি খুলিয়া লইলেন। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, হুলুকা আরসীতে আপনার মুখ দেখিতে পাইল। তখন সে এরূপ গভীর গর্জ্জন করিয়া নিশ্বাস-আকর্ষণ করিল যে, ভূমিকম্পের মত বহুদূর পর্য্যন্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। রাগে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সে ফুলিতে লাগিল। ক্রমে তাহার শরীর এত স্ফীত হইয়া উঠিল যে, এককালে শত শত বজ্রের ন্যায় শব্দ হইয়া, তাহার

উদর ফাটিয়া গেল। হুলুকা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহার অস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া, নিকটস্থ বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ করিয়া দিল। তাহার উদর হইতে রস নির্গত হইয়া নীলবর্ণ জলপূর্ণ একটী নদী প্রবাহিত হইল। পৃথিবী পুনরায় নিস্তব্ধ হইল। গ্রামের লোক যখন দেখিল যে, আর কোনও ভয়ের কারণ নাই, তখন নিকটে আসিয়া হাতেমকে সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। হাতেম বলিলেন,—“আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই ভয়ঙ্কর [illegible] আঘাতে ইহাকে বধ করিতে পারা যায় না। ইহাকে বধ করিবার একমাত্র উপায় এই যে, কোনও রূপে যদি এ আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহাকে অন্য হুলুকা জ্ঞান করিয়া, এ রাগে নিশ্বাস-বন্ধ করিয়া ফুলিতে থাকে। ক্রমে এত দূর ফুলিয়া উঠে যে, ইহার পেট ফাটিয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ এ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।” গ্রামের জমিদার জমিদারের পুত্র ও অন্যান্য লোকগণ হাতেমের নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার পর যাহার যেরূপ ক্ষমতা, সে সেইরূপ টাকাকড়ি আনিয়া তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অতি বিনীতভাবে হাতেমের নিকট প্রার্থনা করিল। হাতেম বলিলেন—“আমি অর্থলোভে এ কায করি নাই। পরের উপকারের নিমিত্ত আমি আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। পরের দুঃখ দূর করিলে জগদীশ্বরের প্রীতিসম্পাদন করা হয়, সেই জন্য আমি এ কাজ করিলাম। এক্ষণে যে নিমিত্ত আমি দেশ-পর্য্যটন করিতেছি, পুনরায় সেই উদ্দেশ্যে আমি গমন করি।” জমিদার জিজ্ঞাসা করিল,—“কি জন্য আপনি এরূপ [illegible]

হাতেম উত্তর করিলেন,—“আমি শুনিয়াছি যে, এই অঞ্চলে কোনও জঙ্গলে শুক্রবার রাত্রিতে এইরূপ শব্দ হয়, ‘হায় রে! আমি সে কাজ করি নাই, আজ যাহাতে আমার উপকার হইত!’ কোথায় এরূপ শব্দ হয়, আর কেন হয়, আমি সেই তত্ত্ব জানিতে যাইতেছি। জমিদার বলিল,—“হাঁ মহাশয়! আমিও এইরূপ শব্দ শুনিয়াছি, কিন্তু কে এরূপ শব্দ করে, তাহা আমি জানি না।” হাতেম সে রাত্রি সেই গ্রামে অবস্থিতি করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়—চীন সওদাগর।

পরদিন প্রাতঃকালে হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। নানাদেশ-ভ্রমণ করিয়া কিছু দিন পরে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা দূরে তিন চারি শত পদাতিক ও অশ্বারোহী তাঁহার নয়নগোচর হইল। হাতেম তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, সে স্থানে জনমানব নাই, কেবল এক কবর-স্থান রহিয়াছে। হাতেম ভাবিলেন যে যে মহাপুরুষেরা ইহজীবনে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন, এ কবর তাঁহাদের। আজ শুক্রবার। এই স্থানে বোধ হয় আমি সেই শব্দ শুনিতে পাইব।" এইরূপ মনে করিয়া হাতেম সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইল, রাত্রিকাল উপস্থিত হইল। রাত্রি এক প্রহর গত হইল। এমন সময় এক একটী কবর হইতে এক একজন মহাপুরুষ বাহির হইলেন। তাঁহাদের শরীর জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট ছিল, স্বর্গীয় বসনভূষণে সুসজ্জিত ছিল। সেই সময়ে এক একজনের নিমিত্ত এক একখানি দিব্য সিংহাসন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলে গিয়া সেই সকল সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কবর-স্থানে এক ভগ্ন অপরিষ্কার গোর ছিল। সেই গোর হইতে আর এক মূর্ত্তি বাহির হইল। তাহার পরিধান ছিন্নবস্ত্র, তাহার শরীর ধূলায় ধূসরিত অপরিষ্কার ও মলিন ছিল। তাহার নিমিত্ত সিংহাসন আসে নাই। দীনবেশে এক পার্শ্বে সে মাটিতে গিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সিংহাসনে উপবিষ্ট মহাপুরুষদিগের নিমিত্ত নানারূপ সুস্বাদ খাদ্য ও সুশীতলজল আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু মৃত্তিকার উপর উপবিষ্ট সেই দুর্ভাগার জন্য পূয, রক্ত প্রভৃতি কুখাদ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সেই ব্যক্তি হৃদয় বিদারক নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"হায় রে! আমি সে কাজ করি নাই, আজ যাহাতে আমার উপকার হইত" হাতেম ভাবিলেন, "এত দিন যে বিষয়ের আমি অনুসন্ধান করিতেছিলাম, আজ তাহা আমি পাইলাম।"

রাজাসনে উপবিষ্ট মহাত্মারা আহারের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন যে, এক জনের নিমিত্ত অধিক আহারীয় সামগ্রী আসিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিলেন,—

"ভাই সকল! আজ এ স্থানে এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এ আহারীয় ভাগ তাঁহার। তাঁহাকে ডাকিয়া আন।" একজন আসিয়া হাতেমকে লইয়া গেলেন। হাতেমকে তাঁহারা উত্তম আসনে বসাইলেন ও আপনাদের মত উত্তম খাদ্য প্রদান করিলেন। আহারাদি সমাপ্ত হইলে, হাতেম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"মহাশয়গণ! আমার একটী প্রার্থনা আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি যে, আপনারা কেন উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন এবং উত্তম খাদ্য আহার করিলেন, আর ও ব্যক্তি কেন মাটিতে বসিয়া রহিল এবং উহার সম্মুখে অখাদ্য কেন আসিয়া উপস্থিত হইল?" মহাত্মারা উত্তর করিলেন— "আমাদের তুমি এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? উনি উপস্থিত আছেন, উঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর।" এই কথা শুনিয়া হাতেম সেই দুর্ভাগার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই! তোমার এরূপ দুরবস্থা কেন হইয়াছে? তোমার সঙ্গিগণ বসিবার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট আসন পাইয়াছে, পরিধানের নিমিত্ত সুন্দর পরিচ্ছদ পাইয়াছে, আহার করিবার নিমিত্ত সুখাদ্য পাইয়াছে। কিন্তু তোমার এরূপ মলিন বেশ কেন? মৃত্তিকা আসন কেন, ছিন্ন অপরিষ্কার বস্ত্র কেন, আহারের নিমিত্ত অখাদ্য কেন? আর কেনই বা তুমি চীৎকার করিয়া খেদ কর যে—'আমি এমন কাজ করি নাই, যাহা দ্বারা আজ আমার উপকার হইত?' সে ব্যক্তি দীর্ঘ নিশ্বাস-পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিল,—"ভাই! আমি বড় মহাপাতকী। সে জন্য আমার এই দশা ঘটিয়াছে। সেই জন্য আমি রোদন করিয়া ঐ কথা বলি। কতদিন ধরিয়া আমি এইরূপ খেদ করিয়া চীৎকার করিতেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই আমার ব্যথায় ব্যথিত হয় নাই। তুমিই প্রথম আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া, আমার খেদের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ। আমার নিবাস চীনদেশে ছিল। সেই দেশে আমি ইউসফ নামে একজন বড় সওদাগর ছিলাম। বিপুল ধনের আমি অধীশ্বর ছিলাম। কিন্তু গরীব দুঃখীকে কখনও আমি একটী পয়সা প্রদান করি নাই। আমি নিজে কাহাকেও কিছু দিতাম না এবং অন্য লোক দিতে যাইলে তাহাদিগকে নিবারণ করিতাম। আমার কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণ যদি দীন দুঃখীকে কখন কিছু দান করিত, তাহা হইলে সে কথা

জানিতে পারিলে আমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিতাম, এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করিতাম। তাহারা যদি বলিত যে গরীব দুঃখীকে কিছু দিলে আমাদের পরকালে ভাল হইবে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে উপহাস করিতাম। এইরূপ কৃপণতা করিয়া আমি অসীম ধনসঞ্চয় করিলাম। চীন নগরে আমার বাড়ীতে আমার নিজের ঘরের নিকট উদ্যানে এক বৃক্ষতলে সেই সমুদয় ধন আমি পুতিয়া রাখিলাম। তাহার পর বহুবিধ পণ্য দ্রব্য লইয়া আমি বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত বিদেশে যাত্রা করিলাম। এই স্থানে উপস্থিত হইলে, একদল দস্যু আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের হস্তে ভৃত্যগণ সহিত আমি নিধন প্রাপ্ত হইলাম। ডাকাতেরা আমাদিগের মৃতদেহ এই স্থানে ভূমিসাৎ করিয়া আমার দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করিল। ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা উৎকৃষ্ট আসনে বসিয়া সুখাদ্য আহার করিল, উহারা আমার ভৃত্য ছিল। জীবনে ভাল কাজ করিয়াছে বলিয়া, উহাদের স্বর্গলাভ হইয়াছে; সন্তুষ্ট হইয়া পরম সুখে উহারা কালযাপন করিতেছে। কিন্তু আমি উহাদের স্বামী, আমার কি দশা হইয়াছে, তাহা সম্মুখেই তুমি দেখিতেছ। সেই জন্য আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলি যে, "হায়রে! কেন আমি সে কাজ করি নাই, যে কাজ করিলে আজ আমার এ দশা ঘটিত না।" হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "এখন কি কোনও উপায় নাই, যাহাতে তোমার দুঃখ দূর হয়?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল,—'চীন নগরে আমার বাটীর উদ্যানে বৃক্ষতলে আমার সেই অপরিসীম ধন নিহিত রহিয়াছে। কেহ তাহা জানে না। সে নিমিত্ত অন্নাভাবে আমার পুত্র কন্যাগণ ভিক্ষা দ্বারা দিনাতিপাত করিতেছে। যদি কেহ গিয়া সেই ধন চারি ভাগ করে, আর একভাগ আমার পুত্র কন্যাকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট তিনভাগ গরীব দুঃখীকে বিতরণ করে; ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, উলঙ্গকে বস্ত্র, দরিদ্রকে ধন দিয়া, তাহাদের দুঃখ নিবারণ করে, তাহা হইলে আমি এ ঘোর বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাই।"। হাতেম বলিলেন, —"আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি সে কাজ করিব। যদি এ কাজ আমি না করি, তাহা হইলে আমি তয়-বাদশাহের বেটা নই, আমি জারজ" হাতেমের এইরূপ আশ্বাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া,

সে দুর্ভাগার মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইল। হাতেম সে রাত্রি সেই কবর স্থানে যাপন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, সওদাগরের ভৃত্যগণ যাঁহারা ইহজীবনে যথাসাধ্য দীন দুঃখী দিগের সহায়তা করিয়া সহিদ হইয়াছেন, তাঁহারা নানারূপ আহ্লাদে রাত্রিযাপন করিলেন। তাহার পর যখন প্রাতঃকাল হইল, তখন সহিদগণ আপন আপন কবরে প্রবেশ করিলেন। সে দুর্ভাগা কৃপণ হউসফ বণিকও সেই সময় আপনার ভগ্ন অপরিষ্কার কবরে গিয়া আশ্রয় লইল।

প্রাতঃকাল হইলে, হাতেম চীন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে এক দিন এক স্থানে তিনি একটী কূপ দেখিতে পাইলেন। সেই কূপে একজন পথিক জল তুলিতেছিল। হাতেম তৃষ্ণার্ত্ত ছিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, ঐ পথিকের নিকট গিয়া একটু জল পান করি। এমন সময় সেই কূপের ভিতর হইতে এক সর্প হাতির শুঁড়ের ন্যায় মুখ বাহির করিল ও পথিকের কোমর ধরিয়া তাহাকে কূপের ভিতর টানিয়া লইল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া হাতেম হায় হায় করিতে লাগিলেন। হাতেম বলিলেন, "আহা কি হইল। এই দুর্ভাগা পথিক বোধ হয় অর্থোপার্জ্জন করিবার মানসে ঘর হইতে বাহির হইয়াছে। পিতা টাকা পাঠাইবেন কি আপনি অর্থ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন, এইরূপ আশা করিয়া ইহার পুত্র কন্যা হয়ত ঘরে বসিয়া আছে। আর এখানে এই বিপদ ঘটিল, বেঘোরে পথিক আপনার প্রাণ হারাইল!" তাহার পর হাতেম পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন,—"আমার সাক্ষাতে এইরূপ কাণ্ড হইল। ইহার কোনও রূপ প্রতিকার করিতে হইবে। নচেৎ কি করিয়া আমি ঈশ্বরের নিকট মুখ দেখাইব। আর কি ছাই আমার নাম এ পৃথিবীতে থাকিবে।" এই বলিয়া হাতেম সেই কূপের ভিতর লাফাইয়া পড়িলেন। কূপের ভিতর পড়িবামাত্র তিনি ডুবিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার পা মাটিতে গিয়া লাগিল। হাতেম তখন চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, না আছে সে কূপ, না আছে জল। তাহার পরিবর্ত্তে বৃহৎ একটী উদ্যান দেখিতে পাইলেন। সেই বাগানে শত শত বৃক্ষে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়াছিল, শত শত বৃক্ষ ফলভরে অবনত ছিল। সেই বৃক্ষের ভিতর দিয়া এক মনোহর

অট্টালিকা দৃষ্ট হইতেছিল। হাতেম সেই অট্টালিকা অভিমুখে গমন করিলেন। অট্টালিকার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সে স্থানে তাল-গাছপ্রমাণ এক রাক্ষস শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত হাতেম সে সাপ অথবা সে পথিককে দেখিতে পান নাই। তিনি মনে করিলেন যে এখন আমি এই স্থানে বসিয়া থাকি, রাক্ষস জাগরিত হইলে তাহাকে পথিকের কথা জিজ্ঞাসা করিব।" এমন সময় পথিককে কোনও স্থানে রাখিয়া সেই সর্প আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতেম তাহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন,—"রে দুষ্ট সর্প! পথিককে লইয়া তুই কি করিলি?" এই কথা বলিয়া হাতেম তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন। যাতনায় সাপ চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে সেই রাক্ষস জাগিয়া উঠিল। রাক্ষস বলিল,—"আরে মনুষ্য! তুই ইহাকে মারিস কেন? এ যে, আমার ভৃত্য!" হাতেম বলিলেন,—"তোমার ভৃত্যই হউক আর যেই হউক, ইহায় আমি দণ্ড করিব। এ পথিককে কেন ধরিয়া আনিল? পথিককে এ ছাড়িয়া দিউক, তাহা হইলে আমিও ইহাকে ছাড়িয়া দিব।" রাক্ষস সাপকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আমি দেখিতেছি, এ সামান্য লোক নহে। তোর মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়া পাছে আমার মায়া ভাঙ্গিয়া দেয়, আমার এখন সেই ভয় হইতেছে।" এই কথা শুনিয়া হাতেম তৎক্ষণাৎ সেই সাপের মুখের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার উদর-কোটরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সে স্থানে ঘোর অন্ধকার। হাতেম তাহার পেটের ভিতর এদিক ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও দিকে পথ পাইলেন না। এমন সময় আকাশবাণীর ন্যায় এইরূপ কথা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল,—"হে হাতেম! তোমার হাতে যাহা লাগিবে, তৎক্ষণাৎ তরবারি ধারায় তাহা তুমি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবে। তাহা না করিলে চিরকাল তোমাকে এই স্থানে বাস করিতে হইবে এই কথা শুনিয়া হাতেম হস্ত প্রসারণ করিয়া এ দিক ও দিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে কি এক প্রকার বস্তু তাঁহার হাতে লাগিল। কোমর হইতে তরবারি বাহির করিয়া তৎ-

ক্ষণাৎ তিনি তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। কাটিবামাত্র সে সর্প, সে রাক্ষস, সে অট্টালিকা, সে উদ্যান সমুদয় অন্তর্হিত হইল। হাতেম দেখিলেন যে, তিনি এক বৃহৎ আলোকময় প্রান্তরে রহিয়াছেন। সে স্থানে আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল। যে পথিকের নিমিত্ত হাতেম কূপে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, তাহাকেও সেই স্থানে দেখিতে পাইলেন। এ স্থানে যত মানুষ ছিল, সকলকেই সাপ সেইরূপে ধরিয়া আনিয়াছিল ও সেই রাক্ষসের আজ্ঞায় সকলকেই কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। হাতেম তাহাদিগকে বলিলেন,—"ভাই সকল! আর তোমাদের ভয় নাই। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি সেই রাক্ষসের মায়াভঙ্গ করিয়াছি। এক্ষণে তোমরা নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান কর।" সে স্থানে যত লোক কারাবদ্ধ ছিল, প্রাণের আশা তাহারা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। এক্ষণে মুক্ত হইয়া, হাতেমকে শত শত ধন্যবাদ করিয়া, তাহারা আপন আপন দেশে চলিয়া গেল। হাতেমও পুনরায় চীন-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়—রাজকন্যা ও জীন।

পথ চলিতে চলিতে, কিছুদিন পরে হাতেম বৃহৎ এক নগর দেখিতে পাইলেন। নগরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় নগররক্ষকগণ তাঁহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া চলিল। আশ্চর্য্য সহকারে হাতেম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের এ কিরূপ ব্যবহার? অন্য দেশে পথিকগণকে লোকে কত আদর করে, অন্য দেশের রাজগণ অতিথিদিগের বিধিমতে পরিচর্য্যা করেন; কিন্তু তোমাদের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি! বলপূর্ব্বক আমাকে ধরিয়া তোমরা কোথায় লইয়া যাইতেছ?" নগররক্ষকগণ উত্তর করিল,—"কি করিব ভাই! আমাদের রাজার এইরূপ আজ্ঞা। আমাদের রাজার এক কন্যা আছে। এ নগরে পথিক আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাকে ধরিয়া সেই কন্যার নিকট লইয়া যাইতে হয়। রাত্রিকালে কন্যা তাহাকে কি প্রশ্ন করে। এ পর্য্যন্ত কেহই সে প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে সমর্থ হয় নাই। উত্তর দিতে না পারিলে, কন্যা পথিককে স্বহস্তেই বধ করে; প্রভাতে সকলে দেখিতে পায়,— পথিকের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। এইরূপ শত শত

পথিকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। সে জন্য এ পথ দিয়া এখন আর লোক চলে না। পূর্ব্বে এই নগরের নাম ছিল 'বিচারনগর'। এখন ইহার নাম 'অবিচারনগর' হইয়াছে।" রাজকন্যার বিবরণ শুনিয়া হাতেম বিস্মিত হইলেন। নগররক্ষকগণ হাতেমকে রাজার নিকট উপস্থিত করিল। রাজাকে হাতেম বলিলেন,—"মহাশয়! আপনার এ কি অবিচার? আপনার কন্যা পথিকগণকে বধ করে, আর তাহার প্রতিকার আপনি কিছু করেন না। এরূপ দুষ্টা কন্যাকে কেন মারিয়া ফেলেন না?" হাতেমের কথা শুনিয়া রাজার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। রাজা বলিলেন,—"হে পথিক! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য। আমার যে ঘোরতর পাপ হইতেছে, তাহাও আমি জানি। শেষ দিনে ঈশ্বরের নিকটে কি করিয়া দাঁড়াইব, সেই ভয়ে আমি আকুল হইয়াছি! কিন্তু আমি করি কি? নিজের সন্তানকে কে কবে বধ করিতে পারে?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"সে সত্য কথা সন্তানের মায়া বড় মায়া। সন্তানকে কেহ বধ করিতে পারে না। যাহা হউক, দেখি, ঈশ্বরের প্রসাদে যদি ইহার আমি কিছু প্রতিকার করিতে পারি।"

হাতেমকে রাজা কন্যার নিকট লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। কন্যার নিকট উপস্থিত হইলে, বসিবার নিমিত্ত হাতেমকে সে একখানি চৌকি প্রদান করিল। আর একখানি চৌকিতে সে আপনি বসিল। কন্যার রূপ দেখিয়া হাতেমের মন মোহিত হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"এরূপ রূপবতী কন্যা আজ পর্য্যন্ত কোন স্থানে আমার নয়নগোচর হয় নাই। ঈশ্বর যাহাকে এরূপ অসামান্য সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন সে কেমন করিয়া এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করে?" কন্যাও হাতেমের রূপ দেখিয়া মোহিত হইল। দাইকে চুপি চুপি সে বলিল,—"দাই মা! অনেক যুবক আমার নিকট আগমন করিয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এরূপ সুলক্ষণযুক্ত সুপুরুষ আমি কখন দেখি নাই। ইনি কোন বড় বংশের সন্তান হইবেন। আহা! কেন এ পাপিনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন! এখনি ত রাত্রিতে ইনি প্রাণ হারাইবেন! দাই মা! কি কুক্ষণেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি!" দাই উত্তর করিল,—"হাঁ মা! তুমি বড় হতভাগিনী! তোমার পাপের সীমা নাই। কত লোকই না তোমার হাতে বিনষ্ট হইয়াছে! কিন্তু

এই ব্যক্তিকে ঈশ্বর-পরায়ণ মহাত্মা বলিয়া বোধ হইতেছে। এতদিন পরে হয় তো তোমার দুর্ভাগ্যের শেষ হইল।” দাইকে হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ কন্যার ব্যাপার কি, তাহার সবিশেষ কিছু আমাকে বলিতে পার?” দাই উত্তর করিল,—“না বাছা! সবিশেষ আমি কিছু জানি না। রাত্রিকালে কন্যা ও পথিক দুই জনে এই ঘরে থাকে। অন্য কাহাকেও ও ঘরে থাকিতে দেয় না। প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলে দেখে যে, পথিক মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার অধিক আমি কিছু জানি না।” হাতেমের নিমিত্ত আহারাদির আয়োজন হইল, কিন্তু হাতেম কিছু খাইলেন না। হাতেম বলিলেন,—“এ কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া আমি আহার করিব না।” ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। দাই ও দাসীগণ রাজকন্যার আগার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রাজকন্যা উঠিয়া সমুদয় দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সেই স্থানে সে ও হাতেম এই দুই জন মাত্র রহিল, অন্য কেহ রহিল না। এক-খানি চৌকিতে হাতেম বসিয়া রহিলেন, নিকটে আর একখানি চৌকিতে রাজকন্যা বসিয়া রহিল। রাত্রি এক প্রহর গত হইল। সেই সময় রাজকন্যার জ্ঞানচৈতন্য তিরোহিত হইল। পাগলের মত সে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, ও তাহার মুখ দিয়া নানারূপ অন্যায় কথা নির্গত হইতে লাগিল। তাহার পর পুনরায় সে চৌকিতে বসিয়া হাতেমকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—“দুর্ভাগা পথিক! কোন্ সাহসে তুমি এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ? মৃত্যু তোমাকে টানিয়া আনিয়াছে! তোমার শেষকাল উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, যখন তুমি এ স্থানে আসিয়াছ, তখন আমার প্রশ্ন কয়টীর উত্তর প্রদান কর। আমি নিশ্চয় জানি যে, সে প্রশ্নের তুমি উত্তর দিতে পারিবে না। তখন তোমাকে আমি বধ করিব।” এই বলিয়া রাজকন্যা হাতেমকে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। হাতেম প্রথম প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন। তাহার পর, হাতেম বলিলেন,—“তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমি প্রদান করিলাম, এক্ষণে তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কি, তাহা আমাকে বল।” রাজকন্যা বলিল,—“পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট ফল কি? এই আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন।” হাতেম উত্তর করিলেন,—“পৃথিবীতে

সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট ফল,—সন্তান।” রাজকন্যা দ্বিতীয় প্রশ্নের এইরূপ উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইল। তাহার পর সে বলিল,—“জন্মগ্রহণ করিয়া সকল প্রাণীই কি দেখিতে পায়? এই হইল আমার তৃতীয় প্রশ্ন।” হাতেম উত্তর করিলেন,—“জন্মগ্রহণ করিয়া সকল প্রাণীই মৃত্যুকে দেখিতে পায়। তোমার তৃতীয় প্রশ্নের এই উত্তর।” এইরূপে তিন প্রশ্নের উত্তর পাইয়া রাজকন্যা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া আসিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল অবশেষে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া চৌকি হইতে সে ভূমিতে পতিত হইল। পাছে সে মরিয়া যায়, এই ভয়ে হাতেম নিকটে গিয়া তাহাকে তুলিবার অভিপ্রায় করিলেন। কিন্তু তিনি আপনার চৌকি হইতে উঠিতে না উঠিতে, এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণসর্প রাজকন্যার মুখ হইতে বাহির হইল। বিপরীত ফণা বিস্তার করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে হাতেমকে সেই কালসর্প দংশন করিতে আসিল। শশব্যস্ত হইয়া হাতেম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাতেম ভাবিলেন, “এখন আমি করি কি? যদি এই সর্পকে আমি বধ করি, তাহা হইলে জীবহত্যা করা অপরাধে আমি অপরাধী হই, আর যদি ইহাকে না মারি, তাহা হইলে আমি নিজে বিনষ্ট হই।” হাতেম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় সেই ভল্লুককন্যা প্রদত্ত মুহরার কথা তাঁহার মনে পড়িল। পাগড়ি হইতে সেই মুহরা বাহির করিয়া হাতেম আপনার মুখের ভিতর রাখিলেন। তাহার পর স্বচ্ছন্দে তিনি হাত দিয়া সাপকে ধরিলেন। সাপ বার বার দংশন করিল, কিন্তু মুহরার গুণে তাহার বিষে হাতেমের কোনও অপকার হইল না। সাপকে ধরিয়া হাতেম বৃহৎ একটী হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া ঢাকন দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর সেই রাজবাটীর প্রাঙ্গণে বৃহৎ এক গর্ত্ত খুড়িয়া সাপ সহিত হাড়িটী পুতিয়া ফেলিলেন। এই সমুদয় কাজ করিতে করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সাপকে পুতিয়া হাতেম পুনরায় রাজকন্যার নিকট গমন করিলেন। তখনও রাজকন্যা অচেতন অবস্থায় মাটিতে পড়িয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান হইবার অল্প অল্প উপক্রম হইতেছিল। হাতেম চীৎকার করিয়া দাসদাসীদিগকে ডাকিতে লাগিলেন।

হাতেমের চীৎকার শুনিয়া দাই নিকটস্থ এক বাটী হইতে দৌড়িয়া আসিল। ক্রমে অন্যান্য দাসীগণও আসিয়া উপস্থিত হইল। মাটি হইতে রাজকন্যাকে তুলিয়া তাহারা বিছানায় শয়ন করাইল, তাহার মুখে হাতে জল দিল, কেহ বা বাতাস করিতে লাগিল। তাহাদিগের শুশ্রূষায় রাজকন্যার চেতন হইল। তখন হাতেমকে দেখিয়া রাজকন্যা ঘোমটা টানিয়া আপনার মুখ আবৃত করিল। পূর্ব্বে কাহাকেও দেখিয়া যে লজ্জা করে নাই, আজ তাহার লজ্জার উদয় হইল। রাত্রিতে কিরূপ ঘটনা হইয়াছিল, আর কি করিয়া হাতেমের প্রাণরক্ষা হইল, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া দাই তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিল। হাতেম বলিলেন,—"এখন আমি সে সকল কথা বলিব না, রাজার আগমন হউক তাহার পর আমি সকল কথা বলিব।" প্রভাত হইল। রাজা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতেমকে জীবিত দেখিয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার পর রাত্রির ঘটনার কথা তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতেম উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া যাইলে, রাজকন্যা পাগলের ন্যায় হইয়া গেল, যা নয়, তাই বকিতে লাগিল, আর এদিক ওদিকে দৌড়া-দৌড়ি করিতে লাগিল। তাহার পর আমাকে তিন প্রশ্ন করিল। সে তিন প্রশ্নের আমি ঠিক উত্তর দিলাম। তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে অজ্ঞান হইয়া সে ভূমিতে পতিত হইল। সেই সময়ে তাহার মুখ হইতে এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ-সর্প বাহির হইয়া আমাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। আমি সেই সাপকে ধরিয়া, হাঁড়ির ভিতর পুরিয়া, প্রাঙ্গণে ঐ স্থানে পুতিয়া রাখিয়াছি। প্রকৃত কথা এই যে, আপনার কন্যার শরীরে এক দুরন্ত জীন আশ্রয় করিয়াছিল। যত পথিককে সেই দুষ্ট জীন বধ করিয়াছে, আর সেই জীনই গত রাত্রিতে সর্পের বেশ ধরিয়া আমার প্রাণ বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল।" এই কথা শুনিয়া রাজা সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। রাজা বলিলেন,—"আমার কন্যাকে ও আমাকে তুমি ঘোর পাপ হইতে নিস্তার করিলে। পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে আমি আর কি দিব, আমার কন্যাকে তোমার হস্তে আমি সমর্পণ করিলাম।" পূর্ব্ব হইতেই রাজকন্যার রূপে হাতেমের মন

মোহিত হইয়াছিল। রাজকন্যাও হাতেমের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিল। রাজার প্রস্তাবে হাতেম সম্মত হইলেন। হাতেম বলিলেন,—"রাজকন্যাকে আমি বিবাহ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু ইহাকে আমি যে স্থানে রাখিব সেই স্থানে থাকিতে হইবে, যেখানে যাইতে বলিব, সেই খানে যাইতে হইবে।" রাজা বলিলেন,—"তুমি ইহার ভর্ত্তা, এ তোমার পত্নী। তুমি যে খানে লইয়া যাইবে, অবশ্য এ সেই স্থানে যাইবে।" রাজা বিবাহের আয়োজন করিলেন। মহাসমারোহে হাতেমের সহিত রাজা কন্যার বিবাহ দিলেন। দুই তিন মাস হাতেম এই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। তাহার পর হাতেম পুনরায় পরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে হাতেম স্ত্রীকে বলিলেন,—"দেখ, রাজকন্যে! যদি আমি জীবিত থাকি, তাহা হইলে পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তবে একটা কথা তোমাকে আমি বলিয়া যাই। তোমার এই গর্ভে যদি পুত্র-সন্তান উৎপন্ন হয়, আর বড় হইয়া সে যদি ইমন দেশে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সেই স্থানে তুমি তাহাকে প্রেরণ করিবে। ওয় রাজের সিংহাসনে সে উপবেশন করিবে। আর যদি কন্যা হয়, তাহা হইলে ভাল এক সৎপাত্র দেখিয়া তাহার হস্তে তাহাকে প্রদান করিবে।" এই কথা বলিয়া "বিচার-নগরের" সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, হাতেম পুনরায় চীন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

বঙ্গবাসীর গ্রাহকগণকে বিনামূল্যে দেওয়া যায়।

আরায়েশ মাহফিল

বা

হাতেম-তাই।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কলিকাতা,

৩৮।২, ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৮ সাল।

আরায়েশ মাহফিল

বা

হাতেম-তাই।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়। পাপীর উদ্ধার।

অল্পদিন পরে হাতেম চীনদেশে উপস্থিত হইলেন। চীননগরে গিয়া তিনি লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"এ নগরে ইউসফ সওদাগরের বাটী কোথায় ছিল, [illegible] তাহার বংশে এখন কেহ জীবিত আছে কি না?" সকলে দ্রুতবেগে গিয়া, ইউসফ সওদাগরের পুত্রদিগকে সংবাদ দিল যে, "এক বিদেশী আসিয়া তোমাদিগের অনুসন্ধান করিতেছে।" বণিক্-পুত্রগণ সত্বর আসিয়া হাতেমের নিকট উপস্থিত হইল। হাতেম তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমাদের পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া, উপস্থিত লোকগণ হাসিয়া উঠিল। সকলে বলিল, 'এ লোকটা দেখিতেছি, বাতুল। ইউসফ সওদাগর কোন্ কালে মরিয়া গিয়াছে। মরা মানুষ যে সংবাদ প্রেরণ করে, একথা ত কখন শুনি নাই!" হাতেম উত্তর করিলেন, 'ভাই সকল! আমি পাগল নহি। ইউসফ সওদাগর যে বহুকাল মরিয়া গিয়াছে, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু আমি সত্য বলিতেছি যে, তাহার নিকট হইতে আমি এক সংবাদ আনিয়াছি। তা না

হইলে, আমি কি করিয়া জানিলাম যে, তাহার বাটী চীন নগরের সওদাগর-মহল্লায় ছিল? ইহা ব্যতীত, সে আমাকে আর একটী গুপ্ত কথা বলিয়া দিয়াছে, তোমরা যদি মন দিয়া শুন, তাহা হইলে তাহাও আমি বলি।" উপস্থিত লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গুপ্ত কথা?' হাতেম উত্তর করিলেন, "ইউসফ সওদাগর যে ঘরে শয়ন করিত, তাহার নিকট একটী বৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষতলে মাটীর ভিতর অনেক টাকা ও মণি মুক্তাদি নিহিত আছে। এ কথা কেহই জানে না। সওদাগর আমাকে বলিয়া দিয়াছে যে, মৃত্তিকা খনন করিয়া এই ধন তুলিয়া চারি অংশ করিবে। এক অংশ আমার পুত্র পৌত্রগণকে দিবে: আর তিন অংশ ঈশ্বরের নামে গরীব দুঃখীকে দান করিবে।' এই কথা বলিয়া কবরস্থানে মৃত ইউসফ সওদাগরের সহিত, যেরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, হাতেম সেই সমস্ত বিবরণ উপস্থিত ব্যক্তিগণকে প্রদান করিলেন। লোকগণ উত্তর করিল 'আমরা এ কথার বিচার করিতে পারি না, তোমাকে বাদশাহের নিকট গমন করিতে হইবে।'

এই কথা বলিয়া তাহারা হাতেমকে চীনদেশের সম্রাটের নিকট লইয়া গেল। হাতেম ইউসফ সওদাগর সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন ও সওদাগর তাঁহাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, সম্রাটের নিকট তিনি সে সমুদয় কথা যথাযথ বর্ণন করিলেন। উপহাস করিয়া সম্রাট উত্তর করিলেন,—'তোমার দেশে ক্ষৌর খুলিবার নিমিত্ত কি কোন নাপিত ছিল না যে, তোমাকে এতদূর আসিতে হইয়াছে? তুমি ত বড় পাগল দেখিতেছি! ইউসফ সওদাগর বহু দিন মরিয়া গিয়াছে। মরা মানুষ কি কখন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করে? না কাহারও দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করে? ওরে! এই বাতুলটাকে আমার রাজ্য হইতে দূর করিয়া দে।" হাতেম যোড়হাত করিয়া পুনরায় নিবেদন করিলেন, "হে সম্রাট্! বিচার করিয়া তবে আমায় দণ্ড করুন। আপনি কি জানেন না যে, যাহারা রণক্ষেত্রে পতিত হইয়া শহিদ হয়, তাহারা চিরকালই জীবিত থাকে? ইউসফ সওদাগর জীবদ্দশায় অতিশয় কৃপণ ছিল, এ নিমিত্ত পরলোকে সে ঘোর কষ্টে কালযাপন করিতেছে। আমার কথায় বিশ্বাস করুন। তাহাকে ঐ দায়

হইতে মুক্ত করিতে পারিলে, আপনার আমার এবং সকলের ধর্ম্ম হইবে। আর বুঝিয়া দেখুন, যদি আমি পাগল, তাহা হইলে ইউসফ সওদাগরের গুপ্ত ধনের কথা আমি কি করিয়া জানিলাম ?”

হাতেমের কথা সত্য কি মিথ্যা, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত সম্রাট তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, ইউসফ সওদাগরের বাটীতে গমন করিলেন। সওদাগরের শয়নাগারের নিকট যে বৃক্ষ ছিল, তাহার তলদেশ খনন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। মাটীর ভিতর হইতে অগণিত টাকা মণি মুক্তাদি বাহির হইয়া পড়িল। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, সম্রাট সেই ধনকে চারি অংশে বিভক্ত করাইলেন। তাহার এক ভাগ তিনি ইউসফ সওদাগরের পুত্র ও পৌত্রগণকে প্রদান করিলেন, বাকি তিন অংশ হাতেমের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, “হে বিদেশি ! তুমি দেখিতেছি, ঈশ্বরানুগৃহীত সাধুব্যক্তি। ইউসফ সওদাগরের মঙ্গলের নিমিত্ত, তুমি নিজেই স্বহস্তে এ সমস্ত ধন দীন দুঃখী অনাথাদিগকে বিতরণ কর।” অল্পদিন মধ্যেই, হাতেম সেই সমস্ত ধন ইউসফ সওদাগরের নামে বিতরণ করিলেন। ক্ষুধার্ত্তকে তিনি অন্ন দিলেন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিলেন এবং অনাথাদিগকে এত ধন দান করিলেন যে, সে দেশে আর কেহ দুঃখী রহিল না। তাহার পর সম্রাটের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, বিচার-নগরে প্রত্যাগমন করিবার মানসে হাতেম চীনদেশ হইতে প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে হাতেম সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। সে দেশের যে রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিচার-নগর হইতে হাতেম যখন চীন অভিমুখে যাত্রা করেন, রাজকন্যা তখন গর্ভবতী ছিলেন। এবার হাতেম আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি এক সুন্দর, সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। পুত্রের মুখ দেখিয়া হাতেম পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি সেই পুত্রের নাম রাখিলেন,—সলিম। তাহার পর, কিছুদিন বিচার নগরে অবস্থিতি করিয়া, সে স্থান হইতে হাতেম প্রস্থান করিলেন।

বিচার নগর হইতে বাহির হইয়া, হাতেম এক জল-শূন্য অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহুদিন অরণ্য পথে ভ্রমণ করিয়া, তিনি

শহিদদিগের সেই কবরস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তিন দিন অপেক্ষা করিলে পর, যে শুক্রবার আসিল, সেই শুক্রবার রাত্রিতে শহিদগণ আপন আপন কবর হইতে বাহির হইয়া, উত্তমোত্তম আসনোপরি উপবেশন করিলেন। তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় নানাবিধ সুখাদ্য কোথা হইতে আপনা আপনি আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

আজরাত্রে অন্যান্য লোকের ন্যায় ইউসফ সওদাগরও সুখাদ্য পাইল। কিছুক্ষণ পরে, সওদাগরের নিকট গিয়া হাতেম তাঁহার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইউসফ উত্তর করিল যে, "হে বীর পুরুষ! তোমাকে ধন্য। তোমার মত সাধু বোধ হয়, জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তুমি আমাকে অতি উৎকট যাতনা হইতে মুক্ত করিয়াছ। এখন আর আমি পূর্ব্বের ন্যায় চীৎকার করিয়া রোদন করি না। আমি এখন অন্যান্য শহিদদিগের ন্যায় সুখাদ্য প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছি। এখন আর আমাকে রক্ত পূয় প্রভৃতি কদর্য্য বস্তু ভক্ষণ করিতে হয় না। তবে, অন্যান্য শহিদদিগের সহিত এখনও আমার একটু বিভিন্নতা আছে। তাঁহাদের ন্যায় আমি উত্তম আসন অথবা উত্তম পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হই নাই। তাহার কারণ এই যে, অন্যান্য শহিদগণ জীবদ্দশায় স্বহস্তে দীন দুঃখীগণকে ধনদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি মৃত্যুর পর ঘোর যাতনা ভোগ করিয়া, তোমার দ্বারা সেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। সে যাহা হউক, ঈশ্বরের কৃপায় ও তোমার বীরত্বে আমি যে ঘোর নরকভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি, তাহাই আমার পরম লাভ। অধিক আর কি বলিব, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়—ভণ্ডসন্ন্যাসিনী।

পরদিন প্রাতঃকালে হাতেম শহিদদিগের কবরস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে কিছুদিন পরে তিনি এক বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরিয়া এক বৃদ্ধা পথের ধারে বসিয়া আছে। বৃদ্ধা তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। হাতেম আপনার হাত হইতে বহুমূল্য প্রস্তর

সংযুক্ত একটী অঙ্গুরীয় খুলিয়া বৃদ্ধাকে প্রদান করিলেন। তাহার পর হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাই তিনি অল্প দূর অগ্রসর হইয়াছেন, আর সেই বৃদ্ধা "আগে দিবে পরে পাইবে, পথে ঘটে ঈশ্বর সহায়"—এই বলিয়া, চীৎকার করিতে লাগিল তাহার চীৎকার শুনিয়া, সাতজন বলবান অস্ত্রধারী পুরুষ বনের দক্ষিণ ও বামদিক হইতে বহির্গত হইয়া হাতেমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তাহারা ঐ ভণ্ডসন্ন্যাসিনীর সাত পুত্র ছিল। তাহারা দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। হাতেমের নিকট হইতে বহুমূল্য আংটী পাইয়া বৃদ্ধা মনে করিল, তাঁহার নিকট আরও ধন আছে; তাহাও কাড়িয়া লইতে হইবে। সে জন্য সে ঐরূপ চীৎকার করিয়া, আপনার পুত্রগণকে ইঙ্গিত করিল। চোরগণ হাতেমের সহিত নানারূপ কথা কহিতে কহিতে পথ হাঁটিতে লাগিল। হাতেমকে তাহারা বলিল যে, "কোন্ নগরে গিয়া, সে স্থানের রাজার অধীনে কর্ম্ম পাইবার প্রত্যাশায় আমরা বিদেশে গমন করিতেছি।" হাতেম বলিলেন যে, "ভালই হইয়াছে; আমরা এক সঙ্গে পথপর্য্যটন করিব; আহারাদির বিষয়ে চিন্তা নাই। আমার নিকট যথেষ্ট টাকা আছে। সকলের খরচ তাহাতে চলিয়া যাইবে।" এইরূপে হাতেমের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া চোরগণ তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, একস্থানে হাতেমকে অন্যমনস্ক পাইয়া একজন চোর তাঁহার গলায় এক ফাঁস লাগাইয়া দিল। তাহার পর সকলে মিলিয়া তাহার হাত বাঁধিয়া ফেলিল। সেই সঙ্গে দুষ্টগণ তরবারির আঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিল। অবশেষে তাঁহার নিকট যাহা কিছু অর্থ ছিল, সমুদয় কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে এক কূপের ভিতর নিক্ষেপ করিল। হাতেমের শরীরে যাহা কিছু পরিচ্ছদ ছিল, দুষ্টগণ তাহাও কাড়িয়া লইল। সৌভাগ্য ক্রমে কেবল মাথার পাগড়িটী তাহারা লয় নাই। ভল্লুক-কন্যা প্রদত্ত মুহরাটী এই পাগড়ীর ভিতর লুকায়িত ছিল।

হাতেম কূপের ভিতর কয়েক দিন পর্য্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর, যখন তাঁহার পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন তিনি পাগড়ী হইতে সেই মুহরাটী বাহির করিলেন। কূপের এক পার্শ্বে একটু

শুষ্ক স্থান ছিল। সেই স্থানে বসিয়া এক খণ্ড পাথরে জলের সহিত সেই মুহরাটী ঘসিয়া শরীরের ক্ষত স্থান সমূহে লাগাইলেন। লাগাইবা মাত্র তাঁহার যাতনা দূর হইল এবং ক্ষত স্থান পূর্ণ হইয়া আসিল।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া হাতেম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"হায়! কি দুঃখের বিষয়! যে দুষ্টগণ আমার সহিত এরূপ কুব্যবহার করিল, তাহারা যদি চাহিত, তাহা হইলে আমার নিকট যাহা কিছু ছিল, আহ্লাদের সহিত তাহাদিগকে আমি প্রদান করিতাম। এখনও যদি তাহাদিগকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে এত টাকা আমি তাহাদিগকে প্রদান করি যে, চিরকালের নিমিত্ত তাহাদের দরিদ্রতা ঘুচিয়া যায়; অন্নের অভাবে আর কখন তাহাদিগকে দস্যুবৃত্তি করিতে হয় না।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হাতেমের চক্ষু বুজিয়া আসিল; ঘোর নিদ্রায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রিত অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক পবিত্র পুরুষ তাঁহার শিয়র দেশে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতেছেন,—'হে হাতেম! তুমি দুঃখ করিও না। ঈশ্বর দয়াময়। তাঁহারই ইচ্ছায় তুমি এই কূপের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইয়াছ। এই কূপের ভিতর অগণিত ধন রত্ন ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি নিহিত আছে। ভগবান তোমারই জন্য সেই ধন এই স্থানে রাখিয়াছেন। এখন উঠিয়া তাহা তুমি গ্রহণ কর।"

নিদ্রিত অবস্থাতেই হাতেম উত্তর করিলেন,—'হে মহাপুরুষ। আমি একেলা; কিরূপে কূপের ভিতর হইতে এ ধন রত্নাদি আমি উত্তোলন করিব এবং এই বিদেশে কোথায় বা আমি তাহা লইয়া যাইব?" মহাপুরুষ উত্তর করিলেন যে,—"কল্য প্রাতঃকালে দুই জন লোক এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এবং তোমাকে তাহারা কূপ হইতে তুলিবে। তাহাদের সহায়তায় এই ধন রত্নাদি তুমি কূপ হইতে বাহির করিও।"

হাতেমের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া বার বার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাত্রি প্রভাত হইল। তাহার পর দুই জন মনুষ্য সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, কূপের ভিতর মুখ রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল যে,—"হে হাতেম! যদি তুমি জীবিত থাক, তবে উত্তর দাও।" কূপের ভিতর হইতে হাতেম উত্তর দিয়া বলিলেন,—"ঈশ্বরের

কৃপায় আমি এখনও জীবিত আছি।"

তখন সেই দুই জন মনুষ্য অতি কষ্টে হাতেমকে কূপের ভিতর হইতে বাহির করিল।

বাহিরে আসিয়া হাতেম তাহাদিগকে বলিলেন,—'এই কূপের ভিতর পর্য্যাপ্ত ধন রত্ন ও বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি নিহিত আছে। তাহা বাহির করিতে তোমরা যদি আমার সহায়তা কর, তাহা হইলে আমি বড়ই উপকৃত হই।' সে কথায় তাহারা সম্মত হইল। সেই দুই জন লোকের সহায়তায়, হাতেম কূপ নিহিত যাবতীয় ধন রত্নাদি উপরে তুলিলেন।

এই কার্য্য যেমন শেষ হইল, আর অমনি সেই দুই জন লোক কোনরূপ পুরস্কার না লইয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। হাতেম তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "এখন যদি আমি সেই চোরদিগকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে এই ধন ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি তাহাদিগকে প্রদান করি। দৈন্যদশা প্রযুক্ত তখন আর তাহাদিগকে দস্যুবৃত্তি করিতে হয় না। ভগবানের নাম করিয়া পরম সুখে তাহারা কালাতিপাত করিতে পারে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া কূপের ভিতর হইতে যে সমুদয় বস্ত্রাদি বাহির হইয়াছিল, তাহার ভিতর হইতে হাতেম এক জোড়া পরিচ্ছদ বাছিয়া পরিধান করিলেন, এবং কিছু টাকা ও মণিমুক্তা আপনার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চোরদিগের অনুসন্ধানে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে, সেই বৃদ্ধার সহিত যাহাতে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, সেই নিমিত্ত তিনি বারবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে স্থানে বৃদ্ধাকে দেখিয়াছিলেন, হাতেম ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজও সেই বৃদ্ধা, সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরিয়া, সেই স্থানে বসিয়াছিল। হাতেমকে দেখিয়া সে বলিল,—"হে পথিক! এই দুঃখিনীকে কিছু ভিক্ষা প্রদান কর।" দ্রুতবেগে হাতেম তাহার নিকট গিয়া তাহার হস্তে অনেকগুলি টাকা ও মোহর প্রদান করিলেন। তাহার পর, হাতেম যাই কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছেন, আর বৃদ্ধা পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে আপনার পুত্রদিগকে ইঙ্গিত করিল। সেই ইঙ্গিত অনুসারে বৃদ্ধার সাত পুত্র বনের ভিতর হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইল। তাহার পর, নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে পূর্ব্বের ন্যায় তাহারা হাতেমের সঙ্গে যাইতে লাগিল।

কিছু দূর গিয়া হাতেম তাহাদিগকে বলিলেন যে,—"ভাই সকল! তোমাদের নিকট আমার একটী নিবেদন আছে।" চোরগণ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি নিবেদন?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"তোমরা যে দস্যু, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। কিছু দিন পূর্ব্বে তরবারির আঘাতে আহত করিয়া যাহাকে তোমরা কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, আমি সেই ব্যক্তি। এখন তোমাদের নিকট আমার নিবেদন এই,—তোমরা যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে, তোমাদিগকে আমি এত অর্থ প্রদান করি, যে পুরুষ পুরুষানুক্রমে ধনবান্ হইয়া তোমরা পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিবে।"

চোরগণ উত্তর করিল যে,—"অন্নের জন্য আমরা এইরূপ কুকর্ম্ম করি। যদি তুমি আমাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান কর, তাহা হইলে এ কাজ কেন আর আমরা করিতে যাইব? আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে কাজ করিলে ভগবান্ রুষ্ট হন, আজ হইতে আমরা সে কাজ কখনই করিব না।" হাতেম বলিলেন,—"ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তোমরা শপথ কর যে,—'এ কাজ আর আমরা কখন করিব না।' তাহা হইলে, সেই ধন তোমাদিগকে আমি প্রদান করিব।" চোরগণ উত্তর করিল,—"কোথায় তোমার এত ধন আছে, আগে তুমি আমাদিগকে দেখাও; তবে আমরা এরূপ প্রতিজ্ঞা করিব।"

হাতেম তাহাদের হাত ধরিয়া, তাহাদিগকে সেই কূপের নিকট লইয়া যাইলেন এবং পর্ব্বতপ্রমাণ সেই ধনরাশি দেখাইয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—"এই সমস্ত ধন আমি তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া এখন তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কখন আমরা দস্যুবৃত্তি করিব না। আজ হইতে জনমানবের প্রতি আর আমরা অত্যাচার করিব না।" সেই বিপুল ধনরাশি দেখিয়া, চোরদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। হাত যোড় করিয়া হাতেমকে তাহারা বলিল,—"কিরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে বল, এই মুহূর্ত্তেই তাহা আমরা করিতেছি।" হাতেম উত্তর করিলেন,—"এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর,—'হে ঈশ্বর! জীবের তুমি অন্নদাতা, সকলের অবস্থা তুমি অবগত আছ। যাহার যেরূপ অভাব, তাহা তুমি সর্ব্বদাই পূর্ণ করিতেছ। এক্ষণে তোমার অনুগ্রহে আমাদের সমুদয় অভাব দূর হইল।

অদ্য হইতে পুনর্ব্বার যদি আমরা কাহারও দ্রব্য অপহরণ করি, অথবা কোন মনুষ্যের অনিষ্ট সাধন করি, তাহা হইলে আমরা যেন তোমার কোপে পতিত হই।' চোরগণ হাতেমের কথা অনুরূপ প্রতিজ্ঞা করিল। হাতেমও সেই সমুদয় ধন তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া, পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।—জাদুকরের পেরেক।

বহুদূর ভ্রমণ করিয়া, হাতেম এক দিন এক বনের ভিতর সহসা একটী কুকুর দেখিতে পাইলেন। পিপাসায় কাতর হইয়া কুকুর ঘন ঘন জিহ্বা নাড়িতেছিল। হাতেম মনে করিলেন যে,—"এই বনের ভিতর দিয়া কোন বণিকের দল গমন করিতেছে। কুকুর বোধ হয়, তাহাদের। কুকুরটীকে হাতেম আপনার কোলে লইয়া তাহার পিপাসার শান্তির নিমিত্ত জলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। হাতেম ভাবিলেন যে, "যদি কোন স্থানে ঝরণা দেখিতে পাই, তাহা হইলে উত্তমরূপে জলপান করাইয়া, ইহার তৃষ্ণা দূর করি।"

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া, হাতেম সম্মুখে একটী গ্রাম দেখিতে পাইয়া, সেই দিকে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন।

হাতেম সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সে স্থানের লোকে পথিকদিগকে রুটী ও মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেছে। হাতেমকেও তাহারা রুটী, মিষ্টান্ন ও পানীয় জল প্রদান করিল। হাতেম তাহা নিজে না খাইয়া সেই কুকুরটীকে খাইতে দিলেন। পেট ভরিয়া কুকুর তাহা ভক্ষণ করিল। তাহার পর জল পান করিয়া সে তৃপ্ত হইল।

ইহার পর সকলের দিকে চাহিয়া হাতেম বলিলেন,—"দেখ দেখ! কেমন সুন্দর কুকুর! ভগবানের কি কৌশল! এরূপ কুকুর ত আমি কখন দেখি নাই! আঠার হাজার জীবকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এক জীবের সহিত অন্য জীবের সাদৃশ্য নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে স্নেহের সহিত তিনি কুকুরের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার হাতে কোনরূপ একটা কঠিন বস্তু অনুভূত হইল।

কুকুরের লোম সরাইয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহার মস্তকে লৌহ-নির্ম্মিত ছোট একটী পেরেক নিহিত

রহিয়াছে। বিস্মিত হইয়া হাতেম তাহা তুলিয়া ফেলিলেন; আর তৎক্ষণাৎ সেই কুকুরের চতুষ্পদ পশু আকৃতি ঘুচিয়া, মনুষ্যের আকৃতি হইল। পরমসুন্দর যুবক হইয়া, হাতেমের সম্মুখে সে দণ্ডায়মান হইল। সাতিশয় বিস্মিত হইয়া, হাতেম বলিলেন,—"হা জগদীশ্বর! এ আবার কি ব্যাপার।" তাহার পর, যুবককে সম্বোধন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে যুবক! তুমি কে? এই মাত্র তুমি কুকুর ছিলে; কিন্তু যাই আমি তোমার মাথা হইতে পেরেকটী তুলিয়া লইলাম, আর তৎক্ষণাৎ তুমি মানুষ হইয়া পড়িলে; ইহার অর্থ কি?" যুবক ভাবিল যে, "এই লোক আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। ইহার নিকট আমি কোন কথা গোপন করিব না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া, সে হাতেমের পদতলে পড়িয়া বলিতে লাগিল,—"হে মহাত্মন্! আমি কুকুর নই, মনুষ্য বটে; আপনার কৃপায় আমি আমার নিজ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি।"

হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি জন্য তুমি কুকুরের আকার ধরিয়াছিলে?"

যুবক উত্তর করিল,—"আমি এক বণিকপুত্র। আমার পিতা সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। স্বদেশ হইতে দ্রব্যাদি লইয়া তিনি চীনদেশে বিক্রয় করিতেন: পুনরায় চীন হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া খতা নামক স্থানে বেচিতেন। এইরূপ ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে তিনি অনেক টাকা লাভ করিতেন। আমাকে তিনি অতি যত্নে লালনপালন করিয়াছিলেন। যথাসময়ে অতি সমারোহের সহিত তিনি আমার বিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

"কিছুকাল পরে পিতার পরলোক হইল। আমি তাঁহার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলাম। কোনরূপ কাজ না করিয়া, আমোদ প্রমোদে অল্প দিনের মধ্যে সেই সমুদয় ধন আমি খরচ করিয়া ফেলিলাম। কাজেই তখন আমাকে পৈত্রিক বাণিজ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। দ্রব্যাদি লইয়া বিক্রয়ার্থ আমি চীন দেশে গমন করিলাম।

"আমার অনুপস্থিতি কালে আমার স্ত্রীর চরিত্রে দোষ ঘটিল। কিন্তু আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। আমাকে কুকুর করিবার নিমিত্ত আমার দুষ্টা পত্নী কোন যাদুকরের নিকট হইতে এই পেরেকটী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। কিছু দিন পরে

আমি বাটী ফিরিয়া আসিলাম। এক দিন নিদ্রিত অবস্থায় সেই পিশাচী পত্নী আমার মাথায় এই পেরেকটী ঠুকিয়া দিল; আমি তৎক্ষণাৎ কুকুর হইয়া গেলাম। তাহার পর, আমায় মারপিট করিয়া, সে আমাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। পথের যত কুকুর আমাকে তাড়া করিয়া আসিল। তাহাদের ভয়ে আমি নগর পরিত্যাগ করিয়া বনের ভিতর প্রবেশ করিলাম। আজ তিন দিন আমি অনাহারে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলাম। তাহার পর, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন; খাদ্য দিয়া আমার ক্ষুধা ও জল দিয়া আমার পিপাসা নিবারণ করিলেন। ঈশ্বর আপনার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

হাতেম এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া, যুবকের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া, দুই জানুর উপর আপনার মস্তকটী রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তোমার নিবাস কোথায়?" যুবক বলিল,—"যে নগরে আমার বাস, তাহার নাম সুরত; এ স্থান হইতে তিন দিনের পথ। হাতেম তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুরত নগরে না হারস্ বণিকের বাস? সেই হারস্ বণিকের যে কন্যা আছে, তাহারই প্রশ্নের উত্তর আনিতে আমি গিয়াছিলাম। সেই কন্যা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, যে তাহার তিনটী প্রশ্ন পূরণ করিতে পারিবে, তাহাকেই সে বিবাহ করিবে। তাহার মধ্যে একটী প্রশ্ন এই,—'হায়রে! আমি সে কাজ করি নাই, যাহার দ্বারা আজ রাত্রিতে আমার উপকার হইত।' আমি সেই প্রশ্ন পূরণ করিতে গিয়াছিলাম।" যুবক উত্তর করিল,—"হাঁ মহাশয়! যে সুরত নগরে হারস্ সওদাগরের বাস, আমারও বাসস্থান সেই স্থানে।" তাহার পর হাতেম পুনরায় বলিলেন,—'এই পেরেকটী তুমি তোমার নিকটে রাখিয়া দাও। দেশে গিয়া যদি তোমার স্ত্রীকে দণ্ড করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, অবসর ক্রমে তাহার মাথায় ইহা ঠুকিয়া দিবে। পেরেকের গুণে তোমার মত সেও কুকুর হইয়া যাইবে।"

চতুর্থ অধ্যায়।—পাপীনীর দণ্ড।

হাতেম ও সেই যুবক এক্ষণে সুরত নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিন দিন পরে তাঁহারা সেই নগরে গিয়া

উপস্থিত হইলেন। হাতেম সঙ্গে লইয়া বণিক্ পুত্র আপনার বাটীতে গমন করিল। হাতেমকে দ্বারে বসাইয়া, সে একেলা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

সেস্থানে উপস্থিত হইয়া যুবক দেখিল, যে তাহার স্ত্রী নিদ্রা যাইতেছে। সেই গৃহে এক কৃষ্ণকায় হাবসীও নিদ্রিত আছে। যুবক তৎক্ষণাৎ আপনার কোমর হইতে তরবারি খুলিয়া, হাবসীর মস্তক কাটিয়া ফেলিল; আর সেই পেরেকটী তাহার স্ত্রীর মাথায় ঠুকিয়া দিল। তাহার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ কুকুর হইয়া গেল। কুকুর হইবামাত্র সে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

এইরূপ করিয়া, যুবক পুনঃরায় বাহিরে আসিয়া অতি সমাদরের সহিত হাতেমকে ভিতর বাটীতে লইয়া গেল। অতি উত্তম আসনে তাঁহাকে বসাইয়া, তাঁহার সম্মুখে সেই কুকুর আনিয়া বলিল যে, "মহাশয়! এ সেই দুষ্টা স্ত্রী,—যে আমার প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া, যাদুবলে আমাকে কুকুর করিয়াছিল। আর এই দেখুন, সেই দুষ্ট হাবসী, যাহার জন্য সে এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল।" হাতেম বলিলেন, "ভাই! তুমি ইহার প্রাণ বধ করিয়া ভাল কাজ কর নাই।" যুবক উত্তর করিল, 'দুষ্ট লোকদিগের উপযুক্ত দণ্ড না করিলে তাহাদিগকে প্রশ্রয় প্রদান করা হয়। কুকর্ম্ম করিতে তাহা হইলে কাহারও আর ভয় হয় না।

হাতেম সে রাত্রি যুবকের বাটীতে রহিলেন। সে তাঁহাকে নানাবিধ সুখাদ্য প্রদান করিল, আমোদ প্রমোদে রাত্রি যাপনের নিমিত্ত সে নানারূপ আয়োজন করিল।

এইরূপে যুবকের গৃহে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া হাতেম পরদিন প্রভাতে পান্থশালায় গমন করিলেন। যে বণিক্পুত্র হারস সওদাগর কন্যার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিল, সেস্থানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। বণিক্পুত্র উত্তর করিল, "ভাই! তোমার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় পথ পানে আমি চাহিয়াছিলাম, আর তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বদাই আমি ভগবানকে ডাকিতেছিলাম।" 'হায়রে! সে কাজ আমি করি নাই, যাহার দ্বারা আজ আমার উপকার হইত,'—সে চীৎকার এখন আর কেহ শুনিতে পায় না; সেজন্য বণিক্ কন্যাও তোমার প্রত্যাগমনের নিমিত্ত ঘোরতর উৎসুক হইয়া আছে।" হাতেম উত্তর করি-

লেন, "আর কোন ভয় নাই। তাহার সে প্রশ্ন আমি পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

হাতেম তাহার পর বণিক্ কন্যার বাটীতে গমন করিলেন। দ্বারে গিয়া দ্বারবান দ্বারা তাহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। বণিক-কন্যা আসিয়া পরদার অন্তরালে উপস্থিত হইল। ভৃত্যগণ হাতেমকে সেই স্থানে লইয়া পর্দ্দার বাহিরে উত্তম আসনে উপবিষ্ট করাইল। বণিক্-কন্যা, হাতেমকে তাহার সেই প্রশ্নের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। কে সেইরূপ চীৎকার করিত, কেন সে চীৎকার করিত, হাতেম সমুদয় বিবরণ তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

বণিক্ কন্যা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল, এবং হাতেমের সাহস ও সত্যপরায়ণতার বার বার প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহার পর সে বলিল, "এক্ষণে তুমি আর একটী কাজ কর। মাহরু নামে যে পরী আছে, তাহার হাতে যে শাহমুহরা অর্থাৎ মণি আছে, তাহা তুমি আমাকে আনিয়া দাও।"

এই কথা শুনিয়া, হাতেম বণিক-কন্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পান্থশালায় ফিরিয়া আসিলেন। সেই স্থানে সেই সওদাগর-পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাকে তিনি বলিলেন, "ভাই! আমি এক্ষণে মাহরু পরীর শাহ মুহরা আনিতে যাইতেছি। বণিক-কন্যার এই তৃতীয় ও শেষ প্রশ্ন। ইহা পূরণ করিতে পারিলেই তুমি তাহাকে লাভ করিতে পারিবে। কোন চিন্তা নাই। ঈশ্বরানুগ্রহে এই প্রশ্নও পূরণ করিতে আমি সমর্থ হইব।" বণিকপুত্রকে এইরূপে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া, হাতেম শাহ-মুহরা আনিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।—মাহরু শাহের মণি।

হারণ বণিক-কন্যার তৃতীয় প্রশ্ন পূরণ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ মাহরু পরীর হস্তস্থিত শাহমুহরা নামক মণি আনিবার নিমিত্ত, হাতেম সুরত নগর হইতে বহির্গত হইলেন। পাহাড় পর্ব্বত বন-উপবন অতিক্রম করিয়া, তিনি অবিশ্রান্ত পথ চলিতে লাগিলেন।

কিছু কাল পরে শ্রান্তি বশতঃ এক দিন হাতেম এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। সেই স্থানে বসিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন 'মাহরু পরী কোথায় থাকে, তাহা আমি জানি না।

সে সন্ধান না পাইয়া বৃথা পথ পর্য্যটন করিয়া, কোন লাভ নাই। অতএব প্রথমে আমি, আমার বন্ধু দেও বা রাক্ষসদিগের রাজা ফরোকাস বাদসাহর নিকট গমন করি। তিনি বোধ হয়, মাহরু পরীর সন্ধান আমাকে বলিয়া দিতে পারিবেন।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, হাতেম পুনরায় পথ পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে গভীর গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়া, হাতেম হারস কন্যার প্রথম প্রশ্ন পূরণ করিয়াছিলেন, পুনরায় তিনি সেই গহ্বরের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর পূর্ব্বের মত তিনি গহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গহ্বরের নিম্ন দেশে পূর্ব্বে তিনি যে সুন্দর উপবন দেখিয়াছিলেন, তাহা পার হইয়া দেওদিগের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতেমকে দেখিয়া সে গ্রামের রাক্ষসগণ চিনিতে পারিল। অতি সমাদর করিয়া, তাঁহাকে তাহারা গৃহে লইয়া গিয়া, নানাবিধ সুখাদ্য ভোজন করিতে দিল। সে গ্রামের রাক্ষসগণ এইরূপে হাতেমের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে অন্য গ্রামে পাঠাইয়া দিল। সে গ্রামের রাক্ষসগণও যথাবিধি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া, অন্য গ্রামে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিল। এইরূপে এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রেরিত হইয়া, হাতেম ক্রমে ফরোকাস বাদসাহের নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ তাঁহার অনেক সম্মান করিলেন।

হাতেমের শান্তি দূর হইলে, কিজন্য পুনরায় তাঁহার সে স্থানে আগমন হইয়াছে, ফরোকাশ বাদশাহ একদিন তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতেম বলিলেন,—"মাহরু পরীর হাতে যে শাহ মুহরা আছে, সেই মুহরা আমি আনিতে যাইতেছি। এই কার্য্যে আপনি আমার সহায়তা করুন।"

বাদশাহ উত্তর করিলেন,— তুমি অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। মাহরু পরীর হাত হইতে সে মুহরা আনিবার শক্তি রাক্ষসদিগেরও নাই; তুমি ত সামান্য একজন মনুষ্য।" হাতেম উত্তর করিলেন,—"আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, এ কার্য্য যতই কঠিন হউক না কেন, আমি করিতে সমর্থ হইব। যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি এ স্থানে আসিতে পারিয়াছি, সেই ঈশ্বরের কৃপাতেই আমি মাহরু পরীর দেশেও যাইতে পারিব। আপনার নিকট কেবল আমি

এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি যে, জন কয়েক দেওকে পথপ্রদর্শক স্বরূপ আপনি আমার সঙ্গে প্রেরণ করুন।'

অনেক বুঝাইয়া ফরোকাশ বাদশাহ পুনরায় বলিলেন,—হে হাতেম! এ কাজ হইতে তুমি নিবৃত্ত হও। এ কাজ করিতে আমারও সাধ্য নাই; তুমি ত সামান্য ব্যক্তি!" হাতেম উত্তর করিলেন,—"এ কাজ করিব বলিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি পরাঙ্মুখ হই না।" এই কথা শুনিয়া ফরোকাশ বাদশাহ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

হাতেম তিন দিন সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। চতুর্থ দিবসে তিনি পুনরায় রাক্ষসদিগের রাজাকে বলিলেন,—"হে মহারাজ! আর আমি এস্থানে বিলম্ব করিতে পারি না হারস্-কন্যার প্রেমে আসক্ত বণিকপুত্র আমার পথ প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আমি এখানে আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইব, আর সে যদি সেখানে মনোদুঃখে মরিয়া যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট কি করিয়া আমি মুখ দেখাইব?" হাতেমের কথা শুনিয়া, ফরোকাস বাদশাহ কয়েক জন রাক্ষসীকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, "তোমরা ইঁহাকে মাহরু-পরীর রাজত্বের সীমা পর্য্যন্ত লইয়া যাও। তাহার পর, ইনি সেই দেশে প্রবেশ করিলে, তোমরা ইঁহার প্রত্যাগমনের নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া, সেই স্থানে বসিয়া থাকিও।" রাক্ষসদিগকে সঙ্গে লইয়া, হাতেম সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এক মাসকাল ক্রমাগত পথ পর্য্যটন করিয়া, হাতেম মাহরু পরীর সীমানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দূরে একটী উচ্চ পর্ব্বত দেখাইয়া রাক্ষসগণ বলিল, "ঐ পর্ব্বত হইতে মাহরু বাদশাহর রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। আর আগে যাইতে আমাদের শক্তি নাই; কারণ কি মানুষ কি রাক্ষস, ঐ স্থানে গমন করিলেই পরিগণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বধ করে।" রাক্ষসগণ সেই সীমানায় বসিয়া রহিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।—কুম্ভীরের পেট।

রাক্ষসদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হাতেম অগ্রসর হইলেন। ক্রমে পরীদিগের বাদশাহ মাহরুর রাজত্বমধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর গিয়া বৃহৎ একটী পর্ব্বত

তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। পর্ব্বতটা এত উচ্চ যে ঠিক যেন সে, মাথা তুলিয়া আকাশের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছে। পর্ব্বতের গাত্রদেশ অগণিত ফুল ফলের তরুদ্বারা পরিশোভিত ছিল। হাতেম সেই পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কিছুদূর গিয়াছেন, এমন সময় বহু সংখ্যক পরিপুত্রগণ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা বলিল,—"ভাই! দেখ দেখ! কোথা হইতে একটা আদমের বংশজাত মনুষ্য আসিয়াছে। ইহাকে কিছুতেই আমরা ছাড়িব না। কারণ, এব্যক্তি আমাদের পাহাড়ের উপর উঠিতে উদ্যত হইয়াছে।"

ইতিমধ্যে আরও অনেক পরী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সকলে মিলিয়া হাতেমকে বাঁধিয়া ফেলিল। অবশেষে তাহাকে তাহারা জিজ্ঞসা করিল, "তুমি কে? কোথা হইতে কি জন্য এস্থানে আসিয়াছ! আর কেই বা তোমাকে এস্থানে আনিয়াছে? সত্য বল।" হাতেম উত্তর করিলেন—"ঈশ্বর আমাকে এ স্থানে আনিয়াছেন। সুরত নগর হইতে আমি আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া পরীগণ বলিল,—"আমরা বুঝিয়াছি। মাহরু বাদশাহর হাতে যে শাহ মুহরা আছে, তাহাই লইতে তুমি এস্থানে আসিয়াছ। কেমন, এ কথা কি ঠিক নহে?"

হাতেম মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, "যদি একথা স্বীকার করি, তাহা হইলে এখনি ইহারা আমাকে মারিয়া ফেলিবে। আর যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে মিথ্যা বলা হইবে। অতএব চুপ করিয়া থাকাই ভাল।" এইরূপ চিন্তা করিয়া হাতেম চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

পরীপুত্রগণ তাহাকে আগুণে দগ্ধ করিয়া বধ করিবার নিমিত্ত পরামর্শ করিল। সহস্র সহস্র মণ কাঠ স্তূপাকার করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। অগ্নিশিখা উচ্চ হইয়া যখন আকাশ পর্য্যন্ত উঠিল, তখন হাতেমকে ধরিয়া, তাহারা সেই আগুণের ভিতর ফেলিয়া দিল। ভয়ঙ্করাজ-কন্যা হাতেমকে যে মুহরা দিয়াছিল, তাহার গুণে অগ্নি হাতেমকে দগ্ধ করিতে পারিল না। তিন দিন হাতেম সেই আগুনের ভিতর রহিলেন। হাতেমের একগাছি কেশ অথবা পরিচ্ছদের একগাছি সূত্র পর্য্যন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইল না।

তিন দিন পরে আগুনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দূর গিয়াছেন, এমন সময় অনেক পরিজাদ, আসিয়া, হাতেমকে পুনরায় বেষ্টন করিল। তাহারা বলিল,—"আরে মানুষ! তুই আবার কে! তিন চারিদিন গত হইল, তোর মত আর একজন আদমজাদ আমাদের দেশে আসিয়াছিল। তাহাকে আমরা আগুনে পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছি। তুই সেই ব্যক্তি না অন্য কেহ?" হাতেম উত্তর করিলেন,—রে মূর্খগণ! আগুনে পুড়িয়া যে লোক ভস্ম হইয়া যায়, সে কি পুনরায় জীবিত হয়?" এই কথা শুনিয়া পরিজাদগণ হাতেমকে ধরিয়া, প্রকাণ্ড এক পাথর চাপা দিয়া রাখিল। তিন দিন পরে পাথরের নিম্ন হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া, তাঁহার পা ধরিয়া প্রবল বেগে ঘুরাইতে লাগিল। ঘুরাইতে ঘুরাইতে অবশেষে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। আঠার ক্রোশ দূরে তরঙ্গময় বৃহৎ একটী নদী ছিল। হাতেম সেই নদীর জলে গিয়া পড়িলেন। সেই নদীতে বৃহৎ একটী কুম্ভীর ছিল। হাতেমকে সে তৎক্ষণাৎ গিলিয়া ফেলিল। সে সময় হাতেম অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন, সে কথা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই।

হাতামের যখন জ্ঞান হইল, তখন কিরূপ একটা জন্তুর পেটের ভিতর আপনাকে দেখিয়া তিনি সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। কুম্ভীরের পেটের ভিতর তিনি দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কুম্ভীর কিছুতেই তাঁহাকে পরিপাক করিতে পারিল না। উদরের বেদনায় কাতর হইয়া শুষ্ক ভূমিতে গিয়া কুম্ভীর তাঁহাকে উদ্গিরণ করিয়া ফেলিল।

সপ্তম অধ্যায়। —তৃষ্ণা পরা।

কুম্ভীরের মুখ হইতে বাহির হইয়া, হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও নানারূপ ক্লেশে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়াছিলেন। কিছু দূর গিয়া, আর তাঁহার পা উঠিল না; বালুকার উপর তিনি শুইয়া পড়িলেন।

অল্পক্ষণ পরে একদল পরিজাদ খেলিতে খেলিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতেমকে দেখিয়া তাহারা বলাবলি করিতে

লাগিল, যে "ভাই! এ মানবপুত্র কি করিয়া এস্থানে আসিল, ইহার তদন্ত করিতে হইবে।"

তাহাদের মধ্যে একজন হাতেমের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—হে আদমজাদ্ তুমি কে? আর কে তোমাকে এস্থানে আনিয়াছে?" হাতেম উত্তর করিলেন যে, "যে দয়াময় ঈশ্বর তোমাদিগকে ও আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি কুম্ভীরের উদর হইতে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই আমাকে এস্থানে আনিয়াছেন। কিন্তু ভাই! তোমাদের মনে যদি কিছুমাত্র দয়া থাকে, তাহা হইলে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করিয়া, আমার ক্ষুৎপিপাশা নিবারণ কর।" পরীগণ উত্তর করিল তোমাকে আমরা কি করিয়া খাদ্য প্রদান করি? যেহেতু, আমাদের সম্রাটের আজ্ঞা এই যে, এদেশে মানুষ পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিবে। যদি আমরা তাহা না করি, তাহা হইলে, সম্রাটের কোপে আমরা পতিত হইব।"

ঐরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় আর একজন পরিজাদ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে বলিল, "ভাই সকল! বাদশাহের ক্রোধ অপেক্ষা ঈশ্বরের কোপকে ভয় করা উচিত। এব্যক্তি আপনা আপনি এস্থানে আগমন করে নাই। ঈশ্বরই ইহাকে এস্থানে আনিয়াছেন। তা না হইলে কুম্ভীরের উদরে প্রবেশ করিয়া, কি কেহ জীবিত থাকে? না, এতদূর আসিতে পারে? আমি শুনিয়াছি যে, সৃষ্ট জীবদিগের মধ্যে ঈশ্বর মনুষ্য জাতিকে প্রধান করিয়াছেন। ইহার এখনও আয়ু আছে। সে জন্য এ এত বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে ঘরে লইয়া, অতিথিরূপে ইহার সেবা কর। এখন আমাদের উচিত।" অন্যান্য পরীগণ উত্তর করিল —"একাজ আমরা কি করিয়া করিতে পারি? বাদশাহ যখন একথা শ্রবণ করিবেন, তখন তিনি আমাদের গলা কাটিয়া ফেলিবেন।"

তখন হাতেম পুনরায় বলিলেন, "ভাই! আমাকে খাদ্য প্রদান করিলে যদি তোমাদের অনিষ্ট হয়; তবে সে কাজ তোমাদের করিতে হইবে না; বরং আমাকে বধ করিলে যদি তোমাদের মঙ্গল হয়, তবে তাহাই না হয় কর।" পরিজাদগণ তখন পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিল। একজন বলিল,—"আমাদের সম্রাট যেখানে থাকেন, সে স্থান এখান হইতে সাত

দিনের পথ। বাদসাহের নিকট গিয়া এ লোকের আগমনবার্ত্তা প্রদান করে, এমন ব্যক্তি কি কেহ নাই?" এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া হাতেমকে তাহারা আপনাদিগের গৃহে লইয়া গেল; ও নানা প্রকার ফলমূল সুখাদ্য তাহাকে প্রদান করিল।

ক্ষুধা ও পিপাসা দূর করিয়া হাতেম উপবেশন করিলেন। পরিজাদগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া গল্প-গাছা করিতে লাগিল। কয়েকদিন হাতেম সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

তাহার পর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—"ভাই সকল! এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও। যে কাজের নিমিত্ত আমি এতদূর আসিয়াছি, এখন গিয়া সেই কাজ সমাধা করি।" পরিজাদগণ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কাজের নিমিত্ত তুমি এ দেশে আসিয়াছ? আর কে তোমাকে পথ বলিয়া দিয়াছে?"

হাতেম উত্তর করিলেন, "করোকাস বাদশাহের দেওর্গণ তোমাদের রাজার সীমানা পর্য্যন্ত আমাকে আনিয়াছিল। তাহার পর তোমাদের পরিজাদগণ প্রথম আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার পর নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সে স্থানে কুম্ভীরে আমাকে ভক্ষণ করিয়াছিল। ঈশ্বরের কৃপায় এই সমস্ত বিপদ হইতে আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। আহারাদি প্রদান করিয়া তোমরাও আমার অনেক উপকার করিয়াছ।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া পরীগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—'কি এমন কাজ আছে,—যাহার জন্য তুমি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া ও প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আমাদের দেশে আসিয়াছ।" হাতেম উত্তর করিলেন,—"তোমাদের বাদশাহ মাহরুশাহের নিকট আমার বিশেষ কাজ আছে।'

পরিজাদগণ উত্তর করিল,—"তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। বাদশাহের নিকট তুমি কি করিয়া যাইবে; চারিদিকে তাহার চৌকি পাহারা আছে। বাদশাহ আজ্ঞা করিয়াছেন যে, মানুষ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিবে।"

হাতেম বলিলেন,—"হে বন্ধুগণ! যদি আমার আয়ু থাকে, তাহা হইলে কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না। কিন্তু তোমাদের নিজের প্রাণের জন্য যদি ভয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা এক কর্ম্ম কর; আমাকে বন্ধন করিয়া সম্রাটের নিকট লইয়া

চল। তাহা হইলে ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।"

পরিজাদগণ উত্তর করিল,—"এ কাজ আমরা কিছুতেই করিতে পারিব না। আতিথ্যরূপে যে ব্যক্তির আমরা সংকার করিয়াছি, যাহাতে নিশ্চয় তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে, এমন কাজ আমরা কিছুতেই করিতে পারিব না।" হাতেম বলিলেন,—"সে পাপ তোমাদের হইবে না। কারণ আমি যেমন করিয়া পারি, মাহরু শাহের নিকট গমন করিব, তাহাতে আমার প্রাণ যায় আর থাকে।"

এই কথা শুনিয়া পরিজাদগণ অতিশয় চিন্তিত হইল। অবশেষে তাহারা স্থির করিল,—"হাতেমকে আমরা এই স্থানে কারাবদ্ধ রাখিয়া বাদশাহের নিকট সমাচার প্রেরণ করি। তাহার পর তিনি যেরূপ আজ্ঞা করেন, সেইরূপ করা যাইবে।" সে কথায় সকলেই সম্মত হইল। পশ্চাৎ-লিখিত চিঠিখানি লিখিয়া, এক জন পারিজাদকে তাহারা সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিল,—"মহারাজ! একজন মানুষ কোথা হইতে আসিয়া, আমাদের নদীর কূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমরা তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে আপনার নিকট তাহাকে প্রেরণ করি।"

যথা সময়ে পরিজাদ বাদশাহের নিকট উপস্থিত হইল। সম্রাট মাহরুশাহ পত্র পাঠ করিয়া হাতেমকে তাহার নিকট প্রেরণ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিলেন।

সম্রাটের আজ্ঞা পাইয়া, পরিজাদগণ হাতেমকে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিল। চারিদিকে জনরব হইল যে, পরীদিগের দেশে কোথা হইতে এক মানুষ আসিয়াছে। সে অতি রূপবান মনুষ্য; এমন রূপ কেহ কখন দর্শন করে নাই। পারিজাদগণ তাহাকে ধৃত করিয়া মাহরু শাহের নিকট লইয়া যাইতেছে।

পথে কোন নগরে মুনিয়া নামক এক পরিজাদের বাস ছিল। তাহার হুসনা নামক এক কন্যা ছিল। এই জনরব শুনিয়া সেই কন্যা আপনার সখীদিগের সহিত পরামর্শ করিল যে, সে কিরূপ মনুষ্য, তাহাকে দেখিতে হইবে। সখীগণ বলিল, "যখন সে মনুষ্য আমাদের এই পথ দিয়া যাইবে, তখন তাহাকে আমরা দেখিয়া লইব। কারণ সম্রাটের নিকট একবার উপস্থিত হইলে আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না।"

কারাবাসীর ন্যায় বিরস বদনে হাতেম বসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গোলাপ ফুলের ন্যায় রূপ দেখিয়া পরিণী মোহিত হইয়া গেল। তখন পরীকন্যার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সে সমুদয় বিবরণ প্রদান করিল। এবং হাতেমের অসামান্য সৌন্দর্য্যের প্রশংসা সে বার বার করিতে লাগিল।

হাতেমকে দেখিবার নিমিত্ত হুসনা অতিশয় উৎসুক হইল। সহচরী বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, রাত্রি হইলে গোপনে সেই মনুষ্যকে আপনার নিকট লইয়া আসিব।"

কিছুক্ষণ পরে রাত্রি হইল। রক্ষকদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া হাতেম যে স্থানে ছিলেন, হুসনার সহচরী ঘোর নিশীথে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। সে দেখিল যে, রক্ষকগণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে। হাতেম নিদ্রা যাইতে ছিলেন। পরিণী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গমন করিয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহার মাথায় অজ্ঞান হইবার ঔষধ সিঞ্চন করিল। সেই ঔষধের বলে হাতেম অজ্ঞান অভিভূত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। পরিণী তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া আকাশপথে উড্ডীয়মান হইল।

পরীদিগের দেশের এইরূপ নিয়ম যে তথাকার অবিবাহিতা কন্যাগণ বাগানে যাইবার নাম করিয়া বাটী হইতে বাহির হইতে পারে। এবং সে স্থানে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত বাস করিলে কোন দোষ হয় না। পরীকন্যা হুসনা বাগানে যাইবার নাম করিয়া আপনার মাতার নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া সখীগণের সহিত সে বাটী হইতে বাহির হইল। যে পথ দিয়া হাতেম আসিতেছিলেন, মুনীরা পরীর উদ্যান সেই পথে ছিল। সখীগণ সহিত হুসনা বাগানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর হাতেমের তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত সে একজন সখীকে প্রেরণ করিল। কিছুদূর গিয়া সে দেখিল যে, এক স্থানে অনেকগুলি শিবির স্থাপিত হইয়াছে ও সেই শিবিরে বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী পুরুষ বাস করিতেছে। সখী অগ্রসর হইয়া, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে ও কোথায় যাইতেছে, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল যে,—"নদীতীরবর্ত্তী প্রদেশনমুহর আমরা রক্ষক। সে স্থানে এক মানুষ আসিয়াছিল। তাহাকে ধৃত করিয়া আমরা সম্রাটের নিকট লইয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া তাহারা হাতেমকে দেখাইল।

আকাশ পথে হাতেমকে লইয়া সে হুসনার প্রমোদ উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতেমের অলৌকিক রূপ দেখিয়া, হুসনা একেবারে মুগ্ধ হইল, ও মন প্রাণ তাঁহাকে সমর্পণ করিল। পরে সে হাতেমকে চেতন করিল।

চমকিত হইয়া তিনি দেখিলেন, এক সুন্দরী পরীকন্যা তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান আছে। ঘোরতর বিস্মিত হইয়া হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? আমি কোথায় আসিয়াছি! আমাকে এস্থানে কে আনিয়াছে?" লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া হুসনা একটী কবিতা পাঠ করিল। তাহার অর্থ এই,—"এ ঘর আমার বটে, তোমার নহে; কিন্তু এখন হইতে এ তোমার ঘর, আমার নহে।"

এই কথা শুনিয়া হাতেম এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এ দেখিতেছি পরিণী। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি পুরুষ পরীদিগের দ্বারা বেষ্টিত ছিলাম। তাহারা আমাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল। এ উদ্যানে আমি কি করিয়া উপস্থিত হইলাম।"

তাহার পর হুসনাকে সম্বোধন করিয়া হাতেম পুনরায় বলিলেন,— "সত্য বল, তুমি কে; আর এ স্থানে কে আমাকে আনয়ন করিল!" হুসনা উত্তর করিল,—"মুনিয়া নামক পরী এই উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন। আমি তাঁহার কন্যা। তোমার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া, তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। আমার এক সহচরী রক্ষকদিগের নিকট হইতে চুরী করিয়া, আকাশ-পথে তোমাকে এই স্থানে আনিয়াছে।

হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকে এ স্থানে আনিয়া বৃথা কেন আমার কাজের ক্ষতি করিলে?" হুসনা বলিল,—"কি কাজের নিমিত্ত তুমি এ দেশে আসিয়াছ।" হাতেম উত্তর করিলেন,— "তোমাদের রাজা মাহরু পরীর যে শাহমুহরা আছে, তাহা লইতে আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া হুসনা হাসিয়া উঠিল। এবং বলিল,—"হে মনুষ্য! সে মণি লাভ করা কি সামান্য কথা! যে কাজ দেবতাদিগের অসাধ্য, সামান্য মানব হইয়া সে কাজ তুমি কি করিয়া করিবে? তবে বলিতে পারি না, তোমার এমন যদি কোন শক্তি থাকে যাহার দ্বারা সে কাজ তুমি করিতে পার। যাহা হউক, আমি তোমার যথাসাধ্য সহায়তা করিব।" পরিণীর আশ্বাস বাক্য শুনিয়া,—

হাতেম আনন্দিত হইলেন, এবং তাহার সহিত আমোদ প্রমোদে সে উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে প্রভাত হইলে রক্ষকগণ উঠিয়া দেখিল যে, তাহাদের কয়েদী অন্তর্হিত হইয়াছে। ঘোরতর ভীত হইয়া তাহারা চিন্তা করিতে লাগিল যে,—"সে ব্যক্তি মানব। পরীর দেশে পলায়ন করে, তাহার এমন সাধ্য নাই। বোধ হয়, কোন পরিনী তাহার প্রেমে আসক্ত হইয়া, তাহাকে চুরী করিয়াছে।" অবশেষে তাহারা এই পরামর্শ স্থির করিল যে,—"বাদ্‌শাহ এ কথা শুনিলে আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবেন; অতএব এস ভাই! আমরা সকলে পলায়ন করি। তাহার পর, দিনের বেলায় কোন স্থানে লুকায়িত থাকিব, আর রাত্রিকালে বাহির হইয়া চারি দিকে তাহার অনুসন্ধান করিব।" এইরূপ পরামর্শ করিয়া, রক্ষকগণ সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। দিনের বেলায় তাহারা লুকায়িত থাকে; রাত্রিকালে হাতেমের অনুসন্ধান করে। বহুদিন কাটিয়া গেল, তথাপি তাহার কোন সন্ধান তাহারা পাইল না।

এক দিন পরীদিগের বাদশাহ সভাসদদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে সেই যে একজন মনুষ্যকে ধৃত করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলাম, আজ পর্য্যন্ত তাহাকে উপস্থিত করা হইল না কেন? এক জন পরিজাদ শীঘ্র সেই প্রদেশে গমন করিয়া, ইহার কারণ জানিয়া, আমার নিকট প্রত্যাগমন করুক।" সম্রাটের আজ্ঞা পাইয়া একজন পরিজাদ তৎক্ষণাৎ আকাশ-পথে উড্ডীয়মান হইয়া, সেই সমুদ্রকূলবর্ত্তী প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজসভায় হাতেম এ পর্য্যন্ত কেন উপস্থিত হন নাই, ইহার কারণ সে স্থানের রাজকর্ম্মচারীদিগকে সে জিজ্ঞাসা করিল। কর্ম্মচারীগণ উত্তর করিল,—"অনেক দিন হইল, বহু সংখ্যক রক্ষকের সহিত সে মনুষ্যকে আমরা সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিয়াছি।" রাজদূত প্রত্যাগমন করিয়া, সম্রাটকে এই সংবাদ প্রদান করিল। বাদশাহ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া একজন সেনাপতিকে আদেশ করিলেন,—"তুমি আপনার সৈন্য লইয়া এখনই গমন কর। দুষ্ট রক্ষকগণ সহিত সেই মনুষ্যকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর।"

সেনাপতি সসৈন্যে হাতেমের সন্ধান করিতে বাহির হইল। অনু-

সন্ধান করিতে করিতে, এক দিন তাহার সেনাগণ হাতেমের একজন রক্ষককে দেখিতে পাইল ; তাহাকে বন্ধন করিয়া সেনাপতি বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিল। ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া, বাদশাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যে মনুষ্যকে তোরা আমার নিকট আনয়ন করিতেছিলি, সে কোথায় গেল ?" ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রক্ষক বাদশাহের নিকট সমুদায় বিবরণ প্রদান করিল। সে আরও বলিল,—"সে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় কোন স্থানে পলায়ন করে নাই। কারণ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্তই সে এ দেশে আগমন করিয়াছে। তাহাকে নিশ্চয় কোন পরী চুরী করিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া, বাদশাহ হাতেমের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে আরও পাঁচ ছয় হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া, অবশেষে হুসনা পরিনীর উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইল। বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া, কোন স্থানে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় সে দেখিল যে, হুসনা ও হাতেম নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক করিতে করিতে উদ্যানের ভিতর বিচরণ করিতেছেন। সৈনিক পুরুষ তাহা দেখিয়া, হুসনার সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"এই মনুষ্য বাদশাহের নিকট প্রেরিত হইতেছিল। তুমি ইহাকে এ স্থানে রাখিয়াছ কেন ? এক্ষণে ছাড়িয়া দাও ; ইহাকে আমি সম্রাটের নিকট লইয়া যাই।" সৈনিক পুরুষের এই কথা শুনিয়া রাগে অধীর হইয়া হুসনা বলিল,—"রে দুষ্ট ! তুই আমার বাগানের ভিতর কেন প্রবেশ করিয়াছিস ? তুই এখান হইতে দূর হ।"

এই কথা বলিয়া সে সেই সৈনিক পুরুষকে মারিয়া তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত, আপনার ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিল। সৈনিক পুরুষ সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়া, বাদশাহের নিকট গিয়া, সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

সম্রাট অত্যন্ত কুপিত হইয়া হুসনার পিতা মুনিয়া পরীর পরিবারবর্গকে হাতেম-সহিত ধৃত করিয়া আনিবার নিমিত্ত, তিন হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাগণ গিয়া, মুনিয়া পরীর বাড়ী বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহার কন্যা এরূপ কুকার্য্য করিয়াছে, তাহা সে কিছুই জানিত না। সেনাগণের নিকট হইতে সমুদয় বৃত্তান্ত

অবগত হইয়া, সে যৎপরোনাস্তি ভীত হইল। তৎক্ষণাৎ সেনাগণের সহিত সে উদ্যানে গমন করিয়া কন্যাকে সাতিশয় ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তাহার পিতা ও সে নিজে সম্রাটের কোপে পতিত হইয়াছে, শুনিয়া হুসনা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সেনাগণ মুনিয়া পরী, তাহার স্ত্রী এবং হুসনা ও হাতেমকে ধৃত করিয়া, বাদশাহের নিকট লইয়া গেল।

সেনাপতি হাতযোড় করিয়া, বাদশাহের নিকট নিবেদন করিল, "হে মহারাজ! হুসনার পিতা মুনিয়া পরিজাদ কোন দোষে দোষী নহে ; তাহার কন্যা তাহাকে না বলিয়া এই কাজ করিয়াছে। আপনার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তৎক্ষণাৎ সে আমার সহিত আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া সম্রাট মুনিয়াকে ক্ষমা করিলেন।

নবম অধ্যায়।—জুলবাগাছের রস।

সেনাপতি তাহার পর হাতেমকে লইয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিল। সুন্দর সুলক্ষণ পুরুষ দেখিয়া সম্রাট হাতেমকে আপনার নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কি জন্য প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, পরীদিগের দেশে আগমন করিয়াছ?"

হাতেম বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আপনার চরণদর্শন করিবার নিমিত্ত আমি এই দেশে আসিয়াছি। আমার বন্ধু দেওদিগের রাজা ফরোকাশ,—আমার সহিত কয়েক জন ভৃত্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ; আপনার সীমানা পর্য্যন্ত আমাকে আনিয়া, আমার প্রত্যাগমনের নিমিত্ত, তাহারা এক্ষণে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতেছে।" হাতেমের কথায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া, বাদশাহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মানুষ জাতির মধ্যে ভালরূপ কেহ চিকিৎসক আছে কি না, সে সন্ধান আমাকে তুমি বলিতে পার?' হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য আপনার সুচিকিৎসক প্রয়োজন হইয়াছে? পরীদিগের মধ্যে কি ভাল চিকিৎসক নাই?"

বাদশাহ উত্তর করিলেন,—"সংসারে আমার একটী মাত্র পুত্র। অনেক দিন হইতে চক্ষুরোগে সে অন্ধ হইয়াছে রাত্রিদিন ঘোর যন্ত্রণায় দিনপাত করিতেছে। পরী-চিকিৎসকগণের চিকিৎসায় তাহার কিছুমাত্র উপকার হয় নাই।"

হাতেম বলিলেন, "তাহাকে পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া, যদি তাহার চক্ষু-দান করিতে পারি, তাহা হইলে আপনি আমায় কি পুরস্কার দিবেন?"

বাদশাহ উত্তর করিলেন, "তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।" পর দিন প্রাতঃকালে হাতেম ভল্লুককন্যা প্রদত্ত সেই মুহরা আপনার পাগড়ী হইতে বাহির করিয়া, একটু জলে ঘসিয়া, রাজপুত্রের চক্ষুতে লেপন করিয়া দিলেন। সমস্ত দিন দুই চক্ষু হইতে জল কাটিল; সন্ধ্যার মধ্যে চক্ষুর রক্তবর্ণ ঘুচিয়া স্বাভাবিক বর্ণ হইল ও সমুদয় যাতনা দূর হইল। কিন্তু রাজপুত্রের দর্শন-শক্তি এখনও হইল না।

বাদসাহ বলিলেন, "রাজপুত্রের চক্ষু অনেকটা ভাল হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সে দেখিতে পায় না কেন?" হাতেম উত্তর করিলেন,— "জুলমাত নামক এক বিপদসঙ্কুল দেশ আছে; সেই স্থানে জুররেজ নামক এক প্রকার বৃক্ষ আছে; সেই বৃক্ষের তিন ফোঁটা রস যদি পাই, তাহা হইলে রাজপুত্রের চক্ষু সম্পূর্ণ-রূপে আরোগ্য করিতে পারি।"

এই কথা শুনিয়া, বাদসাহ পরিজাদদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তোমাদের মধ্যে, এমন কি কেহ সাহসী পুরুষ আছে যে, জুলমাত দেশে গিয়া, সেই বৃক্ষের রস আনিতে পারে?" পরিজাদগণ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর, ঘাড় হেঁট করিয়া উত্তর করিল,—"মহারাজ! সে অতি ভয়ঙ্কর দেশ। সে স্থানে যাইবার পথে অগণিত ভূত প্রেত রাক্ষস আছে। যাহাকে পায়, তাহাকেই ধরিয়া তাহারা বধ করে। আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যে সে স্থানে গমন করিতে পারে।"

তখন হুসনা পরী জোড় হাত করিয়া নিবেদন করিল,—"মহারাজ! যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করেন, আর যদি এই মনুষ্যকে আমায় প্রদান করেন, তাহা হইলে জুলমাত দেশে গিয়া, আমি সেই বৃক্ষের রস আনিতে পারি।"

সম্রাট বলিলেন,—"তোমার অপরাধ আমি ক্ষমা করিলাম; কিন্তু এ মনুষ্যকে আমি তোমায় কি প্রকারে দিব? কারণ, সে আমার সম্পত্তি নহে।" এই সময় পরী-কন্যাকে সম্বোধন করিয়া হাতেম বলিলেন,— "হুসনা! এ স্থানে আমাকে চিরকাল রাখিবার নিমিত্ত যদি তোমার বাঞ্ছা।

থাকে, তাহা হইলে সে বাসনা আমি পূর্ণ করিতে পারিব না; কিন্তু আমার যখন ইচ্ছা হইবে, তখন যদি তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে, তোমার সহিত কিছুদিন একত্রে কাল-যাপন করিতে পারি।" হুসনা এই কথায় সম্মত হইল।

কয়েকজন পরী সঙ্গে লইয়া, হুসনা জুলমাত দেশে যাত্রা করিল। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া, গগনস্পর্শী এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিতে পাইল। একটী শিশিতে সেই বৃক্ষের রস সংগ্রহ করিয়া, হুসনা পরী আকাশ-পথে পুন-রায় উড্ডীয়মান হইল। সহস্র সহস্র রাক্ষস, সেই বৃক্ষের চারিদিকে চৌকী দিতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে এতক্ষণ তাহারা হুসনাকে দেখিতে পায় নাই। এখন তাহারাও হুসনাকে ধরিবার নিমিত্ত আকাশ-পথে উড্ডীয়মান হইয়া, তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিন্তু পরীকন্যা অতি দ্রুতবেগে উড়িয়া, সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। রাক্ষসগণ তাহাকে ধরিতে পারিল না। যথাসময়ে হুসনা সম্রাটের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। কি করিয়া জুলমাত দেশে গিয়া উপস্থিত হইয়া-ছিল, কিরূপে সেই বৃক্ষের রস সংগ্রহ করিয়াছিল, কিরূপে রাক্ষসদিগের হাত হইতে সে উদ্ধার পাইয়াছিল। সেই সমুদয় বিবরণ যথাযথ বর্ণন করিয়া বৃক্ষরসপূর্ণ শিশিটী সে সম্রাটের হস্তে প্রদান করিল। বাদশাহ অতি স্নেহের সহিত হুসনাকে সম্ভাষণ করিয়া, শিশিটী হাতেমের হস্তে সম-র্পণ করিলেন।

শিশি হইতে কয়েক বিন্দু বৃক্ষ-রস লইয়া, হাতেম তাহার সহিত সেই মুহরাটী ঘসিলেন। সেই ঔষধ সম্রাট-পুত্রের চক্ষুতে লাগাইয়া দিলেন এবং এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা সাত দিন পর্য্যন্ত তাহার চক্ষু বাঁধিয়া রাখিলেন। অষ্টম দিবসে, যখন তিনি রাজপুত্রের চক্ষু হইতে সেই বন্ধন খুলিলেন, তখন সকলে দেখিল যে, সমুদয় রোগ দূর হইয়াছে; রাজপুত্রের চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজপুত্রের পুনরায় দৃষ্টি শক্তি হইল দেখিয়া, সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী আনন্দিত হইয়া, হাতেমের পদদেশে লুটিয়া পড়িলেন। শশব্যস্ত হইয়া ভক্তি ও সম্মানের সহিত হাতেম তাঁহাদের উভয়ের হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং তাঁহাকে ধন্য-বাদ না করিয়া, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে অনুরোধ করিলেন।

দশম অধ্যায়।—হারস্‌কন্যার বিবাহ।

পরীদিগের সম্রাট হাতেমকে পুরস্কার স্বরূপ রাশি রাশি ধন ও মণিমুক্তাদি প্রদান করিলেন।

হাতেম বলিলেন,—"জাহাপনা! আমি একা মনুষ্য; এত ধন কি করিয়া লইয়া যাইব? তবে যখন আমি এ দেশ হইতে প্রস্থান করিব তখন যদি পরীদিগের দ্বারায় করোকুস বাদশাহের সীমানা পর্য্যন্ত এই সকল ধন পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে, আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারি।" বাদশাহ সে কথায় সম্মত হইলেন।

তাহার পর, হাতেম পুনরায় নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ! এ ধন আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি নাই; স্বেচ্ছায় আপনি ইহা আমায় প্রদান করিলেন; কিন্তু আমার যাহা বাসনা, তাহা আমি এখনও পাই নাই।" বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার বাসনা কি?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"আপনার হাতে যে মুহরাটী রহিয়াছে, ঐ মুহরাটী আমাকে প্রদান করুন।" এই কথা শুনিয়া সম্রাট মস্তক অবনত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন,—"আমি বুঝিয়াছি, এই মুহরা লইবার নিমিত্ত হারস্‌ বণিকের কন্যা তোমাকে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছে। যখন আমি অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন তোমাকে ইহা আমি প্রদান করিব। কিন্তু হারস্‌-কন্যার নিকট এ বহুমূল্য মণি অধিক দিন আমি রাখিব না। যেমন করিয়া পারি, তাহার নিকট হইতে ইহা আমি উড়াইয়া আনিব।"

হাতেম বলিলেন,—"এক বণিকপুত্র হারসকন্যার প্রেমে আশক্ত হইয়াছে। এই মুহরা পাইলে, তবে সে তাহাকে বিবাহ করিবে। একবার বিবাহ হইয়া গেলে, তাহার পর আপনি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবেন।" বাদশাহ তখন আপনার হাত হইতে মুহরাটী খুলিয়া হাতেমকে প্রদান করিলেন। হাতেম তাহা আপনার হাতে বাঁধিলেন। হাতে মুহরা বাঁধিবামাত্র পৃথিবীর নিম্নে যে স্থানে যত ধন রত্ন নিহিত আছে, সে সমুদয় তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। হাতেম তখন মনে মনে ভাবিলেন, এ মুহরা দেখিতেছি, অতি অপূর্ব্ব গুণসম্পন্ন মণি: ইহার এইরূপ গুণ আছে বলিয়াই, হারস-কন্যা ইহা লাভ করিবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়াছে।" বাদশাহ তখন পরিজাদদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে, "বণিক-পুত্রের সহিত হারস-কন্যার বিবাহ হইয়া যাইলে যে কোন প্রকারে হউক, তাহার

নিকট হইতে এই মণি আনিয়া আমায় প্রদান করিবে।”

হাতেম বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, হুসনা পরী কন্যার গৃহে গমন করিলেন। সে স্থানে কিছু-কাল আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করিয়া, তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমনের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। পরিজাদগণ সেই সম্রাট-প্রদত্ত ধনরত্ন লইয়া, হাতেমের সঙ্গে চলিল এবং রাজসদিদের বাদশাহ-করোকাশের সীমানায় উপস্থিত হইয়া দেওদিগের হস্তে সেই ধন প্রদান করিয়া, প্রস্থান করিল। হাতেম তাহার পর করোকাশ বাদশাহের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেওদিগের সম্রাট অতি সমাদর করিয়া, হাতেমের ভূয়োভূয়োঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, হাতেম যথাসময়ে সুরত নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরত নগরে হারস-কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরীরাজের সেই শাহ মুহরা তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। মুহরা পাইয়া, বণিক-কন্যার আনন্দের আর সীমা রহিল না। হাতেমকে সে বলিল,—“আপনি আমার সমুদয় প্রশ্ন পূরণ করিলেন, এখন হইতে আমি আপনার হইলাম।” হাতেম উত্তর করিলেন, ‘নিজের জন্য আমি এত পরিশ্রম করি নাই! বহুদিন হইতে এক বণিকপুত্র তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া, পাগল-প্রায় হইয়া আছে। তাহার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, তোমার প্রশ্ন-পূরণে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।”

বণিক-কন্যা উত্তর করিল;—“এক্ষণে আমি আপনার; আমাকে লইয়া যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে আপনি প্রদান করিতে পারেন।” এই কথা শুনিয়া,হাতেম,তাহার পিতা ও বণিক-পুত্রকে ডাকিলেন। দুই জনে উপস্থিত হইলে, হাতেম বণিক-পুত্রের হস্ত—হারসের হস্তে দিয়া বলিলেন, “আজ হইতে এই যুবককে আপনি পুত্র বলিয়া জানিবেন। ইনিই আপনার জামাতা হইবেন।” বণিক-পুত্রকে দেখিয়া হারস পরম সন্তোষ লাভ করিলেন ও বিবাহের আয়োজন করিয়া, অতি সমারোহের সহিত তিনি সেই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

বিবাহের দশ দিন পরে, সেই মুহরা অদৃশ্য হইয়া পড়িল। হারস-কন্যা মুহরার শোকে সাতিশয় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। হাতেম তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া

বলিলেন,—"তোমার পতিকে আমি এত ধন রত্ন প্রদান করিয়াছি যে, সাত পুরুষ পর্যন্ত সুখে সচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে। অতএব মুহরার জন্য তুমি খেদ করিও না।" এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া হাতেম সেই বণিকপুত্র ও তাহার নব-বিবাহিতা পত্নীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, সে স্থান হইতে যাত্রা করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।—ভাল কর ও জলে ফেল।

হাতেম কি জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলেন, পাঠকদিগকে এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া দেখিতে হইবে। হুসনবানু নামক রূপবতী গুণবতী এক বণিক-কন্যার প্রেমে মুনিরশামী নামক এক রাজপুত্র আসক্ত হইয়াছিলেন। হুসনবানুর রূপগুণের কথা শুনিয়া, রাজপুত্র তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত, ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন। কিন্তু হুসনবানু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহার সাত সমস্যা পূরণ করিতে পারিবে, তাহাকেই তিনি বিবাহ করিবেন; অন্য কাহাকে তিনি বিবাহ করিবেন না। মুনিরশামীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, হাতেম সেই সাত সমস্যা পূরণের ভার, আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে প্রথম সমস্যা তিনি পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের নিমিত্ত তিনি বাহির হইয়াছেন। কিন্তু ইহার ভিতর পথে তাঁহাকে আর এক জনের কার্য্যে ব্রতী হইতে হইয়াছিল। আর একজন প্রেমাসক্ত ব্যক্তির উপকারের নিমিত্ত হারিস-কন্যার তিন সমস্যা তাঁহাকে পূরণ করিতে হইয়াছিল। সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, হাতেম পুনরায় হুসনবানুর দ্বিতীয় সমস্যার উত্তর আনিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলেন। হুসনবানুর দ্বিতীয় সমস্যা এই,—"ভাল কর এবং জলে নিক্ষেপ কর,"—কোন ব্যক্তি আপনার গৃহদ্বারে এই কথাগুলি লিখিয়া রাখিয়াছে। কে, কোথায় এবং কি জন্য এই কথাগুলি আপনার দ্বারে লিখিয়া রাখিয়াছে? এই হইল হুসনবানুর দ্বিতীয় সমস্যা। হারিস-কন্যা ও তাহার পতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, এই প্রশ্নের উত্তর আনিবার নিমিত্ত, হাতেম পুনরায় পথপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বহু দেশ অতিক্রম করিয়া, নানা ক্লেশ ভোগ করিয়া, নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, হাতেম ক্রমাগত পথ

চালতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে এক দিন তিনি এক নদীতীরে গিয়া উপনীত হইলেন। সেই নদীতীরে রাজবাটীর ন্যায় বৃহৎ একটী অট্টালিকা ছিল। হাতেম দেখিলেন যে, সেই অট্টালিকার দ্বারে এই কথাগুলি লিখিত ছিল,—"নেকি কর, আওর দরিয়ামে ডাল। অর্থাৎ ভাল কাজ কর এবং নদীতে তাহা নিক্ষেপ কর।"

হাতেম সেই কথা গুলি পাঠ করিয়া, সাতিশয় অনন্দিত হইয়া, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি মনে করিলেন যে, ভগবানের কৃপায় আমার বাসনা এখন পূর্ণ হইল। ইতিমধ্যে সেই অট্টালিকার ভিতর হইতে উত্তম পরিচ্ছদ-পরিহিত একটী লোক বাহির হইল। সে হাতেমকে বাটীর ভিতর লইয়া গেল। বাটীর ভিতর গিয়া হাতেম দেখিলেন যে, সেখানে শতবর্ষীয় এক বৃদ্ধ উত্তম আসনে বসিয়া আছেন। হাতেমকে দেখিয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক অতি সমাদরে বৃদ্ধ তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর, তাঁহাকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া, নানারূপ সুখাদ্য প্রদান করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।—বৃদ্ধের ইতিহাস।

পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া, হাতেম অবশেষে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি দ্বারে ঐ কয়টী কথা কেন লিখিয়া রাখিয়াছেন?"

বৃদ্ধ এইরূপে আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন;—যৌবনকালে আমি এক জন দস্যু ছিলাম। দিনের বেলায় মজুরীর ভাণ করিয়া, যৎসামান্য কাজ করিতাম; কিন্তু রাত্রিকালে পথিকদিগকে বধ করিয়া, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতাম। আমার পাপের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু যৎ সামান্য একটী সৎকার্য্য নিয়মিতরূপে আমি প্রতিদিন করিতাম। সন্ধ্যার সময় দুই খানি রুটী প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে উত্তমরূপে ঘি মাখাইয়া, তাহার উপর কিছু চিনি রাখিয়া, নদীর জলে আমি নিক্ষেপ করিতাম; আর সেই সময়ে মনে মনে বলিতাম, হে ঈশ্বর! তোমার নামে আমি এই কার্য্য করিলাম।

এইরূপে বহুদিন কাটিয়া গেল। অবশেষে আমি শঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হইলাম। জীবনের আশা কিছুমাত্র রহিল না; সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানশূন্য হইয়া, মৃত ব্যক্তির ন্যায় আমি পড়িয়া রহিলাম।

এই অবস্থায় এক দিন আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমি মরিয়া গিয়াছি। এক জন লোক আসিয়া আমাকে নরকের নিকট লইয়া গেল। নরক দেখাইয়া সে আমাকে বলিল,—এই স্থানে তোমায় বাস করিতে হইবে। এই বলিয়া সে আমাকে নরকে নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করিল।

এমন সময় ঈশ্বর প্রেরিত দুই জন পবিত্র পুরুষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন 'এ লোক নরকের উপযুক্ত নহে। ইহাকে আমরা স্বর্গে লইয়া যাইব।' এই কথা বলিয়া, আমার হাত ধরিয়া, তাঁহারা আমাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। সেস্থানে এক দেবতার সম্মুখে তাঁহারা আমাকে দাঁড় করাইলেন। আমাকে দেখিয়া দেবতা বলিলেন,—ইহাকে তোমরা কেন আনিয়াছ? এখনও দুই শত বৎসর ইহার পরমায়ু আছে। এই নামে অমুক স্থানে আর এক ব্যক্তি আছে। সত্বর তাহাকে তোমরা আনয়ন কর।

"দেবতার এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সেই দুই পবিত্র পুরুষ আমাকে লইয়া পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন। আমার প্রাণকে পুনরায় আমার দেহে রাখিয়া, তাঁহারা বলিলেন,— "হে মনুষ্য! ঈশ্বরের নামে যে দুইখানি রুটী তুমি প্রতিদিন জলে নিক্ষেপ করিতে, আমরা দুইজন সেই দুই খানি রুটী। আজ যদি তোমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আমাদের সহায়তায় তুমি নরক যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হইতে।" এই কথা বলিয়া সেই পবিত্র পুরুষদ্বয় অন্তর্হিত হইলেন। আমার চৈতন্য হইল। শয্যা হইতে উঠিয়া ভগবানকে আমি ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম, "হে ঈশ্বর! আমি ঘোর পাপী; কিন্তু তুমি দয়াময়। দয়া করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

পরদিন যথারীতি দুইখানি রুটী প্রস্তুত করিয়া নদীতে আমি নিক্ষেপ করিলাম। এমন সময় সহসা এক শত স্বর্ণমুদ্রা নদীর জল হইতে বাহির হইল, সেই স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আমি নগরে প্রত্যাগমন করিলাম। নগরে ঢেঁটরা পিটিয়া দিলাম,—"নদীর জলে কাহারও যদি কিছু পড়িয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আমার নিকট হইতে লইয়া যাউক।" কেহই সে স্বর্ণমুদ্রা লইতে আগমন করিল না।

"পরদিন জলে যখন আমি রুটী ফেলিলাম, সে দিনও আরও এক শত স্বর্ণমুদ্রা আমার হস্তগত হইল। এই

রূপে প্রতিদিন নদী-জলে রুটী নিক্ষেপের সময় এক শত স্বর্ণমুদ্রা আমার হস্তগত হইতে লাগিল; কিন্তু পরের সম্পত্তি মনে করিয়া, তাহা আমি খরচ করিলাম না। একদিন রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম,—একজন লোক আসিয়া বলিতেছে,—"হে মনুষ্য! ঈশ্বরের নামে প্রতিদিন জলে তুমি যে রুটী নিক্ষেপ কর, তাহার জন্য পরমেশ্বর তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পারিতোষিক-স্বরূপ প্রতিদিন একশত স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে প্রদান করিতে তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন; এই ধনের কিয়দংশ তুমি সদনুষ্ঠানে ব্যয় কর। অবশিষ্ট ধন লইয়া, সুখে সচ্ছন্দে তুমি কাল যাপন কর।"

আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরের আরাধনায় আমি প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার কৃপায় আমি এখনও প্রতিদিন এক শত স্বর্ণ মুদ্রা লাভ করিতেছি। সেই ধন দ্বারা আমি এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছি। যে কারণে আমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইল, তাহা আমি সংক্ষেপে দ্বারে লিখিয়া রাখিয়াছি। সেই ঈশ্বর-প্রদত্ত ধনদ্বারা আমি প্রতি দিন অতিথিদিগের সেবা করি; দীন দরিদ্রের দুঃখ দূর করি। বলা বাহুল্য, আমি এক্ষণে সে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছি; যথাসাধ্য সৎকার্য্যে মন দিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বর-আরাধনায় প্রবৃত্ত আছি। তিনি দয়াময়, সকলের অন্নদাতা।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়।—দ্বিতীয় প্রশ্ন পূরণ।

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া, হাতেম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও বার বার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই বৃদ্ধের বাটীতে তিন দিন অবস্থিতি করিলেন। অতঃপর বৃদ্ধের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, পুনরায় তিনি সাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যাইতে যাইতে এক দিন তিনি এক বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে এক বৃক্ষতলে দুইটী সর্প পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিল। একটী সর্প কৃষ্ণবর্ণের; অপরটীর দেহ নানা প্রকার সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত ছিল। কৃষ্ণ সর্প সমরে জয়লাভ করিয়া, সুন্দর সর্পটীকে বধ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়,হাতেম সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতেম চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"রে সর্প! ক্ষান্ত হও!" হাতেমের চীৎকার শুনিয়া, ভয়ে কৃষ্ণ সর্প সে স্থান হইতে পলায়ন করিল;

অপর সর্পটী এরূপ নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে পলাইতে পারিল না। বৃক্ষতলে কোন স্থানে লুকাইবার জন্য সে চেষ্টা করিতে লাগিল।

আশ্বাস প্রদান করিয়া, হাতেম তাহাকে বলিলেন—“হে সর্প! তোমার কিছু ভয় নাই। শ্রান্তি দূর করিয়া, যে পর্য্যন্ত না তুমি পুনরায় সবল হও, সে পর্য্যন্ত তোমাকে ছাড়িয়া, আমি এ স্থান হইতে গমন করিব না।”

আধ ঘণ্টা পরে সর্পটী পুনরায় সবল হইয়া, সেই বৃক্ষের উপর আরোহণ করিল। বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া, সে মনুষ্যের রূপ ধারণ করিল। তাহার পর, সে স্থান হইতে মস্তক অবনত করিয়া বার বার সে হাতেমকে প্রণাম করিতে লাগিল। হাতেম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—“এ আবার কি ব্যাপার!” কিছু ক্ষণ পরে বৃক্ষ হইতে সে হাতেমকে বলিল,—“হে প্রিয়! বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আমরা জিন জাতীয় বায়বীয় জীব। মনে করিলে, আমরা সকল জীবের রূপ ধারণ করিতে পারি। নিকটে জিনদিগের এক নগর আছে। আমার পিতা সে স্থানের রাজা। যে জিন কৃষ্ণ সর্পের মূর্ত্তি ধরিয়া, এই মাত্র আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে আমার পিতার একজন দাস। আমার প্রাণ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত বহু দিন হইতে সে চেষ্টা করিতেছিল! আজ অবসর পাইয়া, সে কার্য্য সাধনে সে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঈশ্বরের কৃপায় আপনি যদি না আসিয়া পড়িতেন, তাহা হইলে, সে নিশ্চয়ই আমায় বধ করিত!”

হাতেম বলিলেন,—“এখন তুমি সবল হইয়াছ; আপনার গৃহে গমন কর।” জিন উত্তর করিল,—“আমার বাটী এ স্থান হইতে অধিক দূর নহে; আপনি যদি কৃপাপূর্ব্বক আমার বাটীতে পদধূলি প্রদান করেন, তাহা হইলে, আমি বড়ই অনুগৃহীত হইব।”

হাতেম তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। কিছু দূর গিয়া, তিনি দেখিলেন, বহু-সংখ্যক সেনা তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে। হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ সৈন্য কাহার?” জিন উত্তর করিল,—“এ সৈন্য আমার পিতার। বোধ হয়, আমার অনুসন্ধানার্থে ইহারা আসিতেছে। সেনাদিগের সহিত মিলিত হইয়া, জিন্ রাজপুত্র হাতেমকে সঙ্গে লইয়া, রাজবাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। জিন-

দিগের রাজা তাঁহার অনেক সমাদর করিলেন; নানা রূপ পান ভোজনে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন; নানারূপ আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিলেন। হাতেম সে রাত্রি সেই স্থানে পরমসুখে যাপন করিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে রাজাজ্ঞায় সেই দুষ্ট দাসের (যে তাঁহার পুত্রের প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল) প্রাণদণ্ড হইল।

তাহার পর, হাতেম সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, শাহাবাদ অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করিলেন।

যথাসময়ে শাহাবাদ নগরে উপস্থিত হইয়া, প্রথমেই তিনি পান্থশালায় গমন করিলেন। সে স্থানে স্নেহের সহিত মুনিরশামীকে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাহার পর, আপনার আগমন-সংবাদ হুসন্‌বানুর নিকট প্রেরণ করিলেন! হুসনবানু তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হাতেম উপস্থিত হইলে, পর্দ্দার অন্তরালে উপবিষ্ট হইয়া, তিনি হাতেমের সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা বার বার করিতে লাগিলেন। তাহার পর, যে ব্যক্তি আপনার গৃহদ্বারে "নেকী কর আওর দরিয়া মে ডাল্" এই কথাগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত তিনি হাতেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন। যেরূপে শতবর্ষীয় সেই বৃদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আর কেন সে আপনার দ্বারে সেই কথাগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিল, সেই সমুদয় বিবরণ হাতেম হুসন্‌বানুর নিকট বর্ণন করিলেন। সেই বিবরণ শ্রবণে হুসনবানু নিতান্ত আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে হাতেম! তুমি ধন্য; তোমা ব্যতীত সংসারে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যে, এ কার্য্য করিতে সমর্থ হইত।"

হুসন্‌বানুর নিকট হইতে সে দিন বিদায় গ্রহণ করিয়া, হাতেম পান্থশালায় প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার জন্য হুসন্‌বানু ফলমূল ও নানারূপ সুখাদ্য সেই পান্থশালায় প্রেরণ করিলেন। মুনিরশামী ও হাতেম দুই জনে এক সঙ্গে পরম তৃপ্তির সহিত সেই সকল খাদ্য ভক্ষণ করিলেন।

সেই স্থানে কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়া, নানারূপ প্রবোধ বাক্য প্রদান করিয়া, মুনিরশামীকে হাতেম বলিলেন,—"ভাই! আর ভাবনার বিষয় কিছু নাই। ঈশ্বরানুগ্রহে হুসন্‌বানুর সমস্ত সমস্যা পূরণ করিয়া, শীঘ্রই তাহাকে তোমার হস্তে আমি প্রদান করিব। এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর

আনিতে যাত্রা করিতেছি।" এই কথা বলিয়া, হাতেম,—হুসন্‌বানুর নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে তৃতীয় প্রশ্নের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

হুসন্‌বানু বলিলেন,—"কোন নিবিড় অরণ্যের ভিতর এক 'ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ক্রমাগত বলিতেছে,—কিসি সে বদী না কর, আগর করেগা, ওহি পায়েগা' অর্থাৎ,—কাহারও মন্দ করিও না; যদি কর, তাহা হইলে তোমারও মন্দ হইবে।' কে এ কথা বলিতেছে আর কেন সে বলিতেছে,ইহার তত্ত্ব তোমায় আনয়ন করিতে হইবে। ইহাই আমার তৃতীয় প্রশ্ন।" এই কথা শুনিয়া, হাতেম হুসন্‌বানুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া,—তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর আনিবার নিমিত্ত, শাহাবাদ হইতে যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত।

আরায়েশ মাহফিল

বা

হাতেম-তাই।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।— তাতার বাণক।

ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া, হাতেম নানা দেশ নদ নদী বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক মাস পরে তিনি এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের তলদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে কোন ব্যক্তির ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সেই শব্দ অনুসরণে অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিলেন যে, বৃহৎ এক বৃক্ষতলে একখানি মর্ম্মর প্রস্তরের উপর দাঁড়াইয়া, এক সুন্দর যুবাপুরুষ বার বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, ক্রন্দন করিতেছে। তাহার মুখ মলিন ও দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

হাতেম তাহার নিকটে গিয়া, তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে লোক চক্ষু মুদিত করিয়াছিল। উচ্চৈঃস্বরে হাতেম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেবারও সে কোন উত্তর করিল না। তৃতীয় বার আরও উচ্চৈঃস্বরে হাতেম তাহাকে বলিলেন,—"হে যুবক! তুমি বোধ হয়, বধির; তা না হইলে, আমার কথার উত্তর দাও না কেন?"

এইবার সে চক্ষু চাহিয়া হাতেমকে বলিল,—"তুমি কে? আমাকে বিরক্ত করিতেছ কেন?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"আমি ঈশ্বরের দাস; পথ

পর্য্যটন করিতে করিতে এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তোমার এ দারুণ দুঃখের কারণ কি, তাহা আমাকে বল।" সে ব্যক্তি বলিল — "তোমার মত কত পথিক আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমার দুঃখের কারণ আমি তাহা-দিগকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই আমাকে এ দায় হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে নাই। বৃথা তুমি আর আমাকে জ্বালাতন করিও না! যে স্থানে গমন করিতেছ, সে স্থানে চলিয়া যাও।"

হাতেম উত্তর করিলেন,— "ভাই! যখন এত লোককে তুমি সে কথা বলিয়াছ, তখন আমাকেও না হয় একবার বল!" সে ব্যক্তি বলিল,— "ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার নিকট উপবেশন কর। আমার চিত্ত একটু স্থির হউক। তাহার পর, তোমাকে সমস্ত কথা বলিতে পারিব।" হাতেম সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে সে ব্যক্তি হাতেমের নিকট আপনার দুঃখের বিবরণ এই-রূপে প্রদান করিল;—

'আমি তাতার দেশের বণিক্; লোকজন লইয়া রুমদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া, সঙ্গের লোক জনকে ছাড়িয়া, আমি একেলা এই পাহাড়ের দিকে বেড়াইতে লাগিলাম। এই বৃক্ষ-তলে সহসা এক পরী-কন্যার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহার রূপে মুগ্ধ ও জ্ঞানহারা হইয়া, আমি ভূতলে পতিত হইলাম। যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন আমি দেখিলাম যে, আমার মস্তক তাহার উরুদেশে স্থাপিত রহিয়াছে। আর সে আমার মুখে গোলাপ-জল সিঞ্চন করিতেছে। তাহা দেখিয়া, আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না; শশব্যস্ত হইয়া, আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম; বিনীতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হে সুন্দরি! তুমি কে? কি জন্য এই বিজন বনে একাকিনী ভ্রমণ করি-তেছ।"

সে উত্তর করিল,—"আমি পরী। দূরে পর্ব্বতোপরি ঐ যে দুর্গ দেখিতেছ, উহাই আমার বাসস্থান। অনেক দিন হইতে আমি তোমার মত একজন মনুষ্যের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। ঈশ্বর ইচ্ছায়, আজ আমি তোমাকে লাভ করিলাম।"

পরীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, আমি পাগল হইয়াছিলাম। আমার লোক-জনের নিকট আর আমি প্রত্যাগমন

করিলাম না!, আমার ধনসম্পত্তি ও পণ্যদ্রব্য সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। পরীর সহিত আমোদ—প্রমোদে এই স্থানে আমি দিন পাত করিতে লাগিলাম।

এইরূপে তিন মাস কাটিয়া গেল। এক দিন আমি পরীকে বলিলাম,—"হে সুন্দরি! বৃথা এ জঙ্গলে থাকিয়া লাভ কি? চল, লোকালয়ে আমরা গমন করি। সে স্থানে দুই জনে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব।"

পরী উত্তর করিল,—"উত্তম কথা: আমার গৃহ এস্থান হইতে অধিক দূর নয়,—সেস্থানে গিয়া, আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি। তাহার পর যেস্থানে তুমি আমায় লইয়া যাইবে, সেই স্থানে তোমার সহিত আমি গমন করিব। কিন্তু খবরদার! আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া তুমি ঠিক এই স্থানেই থাকিবে, অন্য কোন স্থানে যাইবে না। তাহা হইলে, ঘোর বিপদে পতিত হইবে।" আমি বলিলাম,—"সত্য বল, তুমি পুনরাগমন করিবে ত?" পরী উত্তর করিল,—"সাত দিন পরে নিশ্চয় আসিয়া, আমি তোমার সহিত এই স্থানে মিলিত হইব।" এই বলিয়া পরী প্রস্থান করিল।

সেই দিন হইতে সাত বৎসর গত হইয়া গিয়াছে; এ পর্য্যন্ত সে ফিরিয়া আসে নাই। সেই জন্য আমি এই-রূপে সাত বৎসর ধরিয়া, ক্রন্দন করিতেছি। বৃক্ষের গলিত পত্র ভক্ষণ ও ঐ নির্ঝরের জলপান করিয়া, আমি জীবন ধারণ করিতেছি। পরী আসিয়া পাছে আমাকে দেখিতে না পায়, সে জন্য এস্থান পরিত্যাগ করিয়া, তাহার অনুসন্ধানে যাইতে আমার সাহস হই-তেছে না। পথ পর্য্যটন করিবার শক্তিও আর আমার নাই।"

ঘোর দুঃখে দুঃখিত হইয়া,—হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে পরীর নিবাস কোথায় এবং তাহার নাম কি,—এরূপ কোন প্রকার পরিচয় সে তোমাকে প্রদান করিয়াছিল কি?" যুবক উত্তর করিল,—"কোহ্-আলকা নামক পর্ব্বতে তাহার বাস,—এই কথা সে আমাকে বলিয়াছিল। কিন্তু এখন সে কোথায় গিয়াছে এবং কোথায় আছে, তাহা আমি জানি না।"

হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, কোন্ দিকে সে গমন করিয়াছিল?" যুবক উত্তর করিল,—"আমার দক্ষিণদিকে কুড়ি পদ সে গমন করিয়া, অদৃশ্য হইয়া পড়িল।" হাতেম বলি-লেন,—"যদি তুমি সেই পরীকে লাভ

করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার সহিত চল। আমি তাহার অন্বেষণ করিয়া দিব।"

যুবক বলিল,—"এই স্থানে সে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছে। আমার অনুপস্থিতি-কালে যদি সে আসিয়া উপস্থিত হয়, আমাকে দেখিতে না পাইয়া যদি সে ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না। সে জন্য এই স্থানেই আমি তাহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। একান্ত যদি সে প্রত্যাগমন না করে, তাহা হইলে তাহাকে চিন্তা করিতে করিতে এই স্থানেই আমি জীবন বিসর্জ্জন করিব।"

তাতার বণিকের এইরূপ দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া,—হাতেমের কোমল হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। পুনরায় তিনি বণিককে জিজ্ঞসা করিলেন,—"হে যুবক! সেই সুন্দরীর নাম কি, তাহা তুমি আমাকে বলিতে পার?" বণিক উত্তর করিল,—"আমি শুনিয়াছি,—তাহার নাম লগন্‌পরী।"

নানা রূপ আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া, হাতেম বলিলেন,—"ভাই! আর খেদ করিও না। তোমার সেই লগনপরীর অন্বেষণ করিতে আমি এক্ষণে চলিলাম। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, হয় তাহাকে আনিয়া তোমার হস্তে আমি প্রদান করিব,—আর না হয় তোমাকে লইয়া গিয়া তাহার সহিত মিলন করিয়া দিব।"

যুবক উত্তর করিল,—"আপনার কার্য্যের ক্ষতি করিয়া অন্যের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ লোক আজ পর্য্যন্ত আমি জগতে দেখি নাই। বৃথা কেন আমার মনে আশা উৎপাদন করেন?"

হাতেম উত্তর করিলেন,—"ঈশ্বরের কার্য্যে আমি আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। পরের উপকার করিতে সর্ব্বদাই আমি চেষ্টা করিয়া থাকি। জীবন দান করিলেও যদি কাহারও দুঃখ দূর হয়, তাহাও করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

এইরূপ নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাতার-বণিককে আশ্বস্ত করিয়া,—হাতেম আলগান্ পর্ব্বতে লগন্ পরীর অনুসন্ধানের নিমিত্ত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বহু পথ ভ্রমণ করিয়া,—সে পাহাড় অতিক্রম করিয়া,—তিনি দ্বিতীয় একটী পাহাড়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিতীয় পর্ব্বতটী নানাবিধ ফল

ফুল বৃক্ষে সুশোভিত ছিল। সম্মুখে এক পরিষ্কৃত প্রশস্ত ভূমি ছিল। সেই ভূমির উপর অতি সুশীতল ছায়া-যুক্ত চারিটী বৃক্ষ ছিল। পথ-শ্রান্তিতে কাতর হইয়া,—হাতেম সেই বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। শয়ন করিবামাত্র, ঘোর নিদ্রায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে সেই স্থানে চারি জন পরী আসিয়া উপস্থিত হইল। নিদ্রিত হাতেমকে দেখিয়া,—তাহারা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে,—'মানুষ এ স্থানে কি করিয়া আসিল।"

কিছু ক্ষণ পরে তাহারা হাতেমের নিকট গিয়া, তাহাকে জাগরিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হে মানব! তুমি এ স্থানে কি করিয়া আসিলে?" চমকিত হইয়া হাতেম দেখিলেন যে, অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যময়ী নানা-অলঙ্কার-বিভূষিতা চারি জন পরী তাঁহার শিয়র-দেশে বসিয়া, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। হাতেম উঠিয়া উত্তর করিলেন —"ঈশ্বর আমাকে এস্থানে আনিয়াছেন। আলগান পর্ব্বতে 'লগন' পরীর অনুসন্ধানে আমি যাইতেছি। সেই পরী এক মনুষ্যের নিকট সাত দিনে প্রত্যাগমন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া,—সাত বৎসরেও প্রত্যাগমন করে নাই সে জন্য সে মনুষ্য ঘোর দুঃখে কাতর হইয়া দিনপাত করিতেছে। আমি সেই জন্য লগন পরীর নিকট যাইতেছি; তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে আমি বুঝাইয়া বলিব,—যে, প্রতিজ্ঞা করিয়া সে প্রতিজ্ঞা পূরণ না করা বড়ই অন্যায় কাজ।

এই কথা শুনিয়া, পরীগণ উপহাস করিয়া বলিল,—"লগনপরী আলগন পর্ব্বতের রাজ-কন্যা মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সে কেন প্রতিজ্ঞা করিতে যাইবে? আমাদের বোধ হয়, তুমি পাগল। পাগল না হইলে, কেহ আলগণ পর্ব্বতে যাইতে বাসনা করে না। কারণ, সে স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।"

হাতেম উত্তর করিলেন,—"সে যাহা হউক, আমি সে স্থানে নিশ্চয় যাইব।" পরীগণ উত্তর করিল,—"আমাদের সহিত আমোদ প্রমোদ যদি তুমি আজ রাত্রি অতিবাহিত কর, তাহা হইলে, কাল প্রাতঃকালে তোমাকে আমরা আলগন পর্ব্বতের পথ দেখাইয়া দিব।" হাতেম সে কথায় সম্মত হইলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে হাতেম পরী-দিগের সহিত আলগন পর্ব্বতাভিমুখে

যাত্রা করিলেন। সাত দিন সাত রাত্রি পথ পর্য্যটন করিয়া, পরীগণ তাহাকে বলিল,—"আর আগে যাইবার আমাদের ক্ষমতা নাই। কারণ, এই পর্য্যন্ত আমাদের সীমা; কিন্তু যদি তুমি সোজা চলিয়া যাও, তাহা হইলে, অল্প-দিনের মধ্যেই আলগন-দুর্গে উপস্থিত হইতে পারিবে।" এই বলিয়া, হাতেমের নিকট পরীগণ বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—সৈনিক পুরুষ।

হাতেম পুনরায় একেলা পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। একমাস ক্রমাগত পথ চলিয়া, তিনি এরূপ এক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন,—যেখান হইতে দুইটী পথ দুই দিকে গিয়াছে। সেই স্থানে রাত্রি-যাপনের অভিলাষে হাতেম শয়ন করিলেন। রাত্রি দুই প্রহর গত হইয়াছে, এমন সময় কোন ব্যক্তির কাতরস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। হাতেমের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "হে হাতেম! ঈশ্বরের কার্য্যে তুমি কোমর বাধিয়াছ। এই কাতরোক্তি শুনিয়া যদি তুমি তাহার তদন্ত না কর, আর তাহার কারণ দূর করিতে চেষ্টা না কর, তাহা হইলে কোন মুখে তুমি ঈশ্বরের নিকট গিয়া দাঁড়াইবে? আর কি ছাই তোমার নাম পৃথিবীতে থাকিবে?

এই রূপ মনে করিয়া, যে দিক হইতে সেই শব্দ আসিতেছিল, হাতেম সেই দিকে গমন করিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। যে ব্যক্তি কাতরস্বরে রোদন করিতেছিল, তাঁহার কিছুই সন্ধান তিনি পাইলেন না।

প্রাতঃকাল হইলে তিনি এক সুন্দর যুবককে দেখিতে পাইলেন। সেই যুবক ক্রন্দন করিতেছিল। হাতেম দ্রুতবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে ঈশ্বরের দাস! এ বিজন বনের ভিতর তুমি কেন এরূপ ক্রন্দন করিতেছ? কে তোমাকে দুঃখ দিয়াছে, তাহা আমাকে বল।" সে ব্যক্তি আরও কাঁদিতে কাঁদিতে এইরূপে আপনার পরিচয় প্রদান করিল;—

"আমি একজন সৈনিক পুরুষ; কর্ম্মের অনুসন্ধানে বিদেশে গমন করিতেছিলাম। পথ ভুলিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই। নিকটে এক নগর দেখিয়া লোকদিগকে

জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'ভাই! ও নগরের অধিপতি কে?' সকলে আমাকে বলিল,—'ও নগরের অধিপতির নাম মুসক্কর যাদু।' সেই নাম শুনিয়াই প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে আমার অশ্বচালনা করিয়া, আমি, পলাইতে লাগিলাম। কিছু দূর গিয়া, এক মনোহর উদ্যান আমার দৃষ্টিগোচর হইল। অশ্ব হইতে নামিয়া, আমি বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

সেই স্থানে কয়েক জন সুন্দরী যুবতী দেখিতে পাইলাম। স্ত্রীলোকের উদ্যান মনে করিয়া, আমি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে, সকলের কর্ত্রী অট্টালিকার উপর গবাক্ষ-দ্বার হইতে ইঙ্গিত করিয়া আমাকে আহ্বান করিল। তাহার রূপে মোহিত হইয়া, পুনরায় আমি বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলাম। পরে আমি জানিতে পারিলাম যে, যে আমায় আহ্বান করিল, সে মুসক্কর যাদুর কন্যা ব্যতীত অন্য কেহ নহে। দাসীগণ আমাকে সেই সুন্দরীর নিকট লইয়া গেল।

তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে মুসক্কর যাদু সেই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরে আমার ঘোড়া দোড়া দেখিয়া, ঘোরতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সে অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিল। সে স্থানে আমাকে দেখিতে পাইয়া, কন্যার কেশ ধরিয়া, তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল।

কন্যা বলিল—"হে পিতঃ! আগে আমার দোষ কি, তাহা বিচার করিয়া, তাহার পর আমার দণ্ড করুন!" এই সময়ে কন্যার ধাই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ধাই বলিল,—"মহাশয় আপনার কন্যা যুবতী হইয়াছে; কিন্তু তথাপি ইহার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করেন নাই। অতএব দোষ আপনার। এক্ষণে এই ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, এ ব্যক্তি কোন ভদ্রলোকের সন্তান। আপনার জামাতা হইবার অনুপযুক্ত পাত্র নহে। বিশেষতঃ ইহাদের দুই জনে প্রণয় হইয়াছে। অতএব ইহাকে কন্যা দান করিয়া যশঃ লাভ করুন। আর তা না করিয়া, যদি বিনা অপরাধে কন্যার প্রাণদণ্ড করেন, তাহা হইলে ইহকালে আপনার অপযশ ও পরকালে অসদ্গতি হইবে।"

এই কথা শুনিয়া মুসক্কর বলিল

যে, এই ব্যক্তি যদি আমার তিনটী প্রশ্ন পূরণ করিতে পারে, তাহা হইলে ইহার সহিত আমি আমার কন্যার বিবাহ দিব।

তাহার পর, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি আমার তিন সমস্যা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছ কি না।" আমি উত্তর করিলাম,—"আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন আমি তাহাই করিব।"

এই কথা শুনিয়া সে বলিল যে, আমার তিন সমস্যা এই,—'প্রথম পরীরু নামক যে জীব আছে সেই জীব এক জোড়া আমাকে আনিয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয়,—লোহিত সর্পের মস্তকস্থিতমণি আমাকে আনিয়া দিতে হইবে। তৃতীয়,—ফুটন্ত ঘৃত-পূর্ণ কড়ায় ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে।' এই তিন কার্য্য যখন তুমি সমাধা করিতে পারিবে, তখন তোমার সহিত আমি আমার কন্যার বিবাহ দিব।"

তাহার সেই সমস্যা শুনিয়া, আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। যাহা হউক, সে স্থান হইতে বাহির হইয়া, পথ পর্য্য-টনে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে আমি এই বিজন বনের ভিতরে, আসিয়া পড়িলাম। অনাহারে পথক্লেশে আমার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমস্যা পূরণ করিয়া পত্নীলাভ করা দূরে থাকুক, বাটী ফিরিয়া যাই,—সে শক্তিও আমার নাই।"

হাতেম তাহাকে বলিলেন,—"তুমি আর খেদ করিও না। মুসক্কর যাদুর তিন সমস্যা পূরণ করিয়া, তাহার কন্যার সহিত আমি তোমার মিলন করিয়া দিব। ঈশ্বরের কার্য্যে আমি আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছি। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, সর্ব্বদা আমি পরের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি।"

তৃতীয় অধ্যায়।—নকুল ও কৃষ্ণসর্প।

এই কথা বলিয়া, হাতেম সেই সৈনিক পুরুষের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মুসক্কর জাদুর তিন সমস্যার মধ্যে প্রথম সমস্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত, তিনি পথ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সমস্যা এই যে, পরিরু নামক জীবের এক জোড়া আনিয়া দিতে হইবে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে মাজেন্দ্রান বনের ভিতর যখন আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়, তখন শৃগাল

পরীরু জীবের মস্তিষ্ক আনিয়া,আমাকে সুস্থ করিয়াছিল! অতএব এখন আমার সেই স্থানে গমন করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ মনে করিয়া হাতেম সেই মাজেন্দ্রান বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যাইতে যাইতে ক্রমে হাতেম এক দুর্গের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে তিনি দেখিলেন যে দুর্গের চারিদিকে অগ্নি জ্বলিতেছে। দুর্গবাসীদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞসা করিয়া, হাতেম অবগত হইলেন যে, কোথা হইতে সেই স্থানে এক ভয়ানক জীব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার দেহ পর্ব্বতের ন্যায়। তাহার মুণ্ড সাতটী, তাহার মধ্যে ছয়টী বাঘের মত ও একটী হস্তী-মুণ্ডের ন্যায় বৃহৎ; তাহার আট পা এবং তিন চক্ষু; তাহার মধ্যে হস্তিমুণ্ডের উপর যে চক্ষুটী আছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সেই ভীষণ জীবের উপদ্রবে দুর্গবাসিগণ উৎপীড়িত হইয়া নগরের চারি দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে।

এ জন্তুর কথা হাতেম পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ইহার নাম সাম্ নাম্। ইহাকে বধ করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য। তবে ইহাকে দূর করিবার একটী উপায় হস্তীমুণ্ডের উপর ইহার যে বৃহৎ চক্ষু, তাহা কোনরূপে বিদ্ধ করিতে পারিলে এ জন্তু সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, ভয়ে পলায়ন করে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, হাতেম সে স্থানের লোকদিগকে বলিলেন যে, "ভাই সকল! তোমাদের আর ভয় নাই; এই জন্তুর হাত হইতে তোমাদিগকে আমি রক্ষা করিব।"

দুর্গবাসিগণ হাতেমকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ করিয়া, আপন আপন গৃহে গমন করিল। ধনুর্ব্বাণ হাতে লইয়া, সেই জন্তুর প্রতীক্ষায় হাতেম এক স্থানে লুক্কায়িত রহিলেন।

দুই প্রহরের সময় ভীষণ শব্দ করিয়া, সেই জন্তু আসিয়া উপস্থিত হইল। ধনুকে তীর যোজনা করিয়া, হাতেম তৎক্ষণাৎ তাহার সেই বৃহৎ চক্ষুটী বিদ্ধ করিলেন। সেই ভয়ানক জীব, যাতনায় কাতর হইয়া, প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। পরদিন প্রাতঃকালে হাতেম দুর্গবাসীদিগকে সমুদয় বিবরণ প্রদান করিলেন। দুর্গবাসিগণ তাঁহাকে আপনাদিগের প্রধানের নিকট লইয়া গেল। প্রধান,—হাতেমের অনেক আদর করিলেন এবং নানা উপচারে তাঁহাকে পানভোজন

করাইলেন। তাঁহাকে অনেক ধনও প্রদান করিলেন। কিন্তু হাতেম সে সমুদয় ধন,—সেই স্থানেই দীন দুঃখী-দিগকে বিতরণ করিলেন।

সেই স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, হাতেম পুনরায় মাজেন্দ্রান বনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পথে কোন স্থানে তিনি দেখিলেন যে, এক নকুল ও এক কৃষ্ণসর্পে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে। উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত হাতেম আদেশ করিলেন। তাহার পর তিনি বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নকুল বলিল,—'মহাশয়! সর্পজাতি আমাদের ভক্ষ্য; এই সর্পের পিতাকে আমি ভক্ষণ করিয়াছি। ইহাকেও ভক্ষণ করিব।" হাতেম বলিলেন, 'হে নকুল! যদি মাংস খাইতে তোমার বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার শরীর হইতে মাংস কাটিয়া তোমাকে এখনি আমি প্রদান করিতেছি; তুমি এ সর্পকে বধ করিও না। হে সর্প! তোমার পিতাকে নকুল বধ করিয়াছে, সে জন্য দংশন করিয়া ইহার প্রাণ বধ করিয়া প্রতিশোধ লইতে যদি তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার পরিবর্তে আমাকে তুমি দংশন কর।"

এই কথা শুনিয়া নকুল বলিল, "আচ্ছা মহাশয়! ইহাকে আমি ছাড়িয়া দিলাম; এক্ষণে নিজের শরীর হইতে মাংস কাটিয়া এখনি আমাকে প্রদান করুন।"

হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার শরীরের কোন স্থানের মাংস খাইতে তোমার ইচ্ছা হয়।" নকুল উত্তর করিল,—"আপনার মুখের মাংস যদি দিতে পারেন, তাহা হইলে, তাহা খাইয়া আমি তৃপ্তি লাভ করি।" হাতেম তৎক্ষণাৎ অস্ত্র বাহির করিয়া, আপনার মুখের মাংস ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। নকুল তখন তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিল,—"মহাশয়! ক্ষান্ত হউন; এ কাজ আর আপনাকে করিতে হইবে না। আপনি ধন্য! আপনার সাহস ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা আমি করিতেছিলাম।" এই কথা বলিয়া, নকুল ও সর্প দুই জনেই তৎক্ষণাৎ মনুষ্যের আকার ধারণ করিল।

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, হাতেম এ রহস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নকুল উত্তর করিল,—"মহাশয়! আমরা জীন; এই ব্যক্তির ভগিনীর প্রেমে

আমি আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু তাহার সহিত আমার বিবাহ দিতে ইহার পিতা সম্মত হইলেন না; সে জন্য তাঁহাকে আমি বধ করিলাম, এখন ইহাকেও বধ করিয়া ইহার ভগিনীকে লাভ করিবার নিমিত্ত, আমি চেষ্টা করিতেছিলাম।"

যে জীন, সর্পের রূপ ধরিয়াছিল, হাতেম এখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে জীন! ইহার সহিত তোমার ভগিনীর বিবাহ দিতে আপত্তি কি?" জীন উত্তর করিল,—"ইনি যদি নিজের ভগিনী আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমিও আমার ভগিনীর সহিত ইহার বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছি।"

হাতেম তখন অন্য জীনকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহার সহিত তোমার ভগিনীর বিবাহ দিতে আপত্তি কি?" সে উত্তর করিল,—"আমার পিতার অমতে এ কাজ আমি করিতে পারি না। কিন্তু আমার পিতা বোধ হয়, সহজে সম্মত হইবেন না।" তখন হাতেম বলিলেন, "তোমার পিতার নিকট আমাকে লইয়া চল: যেমন করিয়া পারি, আমি তাঁহাকে এ কাজে সম্মত করিব।"

যে জীন, নকুলের রূপ ধারণ করিয়াছিল, হাতেমকে সঙ্গে লইয়া সে আপনার দেশে গমন করিল। দেশে উপস্থিত হইয়া, সে অন্য পথে আপনার গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার পিতা সেই জীন দেশের রাজা ছিলেন।

প্রহরিগণ হাতেমকে তাহার পিতার নিকট লইয়া গেল। হাতেম কেন সে দেশে আসিয়াছেন, রাজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতেম উত্তর করিলেন,—"আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত আমি এদেশে আসিয়াছি।" রাজা হাসিয়া বলিলেন, সামান্য মানুষ হইয়া আমার তুমি কি মঙ্গল করিতে পারিবে?" হাতেম উত্তর করিলেন, "মহাশয়! যদি আমার কথা মত কার্য্য করেন, তাহা হইলে আপনার পুত্রের প্রাণরক্ষা হইবে। নতুবা শীঘ্রই তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে।"

এই কথা বলিয়া, হাতেম নকুল সর্পের যুদ্ধ-বিবরণ রাজাকে প্রদান করিলেন। পুত্রের পাছে বিপদ ঘটে, সে জন্য রাজা যে জীন,—সর্পের রূপ ধরিয়াছিল, তাহাকে আনয়ন করিয়া আপনার কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সেও আপনার ভগিনীর সহিত রাজপুত্রের বিবাহ দিল। এইরূপে দুই জনের শত্রুতা ঘুচিয়া বন্ধুতা জন্মিল।

রাজা পরম পরিতোষ লাভ করিয়া, হাতেমকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। হাতেম তাহা লইতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"উপকার করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আমি প্রত্যুপকারের বাসনা করি না।" জীনদিগের রাজা তখন হাতেমকে এক যষ্টি ও এক মুহরা প্রদান করিয়া বলিলেন,—"হে মনুষ্য! এই লাঠির অনেক গুণ আছে। ইহা হাতে থাকিলে সাপ বা বৃশ্চিকের ভয় থাকে না। সর্প-বিষে কোন অনিষ্ট হয় না। এই লাঠিটী মাটিতে পুতিয়া, তাহার নীচেয় থাকিলে অগ্নি দ্বারা কিছুতেই দগ্ধ হয় না। কেহ যাদু করিলে, যষ্টি ধারীর উপর সে যাদু নিষ্ফল হয়, পথে নদী পড়িলে লাঠিটী জলে নিক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ ইহা নৌকায় পরিণত হয়। ইহার সহায়তায় অনায়াসে মানুষ নদী পার হইতে পারে। আর এই যে, মুহরা দেখিতেছ, ইহার গুণ এই যে ইহা মুখে রাখিলে লোহিত কিম্বা শুভ্র কিম্বা কৃষ্ণসর্প-বিষে কোনরূপ অপকার হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়।—কুম্ভীর ও কাঁকড়া।

হাতেম সেই দুইটী দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পুনরায় তিনি মাজেন্দ্রান বন-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি প্রকাণ্ড এক নদী তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার তরঙ্গ উচ্চ হইয়া, আকাশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইতেছিল। কি করিয়া সে নদী পার হইবেন, হাতেম সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় জীন-রাজ-প্রদত্ত সেই লাঠির কথা তাহার স্মরণ হইল। তৎক্ষণাৎ সেই লাঠি গাছটী তিনি জলে নিক্ষেপ করিলেন। লাঠি তৎক্ষণাৎ নৌকার আকার ধারণ করিল। সেই নৌকার উপর আরোহণ করিয়া, হাতেম নদী পার হইতে লাগিলেন। নদীর মাঝখানে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় সহসা কি একটা জন্তু আসিয়া তাঁহাকে জলের ভিতর টানিয়া লইল। হাতেমকে লইয়া সে জন্তু জলমগ্ন হইল।

জলের নিম্নে ক্রমাগত সাত ক্রোশ পথ গিয়া, হাতেমের পদদ্বয় ভূমি স্পর্শ করিল। হাতেম তখন চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন যে, পর্ব্বত-সদৃশ এক কুম্ভীর সে স্থানে রহিয়াছে; সেই তাঁহাকে

টানিয়া জলের ভিতর আনিয়াছে। হাতেম ঘোরতর ভীত হইলেন; কিন্তু সে কুম্ভীর অতি বিনীতভাবে তাঁহার নিকট এই অভিযোগ উপস্থিত করিল,—"মহাশয়! এই বাটী আমার। কিন্তু এক কাঁকড়া বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে ইহা কাড়িয়া লইয়াছে। অতএব, আপনি ইহার বিচার করুন।"

হাতেম বলিলেন,—"তবে বোধ হয়, সে কাঁকড়া তোমা অপেক্ষা অধিক বলবান?" কুম্ভীর উত্তর করিল যে,—"তাহার বলের কথা আর কি বলিব? একবার দেখিলে তবে আপনার প্রত্যয় হইবে। সে মনে করিলে, দাড়া দ্বারা, আমি কি ছার, পাহাড়-কেও দুই খণ্ড করিতে পারে। এখন সে চরিতে গিয়াছে। এখানে থাকিলে আপনাকে দেখাইতাম।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কাঁকড়া আপনার দাড়া বিস্তার করিয়া, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুম্ভীর ভীত হইয়া, হাতেমের পশ্চাতে লুক্কায়িত হইল।

হাতেম দেখিলেন যে, কাঁকড়ার শরীর বৃহৎ একটী দুর্গের ন্যায়; এক দিকের দাড়া তাহার উত্তর দিকে,—আর এক দিকের দাড়া তাহার দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। কাঁকড়া কুম্ভীরকে দেখিয়া এমনি হুহুঙ্কার শব্দ করিল যে, সে ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিল। হাতেম মনে করিলেন,—"কি ভয়ানক বিপদে আমি পতিত হইলাম! হে ঈশ্বর! ইহার হস্ত হইতে কি করিয়া আমি নিষ্কৃতি পাইব!" এইরূপ চিন্তা করিয়া, জীনরাজ-প্রদত্ত সেই লাঠি হাতে লইয়া, কাঁকড়ার সম্মুখে তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। যষ্টির গুণে কর্কট আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন হাতেম তাহাকে উচ্চৈস্বরে বলি-লেন,—"হে ঈশ্বরের দাস! কোন জীবকে ক্লেশ প্রদান করা উচিত নহে। অন্যকে যে দুঃখ প্রদান করে, নিজে সে দুঃখ পায়। কি জন্য তুমি এ কুম্ভীরকে ক্লেশ প্রদান করিতেছ? বাস করিবার নিমিত্ত ইহার ঘর ব্যতীত কি অন্য স্থান নাই?" তবে কেন তুমি ইহার ঘর কাড়িয়া লইয়াছ?" কর্কট উত্তর করিল,—"আমরা দুইজনে এ স্থানের জীব। আমাদের পরস্পরের বিবাদ আমরা আপনারা বুঝিয়া লইব; তুমি কেহে বাপু যে, মধ্যস্থ করিতে আসিয়াছ?"

হাতেম উত্তর করিলেন,—"সে কথা সত্য বটে? কিন্তু যিনি আঠার সহস্র জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর

যিনি বাস করিবার নিমিত্ত তাহাদের কাহাকেও জলে, কাহাকেও স্থলে স্থান প্রদান করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের এরূপ ইচ্ছা নহে যে, এক জীব অন্য জীবকে ক্লেশ প্রদান করে।” কাঁকড়া উত্তর করিল,—“ভাল, আজ না হয়, কুম্ভীরকে আমি এ ঘর ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু তাহার পর তোমাকে সে কোথায় পাইবে যে, নিজের সহায় করিয়া আমার সহিত বিবাদ করিতে আসিবে?”

হাতেম বলিলেন—“রে কাফের আমি দেখিতেছি, তোর শরীরে দয়া মায়া নাই। আর ঈশ্বরকেও তোর ভয় নাই। যদি বাঁচিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে, ইহার ঘর ছাড়িয়া দে, তা না হইলে এখনি আমি তোর প্রাণ বিনষ্ট করিব।”

এই কথা শুনিয়া কাঁকড়া হাসিয়া কহিল,—“আমি কখনই ইহার ঘর ছাড়িয়া দিব না, আর তোমাকেও আমি প্রাণে বধ করিব।” এই কথা বলিয়া দাড়াদ্বারা হাতেমকে দুই খণ্ড করিতে উদ্যত হইল। হাতেম তৎক্ষণাৎ জীনরাজ-প্রদত্ত লাঠি তাহার দাড়ার উপর আঘাত করিলেন। তাহার দুই দাড়া তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া দূরে পতিত হইল — কর্কট তখন প্রাণভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। কুম্ভীর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিন্তু হাতেম তাহাকে ধমক দিয়া নিষেধ করিলেন। কর্কট ভয়ে পলায়ন করিল। কুম্ভীর আপনার বাসস্থান পুনরায় পাইয়া পরম সুখে তাহাতে বাস করিতে লাগিল।

ষষ্ঠীর সহায়তায় হাতেম পুনরায় জলের উপর ভাসিয়া, নদী উত্তীর্ণ হইলেন ও পুনরায় মাজেন্দ্রান বন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে সেই স্থানে গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। সে স্থানের অধিবাসী পরিরু নামক জীবগণ হাতেমের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিল। আপনাদিগের মধ্যে তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল,—‘আরব দেশের রাজা তয়ের পুত্র হাতেম আমাদের দেশে আসিয়াছেন। তিনি পরম সাধু ও ধার্ম্মিক; পরোপকার করিয়া তিনি জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে আমাদের ঘোর অধর্ম্ম হইবে।’

এই বলিয়া তাহারা হাতেমের নিকট গমন করিল। তাহাদের আকৃতি দেখিয়া, হাতেম ঘোরতর বিস্মিত হইলেন এবং ভগবানের

সৃষ্টি-কৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরিরুদিগের মুখ পরীর ন্যায় সুন্দর; কিন্তু দেহের অধোদেশ ময়ূরের ন্যায়।

হাতেমকে সম্বোধন করিয়া পরিরুগণ নিবেদন করিল,—"মহাশয়! আপনার সাহস ও বিক্রমের কথা আমরা অবগত আছি। আপনি ধন্য! পরের উপকারের জন্য কত বিপদে না আপনি পতিত হইয়াছেন? কত দুঃখ না আপনি ভোগ করিয়াছেন? এখন কি জন্য আপনি এদেশে আসিয়াছেন, তাহা আমরা জানি। কোন এক সৈনিক পুরুষ, যাদুকর-কন্যার প্রেমে আসক্ত হইয়াছে। তাহার পিতা এক জোড়া পরিরু চাহিয়াছে। তাহাই লইতে আপনি এখানে আসিয়াছেন।"

হাতেম উত্তর করিলেন,—"তোমরা যাহা বলিলে, তাহা সত্য! তোমাদের এক জোড়া লইতে আমি এস্থানে আসিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া তাহা যদি তোমরা প্রদান কর,—তাহা হইলে আমি বড়ই উপকৃত হই।" পরিরুগণ উত্তর করিল,—"বড় পরিরু কেহ স্বইচ্ছায় আপনার সহিত গমন করিবে না। অতএব ঈশ্বরের নামে এক জোড়া শিশু পরিরু আপনাকে আমরা প্রদান করিলাম।"

এক জোড়া শিশু, পরিরু লইয়া, হাতেম সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, নানা ক্লেশ ভোগ করিয়, হাতেম সেই যাদুকরের দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রেমাসক্ত সেই সৈনিক পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিরূপে পরিরু তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, সে সমুদয় বৃত্তান্ত তাহার নিকট তিনি বর্ণন করিলেন। তাহার পর সেই পরিরু জোড়া দিয়া, তাহাকে যাদুকরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মুসক্কর যাদু পরিরু পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। তখন সৈনিক পুরুষকে সে দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ লোহিত সর্পের মণি আনিবার জন্য আদেশ করিল। কিন্তু সেই সৈনিক পুরুষ বলিল,—"আপনার কন্যাকে না দেখিয়া আমার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। তাহাকে একবার দেখিলে, আমার প্রাণ অনেকটা শীতল হয়।"

যাদুকরের আদেশে কন্যা গবাক্ষ-পথে আসিয়া, দণ্ডায়মান হইল। প্রেমাসক্ত যুবক তাহাকে দেখিয়া, পরম প্রীতিলাভ করিল। তাহার পর, সে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'সুন্দরি! মহাত্মা হাতেম এক্ষণে লোহিত সর্পের মণি আনিতে গমন করিতে-

ছেন; তুমি কি বলিতে পার,—কোথায় যাইলে সে বস্তু হস্তগত হইতে পারে?”

কন্তা উত্তর করিল,—“বৃদ্ধদিগের মুখে আমি শুনিয়াছিলাম, কোহকার্ফ বা রক্ত-পর্ব্বত অথবা রক্ত প্রান্তর নামক স্থানে সেই লোহিত সর্প বিচরণ করে।” যুবক আসিয়া হাতেমের নিকট সেই কথা নিবেদন করিল। হাতেম লোহিত সর্পের মণি আনিতে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।—কালের করাল-বদন।

বহু দিন ভ্রমণ করিয়া ও বহুপথ পর্য্যটন করিয়া, হাতেম একদিন কোন স্থানে এক বৃশ্চিক দেখিতে পাইলেন। তাহার শরীর কুকুটের স্থায়; কিন্তু সাত প্রকার বর্ণে তাহা রঞ্জিত। তাহাকে দেখিয়া, হাতেম ভাবিতে লাগিলেন,—“পৃথিবীর অনেক স্থানে আমি ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু এরূপ বৃশ্চিক ত কখন দেখি নাই! ইহার আচার ব্যবহার কিরূপ, তাহা আমাকে অবগত হইতে হইবে।” এই বলিয়া, হাতেম তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

বৃশ্চিক এক কূপের নিকট গিয়া, এক গর্তের মধ্যে সমস্ত দিন লুক্কায়িত রহিল। সন্ধ্যার সময়, রাখাল ও অশ্বপালগণ বহুসংখ্যক গাভী ও অশ্ব লইয়া, সেই স্থানে আগমন করিল ও সেই কূপের নিকট তাহারা শয়ন করিল। ভোর রাত্রিতে বৃশ্চিক ধীরে ধীরে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া, সেই সমস্ত গরু ঘোড়া ও তাহাদের রক্ষক দিগকে দংশ করিল।

বৃশ্চিক-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, তাহারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল হাতেম তাহা দেখিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে গ্রামস্থ লোকগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, হাতেমকে জিজ্ঞাসা করিল,—“পথিক! গত রাত্রিতে তুমিও এস্থানে শয়ন করিয়াছিলে; কিন্তু তোমার প্রাণ কিরূপে রক্ষা হইল।”

হাতেম উত্তর করিলেন,—ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। যে বৃশ্চিক-দংশনে সকলের প্রাণনাশ হইয়াছে, সেই দুরন্ত বৃশ্চিক কূপের নিকট ঐ গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত আছে। যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আসুন, তাহাকে দেখিবেন।”

গ্রামের প্রধান ও কয়েক জন ব্যক্তি হাতেমের সহিত কূপের নিকট গমন করিল। যেই তাহারা সেই স্থানে

গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর বৃশ্চিক তৎক্ষণাৎ গর্ত্তের ভিতর হইতে বাহির হইয়া প্রধানকে দংশন করিল। প্রধান, তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল গ্রামের লোক হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। হাতেমের হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল।

তাহার পর বৃশ্চিক যেদিকে যাইতে লাগিল, হাতেমও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই দিকে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সে এক নগরে গিয়া উপনীত হইল। সেস্থানে গিয়া সে সর্পের আকার ধারণ করিল। তাহার পর, পয়ঃপ্রণালী-পথে রাজবাটীতে প্রবেশ করিল। রাত্রিকালে রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া, পুনরায় সে কূপের নিকট আপনার গর্ত্তে গিয়া লুক্কায়িত হইল। হাতেম তাহার পশ্চাতে থাকিয়া সেই সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে রাজ-বাটীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। হাতেম শুনিলেন যে, রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

তাহার পর, সেই বৃশ্চিক সর্পরূপ পরিত্যাগ করিয়া, ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিল এবং নদীতীরে গমন করিয়া একস্থানে লুক্কায়িত রহিল। গ্রামবাসি-গণ নদীতে জল লইতে আসিল; তাহার মধ্যে এক সপ্তদশ বর্ষীয় সুশ্রী যুবককে ব্যাঘ্র বধ করিল।

এই সমুদয় ঘটনা দর্শন করিয়া, হাতেম স্থির করিলেন যে, ইহা বৃশ্চিকও নহে, সর্পও নহে ব্যাঘ্রও নহে; এ সাক্ষাৎ কাল। যাহার আয়ু শেষ হইতেছে, নানা আকার ধারণ করিয়া, তাহারই প্রাণ বিনাশ করিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে, সেই কাল ব্যাঘ্র-রূপ পরিত্যাগ করিয়া এক সুন্দরী যুবতীর রূপ ধারণ করিল, এবং প্রান্তর মধ্যে গমন করিয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে দুই জন সৈনিক পুরুষ বিদেশ হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা দুই সহোদর; স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিল। যুবতীকে দেখিয়া, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, হে সুন্দরি! এই বিজন স্থানে একা-কিনী বসিয়া কেন তুমি কাঁদিতেছ!" যুবতী উত্তর করিল,—"আমার পিত্রা-লয় হইতে স্বামী আমাকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাইতেছিলেন, সহসা এক ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। আমি স্ত্রীলোক নিঃসহায়; সেই জন্য

আমি কাঁদিতেছি।" তাহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিল,—"হে সুন্দরি! তুমি কাঁদিও না। আমার সহিত আগমন কর; বিবাহ করিয়া আমি তোমাকে রক্ষা ও প্রতিপালন করিব। যুবতী উত্তর করিল,—"মহাশয়! যদি তিনটী সত্য আপনি করেন, তাহা হইলে, আমি আপনার সহিত গমন করিতে ও পতিরূপে আপনাকে বরণ করিতে পারি। প্রথম এই,—যে আমি জীবিত থাকিতে অন্য স্ত্রী আপনি ঘরে আনিতে পারিবেন না। দ্বিতীয় এই,—যে সাংসারিক কোন রূপ কর্ম্ম করিতে আপনি আমাকে বলিবেন না। আর তৃতীয় এই যে,—আপনি আমাকে কোনরূপ কষ্ট দিতে পারিবেন না।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই রূপ সত্য করিল। তাহার পর অশ্বের উপর যুবতীকে আপনার নিকটে বসাইয়া পুনঃরায় সে স্বদেশ অভি-মুখে গমন করিতে লাগিল। হাতেম সেই দুই ভ্রাতার ও যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া, যুবতী জ্যেষ্ঠকে বলি-লেন,—"মহাশয়! তিন দিন আমি অনাহারে আছি। ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় আমি বড় কাতর হইয়াছি। আর কিছু না হউক; একটু জল আনিয়া যদি আমাকে প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি সুস্থ হই।" এই কথা শুনিয়া, যুবতীকে কনিষ্ঠের নিকট, রাখিয়া জ্যেষ্ঠ জলের অনুসন্ধানে গমন করিল। যুবতী তখন কনিষ্ঠকে বলিল,—"হে সুন্দর পুরুষ! তোমারই রূপে আমি মোহিত হইয়া, তোমার জেষ্ঠের সহিত গমন করিতে ছিলাম। অতএব তুমিই আমাকে গ্রহণ কর।" কনিষ্ঠ সে প্রস্তাবে সম্মত হইল না।

যুবতী বলিল,—"আমার কথা তুমি শুনিলে না! তবে রও,—তোমার ভ্রাতা আসিলে আমি তাহাকে বলিয়া দিব যে, তুমি আমাকে কুকথা বলি য়াছ।" কনিষ্ঠ তাহাতেও ভয় পাইল না। সে বলিল,—"আমাদের দুই ভ্রাতায় চিরকাল হইতে প্রগাঢ় স্নেহ আছে। আমার নামে মিথ্যা অভি-যোগ করিলে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিবেন না।"

জল লইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিছুক্ষণ পরে সেই স্থানে পুনরাগমন করিল। যুবতী তাহাকে দেখিয়া, ভূমিতে পড়িয়া, মস্তকের কেশ ছিঁড়িয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া কান্দিতে লাগিল। এরূপ বিলাপের কারণ কি,—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সে উত্তর করিল,—"কেবল

ঈশ্বর আজ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। তা না হইলে আজ আমার যে কি দশা হইত তাহা বলিতে পারি না। আমার সতীত্ব নাশ করিবার মানসে তোমার দাতা আমায় প্রতিবল প্রকাশ করিয়াছিল। সে আমাকে বলিল যে,—আমি যুবক, তুমি যুবতী, আমাকে তুমি বরণ কর। ইহার পর সুযোগ পাইলে দাদাকে আমি বধ করিব।" এই কথা শুনিয়া, জ্যেষ্ঠ সৈনিক পুরুষ কনিষ্ঠকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কনিষ্ঠ বার বার শপথ করিয়া জেষ্ঠাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে কিছুতেই তাহার কথা শুনিল না। ক্রোধে অন্ধ হইয়া, কনিষ্ঠকে বধ করিবার মানসে কটীদেশ হইতে সে তরবারি বাহির করিল। আত্মরক্ষার নিমিত্ত কনিষ্ঠও অস্ত্র ধারণ করিল। দুইজনে তমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে দুই জনেই হত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

তাহার পর সেই যুবতীর এক কাল মহিষের আকার ধারণ করিয়া এক নগরের ভিতর প্রবেশ করিল। কয়েকজন নগরবাসী আসিয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল। শৃঙ্গ ও ক্ষুরের আঘাতে তৎক্ষণাৎ সে তাহাদিগকে নিধন করিল। তাহার পর সেই মহিষ এক প্রান্তর মধ্যে গমন করিয়া, দীর্ঘ ও শ্বেতশ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিল।

এই সময় হাতেম তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন,—মহাশয়! আপনাকে ঈশ্বরের দিব্য, একটু অপেক্ষা করুন। আপনার সহিত আমার কিছু কথা আছে। বৃদ্ধ উত্তর করিল,—হে "হাতেম! কি নিমিত্ত তুমি আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিতেছ?" বৃদ্ধের মুখে নিজের নাম শুনিয়া, হাতেম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; বলিলেন,—"মহাশয়! কি করিয়া আপনি আমার নাম জানিতে পারিলেন?" বৃদ্ধ উত্তর করিল,—"আমি সকলের নাম জানি। কিন্তু সে কথায় এখন প্রয়োজন নাই। আপাততঃ তোমার কি বক্তব্য আছে, বল। কারণ আমি অতিশয় ব্যস্ত আছি। বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারি না।"

হাতেম বলিলেন, আপনি প্রথমে বৃশ্চিকের রূপ ধারণ করিয়া, গো-অশ্ব ও তাহাদের রক্ষকগণকে বিনাশ করিলেন, তাহার পর সর্পরূপে রাজকুমার ও মন্ত্রী পুত্রকে বধ করিলেন। তাহার পর ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া এক যুবককে বধ করিলেন। তাহার পর

নারীরূপ ধারণ করিয়া, সহোদর দ্বয়ের হত্যার কারণ হইলেন। অবশেষে মহিষ রূপে অনেক লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিলেন! আপনি কে? বৃদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া এক্ষণে কোথায় যাইতেছেন? আপনার পরিচয় আমাকে প্রদান করেন, ইহাই আমার বাসনা।"

বৃদ্ধ বলিল,—"আমার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন কি?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"আপনার পরিচয় জানিবার নিমিত্ত, আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। তাহা না বলিলে, কিছুতেই আমি আপনাকে ছাড়িব না।" বৃদ্ধ উত্তর করিল,—"আমি কাল। জীবদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আমি নিয়োজিত হইয়াছি। বিনা কারণে কেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। নানারূপ ধারণ করিয়া, নানা কারণ হইয়া, আমি জীবদিগকে বিনাশ করিয়া থাকি। তাহাই তুমি আজ প্রত্যক্ষ দেখিলে।" হাতেম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আমার মৃত্যু কি প্রকারে হইবে, তাহা আমাকে কি বলিবেন?" বৃদ্ধ উত্তর করিল, "তোমার আয়ুর অর্দ্ধভাগ এখনও অতিবাহিত হয় নাই।" হাতেম পুনরায় তাহাকে বলিলেন, "কত দিন পরে কিরূপে আমার মৃত্যু হইবে, সে বিষয়ে আরও একটু প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে।" বৃদ্ধ উত্তর করিল, "অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম করিলে, তুমি কোন উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইবে। তোমার নাসিকায় গুরুতর আঘাত লাগিবে; তাহাতেই তোমার মৃত্যু হইবে। কিন্তু এখনও তাহার অনেক বিলম্ব আছে। অতএব জীবন থাকিতে পরোপকার করিয়া, পুণ্য সঞ্চয় কর।" এই কথা শুনিয়া, অতি ভক্তিভাবে হাতেম তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। বৃদ্ধ তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়। মুসক্কর জাদুর সমস্যা পূরণ।

হাতেম পুনরায় কোহকাফ অর্থাৎ রক্ত প্রান্তর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি কৃষ্ণবর্ণের এক মরুভূমিতে গিয়া, উপস্থিত হইলেন, যখন রাত্রি হইল, তখন মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া, শত শত কৃষ্ণসর্প তাঁহাকে দংশন করিবার নিমিত্ত আসিয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিল। জীনপ্রদত্ত সেই অদ্ভুত যষ্টী মাটীতে পুঁতিয়া তাহার নিম্নে হাতেম

রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সর্পগণ তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল; কিন্তু যষ্টীর প্রভাবে তাঁহার নিকটে আসিতে পারিল না। প্রভাত হইলে, সর্পগণ আপন আপন বিবরে গিয়া লুক্কাইত হইল। হাতেম পুনরায় পথ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে তিনি এক শ্বেত প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানের মৃত্তিকা, বৃক্ষ লতা ও জীবজন্তু সমুদয় শুক্লবর্ণ বিশিষ্ট। সে স্থানে শুক্লবর্ণের সর্পগণ বাস করে। তাহারা আসিয়া, হাতেমকে বেষ্টন করিল। যষ্টীর প্রভাবে তাহাদের হাত হইতে হাতেম পূর্ব্ববৎ নিষ্কৃতি পাইলেন। এইরূপে বহুদিন ভ্রমণ করিয়া, বহু পথ পর্য্যটন করিয়া, নানাবর্ণের দেশ অতিক্রম করিয়া, নানারূপ কষ্ট ভোগ করিয়া, অবশেষে হাতেম কোহকাফ বা লোহিত প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেস্থানের ভূমি অতিশয় উত্তপ্ত ছিল। ঘোর উত্তাপে হাতেমের কণ্ঠ শুষ্ক হইল। পিপাসায় তিনি নিতান্ত কাতরও হইলেন। ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে অচেতন হইয়া, তিনি ভূমিতে পতিত হইলেন। এই বিপদকালে, দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার প্রতি কৃপা করিলেন। তাঁহার প্রেরিত এক স্বর্গীয়দূত বৃদ্ধ মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতেমের তিনি হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, "হাতেম অধৈর্য্য হইও না। মনে সাহস কর। ভল্লুককন্যা-প্রদত্ত সেই মুহরা মুখে ধারণ কর। তাহা হইলে, তোমার সমস্ত কষ্ট দূরীভূত হইবে।" হাতেম তাহাই করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেস্থানের সেই উত্তপ্ত ভূমি শীতল ও হাতেমের সেই ঘোর তৃষ্ণা নিবারিত হইল।

তখন বৃদ্ধের পদে প্রণিপাত করিয়া হাতেম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! এ স্থানের ভূমি এরূপ উষ্ণ কেন?" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"এ স্থান লোহিতজাতীয় সর্পে পরিপূর্ণ। বিবরে থাকিয়া, তাহাদের মুখ হইতে ক্রমাগতই বিষ নির্গত হইতেছে। সেই বিষ অগ্নির ন্যায় ক্রমাগত জ্বলিতেছে, সেই উত্তাপে এস্থানের ভূমি এত উত্তপ্ত হইয়াছে এবং ইহার বর্ণ লোহিত হইয়া গিয়াছে। এই কথা বলিয়া, বৃদ্ধ সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

ভল্লুক কন্যার মুহরা মুখে রাখিয়া, হাতেম পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। সেই মুহরার গুণে ভূমির উত্তাপ তাঁহার অনুভূত হইল না ও তৃষ্ণায় তিনি কাতর হইলেন না। কিছুদূর অগ্রসর হইলে, মানুষের গন্ধ পাইয়া তালবৃক্ষসম এক কৃষ্ণ সর্প প্রকাণ্ড ফণা বিস্তার করিয়া, বিবর হইতে বাহির হইল এবং হাতেমকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইল। তাহার মুখ ও নাসিকা হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। তাহার মস্তকে এক অদ্ভুত মণি ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। হাতেম তৎক্ষণাৎ জীন্ প্রদত্ত সেই যষ্টী মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া, তাহার তলে দণ্ডায়মান হইলেন। যষ্টীর প্রভাবে সাপ আর অগ্রসর হইতে পারিল না। বরং পলায়ন করিবার উপক্রম করিল। সেই অবসরে হাতেম যষ্ঠী তুলিয়া, তাহার মস্তকস্থিত সেই মণির উপর প্রহার করিলেন। যষ্টীর প্রহারে তাহার মাথা হইতে মণি খসিয়া ভূমিতে পতিত হইল। প্রাণভয়ে সাপ পলায়ন করিয়া, আপনার গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিল। মণি লইতে হাতেম অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তাহার জ্যোতি দেখিয়া, হাতেম তাহাকে অগ্নি বলিয়া মনে করিলেন, স্পর্শ করিতে সাহস করিলেন না। প্রকৃত অগ্নি কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হাতেম তাহার উপর আপনার পাগড়ি ফেলিয়া দিলেন। পাগড়ী প্রজ্জলিত হইল না। উহা যে অগ্নি নহে, হাতেম তখন তাহা বুঝিতে পারিলেন। মণিটী তুলিয়া অতি যত্নের সহিত তখন তিনি আপনার পাগড়ীতে বাঁধিয়া রাখিলেন।

এইরূপে লোহিত সর্পের মণিপ্রাপ্ত হইয়া, হাতেম মুসক্কর যাদুর দেশ অভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে নানা প্রকার কষ্টভোগ করিয়া, যথা সময়ে হাতেম পুনরায় সেই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সৈনিক পুরুষের হস্তে মণি প্রদান করিয়া, হাতেম পথের সমুদয় ঘটনা তাহার নিকট বর্ণন করিলেন। তাহার পর হাতেম তাহাকে বলিলেন,—"এই মণি লইয়া তুমি যাদুকরকে গিয়া প্রদান কর। তাহার দুইটী সমস্যা পূরণ হইল। এক্ষণে ফুটন্ত ঘৃত কড়ার ভিতর তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহা হইলে, তাহার তৃতীয় সমস্যা পূর্ণ হইবে ও সেই কন্যারত্ন তুমি লাভ করিতে পারিবে।

কিন্তু ঘৃত কটাহে প্রবেশ করিতে তুমি ভয় করিও না। আমি তোমাকে এই যে মুহুরাটী প্রদান করিতেছি ইহা মুখে রাখিয়া, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া, তুমি উত্তপ্ত ঘৃতে ঝাঁপ দিবে। মুহরার গুণে তোমার দেহ দগ্ধ হইবে না, অথবা উত্তাপে তুমি কিছুমাত্র প্রপীড়িত হইবে না।" এইরূপ আশ্বাস দিয়া হাতেম তাহাকে ভল্লুক-কন্যাপ্রদত্ত সেই মুহরাটী প্রদান করিলেন।

মণি ও মুহরা লইয়া, সৈনিক পুরুষ যাদুকরের নিকট গমন করিল। তাহার হস্তে মণিটী প্রদান করিয়া সে বলিল,—মহাশয়! আপনার দুইটী সমস্যা পূর্ণ হইল। এক্ষণে তৃতীয় সমস্যার আয়োজন করিতে আজ্ঞা হউক।

ঘৃতপূর্ণ প্রকাণ্ড এক লৌহ কড়া মুসক্কর যাদুর আজ্ঞায় অগ্নিতে উত্তপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমাগত সাত দিন অগ্নির সংযোগে ঘৃত এত উষ্ণ হইল যে, তাহার ভিতর প্রস্তর খণ্ড ফেলিয়া দিলেও গলিয়া যাইতে লাগিল। তখন মুসক্কর যাদু বলিল,—"হে, যুবক! আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে যদি তোমার বাসনা থাকে, তাহা হইলে, ঝাঁপ দিয়া এই ঘৃতে তুমি পতিত হও।"

সৈনিক পুরুষ প্রথম কটাহকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিল। তার পর হাতেম-প্রদত্ত সেই মুহরাটী আপনার মুখে রাখিয়া, ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে, নির্ভয়ে সেই ফুটন্ত ঘৃতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। মুহরার গুণে সেই উত্তপ্ত ঘৃত শীতল জলের ন্যায় অনুভূত হইল। দগ্ধ হওয়া দূরে থাকুক সৈনিক পুরুষের কিছুমাত্র ক্লেশও হইল না। এই আশ্চর্য্য-ব্যাপার দর্শন করিয়া মুসক্কর যাদু অতিশয় লজ্জিত হইল। কটাহের ভিতর হইতে যুবককে বাহির করিয়া, অতি-সমাদরের সহিত তাহাকে আপনার নিকটে বসাইল; তাহার পর যথারীতি আপনার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিল।

সপ্তম অধ্যায়।—গগন পরী।

সৈনিক পুরুষের মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া, হাতেম পুনরায় আলগান্ পর্ব্বত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন। পথ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সে স্থানে কিন্তু কোন লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। পর্ব্বতে উঠিবার নিমিত্ত তিনি পথ অনুসন্ধান করিতে-

ছেন, এমন সময় কয়েক জন পরীকে তিনি সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। পরীগণ কিছুদূর গমন করিয়া, অদৃশ্য হইয়া পড়িল। যে পথে পরীগণ গিয়াছিল, হাতেম সেই পথে পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া, প্রস্তর আবৃত এক গহ্বর দেখিতে পাইলেন। কিন্তু গহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিবার নিমিত্ত পথ তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। গহ্বরের মুখে যে প্রস্তর খণ্ড ছিল, হাতেম তখন তাহার উপর শয়ন করিলেন।

শয়ন করিবামাত্র তাঁহার শরীর আপনা আপনি সেই গহ্বরের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া গেল। হাতেম তখন সম্মুখে বৃহৎ একটী প্রস্তর দেখিতে পাইলেন, আরও অগ্রসর হইয়া, তিনি এক নগরের নিকট গিয়া উপনীত হইলেন। নগরের নিকট মনোহর এক উদ্যান ছিল; সেই উদ্যানে পরীগণ বাস করিত।

হাতেমের নিকট আসিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,—"হে মানব! তুমি কে? মানুষে এ স্থানে আসিতে পারে না; তুমি কিরূপে এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে?"

যেরূপে হাতেম গহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সে সমস্ত বিবরণ প্রদান করিয়া, তিনি তাহাদিগকে সে দেশের নাম ও সে স্থানের রাজার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। পরীগণ উত্তর করিল,—"এ স্থানের নাম আলকান পর্ব্বত; এদেশে রাজা নাই, রাণী আছেন; তাঁহার নাম লগন পরী। এই উদ্যান তাঁহার। আমরা এই বাগানের প্রহরী। তুমি এ স্থানে আসিয়া, ভাল কাজ কর নাই! কারণ, দুই তিন দিন পরে রাণী এ স্থানে আগমন করিবেন। তোমাকে দেখিতে পাইলে, নিশ্চয় তিনি তোমার প্রাণ বিনাশ করিবেন। অতএব, এ স্থান হইতে সত্বর তুমি পলায়ন কর।" হাতেম বলিলেন,—"তোমাদের রাণী সেই লগন পরীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমি এদেশে আগমন করিয়াছি। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, আমি ফিরিয়া যাইব না। যদি তিনি আমার প্রাণ বধ করেন, তাহা হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই।" পরীগণ বলিল,—"আমাদের যিনি রাণী, তিনি পরী। তুমি সামান্য একজন মানুষ; তাঁহার সহিত তোমার কি কাজ আছে?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"তিনি যে পরী, আর আমি যে মানুষ, এ কথা সত্য বটে। কিন্তু তাহা হইলেও, তাঁহার নিকট আমার প্রয়োজন আছে

পরীগণ বলিল,—"তুমি বড় মূর্খ। বৃথা কেন আপনার প্রাণ হারাইবে? প্রাণ লইয়া এ স্থান হইতে শীঘ্র পলায়ন কর।" হাতেম উত্তর করিলেন,—যদি আমার প্রাণের ভয় থাকিত, তাহা হইলে আমি তোমাদের দেশে আসিতাম না। ঈশ্বরের কার্য্যে পরোপকার ব্রতে যে আপনার জীবন উৎসর্গ করে, বিনা ভয়ে সে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়। তোমাদের রাণীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই আমি এ স্থান হইতে গমন করিব না।"

হাতেমের এইরূপ কথা শুনিয়া, পরীগণের মনে দয়া হইল। তাহারা বলিল,—"হে মানব! তোমার মিষ্ট কথা শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব উদ্যানের এক প্রান্তে তোমাকে আমরা লুকাইয়া রাখিব। লুক্কায়িত থাকিয়া, সেই স্থান হইতে আমাদের রাণীকে দর্শন করিও।"

এই বলিয়া ফল-মূল-প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য প্রদান করিয়া, হাতেমকে উদ্যানের এক পার্শ্বে তাহারা লুক্কায়িত রাখিল। দুই দিন এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। তৃতীয় দিনে পরীগণ পুনরায় হাতেমকে সে স্থানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। "সাত দিনে প্রত্যাগমন করিব—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, লগন পরী যেরূপে তাতার বণিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সমুদয় বিবরণ হাতেম তাহাদের নিকট বর্ণন করিলেন। এই কথা শুনিয়া পরীগণ বলিল,—"এ বিষয়ে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তোমার সহায়তা আমরা করিতে পারিব না। কিন্তু কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া, তোমার আমারা উপকার করিব। মিছামিছি বন্ধন করিয়া, তোমাকে আমরা রাণীর নিকট লইয়া যাইব। তাহার পর, যাহা বলিতে হয়, তুমি নিজে রাণীকে বলিবে।

পরীদিগের এই প্রস্তাবে হাতেম সম্মত হইলেন। যথাসময়ে লগন পরী সেই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইঙ্গিত করিয়া দূর হইতে হাতেমকে তাহারা আপনাদিগের রাণীকে দেখাইল। তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে, হাতেম একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জ্ঞান-গোচর কিছুমাত্র রহিল না। যাহার উপকারের নিমিত্ত, তিনি সে স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলেন।

এমন সময় আকাশবাণীর ন্যায় এইরূপ শুটিকত কথা হাতেমের কর্ণ-

গোচর হইল। কে যেন তাহাকে বলিতেছে,—"হে হাতেম! ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইও না,কুচিন্তা মনে স্থান দিও না।" হাতেম অতিশয় লজ্জিত হইলেন, তাঁহার মন যে ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইয়াছিল, সে জন্য ঈশ্বরের নিকট তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ঈশ্বরে মন নিয়োজিত করিয়া তিনি চিত্ত দৃঢ় করিলেন।

তখন তিনি পরীদিগকে বলিলেন,—"এক্ষণে যে প্রকারে হউক, তোমরা আমাকে তোমাদের রাণীর নিকট লইয়া চল।"

পরীগণ হাতেমের হস্তপদ বন্ধন করিয়া, লগন্ পরীর নিকট লইয়া চলিল। পরীদিগের রাণী রত্ন সিংহাসনে বসিয়াছিল, সখীগণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, হাস্য-কৌতুক করিতেছিল। এমন সময় হাতেমকে লইয়া, পরীগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, "এই মনুষ্য কিজন্য কোথা হইতে, কি প্রকারে, আমাদের দেশে আসিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। সে জন্য আপনার নিকট ইহাকে আমরা বাঁধিয়া আনিয়াছি।"

হাতেমের রূপ-লাবণ্য দেখিয়া, লগন পরীর মন মোহিত হইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার বন্ধন মোচন করিবার নিমিত্ত সে আদেশ করিল। তাহার পর সিংহাসনে আপনার পার্শ্বে তাঁহাকে বসাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল,—"হে মানব! তোমার নাম কি? কিজন্য তুমি এ স্থানে আসিয়াছ?" হাতেম আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। লগনপরী সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে উঠিয়া, হাতেমের নিকট নিবেদন করিল,—'হে মহাত্মন! বহু স্থানে আমি আপনার নাম শুনিয়াছি। পরোপকারের নিমিত্ত আপনি যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাও আমি অবগত আছি। এক্ষণে কিজন্য আপনি আমার দেশে আগমন করিয়াছেন? আমাকে দাসী বলিয়া জানিবেন, দাসীকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, সে তাহা প্রতিপালন করিবে।

লগনপরীর বিনয় বচনে হাতেম প্রীত হইয়া উত্তর করিলেন, "হে রাজ্ঞি! তোমার যেরূপ মহত্ত্ব, তুমি সেইরূপ বাক্যই বলিলে। তোমার প্রেমে আসক্ত হইয়া, সেই যে তাতার বণিক বহুদিন হইতে কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহার নিমিত্ত আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। সাত দিনে প্রত্যাগমন করিবে, তাহার নিকট তুমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; কিন্তু সাত বৎসর অতিবাহিত

হইয়া গিয়াছে, কি জন্য তুমি তাহার নিকট গমন কর নাই? তোমার নাম লইয়া সেই ব্যক্তি দিবারাত্রি কাঁদিতেছে। সে আর অধিক দিন বাঁচিবে না। অতএব সত্বর গিয়া তাহাকে একবার দর্শন দাও। তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা।”

লগন্‌পরী উত্তর করিল, “আপনাকে দর্শন করিয়া, এক্ষণে তাহাকে আমি বিস্মৃত হইলাম। আমার পতি হইবার সে উপযুক্ত পাত্র নহে, বালকের ন্যায় সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া, সে হায় হুতাশ করিতেছে। তাহার যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকিত, তাহা হইলে, আপনার মত কষ্ট ভোগ করিয়া, সে আমার অনুসন্ধান করিত।” হাতেম উত্তর করিলেন, “তোমার প্রেমে যদি সে নিতান্ত মুগ্ধ না হইবে, তাহা হইলে, তোমাকে ধ্যান করিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সে আয়ুঃশেষ করিবে কেন? মনে করিলেই ত সে আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিত। বিশেষতঃ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র গমন করিতে তুমিই তাহাকে নিষেধ করিয়াছ।”

লগন্‌পরী উত্তর করিল, “যাহা কিছু তুমি বলনা কেন, তাহাকে আমার প্রেমের যোগ্য বলিয়া আর আমি বিবেচনা করি না।” হাতেম উত্তর করিলেন, “তাহাকে তুমি আশা প্রদান করিয়াছ, এখন তাহাকে নিরাশ কর কেন? তোমার জন্য তাহার যদি প্রাণ নষ্ট হয়, তাহা হইলে সে পাপের জন্য তুমিই দায়ী হইবে। আর শুন লগন্‌পরি! আমি তোমার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত না তুমি তাহার নিকট গমন করিবে, সে পর্য্যন্ত আমি পান ভোজন কিছুই করিব না।” লগন্‌পরি উত্তর করিল, “তোমার অনুরোধে আমি তাহাকে এ স্থানে আনিয়া, আপনার নিকটে রাখিতে পারি; কিন্তু পতিরূপে কিছুতেই আমি তাহাকে বরণ করিব না।” হাতেম উত্তর করিলেন, “আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, যদি তুমি আমার কথা রক্ষা না কর, তাহা হইলে, অনাহারে তোমার দ্বারে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।”

লগন্‌পরি তবুও হাতেমের কথায় সম্মত হইল না। হাতেম অনশনে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সাত দিন এইরূপে কাটিয়া গেল। লগনপরী তাঁহার কোন সংবাদ লইল না। অষ্টম দিন রাত্রে হাতেম স্বপ্ন দেখিলেন যে, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে—“হে হাতেম! তুমি সাবধান

হও ; এই লগনপরী শত শত ব্যক্তিকে এইরূপে বধ করিয়াছে। অতএব সেই তাতার বণিককে এই স্থানে আনয়ন কর। তাহার পর ভল্লুক কন্যা প্রদত্ত মুহরা কিঞ্চিৎ জলে ঘসিয়া, সেই জলে তাহাকে কুল্লি করাইবে ; অবশেষে মুখপ্রক্ষালিত সেই জল কোনরূপে লগন পরীকে পান করাইবে। তাহা করিতে পারিলেই, তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে।”

পর দিন প্রত্যূষে লগনপরী হাতেমের নিকট আসিয়া বলিল,—“হাতেম! তোমার রূপে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। সে যুবাকে আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না। তুমি আর যাহা বল, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি, এক্ষণে উঠ, পান ভোজন কর, অনাহারে বৃথা কষ্টভোগ করিও না।” হাতেম উত্তর করিলেন,—“তাহাকে তুমি বিবাহ না কর, কিন্তু তাঁহাকে একবার দর্শন দাও। তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহার মন অনেকটা সুস্থ হইতে পারে।”

পরী সে কথায় সম্মত হইল। তখন হাতেম তাহাকে আনিতে যাইবার নিমিত্ত যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু লগনপরী তাঁহাকে বলিল,—“পথ ক্লেশে তুমি ক্লান্ত আছ, অনাহারে তুমি দুর্ব্বল হইয়াছ। তোমাকে সে স্থানে যাইতে হইবে না ; আমি নিজেই তাহাকে এ স্থানে আনয়ন করিতেছি।” এই কথা বলিয়া, পরী চারি জন ভৃত্যকে প্রেরণ করিল। আকাশপথে ভ্রমণ করিয়া নিমেষের মধ্যে তাহারা সেই তাতার বণিকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তাতার বণিককে চতুর্দ্দোলে বসাইয়া, নিমেষের মধ্যে তাহারা লগন পরীর সম্মুখে আনিয়া উপনীত করিল। সাত বৎসর পরে পুনরায় লগনপরীকে দেখিয়া, সে অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। রাণী স্বহস্তে তাহার মুখে সুশীতল গোলাপ জল সিঞ্চন করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সে চৈতন্য লাভ করিল। তখন লগনপরী তাহাকে বলিল,—“হে যুবক! মনের সাধে তুমি আমাকে দর্শন করিয়া লও ; কিন্তু আমি যে তোমার পত্নী হইব, সে আশা করিও না।”

সন্ধ্যার পর লগনপরীর সভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। হাতেম ও তাহার বণিক সেই সভায় উপবেশন করিয়া, পরীদিগের নৃত্যগীত দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। এই সময় হাতেম গোপনে ভল্লুক-কন্যা প্রদত্ত মুহরা বণিকের হস্তে দিয়া বলিলেন,—

"ভাই! যে স্থানে পানীয় জল থাকে, পিপাসা পাইয়াছে বলিয়া, সেই স্থানে তুমি গমন কর। কিঞ্চিৎ জল লইয়া এই মুহরা তাহাতে ঘর্ষণ কর। তাহার পর সেই জলে কুল্লি করিয়া, সেই মুখপ্রক্ষালিত জল কলসীতে নিক্ষেপ কর। অতি গোপনে এই সমুদয় কাজ করিয়া, পুনরায় আমার নিকট প্রত্যাগমন কর।"

তাতার-বণিক সেইরূপ করিল। কিছুক্ষণ পরে দাসীগণ সেই জলে সরবৎ প্রস্তুত করিয়া, লগনপরীকে পান করিতে দিল। অল্পমাত্র সেই সরবৎ পান করিয়া লগনপরী তাতার-বণিকের প্রেমে আসক্ত হইয়া পড়িল। তাহার পর আপনার পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া, সে তাহাকে বিবাহ করিল। পতি-পত্নীসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, তাহারা পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

অষ্টম অধ্যায়।—পিঞ্জরাবদ্ধ বৃদ্ধ।

এইরূপে সাতিশয় পরিশ্রম করিয়া, হাতেম তাতার-বণিকের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিলেন। কিছুদিন পরে, তিনি লগনপরীর নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। পরী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এক্ষণে তুমি কোথায় যাইবে?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"মুনিরশামী নামক রাজ-পুত্র হুসনবানুর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছে। হুসনবানুর সাতটী সমস্যা আছে। সেই সমস্যা সাতটী পূরণ করিলে, তবে মুনিরশামীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে। তাহার মধ্যে দুইটী সমস্যা আমি পূরণ করিয়াছি। এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর আনিতে গমন করিতেছি। সে প্রশ্নটী এই-রূপ,—কোন ব্যক্তি এক বনের ভিতর দাঁড়াইয়া ক্রমাগত এই কথা বলিতেছে যে,—"কাহারও মন্দ করিও না; যদি কর, তাহা হইলে তোমার নিজের মন্দ হইবে।" কোথায় কে এইরূপ বলিতেছে, আমি সেই তত্ত্ব আনিতে গমন করিতেছি।

লগনপরী বলিল,—"যে স্থানে সে লোক এই কথা বলিতেছে, এখান হইতে সে অনেক দূর। পথও অতি সঙ্কটময়। যাহা হউক, কোন চিন্তা নাই। আমি তোমাকে সেই স্থানে প্রেরণ করিতেছি।" এই কথা বলিয়া, লগনপরী রৌপ্য বিনির্ম্মিত এক চতুর্দ্দোল সজ্জিত করিতে আদেশ করিল।

তাতার-বণিকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, হাতেম সেই

চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিলেন। চারি জন পরী শূন্য-পথে তাহাকে লইয়া চলিল। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিয়া তাহারা গন্তব্য স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল।

হাতেম তখন তাহাদিগকে বিদায় করিয়া, পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া,—'কাহারও মন্দ করিও না; যদি কর, তাহা হইলে, তোমার নিজের মন্দ হইবে' এই কথাগুলি হাতেমের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া, আনন্দিত মনে, হাতেম সেই শব্দ অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া তিনি দেখিলেন যে, অতি উচ্চ এক বৃক্ষ শাখায় বৃহৎ একটী লৌহপিঞ্জর ঝুলিতেছে। সেই পিঞ্জরের ভিতর এক বৃদ্ধ আবদ্ধ আছে। সেই ব্যক্তি এইরূপে চীৎকার করিতেছে।

ঘোরতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, পিঞ্জরের নিকট গিয়া, হাতেম সেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে বৃদ্ধ! এই নির্জ্জন বনের ভিতর কে তোমাকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? আর কেনইবা তুমি এরূপ চীৎকার করিতেছ?" দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ উত্তর করিল—"যদি মনোযোগপূর্ব্বক আমার দুঃখের কাহিনী তুমি শ্রবণ কর, তাহা হইলে, তোমাকে বলি, তাহা না হইলে বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই।"

হাতেম উত্তর করিলেন,—"আমি এই জন্যই বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া, নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া, তোমার নিকট আসিয়াছি। অতএব তোমার বিবরণ আমাকে প্রদান কর। আমি একান্তচিত্তে তাহা শ্রবণ করিব।" এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া, পিঞ্জরাবদ্ধ বৃদ্ধ আপনার জীবন বৃত্তান্ত হাতেমকে এইরূপে বলিতে লাগিল।

"আমার নাম আহাম্মদ সওদাগর। আমার পিতা প্রসিদ্ধ একজন ধনবান্ ব্যক্তি ছিলেন। নিকটে যে নগর আছে, আমার নামে তিনি নগরের নাম আহম্মদ নগর রাখিয়াছিলেন। আমি যখন যৌবনকাল প্রাপ্ত হইলাম, পিতা তখন আমার হস্তে সমুদয় কার্য্য ভার সমর্পণ করিয়া, বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত বিদেশে গমন করিতে লাগিলেন। একবার বাণিজ্য করিতে গিয়া দস্যুদিগের দ্বারায় তিনি হত হইলেন। তাঁহার শোকে আমি নিতান্ত কাতর হইলাম। যাহা হউক, তাঁহার সমুদয় সম্পত্তির আমি অধিকারী হইলাম। শঠ ও প্রবঞ্চকগণ বন্ধুভাবে

আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিল। তাঁহাদের কুহকে পড়িয়া, আমি আমার ধনের অপব্যয় করিতে লাগিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই সেই বিপুল ধনরাশি অপব্যয় করিয়া ফেলিলাম। শেষে উদরান্নের জন্য আমাকে লালায়িত হইতে হইল। উদরের জালায় অবশেষে আমি চৌর্য্য-বৃত্তি অবলম্বন করিলাম। একদিন পথে বেড়াইতেছি, এমন সময় একজন অপরিচিত লোক আসিয়া আমায় বলিল, "হে যুবক! তোমার লক্ষণযুক্ত মুখ-শ্রী দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি ভদ্র-বংশজাত। তবে এমন দীন হীন মলিন বেশে পথে পথে কেন ভ্রমণ করিতেছ?" আমি উত্তর করিলাম, "আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য, ভাগ্য দোষে আমার এই দশা ঘটিয়াছে।" সে ব্যক্তি পুনরায় বলিল, "আমি এক অপূর্ব্ব বিদ্যা অবগত আছি। কোন স্থানে ধন প্রোথিত থাকিলে কেবল মাত্র মৃত্তিকার আঘ্রাণ লইয়া তাহা আমি বলিয়া দিতে পারি; অতএব আমাকে তোমার গৃহে লইয়া চল। আমার দ্বারায় হয়ত তোমার উপকার হইতে পারিবে।" আনন্দের সহিত তাহাকে আমি আমার গৃহে লইয়া যাইলাম। গৃহে উপস্থিত হইয়া সে আমাকে বলিল "আমার বিদ্যাবলে যদি আমি গুপ্ত ধন বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে তাহার চারিভাগের একভাগ আমাকে দিতে হইবে।" সে প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম। তখন সে ব্যক্তি চারিদিকে মৃত্তিকার আঘ্রাণ লইতে লাগিল। একস্থানের আঘ্রাণ লইয়া সেস্থান সে খনন করিতে আজ্ঞা করিল। মাটীর ভিতর হইতে অপরিমিত ধন বাহির হইল, বিপুল ধনরাশি প্রাপ্ত হইয়া লোভে আমি উন্মত্ত হইলাম। সে লোকের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা আমি বিস্মৃত হইলাম। আবিষ্কৃত ধনের প্রতিশ্রুত চারিভাগের এক ভাগ তাহাকে না দিয়া কেবল দুই চারিটী মুদ্রা প্রদান করিয়া তাহাকে আমি বিদায় করিতে চেষ্টা করিলাম। সে ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করিলে, তাহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া বাটী হইতে আমি দূর করিয়া দিলাম। সে আমাকে শাপ দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল। আমি পুনঃরায় বিপুল ধনের অধিকারী হইলাম। কিন্তু এবার সে ধনের অপব্যয় করিলাম না। অতি সাবধানে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

"কিছু দিন পরে সেই ব্যক্তি

পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল, সে আসিয়া, আমাকে বলিল, যে, "মহাশয়ের ঘরে আরও অনেক ধন নিহিত আছে, আমি এক নূতন বিদ্যার প্রভাবে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি; এ বিদ্যার বড় আশ্চর্য্য গুণ। ইহার প্রভাবে পৃথিবীর নিম্নে যে স্থানে যত ধন নিহিত আছে, সে সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়।" আগ্রহের সহিত আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে,—"মহাশয়! আমাকে এই বিদ্যাটী আপনি শিখাইবেন? তাহা হইলে আমার ঘরে যত ধন নিহিত আছে তাহার অর্দ্ধেক ভাগ আপনাকে আমি প্রদান করিব।" সে লোক উত্তর করিল,—"শিখাইতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এ কাজ নগরের মাঝখানে হইবে না। কোন একটী নিভৃত স্থানে গিয়া আপনাকে এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে।" আমি সে কথায় সম্মত হইলাম, সে লোক আমাকে লইয়া নগর হইতে বাহির হইল, ক্রমে আমরা বনের ভিতর প্রবেশ করিলাম, এই স্থানে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে এই পিঞ্জরটী দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম;—"এ পিঞ্জর এ স্থানে কোথা হইতে আসিল?" সে উত্তর করিল,—"তাহা আমি বলিতে পারি না।" এই বলিয়া সে আপনার পকেট হইতে কাজলপূর্ণ একটী কৌটা ও দুইটী সীসা নির্ম্মিত শলা বাহির করিল। তাহার পর সে বলিল,—"এই অঞ্জন আপনার চক্ষুতে লেপন করিয়া দিলেই ভূগর্ভ নিহিত যাবতীয় ধন আপনার নয়ন গোচর হইবে।" এই বলিয়া কাজল লাগাইবার ছলে সে আমার চক্ষুতে সেই শলা দুইটী সবলে বিদ্ধ করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ আমি অন্ধ হইয়া যাইলাম। তখন সে ব্যক্তি আমায় বলিল,—"আমার সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়া তুমি তাহা ভঙ্গ করিয়াছিলে, অতএব তোমাকে এই দণ্ড আমি প্রদান করিলাম, এক্ষণে যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে এই পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ কর, আর ক্রমাগত এইরূপ চীৎকার করিতে থাক যে,—"কাহারও মন্দ করিও না, যদি কর, তাহা হইলে সেইরূপ প্রতিফল পাইবে।

"একে বিজন বন, তাহাতে আমি অন্ধ, কাজেই সে যাহা বলিল, তাহা আমাকে করিতে হইল। পিঞ্জরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, এবং অতি মিনতি সহকারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে,—

"মহাশয় এদায় হইতে আমি কি কখন নিষ্কৃতি পাইব না?' সে উত্তর করিল,—"কিছুকাল পরে এই বনে এক মাহাত্মা আসিয়া উপস্থিত হইবেন। নররেজ নামক তৃণের রস তামার চক্ষুতে লাগাইয়া তোমার দৃষ্টিশক্তি তিনি তোমাকে পুনরায় প্রদান করিবেন, তখন পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া তুমি গৃহে গমন করিবে।"

"এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। সেই অবধি এই পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়া আজ কুড়ি বৎসর ক্রমাগত আমি চীৎকার করিতেছি। আমার চীৎকার শুনিয়া সহস্র সহস্র লোক এই পথে আসিয়াছে। কিন্তু সে মাহাত্মার এখনও আগমন হয় নাই। কবে তিনি আসিবেন, তাহাও বলিতে পারি না।"

নবম অধ্যায়।—নূররেজ তৃণ।

এদিকে আলকান পরীর ভৃত্যগণ হাতেমকে এই বনের নিকট রাখিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। আলকান পরী তাহাদিগকে দেখিয়া, অতিশয় কুপিত হইয়া বলিল,—"তোমরা হাতেমকে একেলা ছাড়িয়া আসিয়া ভাল কাজ কর নাই। তাঁহার কার্য্য সমাধা হইলে, তাঁহাকে তাঁহার দেশে রাখিয়া তবে তোমাদের প্রত্যাগমন করা উচিত ছিল অতএব পুনরায় তোমরা হাতেমের নিকট গমন কর।" পিঞ্জরাবদ্ধ বৃদ্ধের কথা শুনিয়া নররেজ তৃণ কোন দেশে জন্মে, হাতেম সেই কথা ভাবিতেছিলেন এমন সময় আলকান পরীর ভৃত্যগণ সেই স্থানে পুনরায় উপস্থিত হইয়া, হাতেমকে আপনাদের রাণীর আদেশ নিবেদন করিল, হাতেম তাহাদিগকে বলিলেন,—"যে দেশে নররেজ তৃণ জন্মে, যদি সেই দেশে আমাকে লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।" পরীগণ উত্তর করিল,—"আপনাকে আমরা সেই স্থানে লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু সে তৃণের নিকট আমরা যাইতে পারিব না। কারণ সেই তৃণ হইতে একপ্রকার আলোক ও সুগন্ধ নির্গত হয়, সেই আলোক ও সুগন্ধের প্রভাবে সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতি নানারূপ বিষধর জীব অন্ধ হইয়া তাহার উপর পতিত হয়। সেই তৃণ সর্ব্বদাই এইরূপ জীবদ্বারা পরিবেষ্টিত আছে, সে জন্য তাহার নিকটে কেহ যাইতে পারে না।"

হাতেম বলিলেন,—"সে জন্য তোমাদের কোন ভাবনা নাই। সেই দেশে

আমাকে লইয়া চল, তাহা হইলেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে।" পরীগণ তৎক্ষণাৎ হাতেমকে লইয়া শূন্য পথে উড্ডীয়মান হইল, যথা সময়ে তাহারা সেই দেশে গিয়া উপস্থিত হইল। যে প্রান্তরে নূররেজ তৃণ উৎপন্ন হয়, তাহার নিকটে হাতেমকে তাহারা ছাড়িয়া দিল। জীন-দত্ত যষ্টী হস্তে লইয়া ও অলুক্ক-কন্যা প্রদত্ত মুহরা মুখে রাখিয়া, হাতেম সেই প্রান্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, সে তৃণ এখনও জন্মে নাই। সে জন্য কিছু কাল হাতেম সেই প্রান্তর মধ্যে অবস্থিতি করিলেন। অবশেষে যথাকালে ভূমি ফুঁড়িয়া তৃণ বাহির হইল, তৃণের জ্যোতিতে চারিদিক আলোকিত হইল ও তাহার সুন্দর সৌরভে পৃথিবী আমোদিত হইল। সেই আলোকে ও সেই সুগন্ধে মোহিত হইয়া শত শত সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতি জীব তাহাকে আসিয়া বেষ্টন করিল। কিন্তু সেই যষ্টী ও মুহরার প্রভাবে হাতেমকে তাহারা দংশন করিতে পারিল না। নির্ভয়ে নিকটে গিয়া হাতেম তৃণ উৎপাটিত করিয়া লইলেন। তাহার পর পরীদিগের সহায়তায় পুনরায় তিনি, সেই বৃদ্ধের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া, বৃদ্ধের চক্ষু দুইটীতে তিনি সেই তৃণের রস লাগাইয়া দিলেন। বৃদ্ধের চক্ষু তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইল। হাতেমকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বৃদ্ধ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল।

পরীদিগের সহায়তায়, হাতেম সে স্থান হইতে শাহাবাদ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন; শাহাবাদে উপস্থিত হইয়া পান্থশালায় গমন করিয়া, তিনি প্রথমতঃ মুনিরশামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মুনিরশামী তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল। তাহার পর হুসনবানুর নিকট গমন করিয়া হাতেম তাঁহার নিকট আপনার ভ্রমণ বর্ণন করিলেন এবং কি অবস্থায় তিনি সেই বৃদ্ধকে দেখিয়াছিলেন এবং কিরূপে তিনি তাঁহার দুঃখ মোচন করিয়াছেন, সে সকল কথাও তিনি বলিলেন। হুসনবানু হাতেমের সাহস ও বীরত্বের অনেক প্রশংসা করিলেন। দুই তিন দিন বিশ্রামের পর, হাতেম হুসনবানুকে চতুর্থ প্রশ্নের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হুসনবানু উত্তর করিলেন,—"এক ব্যক্তি সর্ব্বদা বলিতেছে,—সত্যবাদী সদাই সুখী। কেন সে এ কথা বলিতেছে সেই সন্ধান আপনাকে আনিতে

হইবে।" হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে ব্যক্তি কোন্ দেশে থাকে। হুসন-বানু তাহা বলিতে পারিলেন না,—কিন্তু তাঁহার দাই বলিল যে,—"আমি শুনিয়াছি কোরঙ্গ নামে এক দেশ আছে। সেই স্থানে এক ব্যক্তি এই কথা বলিতেছে।"

চতুর্থ প্রশ্ন।

সত্যবাদী সদাই সুখী

দশম অধ্যায়।—মুণ্ড লম্বিত বৃক্ষ।

চতুর্থ প্রশ্ন পূরণের নিমিত্ত হাতেম শাহাবাদ হইতে বাহির হইলেন। বহুকাল পথ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি এক পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে একটী নদী দেখিতে পাইলেন, কিন্তু সেই নদীতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। কোথা হইতে শোণিত আসিতেছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত হাতেম স্রোতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই দিন পরে এক হ্রদের নিকট তিনি গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই হ্রদের তীরে একটী বৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষশাখায় বহুসংখ্যক নারী-মুণ্ড ঝুলিতেছিল। সকলের উপরে যে মুণ্ডটী ঝুলিতেছিল, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা রূপবতী নারীর মস্তক। তাহার রূপ দেখিয়া হাতেমের মন বিচলিত হইল। হাতেম ভাবিলেন,—"কোন দুরাত্মা এরূপ পরমা সুন্দরীর মস্তক কাটিয়া বৃক্ষে লম্বমান করিয়াছে।" হাতেম সেই বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন; আর তৎক্ষণাৎ বৃক্ষস্থিত মুণ্ডগুলি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল তখন এক একটী মুণ্ড বৃক্ষ হইতে স্খলিত হইয়া হ্রদে পতিত হইতে লাগিল। মুণ্ড পতিত হইবামাত্র তাহা হইতে এক একটী পরমা-সুন্দরী পরীর আবির্ভাব হইল। তাহার পর হ্রদের উপর সুন্দর একটী অট্টালিকা উত্থিত হইল। তাহার ভিতর একটী রত্ন-সিংহাসন ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী পরী,—হাতেম যাহার রূপের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই ঐ সিংহাসনে গিয়া উপবেশন করিল। অন্যান্য পরীগণ তাহার চারিদিকে নৃত্য গীত করিতে লাগিল। আহারের সময় উপস্থিত হইলে, পরীদিগের কর্ত্রী, এক দাসীর হস্তে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী হাতেমের নিকট প্রেরণ করিল, হাতেম সেই দাসীকে এই রহস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দাসী উত্তর করিল,—"আমি কোন কথা বলিতে পারি না, আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন।" হাতেম বলিলেন,—"যতক্ষণ না তোমরা আমাকে এ রহস্তের কারণ বলিবে, ততক্ষণ আমি জলগ্রহণ করিব না।" দাসী গিয়া তাহার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট এই কথা নিবেদন করিল। সে বলিল,—"মনুষ্যকে এখন আহার করিতে বল, তাহার পর সকল কথা বলিব," দাসী আসিয়া হাতেমকে সেই কথা বলিল। হাতেম ভোজন করিলেন, ভোজন করিয়া পুনরায় তিনি দাসীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কোন উত্তর না করিয়া দাসী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, হাতেম তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। হাতেম পুনরায় আসিয়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। ওদিকে হ্রদের মাঝখানে সেই অট্টালিকার ভিতর পরীগণ নৃত্য গীত করিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিল। প্রভাত হইলে, তাহারা পুনরায় মুণ্ড হইয়া বৃক্ষে আসিয়া লম্বমান হইল। বৃক্ষ হইতে হাতেমকে দেখিয়া মুণ্ডগুলি পূর্ব্ববৎ হাসিতে লাগিল।

হাতেম ভাবিলেন যে, এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কারণ আমাকে নির্দ্দেশ করিতেই হইবে। আহা! ইহাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কি অপূর্ব্ব রূপমাধুরী! বোধ হয় কোনরূপ যাদু-বিদ্যার প্রভাবে ইহাদের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। সে দিন সন্ধ্যা হইলে, পুনরায় মুণ্ডগুলি জলে পতিত হইল পুনরায় তাহারা পরীরূপ ধারণ করিল, পুনরায় হ্রদের মাঝখানে সেই অট্টালিকা উত্থিত হইল। পুনরায় তাহারা পূর্ব্ববৎ নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। পূর্ব্ব দিনের মত সেদিনও দাসী হাতেমের নিকট আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিল। হাতেম তাহাকে বলিলেন,—"তোমাদের বিবরণ বলিবার নিমিত্ত কাল তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, কিন্তু তাহা তুমি বল নাই; অতএব আজ অগ্রে তুমি তোমাদের বিবরণ না বলিলে, আমি কিছুতেই খাদ্য ভোজন করিব না।" দাসী গিয়া কর্ত্রীর নিকট হাতেম সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা নিবেদন করিল। কর্ত্রী বলিল,—"সেই লোককে বলিবে, যে তাহার আহার হইলে আজ আমি তাহাকে আমার নিকট আনয়ন করিব।" দাসী আসিয়া হাতেমকে সেই কথা বলিল, হাতেম আহার করিলেন। আহারান্তে তাহার কর্ত্রীর

নিকট লইয়া যাইবার জন্য তিনি দাসীকে বলিলেন। দাসী কোনরূপ উত্তর না করিয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, হাতেমও তাহার সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। জলে ডুবিয়া হাতেম বহুদূর চলিয়া যাইলেন, অবশেষে যখন তাঁহার পা মাটী স্পর্শ করিল, তখন তিনি দেখিলেন, সে হ্রদও নাই, সে নদীও নাই, সে পরীও নাই। তিনি এক বিস্তৃত মরুভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হাতেম সেই মরুভূমির এদিকে ওদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইল। দিন হইল. পুনরায় রাত্রি হইল, এই রূপে দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, তথাপি সে মরুভূমি তিনি পার হইতে পারিলেন না। সেই পরীগণকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় তাহার দেহ শীর্ণ হইয়া গেল। অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত ও কাতর হইয়া এক দিন তিনি একস্থানে শুইয়া পড়িলেন। উঠিবার তাঁহার আর শক্তি ছিল না। হাতেম ভাবিলেন যে এই স্থানেই আমি আমার জীবন শেষ করিব। সহসা হাতেমের নিদ্রার আবেশ হইল, স্বপ্নাবস্থায় তিনি দেখিলেন, যে এক পবিত্র বৃদ্ধপুরুষ আসিয়া তাহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, যে "হে হাতেম স্বকার্য্য বিসর্জ্জন করিয়া মিছামিছি কেন তুমি মায়াজালে আবদ্ধ রহিয়াছ। তুমি যে পরীগণকে দেখিয়াছিলে, তাহারা যাদুকরের কন্যা ও সহচরী; অতএব তাহাদিগকে দেখিবার আশা তুমি পরিত্যাগ কর।" নিদ্রাবস্থাতেই হাতেম উত্তর করিলেন, যে "পরীদিগের কর্ত্রীর রূপ দেখিয়া আমার মন মোহিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় কাতর হইয়াছে, যদি তাহার নিকট আমাকে লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি বড়ই অনুগৃহীত হইব।" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "যে স্থানে তুমি পরীদিগকে দেখিয়াছ, তাহাকে মায়াস্থান বা তিলিস্‌মাত বলে, যদি নিতান্তই তুমি সে স্থানে যাইবে, তাহা হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার এই যষ্ঠী স্পর্শ কর।" হাতেম তাহাই করিলেন, ক্ষণকাল পরে মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলে, হাতেম চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, যে তিনি সেই পরি-মুণ্ড সম্বলিত বৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া আছেন। হাতেম ভাবিলেন যে, এবার আমি পরীদিগের কর্ত্রীকে সহজে ছাড়িব না। বৃক্ষে উঠিয়া, স্বহস্তে ঐ মুণ্ড আমি গ্রহণ করিব এই বলিয়া,

হাতেম গাছের উপর উঠিতে লাগি-লেন, কিছুদূর যাই, তিনি উঠিয়াছেন, আর বৃক্ষ সবলে দুলিতে লাগিল। হাতেম দুই হাত দিয়া সবলে শাখা ধরিয়া রহিলেন। এই সময় বৃক্ষ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, প্রকাণ্ড একটী গহ্বর বাহির হইয়া পড়িল। সে গহ্বর হাতেমকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিল। ঘোর বিপদ দেখিয়া, হাতেম ঈশ্বরকে বার বার ডাকিতে লাগিলেন। কৃপা করিয়া ঈশ্বর সেই পবিত্র পুরুষকে পুনঃরায় প্রেরণ করিলেন। পবিত্র পুরুষ আসিয়া, সেই বৃক্ষে যষ্ঠীর আঘাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ সুস্থির হইয়া দাঁড়াইল, এবং গহ্বর অদৃশ্য হইয়া পড়িল। পবিত্র পুরুষ তাহার পর বলিলেন,—"হাতেম! ঐ পরীকে লাভ করিবার নিমিত্ত যদি নিতান্তই বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, পুনঃরায় তুমি বৃক্ষে আরোহণ কর। তাহা হইলে তোমার মস্তকও পরীদিগের মত বৃক্ষে ঝুলিতে থাকিবে, আর তাহাহইলে পরীদিগের কর্ত্রীকে তুমি লাভ করিতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান করিলেন। হাতেম পুনরায় গাছে উঠিতে লাগিলেন, গাছের উপরে উঠিয়া যাই পরী-কর্ত্রীর মুণ্ড স্পর্শ করিয়াছেন, আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিজের শরীর হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই বৃক্ষের শাখায় ঝুলিতে লাগিল. ও তাঁহার শরীর নীচে নদীতে গিয়া পড়িল।

একাদশ অধ্যায় —মহাপুরুষের অবির্ভাব।

সমস্ত দিন হাতেমের মুণ্ড এই ভাবে গাছের শাখায় ঝুলিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইলে অন্যান্য পরীদিগের ন্যায় হাতেমের মুণ্ডও নদীর জলে গিয়া পড়িল; তাহার পর অন্যান্য পরী-দিগের ন্যায় তিনিও পূর্ণদেহ প্রাপ্ত ও জীবিত হইয়া,সেই অট্টালিকার ভিতর গমন করিলেন, সেখানে যথারীতি নৃত্য গীত হইতে লাগিল। হাতেম পরীকর্ত্রীর সিংহাসনের পার্শ্বে বিনীত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আহারের সময় উপস্থিত হইলে, পরীকর্ত্রী হাতেমকে কেবল একবার জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে?" মায়া জালে হাতেমের বুদ্ধির ভ্রংশ হইয়াছিল। অতি বিনীত ভাবে হাতেম উত্তর করিলেন,—"আমি মনুষ্য। চিরকাল আপনার দাসত্ব করি, ইহাই আমার কামনা" সে রাত্রি পরী হাতেমকে আর কিছু বলিল না। প্রভাত হইলে,

অন্যান্য পরীদিগের ন্যায় হাতেমের মুণ্ড বৃক্ষে গিয়া, লম্ববান হইল। সন্ধ্যা হইলে পুনরায় হাতেম তাহাদিগের সহিত অট্টালিকায় গমন করিলেন,—এইরূপে বহু দিন কাটিয়া গেল, হাতেম কিন্তু পরীকর্ত্রীকে লাভ করিতে পারিলেন না।

ঈশ্বর কর্ত্তৃক যে স্বর্গীয় দূত হাতেমের নিকট পূর্ব্বে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এক দিন হাতেমকে তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি ভাবিলেন,—"হাতেম কর্ত্তৃক সংসারের অনেক উপকার হইতেছিল, কিন্তু সে যদি মায়াজালে এইরূপ আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সে সমুদয় কাজ আর সুসম্পন্ন হইবেনা। অতএব হাতেমকে উদ্ধার করা আবশ্যক।" এইরূপ চিন্তা করিয়া পবিত্র পুরুষ সেই বৃক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যষ্ঠী স্পর্শে হাতেমকে জীবিত করিয়া তিনি বলিলেন, "হাতেম সমুদয় কাজ কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এরূপ মায়াজালে আবদ্ধ থাকা তোমার মত লোকের কি কর্ত্তব্য?" হাতেম বলিলেন "মহাত্মন্! পরীকর্ত্রীর রূপে আমি নিতান্তই মুগ্ধ হইয়াছি, কোনরূপে মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না। এ কে? কেনই বা ইহার মুণ্ড বৃক্ষে এরূপ ঝুলিতেছে? আর কি উপায়েই বা ইহাকে আমি লাভ করিতে পারিব, অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত বিবরণ আপনি প্রদান করুন।"

মহাপুরুষ উত্তর করিলেন, "কিছু দূরে আহম্মদ নামক এক পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতে আহম্মদ নামক এক বাদসাহ আছে, আহম্মদ বাদসাহ যাদু বিদ্যায় বিশারদ। তাহা ব্যতীত তাঁহার অধীনে দ্বাদশ সহস্র বড় বড় যাদুকর আছে। যাহার রূপে তুমি মুগ্ধ হইয়াছ, সে সেই আহ্মদের কন্যা। ইহার নাম জর-ই পোস্। কন্যা যুবতী হইয়া এক দিন পিতাকে বলিয়াছিল যে, পিতঃ! কোন সুপাত্র আনিয়া তাহার হস্তে আমাকে অর্পণ করুন।" এই কথায় যাদুকর ঘোরতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সহচরীদিগের সহিত কন্যাকে এইরূপ মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দিনের বেলায় ইহাদের মুণ্ড গাছে ঝুলিতে থাকে। রাত্রিকালে জীবিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করে। অতএব হাতেম! তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। নতুবা তোমাকেও চিরকাল এইরূপ যাদুজালে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।"

হাতেম উত্তর করিলেন,—"এই

সুন্দরীর রূপে আমার মন নিতান্তই আকৃষ্ট হইয়াছে। আমি কিছুতেই ইহাকে ভুলিতে পারিব না। যাদুকরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজয় করিয়া আমি এই কন্যা রত্ন লাভ করিব।" মহাপুরুষ বলিলেন "সে যাদুবলে বলীয়ান ; যুদ্ধে তাহাকে তুমি কিছুতেই পরাজিত করিতে পারিবে না, কিন্তু তোমাকে আমি এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি, নিতান্তই যদি তুমি সেই কন্যারত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা হইলে তুমি সেই আহম্মদ পর্ব্বতে গমন কর, কোনরূপ বিপদে পড়িলেই এই মহামন্ত্র জপ করিবে, এই মন্ত্র-বলে যাদুকরের সমুদায় যাদুই ব্যর্থ হইবে। এই মন্ত্র-বলে তাহাকে অনায়াসেই পরাজিত করিতে পারিবে, তখন তুমি সেই সুন্দরীকে লাভ করিতে পারিবে।" এই বলিয়া মহাপুরুষ হাতেমের কর্ণে এক মন্ত্র প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মন্ত্র লাভ করিয়া হাতেম আহম্মদ পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিছু দূর গিয়া হাতেম সম্মুখে যাদুকরের সেই পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন, উহার নাম আহম্মদ বা ভিলিস্মাথ পর্ব্বত। হাতেম সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মায়াপ্রভাবে হাতেমের পদদ্বয় ক্রমশই ভারি হইয়া আসিল, পর্ব্বতের প্রস্তর সকল হাতেমের পায়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই হাতেমের পদদ্বয় অসাড় অবশ হইয়া পড়িল ; তিনি আর চলিতে পারিলেন না, নিরুপায় হইয়া তখন তিনি মহাপুরুষ প্রদত্ত সেই মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার সমুদয় যাতনা মুহূর্ত্ত মধ্যে দূর হইয়া গেল। হাতেম পুনরায় পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলেন, কিছু দূর গিয়া সম্মুখে এক প্রান্তর দেখিতে পাইলেন, সেই প্রান্তরে সুন্দর এক উপবন ছিল। হ্রদ, নদী, ঝরণা, ফুল, ফল, তরু প্রভৃতি প্রকৃতির নানারূপ সজ্জায় সেই উপবন সুসজ্জিত ছিল। তাহার এক পার্শ্বে একটী গহন কানন ছিল, সেই কাননে শতশত ভয়াবহ হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছিল, ভয়ঙ্কর রবে হাতেমকে তাহারা গ্রাস করিতে ধাবিত হইল। প্রাণভয়ে হাতেম সেই পবিত্র পুরুষ প্রদত্ত মহামন্ত্র জপ করিবামাত্র সেই বন্য পশুগণ ভস্মীভূত হইয়া গেল। আহম্মদ বাদশাহর নিয়োজিত বন-রক্ষকগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইল ও সে স্থান

হইতে পলায়ন করিয়া, প্রভুর নিকট গিয়া সমুদয় বিবরণ নিবেদন করিল।

বাদশাহ গণনা করিয়া দেখিলেন যে,—যে সময়ে আরব দেশের তয় রাজপুত্র হাতেম আসিয়া তাহার মায়াজাল বিনাশ করিবে, সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিসে হাতেমকে সে পরাজয় করিতে পারিবে, সেই চিন্তাই সে করিতে লাগিল। অবশেষে চিন্তা করিয়া, মায়াবলে আপনার কন্যা ও তাহার সহচরীদিগের মত কৃত্রিম কতকগুলি পরী সৃষ্টি করিল। কৃত্রিম রাজকন্যাকে সে আদেশ করিল,—"সত্বর তুমি হাতেমের নিকট গমন কর, কোনরূপে তাহাকে তুমি সুরাপান করাইবে, তাহা হইলে মহাপুরুষ-প্রদত্ত মহামন্ত্র সে বিস্মৃত হইবে। তখন অনায়াসেই আমি তাহাকে পরাজিত করিতে পারিব।" এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সেই কৃত্রিম-রাজ-কন্যা হাতেমের নিকট গমন করিয়া বলিল,—"প্রাণনাথ! আপনি আমার জন্য কতই না কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার দাসী আপনার চরণ সেবার নিমিত্ত আসিয়াছে।" হাতেম আগ্রহ সহকারে পরীকে আপনার নিকট বসাইলেন। কৃত্রিম রাজকন্যা নানারূপ মিথ্যা কথা কহিয়া হাতেমের মন মোহিত করিল ও অবশেষে তাঁহাকে সুরাপান করাইল। মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া হাতেম মহাপুরুষের মন্ত্র বিস্মৃত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই কৃত্রিম রাজকন্যা ও তাহার সহচরীগণ হাতেমকে বন্ধন করিয়া আহম্মদ বাদশাহের নিকট লইয়া গেল।

আহম্মদ বাদশাহ হাতেমকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আহা! এমন রূপ ত কখন দেখি নাই। ইহাকে বধ করিতে আমার মন হইতেছে না, এই ব্যক্তি আমার জামাতা হইবার উপযুক্ত পাত্র, কিন্তু এ শত্রুবেশে আমার দেশে আসিয়াছে, অতএব ইহাকে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।" যাদুকরের দেশে তিনটী গহ্বর ছিল, একটী অগ্নিতে পরিপূর্ণ, একটী জলে পরিপূর্ণ, একটী শূন্য ছিল। হাতেমকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে শূন্যগহ্বরে ফেলিয়া দিতে বাদশাহ আদেশ করিল; কিন্তু ভৃত্যগণ ভুলক্রমে তাঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল ও সেই কাজ করিয়া তাহারা বাদশাহকে গিয়া সংবাদ দিল। আহম্মদ যাদুকর গণনা

করিয়া জানিতে পারিল যে, হাতেমের নিকট দুইটী আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে, তাহার গুণে, অগ্নিতে তাহার মৃত্যু হইবে না। এই দুইটী দ্রব্য লাভ করিবার নিমিত্ত যাদুকরের ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে জানিতে পারিল, যে হাতেম স্ব-ইচ্ছায় না দিলে, কেহ সে বস্তু লাভ করিতে পারিবে না।

আহম্মদ জাদুকর হাতেমকে গহ্বর হইতে উত্তোলন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিল, অগ্নিতে হাতেম দগ্ধ হন নাই দেখিয়া, সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। হাতেমকে বাদশাহের আদেশে তাহারা ঝরণার নিকট লইয়া গেল, তাহাতে স্নান করিয়া হাতেমের শরীর স্নিগ্ধ হইল, তখন ভল্লুক কন্যা প্রদত্ত মুহরা লাভ করিবার নিমিত্ত বাদশাহ পুনরায় সেই মায়াময়ী কৃত্রিম রাজকন্যাকে হাতেমের নিকট প্রেরণ করিল। কৃত্রিম রাজকন্যা আসিয়া পূর্ব্ববৎ নানারূপ প্রিয় কথা বলিয়া হাতেমের মনকে মোহিত করিল, অবশেষে সে বলিল, "প্রাণনাথ যদি তুমি যথার্থই আমাকে ভালবাস, তাহা হইলে একটী ভিক্ষা আমাকে প্রদান কর। হাতেম বলিলেন, "প্রাণ অপেক্ষা তোমাকে আমি ভালবাসি, পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যাহা তোমাকে আমি প্রদান করিতে না পারি?" কৃত্রিম রাজকন্যা বলিল,—"ভল্লুক-কন্যা-প্রদত্ত আপনার নিকট যে মুহরা আছে, তাহাই আপনি আমাকে প্রদান করুণ।" তাহাকে দিবার নিমিত্ত হাতেম তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তর খণ্ড বাহির করিলেন, এমন সময় ঈশ্বর প্রেরিত সেই মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া হাতেমকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন,—"কি কর? তুমি নিতান্তই জ্ঞানহত হইয়াছ? ভল্লুক কন্যা-প্রদত্ত মুহরার গুণে নানা স্থানে অগ্নি প্রভৃতি বিপদ হইতে তুমি রক্ষা পাইয়াছ। এ মুহরা অন্যকে প্রদান করিলে আর তোমার রক্ষা নাই। যাহাকে রাজকন্যা বলিয়া তুমি প্রতীত করিতেছ, সে প্রকৃত রাজকন্যা নহে। মায়া-সম্ভূত কৃত্রিম পরী, অতএব মুহরা তুমি ইহাকে প্রদান করিও না, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া সেই মহামন্ত্র জপ কর।" এই বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।—যাদুভঙ্গ।

সচী হইয়া হাতেম সেই মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, মন্ত্রবলে সেই কৃত্রিম পরীগণ ভস্মীভূত হইয়া গেল,

গণনা করিয়া আহম্মদ যাদুকর সমস্ত বিষয় অবগত হইল। তাহার সমুদয় চেষ্টা বৃথা হইল দেখিয়া সে আপনার গুরু সরবান যাদুকে স্মরণ করিল। গুরু আসিয়া উপস্থিত হইলে, আহম্মদ তাঁহাকে হাতেমের বিবরণ প্রদান করিল। গুরু বলিলেন, "এ হাতেম সামান্য ব্যক্তি নহে, পরোপকারে এ ব্যক্তি আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, ইহার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে, ইহাকে তুমি পরাজয় করিতে পারিবে না, তবে তুমি এক কাজ কর। আমি তোমাকে একটী মন্ত্র দিতেছি, সেই মন্ত্রবলে হাতেম রাত্রি কালে তোমার কন্যাকে সপ্ন দেখিয়া অশুচি হইবে, তখন তুমি অনায়াসে তাহাকে ধৃত করিতে পারিবে। কিন্তু তোমাকে আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি,—"ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তিকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না।" এই বলিয়া গুরু সেই মন্ত্র দিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই মন্ত্রবলে রাত্রিকালে হাতেম অশুচি হইলেন, প্রাতঃকালে যাদুকর এক ভয়ানক দৈত্য প্রেরণ করিল, সেই দৈত্য হাতেমকে ধরিয়া আহম্মদের নিকট লইয়া গেল। শুচি অবস্থায় হাতেম মহাপুরুষ-প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে পারিলেন না। যাদুকর হাতেমকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিল।

সাত দিন হাতেম সেই অন্ধকূপে পড়িয়া রহিলেন, যাদুকর তাহাকে একটু জল পর্য্যন্ত প্রদান করিল না। অষ্টম দিবসে আহম্মদ বাদসাহ হাতেমের নিকট গিয়া বলিল,—"তুমি যদি আমাকে সেই ভল্লুক-কন্যা-প্রদত্ত মুহরা ও জীন-প্রদত্ত যষ্ঠী প্রদান কর, তাহাহইলে তোমাকে আমি এখনি মুক্ত করিব। হাতেম বলিলেন,—"যদি তোমার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দাও, তাহাহইলে এই দুই বস্তুই তোমাকে আমি প্রদান করিব। আহম্মদ যাদুকর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "প্রাণ থাকিতে আমার কন্যা আমি কাহাকেও প্রদান করিব না।" তাহার পর, যাদুকর আপনার ভৃত্যগণকে আদেশ করিল, "এক কূপে নিক্ষেপ করিয়া বড় বড় প্রস্তর মারিয়া এই ব্যক্তির মস্তক চূর্ণ করিয়া তোমরা ইহাকে বধ কর; ভৃত্যগণ হাতেমের মস্তকে প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল, প্রস্তর দ্বারা ক্রমে কূপটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন ভৃত্যগণ যাদুকরের নিকট গিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! পাথর মারিয়া সেই ব্যক্তিকে

আমরা বধ করিয়াছি। কিন্তু আহম্মদ যাদুকর গণিয়া দেখিল হাতেমের প্রাণ বধ হয় নাই।

রাত্রিকালে হাতেম পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া কূপের ভিতর হইতে রক্ষকগণকে বলিলেন,—যে, "ভাই সকল! তোমরা যদি একবার আমাকে ঐ নির্ঝরের নিকট লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি বড়ই অনুগৃহীত হই।" রাজার ভয়ে কেহই সে কথায় সম্মত হইল না। কিন্তু গভীর রাত্রিতে যখন প্রহরীগণ নিদ্রিত হইল, তখন তাহাদের মধ্যে সরতক নামক একজন প্রহরী নিঃশব্দে প্রস্তর সরাইয়া হাতেমকে কূপ হইতে উত্তোলন করিল এবং তাঁহাকে নির্ঝরের নিকট লইয়া গেল। নির্ঝরে স্নান করিয়া হাতেম শুচি হইলেন, তাহার জল পান করিয়া পিপাসা দূর করিলেন, তখন সেই প্রহরী বলিল, "আমি তোমার উপকার করিয়াছি, পুরস্কার স্বরূপ ভল্লুক-কন্যা-প্রদত্ত মুহরাটি আমাকে প্রদান কর।" হাতেম বলিলেন, "আহম্মদ যাদুকরকে বধ করিয়া তোমাকে আমি এই রাজ্যের রাজা করিতে পারি, কিন্তু মুহরা তোমাকে আমি দিতে পারি না।" প্রহরী তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না, বলপূর্ব্বক হাতেমের নিকট হইতে মুহরা লইবার নিমিত্ত মন্ত্রবলে সে দুইটি দৈত্যের সৃজন করিল। দৈত্যদ্বয় হাতেমের প্রতি ধাবিত হইল, হাতেম মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন, সেই মন্ত্রবলে দৈত্যদ্বয় ভস্ম হইয়া গেল। তাহাতে প্রহরী ভীত হইয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া অন্যান্য প্রহরীগণের সহিত নিঃশব্দে শয়ন করিয়া রহিল।

প্রাতঃকাল হাতেমকে কূপের মধ্যে না দেখিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। আহম্মদ যাদুকর গণিয়া দেখিল, সরতক্ প্রহরীর সহায়তায় হাতেম কূপ হইতে বাহির হইয়াছেন। ক্রুদ্ধ হইয়া যাদুকর সরতক্কে বধ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিল। প্রাণ ভয়ে সরতক্ গিয়া হাতেমের শরণাপন্ন হইল, হাতেম তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন, এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া আহম্মদের বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন, যাদুকর হাতেম ও তাহার সঙ্গীকে বধ করিবার নিমিত্ত নানা রূপ মায়াজাল বিস্তার করিল, কখন বিপর্য্যয় অগ্নিরাশি সৃষ্টি করিল, হাতেমের উপর কখন পর্ব্বতবৃষ্টি করিতে লাগিল, কখন সর্প বৃষ্টি করিতে লাগিল, কখন

আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া হাতেমের উপর ঘন ঘন বজ্র বৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু মহাপুরুষ-প্রদত্ত মন্ত্রবলে যাদুকরের সমুদয় মায়া ব্যর্থ হইল। অবশেষে যাদুকর সসৈন্য হাতেমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

মন্ত্রবলে হাতেম সৈন্যগণকে পরাজিত করিলেন। অনেক সৈন্য নিহত হইল। অবশিষ্ট সৈন্য রণে ভঙ্গ দিল, তখন আহম্মদ যাদুকর নিরুপায় হইয়া সেই অবশিষ্ট সৈন্যকে মায়াবলে বৃক্ষে পরিণত করিল ও নিজে মায়াকাশে বিলীন হইয়া গেল। আহম্মদ যাদুকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া হাতেম সরতক্কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আহম্মদ যাদুকর কোথায় গেল?" সরতক্ উত্তর করিল. "আহম্মদ যাদু এক্ষণে কমলাক্ নামক প্রধান যাদুকরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই কমলাক যাদুকরদিগের শ্রেষ্ঠ; মায়াবলে সে আকাশ চন্দ্র, সূর্য্য, ও নক্ষত্র আদি সৃষ্টি করিয়া আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে "

হাতেম বলিলেন,—"সেই নিরাকার ব্রহ্ম বতীত অন্য কেহ পরমেশ্বর নাই। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া চল আমরা কমলাকের দেশে গমন করি।" সরতক্ উত্তর করিল,—"যদি আপনি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরের দেশে গমন করিবেন, তাহাহইলে সঙ্গে কতকগুলি সৈন্য লইয়া চলুন। চারিদিকে এই যে সমুদয় বৃক্ষ দেখিতেছেন, ইহারা প্রকৃত বৃক্ষ নহে, ইহারা মনুষ্য, আহম্মদের যাদুবলে ইহাদের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া, হাতেম একটী পাত্রে কিঞ্চিত জল লইয়া তাহা মন্ত্রপূতঃ করিলেন। জল পাত্রটী সরতকের হস্তে দিয়া বৃক্ষদিগের উপর সেই জল সিঞ্চন করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। জলস্পর্শে সেই সমুদয় বৃক্ষ পুনরায় মনুষ্যের আকার ধারণ করিল। মানবাকার প্রাপ্ত হইয়া তাহারা হাতেমকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ করিতে লাগিল। হাতেম তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কমলাকের দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে এক স্থানে হাতেমের সৈন্যগণ বৃহৎ একটী সরোবর দেখিতে পাইল। পিপাসায় তাহারা কাতর ছিল, তাহারা সরোবরের জল পান করিল, কিন্তু আহম্মদ ইহার জল মন্ত্রপূত করিয়া রাখিয়াছিল, জল পান করিবা মাত্র সকলের উদর স্ফীত হইয়া তাহা হইতে জল নির্গত হইতে লাগিল। সৈন্যগণের বিপদ দেখিয়া

হাতেম চিন্তিত হইলেন এবং সে দিন সে স্থানে বিশ্রাম করিলেন। পর দিন সৈন্যগণের দেহ আরও স্ফীত হইয়া তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইল, হাতেম তখন বুঝিতে পারিলেন যে, যাদুকর মন্ত্রবলে এই জল বিষাক্ত করিয়াছে। অতএব মন্ত্রবলে সেনাগণের পীড়া দূর করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া হাতেম একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া সেনাগণের দেহে ফুৎকার করিলেন। প্রথম ফুৎকারে তাহাদের দেহের স্ফীততা দূর হইল, দ্বিতীয় ফুৎকারে তাহাদের শরীর হইতে নীল জল নির্গত হইতে লাগিল; তৃতীয় ফুৎকারে তাহাদের সমুদয় রোগ দূর হইল। তাহার পর হাতেম মন্ত্রবলে সেই সরোবরের জলকেও বিশুদ্ধ করিলেন। তখন সকলে সেই জলে স্নান করিয়া এবং সেই জল পান করিয়া স্নিগ্ধ হইল।

এদিকে আহম্মদ কমলাক্ যাদুকরের গৃহে গমন করিয়া হাতেমের সমুদয় বিবরণ তাহাকে প্রদান করিল। কমলাক্ তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল—"তোমার কোন ভয় নাই! সেই দুষ্ট হাতেমকে এখনি আমি সমুচিত দণ্ড প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সে আপনার পর্ব্বতে ফুৎকার প্রদান করিল, তৎক্ষণাৎ পর্ব্বত অগ্নিময় হইয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

হাতেম সসৈন্যে ক্রমে কমলাক্ পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন, হাতেমের সঙ্গীগণ বলিল, "মহাশয়! ঐ কমলাকের পর্ব্বত, মায়াবলে উহা অগ্নিময় হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া হাতেম নিজের মন্ত্র জপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঈশ্বরদত্ত মন্ত্রবলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তখন কমলাক পুনরায় মায়াবলে আপনার পর্ব্বতের চারিদিকে প্রবল স্রোতস্বতী নদীর সৃষ্টি করিল, নদীর প্রবল স্রোত উথলিয়া হাতেম ও তাঁহার সৈন্যদিগকে জলনিমগ্ন করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল, হাতেম ঈশ্বর-দত্ত মন্ত্র পাঠ করিলেন, তৎক্ষণাৎ নদী শুষ্ক হইয়া গেল। তখন কমলাক্ মায়াবলে হাতেম ও তাঁহার সৈন্যের উপর মুষলধারে প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল। হাতেম মন্ত্র পাঠ করিয়া, কিয়দংশ ভূমির চারিদিকে গণ্ডী দিয়া, তাহার ভিতর সসৈন্যে বসিয়া রহিলেন। গণ্ডীর ভিতর কমলাকের প্রস্তর পতিত হইল না। কিন্তু আর চারিদিকে প্রস্তরবৃষ্টি হইয়া বৃহৎ একটী পর্ব্বতের

সৃষ্টি হইল, তাহাতে কমলাকের পর্ব্বত অদৃশ্য হইল। হাতেম পুনরায় মন্ত্রবলে সেই প্রস্তররাশি দূর করিলেন, কিন্তু তথাপি কমলাকের পর্ব্বত নয়ন গোচর হইল না। তখন হাতেমের সঙ্গীগণ বলিল যে,—"মহাশয়! কমলাক মায়াবলে আপনার পর্ব্বত লুক্কাইত করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া হাতেম সেই স্থানে বসিয়া পুনরায় মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, তিন দিন পরে কমলাকের পর্ব্বত সকলের নয়ন গোচর হইল। হাতেম তখন সেই পর্ব্বতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কমলাক ও আহম্মদ তখন ভীত হইয়া আকাশে একটী মায়াদুর্গ সৃজন করিয়া তথায় প্রস্থান করিল। হাতেম কমলাক পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, যাদুকরদ্বয় পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু কমলাকের নগরের শোভা দেখিয়া হাতেম বিস্মিত হইলেন, সুন্দর সুন্দর রাজভবন, বড় বড় অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, নির্ম্মল সলিলপূর্ণ সরোবর এইরূপ নানা সজ্জায় নগরটি পরিশোভিত আছে। মণিমুক্তা বহুমূল্য পরিচ্ছদ ফল মূল আহারীয় সামগ্রী, নানারূপ দ্রব্য দ্বারা দোকানগুলি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু নগরে এখন একটী প্রাণীও ছিল না। যাদুকরদিগের সহিত সকলেই সেই আকাশ দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে। দোকানসমূহে নানারূপ সুখাদ্য দেখিয়া হাতেমের সৈন্যগণ তাহা ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইল। হাতেম তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "এই সমুদয় দ্রব্য যাদুকরগণ মায়াদ্বারা বিষাক্ত করিয়া থাকিবে, অতএব একটু তোমরা অপেক্ষা কর, এই কথা বলিয়া হাতেম মন্ত্রবলে সেই সমুদয় দ্রব্য পরিশুদ্ধ করিলেন, তখন তাঁহার সৈন্যগণ, তাহা খাইয়া পরিতৃপ্ত হইল।

হাতেম তাহার পর সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যাদুকরদিগের আকাশস্থিত সে দুর্গ কোথায়?" সঙ্গীগণ উত্তর করিল,—"অনেক উচ্চে আকাশে ঐ যে গুম্বজের ন্যায় দেখা যাইতেছে, উহাই তাহাদিগের মায়া দুর্গ।" হাতেম তখন সেই স্থানে উপবেশন করিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া সেই মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সেই মন্ত্রবলে কিছুক্ষণ পরে আকাশস্থিত সেই মায়াদুর্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সেই পতনে যাদুকরদিগের সমুদয় সৈন্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দুর্গ পতিত হইলে, কমলাক ও আহম্মদ পলায়ন

করিতে উদ্যত হইলেন। হাতেম তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিন্তু তাহারাও উচ্চ দেশ হইতে পতিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল। হাতেম তখন সরতককে বলিলেন,—"আহম্মদ যাদুকরের রাজ্য তোমাকে প্রদান করিতে আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আহম্মদ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তাহার সিংহাসন আরোহণ করিয়া তুমি রাজত্ব কর। সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিয়া রাজ্য শাসন করিবে। কখন কাহারও প্রতি অত্যাচার করিবে না। অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাগণকে পালন করিবে।" এইরূপ নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া হাতেম সরতককে আহম্মদের সাম্রাজ্য প্রদান করিলেন। তাহার পর পুনরায় তিনি আহম্মদ রাজার কন্যার অনুসন্ধানে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বহুদিন পথ পর্য্যটন করিয়া হাতেম পুনরায় সেই বৃক্ষ তলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে, সে রক্তময়ী-নদী নাই, আর বৃক্ষে লম্বমান মূর্ত্তি নাই হাতেম চারিদিকে পরীদিগের অনুসন্ধান [illegible]রিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া আমি [illegible] এই বৃহ[illegible]টিক নির্ম্মিত অট্টালিকা তাঁহার নয়নগোচর হইল অট্টালিকার দ্বারে গিয়া হাতেম দেখিলেন বৃক্ষে যে সমুদয় পরীদিগের মুণ্ড ঝুলিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন পরী প্রহরিণী স্বরূপ দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। তাহাদের কর্ত্রীঠাকুরাণীর নিকট হাতেম আপনার আগমন বার্ত্তা জানাইতে বলিলেন। পরী বাটীর ভিতর গিয়া রাজকন্যাকে হাতেমের আগমন বার্ত্তা জানাইল। রাজকন্যা বলিলেন,—"সে ব্যক্তি এত দিন কোথায় ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।" প্রহরিণী আসিয়া হাতেমকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল। হাতেম উত্তর করিলেন—"তোমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণীর রূপে আমি নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, এমন কি তাহাকে লাভ করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে পিতা আহম্মদ বাদসাহ তাহাকে মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই মায়াজাল হইতে রাজকুমারীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি গমন করিয়াছিলাম। আহম্মদের দুষ্কর্ম্মের দণ্ড আমি করিয়াছি, সে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিলে সকল পরিশ্রমের সার্থকতা হয়। তাঁহাকে।

লাভ করিবার নিমিত্ত আমি নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াছি।"

পরী রাজকুমারীর নিকট পুনরায় হাতেমের সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, রাজকুমারী বিলাপ করিতে লাগিল। পরীগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, "হে রাজকন্যা! বৃথা খেদ করিবেন না? আপনার তিনি পিতা বটেন, কিন্তু তিনি বড়ই কদাচারী ছিলেন। কিছু কাল পরে, রাজকন্যা হাতেমকে ভিতর বাটীতে আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিল। হাতেম সে স্থানে আগমন করিলে, অনেক সমাদর করিয়া সকলে তাঁহাকে রত্ন সিংহাসনে বসাইল। তিনি রাজকন্যার রূপে কিরূপ মোহিত হইয়াছেন, ও তাহার প্রেমে কিরূপ আশক্ত হইয়াছেন, ও তাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি কিরূপকষ্ট ভোগ করিয়াছেন, সেই সমুদয় বিবরণ হাতেম রাজকন্যাকে প্রদান করিলেন। হাতেম যে এক রাজার পুত্র সেই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, আহম্মদ-কন্যা তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। পরীগণ বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিল। সকলে নৃত্য গীত ও আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতে লাগিল। যথা সময়ে, দেশ-প্রথানুসারে হাতেমের সহিত আহম্মদ কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।—চতুর্থ প্রশ্ন পূরণ।

হাতেম, কিছু দিন পরম সুখে রাজকন্যার সহিত যাপন করিলেন। অবশেষে সহসা একদিন মুনিরশামীর কথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল। মুনিরশামীর কথা স্মরণ করিয়া বিষণ্ণ বদনে হাতেম মৌন হইয়া রহিলেন, তাহাতে রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রাণ নাথ! আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?" হাতেম উত্তর করিলেন, —"তোমার কোন অপরাধ নাই।" এই বলিয়া মুনিরশামীর ও হুসন বানুর সমুদয় পরিচয় তিনি তাহাকে প্রদান করিলেন। তাহার পর হাতেম পুনরায় বলিলেন,—"মুনিরশামীর উপকারের নিমিত্ত হুসনবানুর সাত সমস্যাপূরণ করিতে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর আনিতে আমি বাহির হইয়াছি, কিন্তু তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া আমি সে কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমাকে এক্ষণে কোরম্ নগরে যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া রাজকন্যা জিজ্ঞাসা

, আমি তবে এক্ষণে কোথায় থাকিব। এত দিন পিতা জীবিত ছিলেন, তিনি আমায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এক্ষণে পিতা নাই কে আমায় রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"আরব দেশে তুমি আমার পিতার নিকট গমন কর।" এই কথা বলিয়া হাতেম আপনার পিতা তয় রাজাকে এক পত্র লিখিলেন যে, "এই রাজ কন্যাকে আমি বিবাহ করিয়াছি, পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করিয়া, আপনি ইহার রক্ষণা-বেক্ষণ করিবেন।" এইরূপে আহম্মদের কন্যাকে স্বদেশে প্রেরণ করিয়া, হাতেম হুসনবানুর চতুর্থ প্রশ্ন পূরণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় পথ-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বহুদিন পর্য্যন্ত পথ ভ্রমণ করিয়া, হাতেম এক দিন এক নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া, লোকদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যবাদী সদাই সুখী" এ কথা কে বলিতেছে? তাহার সন্ধান তোমরা আমাকে দিতে পার?" লোক-গণ উত্তর করিল, "এস্থান হইতে কিছু দূরে কোরম্ নামক এক নগর আছে। সে স্থানে আপনার দ্বারে এক বৃদ্ধ ঐ কথাগুলি লিখিয়া রাখিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া হাতেম কোরম অভিমুখে যাত্রা করিলেন, যথাসময়ে সেস্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, বৃহৎ একটী অট্টালিকার দ্বারে এই কথা গুলি লেখা আছে যে, "সত্যবাদীর কখন বিপদ ঘটে না।" হাতেম দ্বারে দাঁড়াইয়া দ্বারবান দ্বারা, আপনার আগমন সংবাদ গৃহস্বামীকে প্রদান করিলেন। গৃহস্বামীর আদেশে দ্বারবান আসিয়া হাতেমকে বাটীর ভিতর লইয়া গেল। বাটীর ভিতর গিয়া হাতেম দেখিলেন, যে, উত্তম আসনে এক যুবক বসিয়া আছেন, দেখিতে তিনি যুবক বটেন, কিন্তু তাঁহার বয়ঃক্রম অনেক হইয়াছে। তিনিই গৃহস্বামী, হাতেমকে অতি সমাদর করিয়া তিনি অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর নানা-রূপ সুখাদ্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। দুই চারি দিন পরে, হাতেমের পথশ্রান্তি দূর হইলে, হাতেমকে বৃদ্ধ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞা-সা করিলেন। হাতেম নিজের পরিচয় ও হুসনবানুরও মুনিরশামীর বিবরণ প্রদান করিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করি-লেন। "আপনি আপনার দ্বারে ঐ কথাগুলি কেন লিখিয়া রাখিয়াছেন? বৃদ্ধ আপনার পরিচয় এইরূপে প্রদান করিলেন।

যৌবনকালে আমি অতিশয় দ্যূত-ক্রীড়াশক্ত ছিলাম, জুয়া খেলিয়া পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিতাম। এক দিন সম্পূর্ণভাবে, অর্থশূন্য হইয়া চুরি করিতে আমি মানস করিলাম। এই রূপ মানস করিয়া রাত্রিকালে রজ্জুর সহায়তায় রাজভবনের উপর উঠিলাম। রাজকন্যার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে, এক হীরার হার চুরি করিলাম। চুরি করিয়া, স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি, এমন সময় এক প্রান্তরমধ্যে কতকগুলি চোরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি যে দ্যূতাশক্ত ও চোর সে কথা কিছুমাত্র গোপন না করিয়া, সত্য সত্য আপনার সমুদয় পরিচয় তাহাদিগকে প্রদান করিলাম। চোরগণ আমার নিকট হইতে সেই হীরক নির্ম্মিত হার কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিল। এমন সময় হঠাৎ সেই স্থানে যমের ন্যায় এক পুরুষের আবির্ভাব হইল। সেই পুরুষ এক বিকট ভয়াবহ শব্দ করিল। সেই শব্দে ভীত হইয়া চোরগণ আপনাদের অপহৃত ধন ফেলিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। তখন সেই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া, আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, আমার সমুদয় সত্য পরিচয় আমি তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তখন সে ব্যক্তি আমাকে বলিল,—"তুমি সত্য বাদী, সত্য বচনের পুরস্কার স্বরূপ চোরদিগের এই সমুদয় ধন আমি তোমাকে প্রদান করিলাম।" এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল, সেই সমুদয় ধন লইয়া, আমি আমার গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। সে স্থানে আসিয়া বৃহৎ একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলাম। তাহা দেখিয়া প্রতিবেশীগণ নগরপালকে সংবাদ দিল যে, "এই ব্যক্তি দরিদ্র ছিল, চৌর্য্য বৃত্তি করিয়া অথবা কোনরূপ কুকর্ম্ম করিয়া, সহসা ধনবান হইয়াছে।" নগরপাল আমাকে ডাকিয়া ধন লাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকেও আমি সমুদয় সত্য বিবরণ প্রদান করিলাম। নগরপাল আমাকে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজাকেও আমি সমুদয় সত্য কথা বলিলাম, রাজা আমার সত্যপরায়ণতার অনেক প্রশংসা করিয়া আমাকে আরও অনেক ধন দিয়া বিদায় করিলেন, সেই সমুদয় ধনে ধনবান হইয়া আমি পরম সুখে কাল যাপন করিতেছি। যাহার ভয়ে চোরগণ পলায়ন করিয়াছিল, সে

আমাকে বলিয়াছিল যে, "তুমি সাত শত বৎসর জীবিত থাকিবে।" এক্ষণে আমার বয়ঃক্রম একশত বৎসর হইয়াছে। আরও ছয় শত বৎসর আমি জীবিত থাকিব। কেবল এক সত্য কথার গুণে নানা রূপ বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আমি পরম সুখে কাল যাপন করিতেছি। যাহাতে লোকে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সর্ব্বদা সত্যকথা বলে, সেই জন্য আমি আমার দ্বারে এই কথাগুলি লিখিয়া রাখিয়াছি।

বৃদ্ধের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া হাতেম মনে করিলেন যে, হোসেনবানুর চতুর্থ সমস্যা পূরণ হইল; অতএব আমি এক্ষণে শাহাবাদ প্রত্যাগমন করি। এইরূপ মনে করিয়া বৃদ্ধের নিকট বিদায় হইয়া, হাতেম পুনরায় পথ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। এক সপ্তাহ পথভ্রমণ করিয়া আহম্মদ রাজকন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত, হাতেমের মন নিতান্ত কাতর হইল। সে জন্য প্রথম শাহাবাদে গমন না করিয়া, তিনি স্বদেশে ইমন্ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে স্বদেশে উপস্থিত হইয়া চারিদিক [illegible]ন পথ শ্রান্তি দূর করিতে লাগি[illegible]শীতল সরোবরের [illegible] আমি [illegible] এই বৃ[illegible]টিক নির্ম্মি[illegible]ণ। সরোবর তীরে এক বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষে এক পক্ষি ও এক পক্ষিণী বাস করিত। পক্ষিণী বলিল, "হে স্বামিন্! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাইবে। পক্ষি উত্তর করিল, "আমাকে নিষেধ করিও না, পরোপকারে ব্রতী হইয়া কিছু দিনের নিমিত্ত আমি বিদেশ গমন করিব, পরোপকার তুল্য ধর্ম্ম নাই। পক্ষিণী বলিল আমাকে একেলা ফেলিয়া কোনস্থানে আপনার গমন করা উচিত নহে।" পক্ষি উত্তর করিল, তুমি স্ত্রীজাতি তোমাদিগকে বিশ্বাস নাই, তোমার নিমিত্ত আমি পরোপকার ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি না; স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তোমার নিকট একটী গল্প করি, তাহা শ্রবণ কর।

এক রাজা এক দিন মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, মৃগের অনুসন্ধানে সঙ্গীগণ হইতে বিচ্যুত হইয়া একাকী তিনি বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। পিপাসায় কাতর হইয়া রাজা জল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছু দূরে এক সুশীতল জলপূর্ণ সরোবর দেখিয়া, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, রাজা জল পান করিতে যাইলেন। অঞ্জলী করিয়া মুখে জল তুলিলেন, এমন সময় তাঁহার হাতে এক লৌহ শৃঙ্খল লাগিয়া

গেল, রাজা শৃঙ্খল ধরিয়া টানিলেন, জল হইতে একটী লৌহ নির্ম্মিত সিন্দুক উঠিল। তাহাতে তালা বন্ধ ছিল, কিন্তু চাবি সিন্দুকের এক পার্শ্বে ছিল, সিন্দুক খুলিয়া রাজা দেখিলেন যে, তাহার ভিতর এক পরম রূপবতী কামিনী রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া রাজা পুনরায় সিন্দুক বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু যুবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আপনি আমাকে বন্ধ করিবেন না, আমি আপনার প্রণয়াকাঙ্খিনী।" এই কথা শুনিয়া রাজা তাহার সহিত আমোদ আহ্লাদে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা সেই যুবতীকে বলিলেন—"আমি এক্ষণে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করি; চিহ্ন-স্বরূপ তোমাকে এই অঙ্গুরীয়টী দিয়া যাই, আমার লোক জন আসিয়া পরে তোমাকে লইয়া যাইবে।" এই কথা শুনিয়া কামিনী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল,—"সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। আমি এক বণিকের পত্নী,—আমার স্বামী বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছেন। পাছে আমি কোন কুকার্য্য করি, সে জন্য সিন্দুকের ভিতর বন্ধ করিয়া আমাকে জলমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তথাপি প্রতিদিন আমার এক একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহার চিহ্নস্বরূপ এই দেখুন আমার নিকট এক সহস্র অঙ্গুরীয় রহিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া রাজা পুনরায় সেই কামিনীকে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া সেই সিন্দুক পূর্ব্ববৎ জলমধ্যে রাখিয়া আপনার গৃহে প্রস্থান করিলেন।

পক্ষি এই গল্প করিয়া পক্ষিণীকে বলিল,—"দেখ, তোমার জন্য ধর্ম্মকর্ম্ম হইতে আমি পরাঙ্মুখ হইতে পারি না। পক্ষির এই গল্প শুনিয়া হাতেমের জ্ঞান হইল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া হাতেম মনে মনে বলিলেন,—"হে ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ, পক্ষির মুখে তুমি আমাকে উপদেশ প্রদান করিলে।" মুনিরশামীর কার্য্যে তাচ্ছল্য করিয়া স্ত্রীর সহিত আমোদ করিবার নিমিত্ত, আমি গৃহে গমন করিতেছিলাম, তাহা করিলে আমি ঘোর পাপে লিপ্ত হইতাম। এইরূপ চিন্তা করিয়া হাতেম স্বগৃহে আর গমন করিলেন না। কোন স্বদেশবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পিতা ও পরিবারবর্গের কুশলবার্ত্তা অবগত হইয়া, তিনি পুনরায় সাহাবাদ অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি মুনির

শামী ও হসন্‌বানুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাহাদিগকে চতুর্থ সমস্যা পূরণ সম্বন্ধে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সেই সমুদয় বিবরণ প্রদান করিলেন। কিছুদিন শাহাবাদে বিশ্রাম করিয়া হাতেমের ক্লান্তি দূর হইলে, তিনি হসন্‌বানুর পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর আনিতে পুনরায় বাহির হইলেন। সে পঞ্চমপ্রশ্ন এই,— "কোহনদা নামক এক পর্ব্বত আছে। সে পর্ব্বত মানুষের মত কথা কহিতে পারে। সে পর্ব্বত মানুষের নাম ধরিয়া আহ্বান করে।" সেই পর্ব্বতের বৃত্তান্ত আনয়ন করিবার নিমিত্ত হাতেম এইবার ব্রতী হইলেন।

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত।

আরায়েশ মাহফিল
বা
হাতেম-তাই।

চতুর্থ ভাগ।

পঞ্চম প্রশ্ন।

প্রথম অধ্যায়।—শব্দকারী পর্ব্বত।

কোহনদা বা শব্দকারী পর্ব্বতের সন্ধান আনিবার নিমিত্ত হাতেম শাহাবাদ হইতে বহির্গত হইলেন। পশ্চিমাভিমুখে ক্রমাগত যাইতে লাগিলেন, কোহনদা কোন দিকে লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই উপহাস করে, কেহই সন্ধান বলিতে পারে না। ক্রমে গ্রাম, নগর, বন, উপবন, নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া হাতেম এক দিন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে দেখিলেন যে, একটী উদ্যানে এক শবকে ঘিরিয়া অনেকগুলি লোক বসিয়া আছে। হাতেমকে দেখিয়া তাহারা অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিল, এবং বলিল যে, "মহাশয়! বড় ভাল হইয়াছে যে আপনি আসিয়াছেন।" হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শবকে লইয়া তোমরা বসিয়া আছ কেন?" তাহারা উত্তর করিল, "আমাদের দেশের রীতি এই যে কাহারও মৃত্যু হইলে, কোন বিদেশী লোককে আহার দানে পরিতুষ্ট করিতে হয়। সে জন্য যতক্ষণ না কোন বিদেশী লোকের আগমন হয়, ততক্ষণ আমরা অনশনে বসিয়া থাকি, শবের সংকার করি না। আজ সাত দিন বিদেশীয় লোকের প্রতীক্ষায় অনশনে আমরা বসিয়া

আছি; আজ বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।” হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—“যদি অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন বিদেশীর আগমন না হয়, তাহা হইলে তোমরা কি কর?” তাহারা উত্তর করিল,—“পনর দিন পরে শব হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইলে, তাহাকে আমরা ভূমিসাৎ করি। তাহার পর এক মাস আমাদিগকে রোজা রাখিতে হয়। কিন্তু ইহার ভিতর যদি আর এক জনের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে এক বৎসর কাল আমাদিগকে এই রূপ দুঃখে কাটাইতে হয়।” এই বলিয়া তাহারা শবের সৎকার করিল। তাহার পর হাতেমকে পান ভোজনে পরিতুষ্ট করিয়া,—আপনারা পান ভোজন করিল। সে রাত্রি হাতেম গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে যাপন করিলেন, এবং প্রসঙ্গ ক্রমে সেই ব্যক্তিকে কোহনদার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ব্যক্তি উত্তর করিল,—“আমি শুনিয়াছি পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে সেই শঙ্ক-গিরি আছে।”

সেই স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদূর ভ্রমণ করিয়া এক দিন তিনি এক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রি যাপনের নিমিত্ত এক জনের বাটীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। নানা রূপ সুখাদ্য, হাতেমের সম্মুখে রাখিয়া সে ব্যক্তি বলিল,—“মহাশয় এই থালা খানিতে যে মাংস আপনাকে দিয়াছি তাহা অতি উপদেয়, এরূপ মাংস বোধহয় আপনি কখন ভক্ষণ করেন নাই।” হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ কি মাংস?” সে ব্যক্তি উত্তর করিল,—“ইহা নর মাংস, আমাদের দেশের রীতি এই যে, কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে তাহাকে বধ করিয়া তাহার মাংস অধিকাংশ প্রতিবেশীদিগের মধ্যে বণ্টন করি। অবশিষ্ট আমরা নিজেই আহার করি, এ অতি উপাদেয় মাংস।” এই কথা শুনিয়া হাতেম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সে স্থানে আর জলগ্রহণ করিলেন না। পুনরায় কত পথ চলিয়া বহুদিন পরে তিনি আর এক দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে এক শ্মশান ক্ষেত্রে গিয়া দেখিলেন যে এক পুরুষ শবের সহিত এক জীবন্ত নারীকে লোকে দগ্ধ করিতেছে। তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া হাতেম জানিলেন যে, কোন স্ত্রীর পতি বিয়োগ হইলে, এদেশের লোক তাহার পত্নীকে সেই শবের সহিত দগ্ধ করে। লোকা-

তুরা কামিনী, শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া যদি একবার বলিয়া ফেলে যে, আমি পতির সঙ্গে যাইব, তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা নাই। এই দেশের অসভ্য নৃশংস অধিবাসীগণ তাহাকে বলপূর্ব্বক সেই চিতায় দগ্ধ করে। এইরূপে পিতা দুহিতাকে, ভ্রাই ভগিনীকে, পুত্র মাতাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া বিনাশ করে। হাতেম শুনিলেন, এই দেশের নাম হিন্দুস্থান। এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া হাতেম ঘোরতর দুঃখিত হইলেন। নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাতেম একজনের বাটীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে ব্যক্তি মিষ্টান্ন ও দুগ্ধ প্রদান করিয়া হাতেমকে পরিতোষ করিল, ও কিছু দিনের নিমিত্ত অতিথি হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল। হাতেম বলিলেন,—"তোমাদের দেশে যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার আমি দেখিলাম, তাহাতে এদেশে বাস করিতে আমার ইচ্ছা হয় না।" সে ব্যক্তি উত্তর করিল,—"যে নারী বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত স্বামীর অনুগমন করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকেই আমরা দগ্ধ করি, বলপূর্ব্বক আমরা কাহাকেও দাহ করি না।" যাহা হউক, হাতেম কিছু দিন সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন, এই সময়ে গ্রামের এক জন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইল, তাহার চারি স্ত্রী, তিন কন্যা ও সাত পুত্র ছিল। স্ত্রীগণ সহমৃত হইবার অভিলাষ করিল, নগরবাসীগণের সহিত হাতেম শ্মশানক্ষেত্রে সতীদাহ দেখিতে যাইলেন। নারীগণকে তিনি অনেক বুঝাইলেন। নারীগণ উত্তর করিল,—"পতিবিহনে আমাদের শরীর মৃতপ্রায় হইয়াছে। সেই মৃতদেহ লইয়া সংসারে থাকিতে আমরা ইচ্ছা করি না।" এই বলিয়া তাহারা চিতারোহন করিল। ভারতবর্ষের রমণীগণের সতীত্বের প্রশংসা করিতে করিতে হাতেম সে দেশ হইতে প্রস্থান করিলেন।

হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদূর গিয়া একদিন অন্য এক দেশে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে দেখিলেন, যে এক নারীর শব লইয়া অনেকগুলি লোক দণ্ডায়মান আছে, সেই শবের সহিত এক যুবা পুরুষকে ভূমিসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই যুবা ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়াছে। হাতেম নিকটে গিয়া, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগণ উত্তর করিল,—"আমাদের দেশের রীতিই এই যে, আগে স্বামীর মৃত্যু হইলে, স্ত্রীকে তাহার

সহিত কবরে যাইতে হয় ও আগে স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পুরুষকে তাহার সঙ্গে যাইতে হয়। এই নিষ্ঠুর আচারের কথা শুনিয়া হাতেম সেই গ্রামের প্রধানের নিকট গমন করিলেন, এবং তাহাকে বলিলেন,—যে "মহাশয়! আপনাদের দেশে এ কিরূপ রীতি যে মৃত মানুষের সহিত জীবিত মানুষকে আপনারা পুঁতিয়া ফেলেন। প্রধান উত্তর করিলেন,—"চিরকাল আমাদের দেশের এই প্রকার রীতি প্রচলিত আছে। যে যুবকের আজ কবর হইবে সে বিদেশী। যখন প্রথম আমাদের দেশে আসিয়া সে এই স্থানের এক কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তখন এ-দেশের রীতির কথা তাহাকে আমরা বুঝাইয়া বলিয়া ছিলাম। তখন সে আমাদের কথায় সম্মত হইয়াছিল, তাহার পর স্ত্রী লইয়া এতদিন আমোদ প্রমোদ করিল, এখন তাহার সঙ্গে না গমন করিলে চলিবে কেন? তাহার জন্য আমরা দেশের চির প্রচলিত আচার পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই।" হতাশ হইয়া হাতেম পুনরায় সেই যুবকের নিকট গমন করিলেন, এবং চুপি চুপি তাহাকে বলিলেন,—"কবরে যাইতে তুমি সম্মত হও, কিন্তু লোকদিগকে সামান্য একটু ছিদ্র রাখিতে বলিবে, সেই পথে তুমি নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সমাধা করিবে, তাহার পর আমি তোমাকে উত্তোলন করিব।" যুবক তাহাই করিল, তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে গোর দিয়া লোকগণ তিন দিন সেই স্থানে বসিয়া রহিল। তাহারা চলিয়া গেলে, হাতেম আসিয়া সেই যুবককে উচ্চৈস্বরে ডাকিলেন; কিন্তু প্রথম কোন উত্তর পাইলেন না। যুবক মরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া হাতেম চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সেই গোরের ভিতর হইতে অতিক্ষীণস্বরে যুবক উত্তর প্রদান করিল। হাতেম তাহাকে তখন কবর হইতে তুলিলেন। তাহার পর অন্যগ্রামে লইয়া গিয়া যুবককে আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্য প্রদান করিলেন, তৎপরে নানারূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—শঙ্কাগিরি।

পুনরায় কোহনদা পর্ব্বতের সন্ধানে হাতেম পথ চলিতে লাগিলেন. বহুদিন পথ ভ্রমণ করিয়া একদিন একস্থানে উপস্থিত হইয়া দুইটী পথ

পাইলেন। কোন্‌পথে যাইবেন এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন হস্তী, ভল্লুক, গণ্ডার, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণ পলায়ন করিতেছে। কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে মনে করিয়া হাতেম একটী গাছের উপর উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক ভয়ঙ্কর জীব আসিয়া সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। হাতেমকে বৃক্ষের উপর দেখিয়া সেই জীব লাঙ্গুল মস্তকে উত্তোলন করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার পর তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত সে এক লম্ফ প্রদান করিল। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তরবারি আঘাতে হাতেম তাহার হস্ত ও পদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যাতনায় ও ক্রোধে অস্থির হইয়া সেই জীব দ্বিগুণ উচ্চ হইয়া আর একটী লাফ মারিল। হাতেম পুনরায় তরবারি দ্বারা তাহাকে সবলে আঘাত করিলেন। জীব ভূমিতে পড়িয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার মল মূত্র বৃক্ষে লাগিয়া বৃক্ষ জ্বলিতে লাগিল। হাতেম তখন বৃক্ষ হইতে নীচে নামিয়া সেই জন্তুর লাঙ্গুল ও কর্ণ কাটিয়া লইলেন ও সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নগর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দূরে একটী বৃহৎ নগর তিনি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু নগরে প্রবেশ করিয়া জন মানবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। অবশেষে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী বৃহৎ বাটীতে পাঁচজন মানুষকে তিনি দেখিতে পাইলেন। হাতেম সেই বাটীতে প্রবেশ করিয়া প্রথম আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। তাহার পর নগর এরূপ জনশূন্য ও শ্রী-ভ্রষ্ট কেন হইয়াছে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই লোকদিগের মধ্যে একজন উত্তর করিলেন,— আমি এ দেশের রাজা, আর ইহারা আমার পরিবারবর্গ। কিছুদিন হইল আমার এই নগরে এক ভয়াবহ জীবের উপদ্রব হইয়াছে। সেই জীব নগরের অনেক অধিবাসীদিগকে খাইয়া ফেলিয়াছে। অবশিষ্ট লোকেরা ঘর দ্বার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই সুদূর দুর্গমধ্যে বাস করিতেছি, সেজন্য কেবল আমরা এই কয়জন জীবিত আছি। এই কথা শুনিয়া হাতেম রাজাকে বলিলেন,—"মহাশয়! আর আপনার কোন ভয় নাই। আমি সেই জীবকে বিনাশ করিয়াছি।" এই কথা বলিয়া হাতেম তাঁহাকে সেই জীবের লাঙ্গুল ও কর্ণ দেখাইলেন। রাজা ঘোরতর আনন্দিত হইয়া হাতেমকে

অনেক ধন্যবাদ করিলেন। তাহার পর জীবের মৃত্যু সমাচার চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন। নগরের লোক পুনরায় আপনাপন গৃহে প্রত্যাগমন করিল। কিছু দিন এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া হাতেম সেই দেশের রাজাকে বলিলেন—"মহাশয়! আমি কোহনদা পর্ব্বতের তত্ত্ব আনয়ন করিতে গমন করিতেছি। আপনি তাহার কোন সন্ধান আমাকে বলিতে পারেন?" রাজা উত্তর করিলেন,—"কোহনদা পর্ব্বত এদিকে নহে। পথ ভুলিয়া তুমি এদিকে আসিয়াছ। যাহা হউক, আমি তোমার সঙ্গে এক জন লোক দিতেছি। সে তোমাকে কোহনদা পর্ব্বতের পথ দেখাইয়া দিতে পারিবে।" রাজার লোকের সহিত হাতেম পুনরায় পথ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদূর গিয়া এক স্থানে তিনি দুইটী পথ দেখিতে পাইলেন। এই স্থানে রাজার লোককে বিদায় দিয়া হাতেম দক্ষিণ দিকের পথ অবলম্বন করিলেন।

বহুপথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে হাতেম কোহনদা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া অনেক লোকের সহিত তাঁহার সদ্ভাব জন্মিল। একদিন সে গ্রামের লোক দিগকে তিনি কোহনদা পর্ব্বতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর করিল,—"দূরে ঐ যে পর্ব্বত দেখা যাইতেছে, উহাকে কোহনদা পর্ব্বত বলে। ঐ পর্ব্বতে কি আছে তাহা আমরা জানি না। মাঝে মাঝে ঐ পর্ব্বত হইতে এক শব্দ হয়, সেই শব্দে আমাদের নগরের কোন লোককে নাম ধরিয়া আহ্বান করে। ডাক শুনিবামাত্র সে লোক দ্রুতবেগে ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করে। কিছুতেই সে না গিয়া থাকিতে পারে না। তাহার পর তাহার কি হয়, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ সে লোক আর কখন প্রত্যাগমন করে না।"

এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া হাতেম ঘোরতর বিস্মিত হইলেন। একদিন পাঁচজনের মাঝখানে তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় পর্ব্বত হইতে শব্দ আসিল,—"মুস্তাফা! ওহে মুস্তফা! ওহে ভাই মুস্তাফা!" উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনের নাম মুস্তাফা ছিল। পর্ব্বত হইতে তাহার নামে ডাক শুনিবামাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইল, ও দ্রুতবেগে পর্ব্বতাভিমুখে যাইতে লাগিল। কোথায় যাও! বলিয়া হাতেম তাহার হাত ধরিলেন,

কোন উত্তর না করিয়া সে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইল ও পর্ব্বতের দিকে দৌড়িতে লাগিল। তাহার আত্মীয় স্বজন আসিয়া তাহাকে শেষ দেখা দেখিয়া লইল। মুস্তাফা কিন্তু কাহারও সহিত কোন কথা বলিল না। আপনার মনে সে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, ক্রমে সে অদৃশ্য হইয়া পড়িল, তখন তাহার আত্মীয় স্বজনেরা পর্ব্বতের পূজা দিয়া, আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিল, হাতেম মুস্তাফার জন্য খেদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নগরের লোক তাহাকে বলিল,—"চুপ চুপ, কোনরূপ দুঃখ করিও না, নগরের প্রধান একথা শুনিলে তুমি বিপদে পড়িবে।"

আরও তিনমাস কাটিয়া গেল। এই তিন মাসের মধ্যে প্রায় কুড়িজন লোকের নামে পর্ব্বত হইতে ডাক পড়িল। মুস্তাফার ন্যায় পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া তাহারাও অদৃশ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু পর্ব্বতের ভিতর কি আছে, হাতেম তাহার সন্ধান পাইলেন না। এই নগরে এক ব্যক্তির নাম হাতেম ছিল। দুই জনের এক নাম, সেজন্য হাতেমের সহিত তাহার বিশেষরূপ বন্ধুত্ব হইযাছিল। একদিন দুই হাতেম একসঙ্গে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় পর্ব্বত হইতে ডাক পড়িল—"হাতেম! ওহে হাতেম! ওহে ভাই হাতেম!" ডাক শুনিবামাত্র নগরবাসী হাতেম অজ্ঞান পাগলের ন্যায় হইয়া, পর্ব্বতের দিকে ধাবিত হইল। তয়পুত্র হাতেম, তাহাকে ধরিয়া,—"কোথা যাও, কোথা যাও" বলিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না করিয়া হাতেমের হাত ছাড়াইতে সে চেষ্টা করিতে লাগিল। হাতেম কিন্তু তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। বরং সবলে তাহার কটীদেশ ধরিয়া রহিলেন। আছাড়ি পিছাড়ি খাইতে খাইতে তাহার সহিত হাতেম পর্ব্বতের উপরে গিয়া উঠিলেন, সে স্থানে উঠিয়া, তরু লতা শোভিত সুন্দর একটী প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। তাহার মাঝখানে পাঁচ হাত পরিমিত, চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটী পরিষ্কার স্থান ছিল। নগরবাসী হাতেম গিয়া তাহার উপর দাঁড়াইল, ক্রমশঃ তাহার হস্ত পদ শিথিল হইয়া সে ভূমিতে পতিত হইল ও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। তখন সেই স্থানের ভূমি দুই ফাঁক হইয়া তাহার মৃতদেহকে গ্রাস করিল ও পরক্ষণেই ভূমি পূর্ব্বে

যেরূপ ছিল, সেই রূপই জোড়া লাগিয়া গেল।

তৃতীয় অধ্যায়—রক্তগিরি।

হাতেম এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া বারবার ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে ঈশ্বর! তোমাকে ধন্য! তোমার অপার মহিমা! এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার জীবনে কখন দর্শন করি নাই" এইরূপে ঈশ্বরকে বার বার ধন্যবাদ করিয়া হাতেম নগরে প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমস্ত দিন সেই পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া নীচে নামিবার পথ পাইলেন না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হাতেম অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। কিছুদূর গিয়া বৃহৎ একটী নদী তাঁহার সম্মুখে পড়িল। কি করিয়া নদী পার হইবেন, হাতেম তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় সেই স্থানে একখানি নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু নৌকায় মনুষ্য ছিল না। হাতেম নৌকায় আরোহণ করিলেন, নৌকার ভিতর বস্ত্রাচ্ছাদিত খাদ্য ছিল, ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি সে খাদ্য ভোজন করিতে হাতেমের সাহস হইল না। হাতেম মনে মনে ভাবিলেন,—এ খাদ্য নৌকার লোকের হইবে, ইহাতে আমার কোন অধিকার নাই। সেই সময়ে নদীর ভিতর হইতে একটী মুখ বাহির হইয়া হাতেমকে বলিল,—"হাতেম! ঈশ্বর এই খাদ্য তোমার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন, সচ্ছন্দে তুমি ইহা ভক্ষণ কর।" হাতেম আহার করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। নৌকা প্রবলবেগে আপনি চলিতে লাগিল। তিন দিন পরে নৌকা পর পারে গিয়া পৌঁছিল। উপরে উঠিয়া হাতেম পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া এক রক্তময় পর্ব্বত তাঁহার নয়নগোচর হইল, সেই পর্ব্বতের উপর উঠিয়া হাতেম দেখিলেন, যে সেই স্থানের বৃক্ষ লতা সমুদয় রক্তবর্ণ, আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক রুধিরময় নদী তাঁহার নয়নগোচর হইল। কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত হাতেম সেই নদীর অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক মাস পথ চলিয়াও তিনি সে নদীর উৎপত্তি স্থান দেখিতে পাইলেন না। এখন কোথায় যাই,—হাতেম দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় সেই স্থানে একখানি নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইল, সে নৌকায়ও মনুষ্য ছিল

না। হাতেম নৌকায় গিয়া উঠিলেন, নৌকা আপনা-আপনি পর পারে যাইতে লাগিল, পূর্ব্ববৎ এ নৌকাতেও খাদ্য ছিল। হাতেম তাহা খাইয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিলেন। সাত দিন পরে নৌকা অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইল। নৌকা হইতে নামিয়া হাতেম সম্মুখে একটী পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলেন। পর্ব্বতের উপর চমৎকার একটী সরোবর ছিল, জল পান করিবার নিমিত্ত যাই তিনি জল স্পর্শ করিয়াছেন, আর তৎক্ষণাৎ তাহার হাত দুইটী রৌপ্যময় হইয়া অবশ হইয়া গেল।

হাতেম ভাবিলেন, "হে ঈশ্বর! আবার কি বিপদে পড়িলাম। যাহা হউক, তিনি আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ক্রমে সম্মুখে আর একটী উচ্চতর পর্ব্বত দেখিয়া তাহার উপর আরোহণ করিলেন। পর্ব্বতটী হীরা-মাণিক প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরে পরিপূর্ণ ছিল। সে পর্ব্বতেও একটী সরোবর ছিল, সেই সরোবরের জল হাতেম যাই স্পর্শ করিয়াছেন, আর তাঁহার হস্ত স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল, সে জন্য হাতেম বারবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন।

হাতেম পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সম্মুখে আরও একটী উচ্চতর পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন, সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া তিনি দেখিলেন, যে সে স্থানে আরও বহুমূল্য মণি-মাণিক্য পড়িয়া আছে। পূর্ব্বের রত্ন সমুদয় ফেলিয়া হাতেম এই স্থানের রত্ন সংগ্রহ করিলেন, ক্রমে সন্ধ্যা হইল। একটী সরোবর দেখিয়া, তাহার তীরে গিয়া হাতেম বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, সেই সরোবর হইতে দুই জন ভীষণ কৃষ্ণকায় ব্যক্তি বাহির হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া, হাতেম প্রথমে ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন যে, ভয় পলায়ন করা কাপুরুষের কাজ। এইরূপ চিন্তা করিয়া ধনুতে তীর যোজনা করিয়া, হাতেম সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদ্বয়, হাতেমের নিকটে আসিয়া বলিল, "হে হাতেম! তুমি ধার্ম্মিকপুরুষ, এ সমুদয় রত্ন অপহরণ করিতেছ কেন?" হাতেম উত্তর করিলেন; 'কাহারও নিকট হইতে রত্ন অপহরণ করি নাই। এই স্থানে পড়িয়াছিল, কুড়াইয়া লইয়াছি মাত্র।" পুরুষদ্বয় বলিল,—"মনুষ্যের নিমিত্ত ঈশ্বর এ রত্ন সৃষ্টি করেন নাই। তিনি

আমাদিগকে ইহার রক্ষকস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন।” এই কথা শুনিয়া হাতেম তৎক্ষণাৎ সমুদয় মণি-মাণিক্য ফেলিয়া দিলেন। তখন সেই পুরুষ দুই জন হাতেমকে তিনটী বহুমূল্য প্রস্তর প্রদান করিল। তাহার পর হাতেম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেশে প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত আমি পথ অনুসন্ধান করিতেছি, কিন্তু পথ পাইতেছি না।” সেই দুই ব্যক্তি উত্তর করিল,—“তোমার সম্মুখে আরও দুইটী বিপদসঙ্কুল স্থান আছে। একটী স্বর্ণময় পর্ব্বত ও অপরটী অগ্নিময়ী নদী; কিন্তু ঈশ্বর তোমার সহায়, সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে।” এই কথা বলিয়া সেই দুই জন পুরুষ পুনরায় জলমধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ অধ্যায়—অগ্নি নদী।

হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদূর গিয়া তিনি সুবর্ণময় পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন, সেই স্থানের বৃক্ষ লতা পশুপক্ষী সমুদয় সোনার বর্ণ। পর্ব্বতে উঠিয়া, হাতেম স্বর্ণনির্ম্মিত এক অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। সেই অট্টালিকার ভিতর তিনি প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাহার ভিতর একজন মানুষকেও দেখিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ পরে কতকগুলি পরী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগের রূপ দেখিয়া হাতেম বিস্মিত হইলেন, পরীগণ হাতেমের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পানভোজনে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিল। চারি দিন পরে হাতেম সেই স্থান হইতে বিদায় হইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে পর্ব্বত-শ্রেণী পার হইয়া এক বনের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানে এক প্রবল স্রোতস্বতী ও উচ্চতরঙ্গময়ী নদী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। কি করিয়া সেই নদী পার হইবেন, হাতেম ভাবিতেছেন, এমন সময় কোথা হইতে এক নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইল। নৌকায় মানুষ ছিল না। হাতেম নৌকায় গিয়া উঠিলেন, নৌকার ভিতর সুস্বাদু মোহনভোগ ছিল। তাহা খাইয়া হাতেম যাই নদীর জল পান করিতে যাইবেন, আর জলপাত্রটীও তাঁহার সম্মুখের চারিটী দন্ত সুবর্ণময় হইয়া গেল। আট দিন পরে নৌকা তীরে গিয়া লাগিল, নৌকা হইতে উঠিয়া

হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে এক প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সে স্থানের মৃত্তিকা বালুকা ও প্রস্তর অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত ছিল। তাহাতে হাতেমের পদদ্বয় দগ্ধ হইতে লাগিল। অতি কষ্টে হাতেম কিছু দূর অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়াই তিনি ভূমিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। এই বিপদের সময় ভল্লুক-কন্যা-প্রদত্ত মুহরার কথা হাতেমের মনে ছিলনা। ভূমিতে পড়িয়া, হাতেমের শরীর দগ্ধ হইতেছে, এমন সময় রত্ন-পর্ব্বতের রক্ষক সেই দুই জন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতেমকে তুলিয়া শীতল জল দ্বারা তাঁহাকে সেই দুইজন লোক সুস্থ করিল। তাহার পর তাহারা বলিল,—"হে হাতেম! সম্মুখে যে নদী দেখিতেছ এবং যাহার কথা তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, উহাই সেই অগ্নিনদী এবং সেই জন্য এই স্থানের ভূমি এত উত্তপ্ত, কিন্তু তোমাকে আমরা এক গুটিকা প্রদান করিতেছি, যাহার গুণে তুমি নিরাপদে অগ্নিনদী পার হইতে পারিবে। কিন্তু নদীর পরপারে গিয়া এই গুটিকা ফেলিয়া দিবে নতুবা বিপদে পড়িবে।" এই বলিয়া গুটিকা প্রদান করিয়া সেই দুই ব্যক্তি প্রস্থান করিল।

ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া, হাতেম পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিন দিন পরে অগ্নিময়ী নদী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। সমুদ্রের জল তরঙ্গের ন্যায়, তাহা হইতে পর্ব্বত সমান অগ্নি-তরঙ্গ উত্থিত হইতেছিল। সেই অগ্নি-শিখা আকাশকে স্পর্শ করিতেছিল, এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া হাতেমের ভয় হইল। কিন্তু সেই গুটিকার গুণে তাঁহার কোন অনিষ্ট হইল না, কি করিয়া অগ্নি-নদী পার হইবেন, হাতেম তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বের ন্যায় একখানি নৌকা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। হাতেম নৌকায় গিয়া আরোহণ করিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় সে নৌকাতেও নানা রূপ সুখাদ্য সজ্জিত ছিল। তাহা খাইয়া হাতেম ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। নৌকা আপনা আপনি প্রবল বেগে ছুটীতে লাগিল। অগ্নি-নদীর মাঝখানে উপস্থিত হইয়া কুম্ভকারের চাকের ন্যায় নৌকা খানি ঘুরিতে লাগিল। তখন হাতেম ভাবিলেন, আর আমার নিস্তার নাই, এইবার নিশ্চয় আমাকে মরিতে হইবে। এইরূপ মনে করিয়া হাতেম ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগি-

লেন। কিছুক্ষণ পরে দ্রুতবেগে নৌকা গিয়া তীরে লাগিল।

নৌকা হইতে উঠিয়া হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন, বহুদূরগিয়া সম্মুখে একটী প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। প্রান্তর পার হইয়া এক দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই দেশের লক্ষণ দেখিয়া হাতেম বুঝিতে পারিলেন, যে সে তাঁহার স্বদেশ, —ইমন রাজ্য। বাটী গিয়া পিতা মাতা পত্নী পুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত, হাতেমের মন নিতান্ত কাতর হইল, কিন্তু ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তিনি মনের আবেগ দমন করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি এক কৃষককে দেখিতে পাইলেন; কৃষকের নিকট গিয়া রাজবাটীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতেমের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে চাহিয়া কৃষক বলিল,—"মহাশয়! পরোপকারের নিমিত্ত, আমাদের রাজপুত্র বিদেশে গমন করিয়াছেন। তাঁহাকে না দেখিয়া আমাদের রাজা ও রাণী অতিশয় কাতর আছেন। আপনি ঠিক আমাদের রাজপুত্রের মত দেখিতে।" হাতেম উত্তর করিলেন,—"তোমাদের রাজপুত্র আমার বন্ধু; এক্ষণে তিনি সাহাবাদে গমন করিয়াছেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কার্য্য শেষ হইবে, তখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। তোমাদের রাজার নিকট গিয়া এই সমাচার তাঁহাকে প্রদান করিবে ও বলিবে যে রাজপুত্র কুশলে আছেন।"

এই কথা বলিয়া হাতেম পুনরায় সাহাবাদ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে সেই নগরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে পান্থশালায় মুনীরশামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার পর হুসনবানুর নিকট গিয়া কোহনদা পর্ব্বতের আদ্যোপান্ত বিবরণ প্রদান করিলেন। কোহনদা হইতে রত্নপর্ব্বত, স্বর্ণপর্ব্বত, অগ্নিনদী প্রভৃতি যে সমুদয় স্থানে যেরূপে গিয়াছিলেন, তাহার কথাও হুসনবানুকে তিনি বলিলেন। সেই সমুদয় স্থানের চিহ্নস্বরূপ হাতেম সেই তিনটী বহুমূল্য রত্ন হুসনবানুকে প্রদান করিলেন ও তাঁহার সম্মুখের চারিটী সুবর্ণময় দন্ত তাঁহাকে দেখাইলেন। হুসনবানু হাতেমের অনেক প্রশংসা করিয়া নানারূপ সুখাদ্য ভোজন করিতে দিলেন। দুই চারিদিন বিশ্রামের পর হাতেম হুসনবানুর ষষ্ঠ সমস্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত বাহির হইলেন, সে ষষ্ঠ সমস্যা এই,—"হুসনবানুর নিকট

হংসডিম্বের ন্যায় একটী মুক্তা ছিল। হুসনবানু বলিলেন এই মুক্তারজোড়া তোমাকে আনিয়া দিতে হইবে। ইহাই আমার ষষ্ঠ সমস্যা। অত বড় মুক্তা দেখিয়া হাতেম বিস্মিত হইলেন। রৌপ্য-নির্ম্মিত তাহার একটী নকল করিয়া হাতেম সঙ্গে লইলেন।

হুসন্‌বানুর ষষ্ঠ প্রশ্ন।

হংসডিম্বের ন্যায় মুক্তা আনয়ন।

পঞ্চম অধ্যায়—শেকশিযালিব গল্প।

সাহাবাদ হইতে বাহির হইয়া হাতেম পথপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদূর গিয়া একখানি প্রস্তরের উপর বসিয়া মুক্তার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। সেই স্থানে একটী বৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষের উপরে এক হংস ও হংসিনী বসিয়াছিল। হংস ও হংসিনী কহরমান নামক নদীতে যাইতেছিল, সেই স্থানে তাহাদের বাস, শ্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত তাহারা এই বৃক্ষে উপবেশন করিয়াছিল। হাতেমকে দেখিয়া হংসী হংসকে জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রস্তরের উপর বিমর্ষবদনে ঐ মনুষ্য কেন বসিয়া আছে, এবং সে কি চিন্তা করিতেছে?" হংস উত্তর করিল,—"ইনি ইমন্‌দেশের রাজপুত্র, ইহাঁর নাম হাতেম, পরোপকার ব্রতে ইনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এক্ষণে হংসডিম্বের ন্যায় মুক্তা আনিতে যাইতেছেন, সে মুক্তা কোথায় মিলিতে পারে তাহা আমি বলিতে পারি, যদিও এ কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ আছে, তথাপি হাতেমের ন্যায় পরোপকারী ব্যক্তিকে বলিলে বোধ হয়, কোন দোষ হইবে না।" হংসী বলিল,—"আমাদের দ্বারায় হাতেমের ন্যায় ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তির যদি কোন উপকার হয়, তাহা হইলে তাহা করা কর্ত্তব্য।"

হংস বলিল,—"কহরমান নদীতীরে যে স্থানে আমাদের বাস, সেই স্থানে অতি পূর্ব্বকালে এক জাতীয় কয়েকটি হংস ছিল। ত্রিশ বৎসর অন্তর তাহারা ডিম্ব প্রসব করিত। ঐ ডিম্বই মুক্তায় পরিণত হইত। ঐ জাতীয় হংসের বংশ পৃথিবী হইতে এক্ষণে লোপ হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ডিম্বগুলি কহরমান নদীর জলে নিমগ্ন আছে। তাহার মধ্যে দুইটী ডিম্ব যাহা এক্ষণে মুক্তা হইয়াছে, রাজা জমজান কহরমানীর হস্তগত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট হইতে রাজা

সমস্‌সাহ ঐ দুইটীর মধ্যে একটী মুক্তা পাইয়াছিলেন। অন্যান্য ধন-রত্নের সহিত ঐ দুইটী মুক্তা তিনি আপনার ঘরে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। কালক্রমে সমস্‌সাহ রাজার নগর ধ্বংশ হইয়া বনে পরিণত হয়, দৈব-যোগে হুসনবানু নামক বণিক-কন্যা সেই বনে গমন করিয়া ঈশ্বর প্রসাদে সমসসাহ রাজার প্রোথিত ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াছে, ও ডিম্ব সদৃশ সেই মুক্তাটীও পাইয়াছে। হুসনবানু সেই বন কাটিয়া সাহাবাদ নামক নতন একটী নগর স্থাপিত করিয়াছেন। জম্‌জান্‌ রাজার দ্বিতীয় মুক্তাটী আনয়ন করিবার নিমিত্ত সে এখন হাতেমকে প্রেরণ করিয়াছে। সেই দ্বিতীয় মুক্তা এক্ষণে দৈত্যদিগের রাজা মাহেয়ার সুলৈমানির নিকটে আছে। তাহার নিকট হইতে মুক্তাটী লাভ করা হাতেমের পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার হইবে না। কারণ মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক পরীগণও সে স্থানে গমন করিতে পারে না। তবে একটী উপায় আছে, দৈত্য রাজের রাজধানী কোহকাফ্‌ পর্ব্বতে অবস্থিত, সে স্থানে যাইবার পথ অতি বিপদসঙ্কুল। কেহই সে স্থানে যাইতে পারে না। কিন্তু হাতেম যদি আমাদের কতকগুলি লোহিত ও শ্বেতবর্ণের পক্ষ সংগ্রহ করিয়া সে দেশে গমন করেন, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। রক্তবর্ণের পক্ষ দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম আপনার শরীরে লেপন করিলে, হাতেমের মূর্ত্তি দানবের ন্যায় হইবে। কোহকাফে প্রবেশ করিয়া যখন হিংস্র জন্তুগণ তাঁহাকে খাইতে আসিবে তখন তাঁহার দেহ দানবের ন্যায় দেখিয়া ও আমাদের পক্ষের গন্ধ পাইয়া সেই হিংস্রজন্তুগণ পলায়ন করিবে। তাহার পর যখন তিনি কোহকাফ নগরে প্রবেশ করিবেন, তখন আমাদের শ্বেতপক্ষ দগ্ধ করিয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে, পুনরায় স্বাভাবিক দেহ প্রাপ্ত হই-বেন। কোহকাফের রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি হংস ডিম্বের ন্যায় মুক্তার উৎপত্তির ইতিহাস বলিতে পারিবে, তাহাকে তিনি আপনার দুহিতার সহিত সেই মুক্তাটী প্রদান করিবেন। মুক্তার উৎপত্তির কথা আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলি-য়াছি।”

প্রস্তরের উপর বসিয়া হাতেম হংস ও হংসিনীর কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। প্রাতঃকালে পক্ষীদ্বয় বৃক্ষ হইতে উড়িয়া গেল, সেই সময়

তাহাদের কতকগুলি লোহিত ও শ্বেত পঙ্কভূমিতে খসিয়া পড়িল। সেই পালকগুলি লইয়া, হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। বহু দূর গিয়া এক রাত্রি হাতেম এক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় কাহার কাতরধ্বনি তাহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। ক্রন্দন-ধ্বনি অনুসরণ করিয়া হাতেম গমন করিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া তিনি দেখিলেন যে, এক খেঁকশিয়ালী কাতরস্বরে বিলাপ করিতেছে। হাতেম তাহাকে বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। খেঁকশিয়ালী বলিল, যে আমার পতি ও শিশুসন্তান গুলিকে এক ব্যাধ ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি সেই শোকে কাঁদিতেছি।" হাতেম বলিলেন "সে ব্যাধের ঘর তুমি আমাকে দেখাইতে পার!" শৃগালী উত্তর করিল, "প্রান্তরের অপর পারে সেই ব্যাধ বাস করে, আপনাকে সঙ্গে লইয়া তাহার ঘর আমি দেখাইতে পারি, কিন্তু পাছে আপনি আমাকে ধরিয়া ফেলেন, ও পাছে সেই বানরীর মত আমারও দুর্দ্দশা ঘটে, আমার সেই ভয় হইতেছে।" হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ বানরী! এবং তাহার কি হইয়াছিল?"

শৃগালী বলিল, "কোন বনে অনেক গুলি শাবক সহিত এক বানর ও বানরী বাস করিত। এক দিন সন্তান গুলিকে বানরের নিকট রাখিয়া বানরী চরিতে গিয়াছিল। সেই সময় এক ব্যাধ কৌশল করিয়া বানর ও শিশু গুলিকে ধৃত করিয়া এক ধনবান লোকের নিকট বিক্রয় করিল। বানরী শোকে অতিশয় কাতর হইল ও নানা উপায়ে শিশুগণকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিল। যখন তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল, তখন সে সেই দেশের রাজার নিকট গিয়া নালিশ করিল। বানরীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া রাজা তাহাদিগকে মুক্তি দিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। রাজাজ্ঞা প্রতি-পালনের নিমিত্ত ব্যাধের নিকট দূত প্রেরণ করা হইল। ব্যাধ ভয়ে শশ-ব্যস্ত হইয়া সেই ধনবানের নিকট গমন করিল। এবং তাহাকে মূল্য ফিরিয়া দিয়া বানর ও বানর-শিশুগণকে মুক্ত করিতে বলিল। ধনবান্ ব্যক্তি বলিলেন, ইহাদিগকে মুক্ত করিতে হইবে না, এই বানরী-টাকেও ধরিয়া রাখা যাউক। তাহা হইলে রাজার নিকট আর কেহ অভি-যোগ করিতে পারিবে না। এই বলিয়া সেই ধনবান ব্যক্তি ব্যাধের সহায়তায়

সেই বানরীটাকে ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিল, কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও বানরী আপনার স্বামীও পুত্রদিগের সহিত এক সঙ্গে থাকিয়া এক প্রকার সুখে রহিল। কিছুদিন পরে রাজা এই সংবাদ পাইয়া বানর, বানরী ও বানর শিশুদিগকে তাঁহার নিকট আনিতে আদেশ করিলেন, তাহার পর শিশুগুলিকে আপনি লইলেন। শিশুদের শোকে অল্পদিন পরে বানরী প্রাণত্যাগ করিল।"

শৃগালী বলিল,—"হে মনুষ্য, আমার সেই ভয় হইতেছে পাছে তুমিও আমার সেই দশা ঘটাও।" হাতেম বলিলেন,—"তোমার কোন ভয় নাই, যদি আমার মস্তক দিয়াও, তোমার, তোমার পতি ও শিশুদিগকে উদ্ধার করিতে পারি, তাহা দিতেও আমি প্রস্তুত আছি।" এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া খেঁকশিয়ালী আগে আগে চলিল, হাতেম তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। প্রান্তর পার হইয়া, খেঁকশিয়ালী দূর হইতে হাতেমকে ব্যাধের ঘর দেখাইয়া দিল। হাতেম ব্যাধের ঘরাভিমুখে গমন করিলেন, খেঁকশিয়ালী এক ঝোপের ভিতর লুকাইয়া রহিল। ঘরের নিকটে গিয়া হাতেম ব্যাধকে ডাকিলেন। সে বাহিরে আসিলে, হাতেম বলিলেন,—"অনেক গুলি খেঁকশিয়ালীর আমার প্রয়োজন আছে, যদি তুমি তাহা দিতে পার, তাহা হইলে তাহার মূল্য দিতে আমি প্রস্তুত আছি।" ব্যাধ খেঁকশিয়ালীর পতি ও তাহার সাতটী শিশুকে আনিয়া দিল। হাতেম অনেকগুলি রৌপ্যমুদ্রা ব্যাধকে দিয়া তাহা ক্রয় করিলেন, তাহার পর খেঁকশিয়ালীর নিকট আনিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, শিশু সাতটী ব্যস্ত হইয়া মাতার স্তন পান করিতে চলিল। এমন সময় পুরুষ খেঁকশিয়ালি অচেতন হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া তাহার স্ত্রী হায়! হায়! করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল,—"আমার পতির মৃত্যু হইল, আমার দশা কি হইবে? তবে তাহাকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় আছে, এই সময় নররক্ত যদি বিন্দু বিন্দু করিয়া আমার পতির মুখে দিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমার পতি বাঁচিতে পারে।" এই কথা শুনিয়া হাতেম তৎক্ষণাৎ ছোরা দ্বারা আপনার দেহ কাটিয়া নিজের রক্ত খেঁকশিয়ালির মুখে প্রদান করিলেন। তাহা পান করিয়া সে সুস্থ ও সবল হইল, খেঁকশিয়ালি ও

খেঁকশিয়ালিনী হাতেমকে শত শত ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়—সমস্‌সাহ রাজা।

তাহাদের নিকট হইতে বিদায় হইয়া, আপনার ক্ষতস্থান বন্ধন করিয়া, হাতেম পুনরায় পথ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু পথ ভ্রমণ করিয়া এক দিন তিনি এক বিস্তৃত অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে শুভ্র-বর্ণের বৃহৎ একটী পদার্থ দেখিয়া, তাহার নিকটে তিনি গমন করিলেন; নিকটে গিয়া দেখিলেন, যে এক প্রকাণ্ড অজগর সর্প কুণ্ডলী আকারে শুইয়া আছে। হাতেম প্রাণ ভয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময় সর্প তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল,—"হে ইমন দেশের রাজপুত্র হাতেম! ভয় নাই, আমার সঙ্গে চল!" এই বলিয়া সাপ আগে আগে যাইতে লাগিল, হাতেম তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ক্রমে এক রাজবাটীর নিকট গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। সিংহদ্বার পার হইয়া দুইজনে মনোহর উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত এক জলাশয় ছিল। সেই জলাশয়ের চারিদিকে, অনেকগুলি বিচিত্র আসন স্থাপিত ছিল। হাতেমকে এক উৎকৃষ্ট আসনে বসাইয়া সর্প জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, কিছুক্ষণ পরে, কতকগুলি পরী মাথায় মণিমুক্তাপূর্ণ পাত্র লইয়া জল হইতে বাহির হইল। হাতেম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কে?" তাহারা উত্তর করিল, "যাহার সহিত আপনি এখানে আসিয়াছেন, আমরা তাঁহার দাস, আপনাকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত এই সমুদয় মণিমুক্তা তিনিই প্রেরণ করিয়াছেন।" হাতেম বলিলেন,—"আমি একা, এত ধনসম্পত্তি লইয়া কি করিব?" কিছুক্ষণ পরে, আরও অনেকগুলি পরী নানারূপ খাদ্য সামগ্রী লইয়া জল হইতে বাহির হইল। তাহার পর, এক সুন্দর যুবক চৌত্রিশ জন পরীর সহিত জল হইতে উত্থিত হইলেন। হাতেমকে সেই যুবক বলিলেন,—"আমাকে আপনি চিনিতে পারেন নাই?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"আমি আপনাকে কখন দেখি নাই, কিরূপে চিনিতে পারিব?" যুবক বলিলেন, "সর্পরূপে যে আপনাকে এ স্থানে আনিয়াছে, আমি সেই পরী,—আমার নাম সমস-সাহ। আমি এই

অঞ্চলের পরীদিগের রাজা। সুলৈমান পয়গম্বরের রাজত্বকালে পৃথিবী জয় করিয়া মনুষ্যদিগের অনিষ্ট করিব আমি এইরূপ মানস করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই রাত্রিতেই আমি সমস্ত সৈন্যের সহিত সর্পে পরিণত হইয়াছিলাম। সমস্ত দিন ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সন্ধ্যাবেলা বৃক্ষে লম্ববান হইয়া রহিলাম। অধোমুখে থাকিয়া কাতর বাক্যে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমাপ্রাথনা করিলাম ও প্রতিজ্ঞা করিলাম যে এরূপ দুষ্টচিন্তা কখন মনে আর স্থান দিব না। ঈশ্বরের কৃপায় সেই সময় এক দৈববানী হইল যে, "তোমরা কিছুদিন অপেক্ষা কর, ইমনের রাজ পুত্র হাতেম এ দেশে আসিলে, তোমরা নিজের শরীর প্রাপ্ত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া, হাতেম উঠিয়া ঈশ্বরের নিকট বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই পরী ও তাহার অনুচরগণের পাপ ক্ষয় হইল, ও তাহারা পূর্ব্ববং পক্ষযুক্ত পরী শরীর প্রাপ্ত হইল। সমস সাহ হাতেমকে বিস্তর ধন্যবাদ করিয়া, সে দেশে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রত্যুত্তরে হাতেমের মুখে হংসডিম্বসদৃশ মুক্তার কথা শুনিয়া, তিনি আপনার অনুচরগণকে আজ্ঞা করিলেন। বরখজ দেশের বাদশাহ মাহেয়ার-সুলৈমানির রাজ্যে তোমরা ইহাকে লইয়া যাও। অনুচরগণ এই কথা শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিল। অবশেষে একজন বলিল, "মহারাজ! সে দেশে গমন করা আমাদের সাধ্য নহে। সে স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আমরা প্রাণ হারাইব।" সমস্‌সাহ বলিলেন,—"যে প্রকারে হউক এই মহাত্মার সহায়তা করিতেই হইবে।" অবশেষে আটজন পরী হাতেমকে লইয়া যাইতে স্বীকার করিল; কিন্তু তাহারা বলিল যে "মহারাজ! যদি পথে আমাদের কোন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে আপনি স্বয়ং গিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। সমসসাহ সে কথায় সম্মত হইলেন। হাতেমকে এক আকাশগামী খাটের উপর বসাইয়া শূন্য পথে পরীগণ উড্ডীয়মান হইল। তিন দিন পরে তাহারা খাট ভূতলে নামাইয়া বৃক্ষতলে রাখিল, তাহার পর একজন পরীকে হাতেমের নিকট রাখিয়া সাতজন আহার অন্বেষণে এদিকে ওদিকে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে, জন কয়েক দানব হাতেমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্যক

দানব আসিয়া হাতেম ও পরীকে বধ করিতে চেষ্টা করিল। পরী প্রাণপণে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে একজন দানব হত ও একজন গুরুতর রূপে আহত হইল। কিন্তু অসংখ্য দানবের সহিত পরী একাকী যুদ্ধ করিতে পারিল না। দানবগণ অবিলম্বে তাহাকে পরাজিত করিল, এবং হাতেমের সহিত বন্ধন করিয়া, আপনাদের বাদশাহ মোক্‌বেশের নিকট লইয়া গেল। বাদশাহ পরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "এ মানুষকে তুমি কোথা হইতে আনিলে!" পরী উত্তর করিল,—"ইঁনি আমাদের রাজা সমসসাহের প্রিয়বন্ধু, তাঁহার আজ্ঞায় আমি ইহাকে আনিয়াছি। আপনি যদি ইহার কোন অনিষ্ঠ করেন, তাহা হইলে আমাদের রাজা সসৈন্যে আসিয়া দানবকুল নির্ম্মূল করিবেন।" এই কথা শুনিয়া সেই দেশের দানবদিগের বাদশাহ মোকবেশ বলিল, "বহুদিন সমসসাহের কোন সংবাদ নাই। আবার সে কোথা হইতে বাহির হইল! যাহা হউক আপাততঃ এই মনুষ্য ও এই পরীকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখ।" দানবগণ তাহাই করিল।

যে সাত জন পরী আহারান্বেষণে গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে বৃক্ষতলে প্রত্যাগমন করিয়া তাহারা দেখিল যে, সে স্থানে হাতেমও নাই আর সে পরীও নাই। চারিদিকে সংগ্রামের চিহ্ন তাহাদের নয়নগোচর হইল। যে দানব আহত হইয়াছিল, পরীগণ তাহার নিকট হইতে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইল। তখন তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া সমসসাহের নিকট সমুদয় বিবরণ নিবেদন করিল। সমসসাহ চল্লিশ হাজার সৈন্যের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং সহসা দানবপতি মোকবেশকে আক্রমণ করিয়া, বন্দী করিলেন। মোক্‌বেশ তাহার সম্মুখে আনীত হইলে, হাতেমকে বাহির করিয়া দিবার নিমিত্ত তিনি তাহাকে আদেশ করিলেন। মোকবেশ উত্তর করিল—"সে মনুষ্য জীবিত নাই। আমি তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছি। সমসসাহ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন; "তুমি না সুলেমান পয়গম্বরের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, যে মনুষ্যের কোনরূপ অনিষ্ট করিবে না।" মোক্‌বেশ উত্তর করিল,—সুলৈমান পয়গম্বর যখন জীবিত ছিলেন, তখন সে প্রতিজ্ঞায় আমি আবদ্ধ ছিলাম; এখন, আর আমি

সে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ নাই।" এই উত্তর শুনিয়া সমস্সাহ আরও কোপাবিষ্ট হইয়া মোক্রেশকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। তখন সে প্রাণভয়ে হাতেমকে বাহির করিয়া দিল। হাতেমকে জীবিত পাইয়া সমসসাহ পরম আহ্লাদিত হইলেন, ও সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, যাহাতে মনুষ্যজাতির কখন আর না অনিষ্ট করে, এইরূপে প্রতিজ্ঞা করাইয়া অতঃপর মোকরেশকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।—মেহেরো-আর পরী।

সমসসাহ রাজার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, হাতেম পুনরায় একাকী পথ চলিতে লাগিলেন। এইরূপ বহু দেশ ও বহু বন তিনি অতিক্রম করিয়া চলিলেন। হিংস্র জন্তুপূর্ণ বন অথবা দানবপূর্ণ দেশ দেখিলে, তিনি হংসের লোহিত পক্ষ দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম দেহে মাখিয়া দানবাকার ধারণ করিয়া সে সকল স্থান অতিক্রম করিতেন। দানবাকার ধারণ করিলে তাঁহার নিকট হিংস্র জন্তু অথবা দানব আসিত না। সেই সমুদয় বিপদজনক স্থান পার হইয়া, হংসের শ্বেত পক্ষের ভস্ম মাখিয়া তিনি পুনরায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপে পনর দিবস পথ ভ্রমণ করিয়া একদিন তিনি এক পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলেন। সেই স্থানে কোন ব্যক্তির কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই দিকে গমন করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক যুবককে তিনি দেখিতে পাইলেন। যুবকের নিকট হাতেম নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর করিল,—"আমি তুমান দেশের পরীরাজ পুত্র, আমার নাম মেহেরো-আর। আমি মাহেয়ার স্থলেমানি রাজার কন্যার প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছি; সে রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে সেই হংস-ডিম্বের ন্যায় মুক্তার উৎপত্তির বিবরণ কহিতে পারিবে, তাহাকেই তিনি মুক্তাসহ কন্যা প্রদান করিবেন।" হাতেম বলিলেন, "তোমার আর কোন চিন্তা নাই। মুক্তা উৎপত্তির বিবরণ প্রদান করিয়া কন্যাসহ মুক্তা লাভ করিতে আমি সমর্থ হইব। তখন মুক্তাটী আমি লইব, আর কন্যা তোমাকে প্রদান করিব।" হাতেমের বাক্যে আশস্ত হইয়া যুবক তাঁহার সহিত যাইতে লাগিল।

এদিকে সমসশাহ রাজা হাতেমকে স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে,—"যে ব্যক্তি আমার এত উপকার করিয়াছে, তাহাকে একেলা ছাড়িয়া দিয়া ভাল কাজ করি নাই।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি চারিজন পরী সহিত এক শূন্যগামী চতুর্দ্দোল হাতেমের নিকট প্রেরণ করিলেন। হাতেম ও তাঁহার সঙ্গী তাহার উপর আরোহণ করিলেন। পরীগণ শূন্যপথে নক্ষত্রবেগে সেই চতুর্দ্দোল লইয়া চলিল।

এক স্থানে মহাকাল নামক এক প্রবল দৈত্য আপনার উদ্যানে বিচরণ করিতেছিল। শূন্যপথে সহসা চতুর্দ্দোল দেখিয়া, তাহাকে আপনার নিকট আনিবার নিমিত্ত জনকয়েক অনুচরকে প্রেরণ করিল। দানবগণ পরীসহ হাতেমকে ধৃত করিয়া মহাকালের নিকট গমন করিল। মহাকাল পরীগণের ও পরী-রাজপুত্র মেহেরা-আরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বলিল,—"বহুদিন হইতে মনুষ্যশোণিত পান করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। অতএব এই মনুষ্যকে আমি ভক্ষণ করিব।" সেই কথা শুনিয়া পরী-রাজপুত্র মেহেরা-আর বলিল হে "মহাশয়! আপনি এই ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করুন, ইহার পরিবর্ত্তে আমি দশ জন মনুষ্য আনিয়া দিব। মহাকাল উত্তর করিল, "ভাল! এই ব্যক্তিকে আমি এখন এক উদ্যানের ভিতর কারাবদ্ধ করিয়া রাখিব। যখন তুমি সেই দশ জন মনুষ্যকে আনিয়া দিবে তখন আমি ইহাকে ছাড়িয়া দিব। এই কথা বলিয়া সে হাতেমকে এক উদ্যানের ভিতর কারাবদ্ধ করিয়া রাখিল। রাত্রিকালে মেহেরা আর পরীর সহায়তায় হাতেমকে উদ্যানের ভিতর হইতে বাহির করিয়া পলায়ন করিল। চতুর্দ্দোলে বসাইয়া পরীগণ পুনরায় হাতেম ও মেহেরা-আরকে শূন্যপথে লইয়া চলিল।

এদিকে দশ দিন অতীত হইয়া গেল, তথাপি মেহেরা-আর প্রতিশ্রুত দশ জন মনুষ্যকে আনিয়া দিল না। সে নিমিত্ত মহাকাল হাতেমকে তাঁহার নিকট আনিতে আদেশ করিলেন। অনুচরগণ উদ্যানে গিয়া দেখিল যে হাতেম সে স্থানে নাই। মহাকালের নিকট তাহারা সেই কথা নিবেদন করিল। উদ্যানের প্রহরিগণের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহকাল বলিল, যে, "তোরাই লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মনুষ্যকে ভক্ষণ করিয়াছিস্।" তাহারা অনেক শপথ করিয়া অস্বীকার করিল, কিন্তু মহা-

কাল সে কথা বিশ্বাস না করিয়া তাহাদের জিহ্বা কর্ত্তন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিল। তাহার পর হাতেমের অনুসন্ধানের নিমিত্ত অনেক-গুলি দানবের সহিত তাহাদিগকে প্রেরণ করিল। যে দিক দিয়া হাতেমের চতুর্দ্দোল যাইতেছিল, সেই দিকে একজন দানব আসিয়া হাতেমকে ধরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মেহরা আর তৎক্ষণাৎ খড়গ দ্বারা তাহার হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিল।

পরীগণ হাতেমকে লইয়া পুনরায় শূন্য পথে চলিতে লাগিল। বহুদূর গমন করিয়া অবশেষে তাহারা এক অরণ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পরীগণ বলিল যে,—"মহাশয়! আর আগে যাইবার আমাদের সাধ্য নাই।" পরীগণকে বিদায় দিয়া হাতেম পদব্রজে পথ চলিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু মেহরা-আর বলিল,—"মহাশয়! এ স্থানের পথ অতি বিপদসঙ্কুল। এ স্থানের দানবগণ বড় দুষ্ট। পরী হইয়া আমরাও শূন্যপথে এ স্থান দিয়া যাইতে সাহস করি না; অতএব মানুষ হইয়া আপনি পদব্রজে কি করিয়া যাইবেন। আপনি আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন, আপনাকে আমি লইয়া যাইব।" হাতেম বলিলেন,—"আমি যদি কোন রূপে দানবের আকার ধারণ করিতে পারি, তাহা হইলে কি বিপদের আশঙ্কা থাকে?" মেহরা আর উত্তর করিল,—"না, তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকে না।" এই কথা শুনিয়া হাতেম সেই হংসের লোহিত পক্ষ-ভস্ম আপনার দেহে লেপন করিলেন, আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার মূর্ত্তি ঠিক দানবের ন্যায় হইয়া গেল। হংসপক্ষ-গুণে দানব-ভাষাতেও তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিল।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া মেহরা-আর বিস্মিত হইল। তখন হাতেম বলিলেন,—"আমি দানবের আকার ধরিয়া অনায়াসে দানব দেশে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু তুমি তোমার পরী শরীরে কিরূপে পথ চলিবে?" মেহরা-আর উত্তর করিল,—"দিনের বেলা আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমি শূন্যপথে ভ্রমণ করিব, তাহার পর রাত্রিকালে ভূতলে নামিয়া আপনার সহিত মিলিব।"

এইরূপ হাতেম ও মেহরা-আর পথ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দানব-গণ হাতেমকে স্বজাতি মনে করিয়া কিছু বলিল না। একদিন রাত্রিকালে মেহেরা-আর ও হাতেম এক সঙ্গে

শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সেই স্থানে অনেকগুলি দানব আসিয়া উপস্থিত হইল। দানবের সহিত এক পরীকে দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইল, ও তাহাদিগকে জাগরিত করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। হাতেম বলিলেন,—"আমরা সমস সাহের প্রজা। তাহার বন্ধু এক মনুষ্য কোথায় গিয়াছে। আমরা সেই মনুষ্যের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছি। তোমরা যদি সেই মনুষ্যের সন্ধান বলিয়া দিতে পার, তাহা হইলে সমস্ সাহ তোমাদিগকে অনেক পুরস্কার করিবেন।" এই কথা শুনিয়া দানবগণ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

অষ্টম অধ্যায়—দানবরাজের মুক্তি।

মেহেরা-আর ও হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহারা কহরমান নদীর তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নদীর এক কুল হইতে অন্য কুল দৃষ্ট হয় না। ইহার তরঙ্গসমূহ পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল। কি করিয়া এই ভয়াবহ নদী পার হইবেন, হাতেম সেই কথা ভাবিতে লাগিলেন। হাতেমের চিন্তা দেখিয়া মেহরা-আর বলিল,—'নিকটস্থ এক রাজার সহিত আমার সদ্ভাব আছে। আপনি এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন, তাঁহার নিকট হইতে এক সিন্ধু-ঘোটক আমি চাহিয়া আনি।" এই কথা বলিয়া মেহরা-আর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। কিছুকাল পরে সে এক সিন্ধু ঘোটকের সহিত প্রত্যাগমন করিল। সিন্ধু ঘোটকের উপর বসিয়া হাতেম কহরমান নদী পার হইলেন। নদীর ওপারে গিয়া তাঁহারা এক সুন্দর দেশে উপনীত হইলেন। সে স্থানের অট্টালিকাসমূহ হীরক, মাণিক্য ও নানাবিধ বহুমূল্য উজ্জ্বল প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাদিগের জ্যোতি দ্বারা চারিদিক আলোকিত হইয়াছিল। হাতেম মনে করিলেন যে, ইহাই মাহেয়ার সুলৈমানি দানবরাজের বরজখদেশ। মেহরা-আর বলিল যে, দানব রাজার নগর এ স্থান হইতে দুই দিনের পথ। এই স্থান হইতে বরজখ দেশ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর মেহরা-আর পুনরায় বলিল,—"আমি আমার দেশে গমন করিয়া কিছু পরী-সেনা লইয়া আসি।" হাতেম উত্তর করিলেন,—"মাহেয়ার সুলৈমানি রাজার সহিত আমরা যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না।

সেনা লইয়া কি হইবে ?” মেহরা-আর বলিল,—“একেলা গমন করা অপেক্ষা, সেনা সঙ্গে থাকিলে সুলৈমানি বাদশাহ অধিক সম্মান করিবে।” হাতেম সম্মত হইলেন। মেহরা-আর স্বদেশে গমন করিল। পিতার নিকট হইতে দ্বাদশ সহস্র পরীসৈন্য লইয়া কিছু দিন পরে সে প্রত্যাগমন করিল। হাতেম ও পরীরাজপুত্র মেহরা-আর সেই সৈন্য সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। দানব দেশে সহসা এত পরী সৈন্য দেখিয়া দানবগণ আপনাদের রাজাকে সংবাদ দিল। দানব-রাজ মাহেয়ার সুলৈমানি যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু পরী রাজপুত্র তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল যে,—“আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই। ইমন দেশের রাজপুত্র সত্যবাদী, পরোপকারী, ঈশ্বর-পরায়ণ হাতেম আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এই দেশে আগমন করিয়াছেন।”

এই কথা শুনিয়া দানবরাজ নিশ্চিন্ত হইলেন ও হাতেম ও পরীরাজ পুত্রের সম্মানের নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে হাতেম ও মেহরা-আর, দানবরাজের সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দানব-রাজ তাঁহাদিগকে অনেক সম্মান করিয়া” রত্নসিংহাসনে বসাইলেন। তাহার পর তিনি হাতেমকে সে দেশে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রৌপ্যনির্ম্মিত সেই হংস ডিম্বের ন্যায় মুক্তার নকল দেখাইয়া, হাতেম বলিলেন,—এই মুক্তার যোড়া আপনার নিকট আছে। আমি সেই মুক্তা লাভ করিবার নিমিত্ত এত দূর আসিয়াছি। এ মুক্তার উৎপত্তির বিবরণ আমি আপনাকে প্রদান করিতে পারি।” তাহার পর হংসের নিকট হইতে হাতেম মুক্তা বিষয়ে যে ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছিলেন, দানবরাজের নিকট তাহা বর্ণন করিলেন। দানবরাজ নিজে ও তাঁহার পাত্র মিত্রগণ এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া ঘোরতর বিস্মিত হইল। অতঃপর দানবরাজ আপনার কন্যার সহিত সেই মুক্তার যোড়া হাতেমকে প্রদান করিলেন।

মুক্তাটী হাতে লইয়া হাতেম বলিলেন, “মহারাজ ! একজনের উপকারার্থে আমি এই মুক্তাটী গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আপনার কন্যা আমি গ্রহণ করিব না। আপনার কন্যার প্রতি এই পরী-রাজ-কুমার মেহরা-আর নিতান্ত আসক্ত হইয়াছেন। অতএব কন্যা আপনি ইহার হস্তে সমর্পণ

করুন।" দানবপতি সে কথায় সম্মত হইলেন। ধূমধামের সহিত পরীরাজ-কুমারের সহিত তিনি কন্যার বিবাহ দিলেন। কিছু দিন পরে হাতেম দানবরাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সাহাবাদ প্রত্যাগমনের বাসনা প্রকাশ করিলেন। দানবরাজ তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু পরী-রাজপুত্র মেহরা-আর বলিল যে,—আপনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। আপনাকে আমি একেলা ছাড়িয়া দিতে পারি না। অন্ততঃ সমসসাহ রাজার দেশ পর্য্যন্ত আপনাকে আমি দিয়া আসিব।" এই কথা বলিয়া পরী-রাজপুত্র আপনার সৈন্যসহ হাতেমকে লইয়া চলিল। কিছুদিন পথ ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা এক স্থানে দেখিলেন যে, বহুসংখ্যক দানব শিবির সংস্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে। দূর হইতে পরী-সৈন্য দেখিয়া শত্রু মনে করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত তাহারা প্রস্তুত হইতে লাগিল, কিন্তু মেহরা-আর তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইল যে,—"পরী-সৈন্য তাহাদের শত্রু নহে। তাহারা সমসসাহের দেশে গমন করিতেছে। দানবদল এই কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইল। তাহারা বলিল যে, "আমরাও সমস-সাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই-তেছি, সুতরাং চল সকলে এক সঙ্গে যাই।" দানব ও পরীদল এক সঙ্গে পথ চলিতে লাগিল। যথাসময়ে তাহারা সমসশাহের দেশে গিয়া উপস্থিত হইল। সমসসাহ হাতেমকে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। নানারূপ সুখাদ্য প্রদান করিয়া, তাঁহার জন্য নৃত্যগীতের আয়োজন করিয়া হাতেমের তিনি সমাদর করিলেন। কিছুদিন পরে হাতেম সমসসাহ ও মেহরা-আরের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সমসসাহ তাঁহাকে এক শূন্যগামী চতুর্দ্দোল প্রদান করিলেন। পরীগণ বাহক হইয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহাকে সাহাবাদে আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার পর পরী-বাহকগণ স্বদেশে প্রস্থান করিল। সাহাবাদে উপস্থিত হইয়া হাতেম মুনীরশামি ও হুসনবানুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দানবরাজ প্রদত্ত হংস ডিম্বের ন্যায় সেই মুক্তা হুসনবানুকে প্রদান করিয়া পথের সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। হুসনবানু হাতেমের সাহস ও বীরত্ব ও ঈশ্বরপরায়ণতার বার বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতি সমাদরে তিনি হাতেমের অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুদিন সাহাবাদে বিশ্রাম করিয়া

হাতেম হুসনবানুর সপ্তম প্রশ্ন পূরণের নিমিত্ত পুনরায় বাহির হইলেন। "হামামবাদগির্দ্দ নামক স্নানাগারের তত্ত্ব আনয়ন কর" ইহাই হইল হুসনবানুর সপ্তম ও শেষ প্রশ্ন।

সপ্তম সমস্যা।

নবম অধ্যায়।—ভূস্বামী পুত্র।

হমামবাদগির্দ্দ নামক স্নানাগারের সংবাদ আনিবার নিমিত্ত হাতেম পুনরায় সাহাবাদ হইতে বাহির হইলেন। বহুদিন পথ পর্য্যটন করিয়া নানা নগর বন উপবন নদ নদী অতিক্রম করিয়া হাতেম একদিন একখানি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেস্থানে দেখিলেন যে, অনেকগুলি লোক এক কূপের ধারে বসিয়া আছে। তাহাদের নিকট গিয়া হাতেম তাহাদিগকে সে স্থানে বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকগণ উত্তর করিল,—"আমাদের ভূস্বামীর এক মাত্র পুত্র ছিল। কিছু দিন হইল তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া এই কূপের পারে অহরহ বসিয়া থাকিতেন কিন্তু আজ তিন দিন তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন। বোধ হয় এই কূপে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু কূপের ভিতর গিয়া তাঁহার সন্ধান করিতে অথবা তাঁহার মৃত দেহ উপরে তুলিতে আমাদের সাহস হইতেছে না।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সেই স্থানে ভূস্বামী নিজে ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রের নিমিত্ত মাতা পিতা এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের খেদোক্তি শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। হাতেম তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। ভূস্বামী উত্তর করিলেন,—"জন্ম হইলেই যে মৃত্যু হয় তাহা আমি জানি। কিন্তু তথাপি আমার মন প্রবোধ মানিতেছে না। পুত্র জীবিত আছে কিনা তাহাও আমি জানি না। যদি তাহার মৃত দেহও পাইতাম তাহা হইলে তাহার যথাবিধি সংকার করিয়া মনকে কতকটা সান্ত্বনা করিতে পারিতাম। কিন্তু কূপের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার সন্ধান করে, এমন সাহসী লোক পাইতেছি না। অতএব আজ আমি নিজেই পুত্রের অনুসন্ধানে এই কূপের ভিতর প্রবেশ করিব।" হাতেম তাঁহাকে বলিলেন,—"কূপের ভিতর আপনাকে প্রবেশ করিতে হইবে না। আপনার পুত্রের অন্বেষণ করিতে আমিই কূপের ভিতর

যাইতেছি।" এই কথা বলিয়া হাতেম তৎক্ষণাৎ কূপের ভিতর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কূপে অধিক জল ছিল। পড়িবা মাত্র হাতেম জলমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার পদদ্বয় ভূমি স্পর্শ করিল। তখন হাতেম চাহিয়া দেখিলেন যে, তিনি এক প্রান্তর মধ্যে দণ্ডায়মান আছেন। সেস্থান হইতে হাতেম অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া তিনি এক সুন্দর প্রমোদ-উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই উদ্যানের ভিতর চমৎকার এক অট্টালিকা ছিল। অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া হাতেম দেখিলেন যে, অনেকগুলি রত্ন-সিংহাসন রহিয়াছে। তাহার একটীতে এক জন সুন্দর মনুষ্য যুবক বসিয়া আছেন ও আর একটী সিংহাসনে পরম রূপবতী এক পরী বসিয়া আছে। পরী সহচরীগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়াছিল। হাতেম ভাবিলেন যে, এই যুবক সেই ভূস্বামীর পুত্র হইবে।

যুবক হাতেমকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। পরীদিগের কর্ত্রীও তাঁহার অনেক সমাদর করিল। নানারূপ সুপেয় ও সুখাদ্য আনিয়া হাতেমকে তাহারা পান ভোজন করাইল। তাহার পর যুবক হাতেমকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হাতেম আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া যুবককে বলিলেন,—"তুমি বোধ হয় অমুক গ্রামের ভূস্বামীর পুত্র। তোমার পিতা মাতা তোমাকে না দেখিয়া নিতান্ত কাতর আছেন:" এই বলিয়া হাতেম তাহার পিতা মাতার অবস্থার কথা তাহাকে জ্ঞাত করিলেন। যুবক বলিলেন,—এক দিন আমি ঐ কূপের ধারে বসিয়াছিলাম। সহসা এই পরী জল হইতে উঠিয়া আমাকে দেখা দিলেন। ইহাঁর রূপে মুগ্ধ হইয়া আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইলাম। সেই কূপের ধারে একাকী আমি নিয়তই বসিয়া থাকিতাম। প্রতিদিন এই পরী একবার করিয়া আমাকে দেখা দিতেন। তাহার পর ইহাঁকে লাভ করিবার নিমিত্ত আমি কূপে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। সেই অবধি ইহার সহিত এই স্থানে আমি সুখে কালযাপন করিতেছি।" হাতেম বলিলেন,—"তুমি এস্থানে সুখে কালযাপন করিতেছ সত্য, কিন্তু ওদিকে তোমার পিতা মাতা তোমাবিহনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন। তাঁহাদের সহিত তোমার সত্বর সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য।" যুবক উত্তর করিলেন,—"এই পরীকে ছাড়িয়া আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।

তবে ইনি যদি প্রতিদিন উপরে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে আমি পিতা মাতার নিকট গমন করিতে পারি।"

যুবককে উপরে যাইতে দিবার নিমিত্ত হাতেম পরীকে অনুরোধ করিলেন। পরী বলিল,—"ইহার যদি গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইনি যাইতে পারেন। কিন্তু ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপরে আমি যাইব না, কারণ ইনি আমাকে ভালবাসেন না।" যুবক উত্তর করিল, "তোমার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া আমি পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কিছুতেই প্রাণধারণ করিতে পারিব না। ইহার অধিক ভালবাসার চিহ্ন আর কি হইতে পারে?" পরী উত্তর করিল, "আমার নিমিত্ত যদি তুমি ফুটন্ত ঘৃতপূর্ণ কটাহে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে পার, তাহা হইলে জানিব যে, হাঁ, যথার্থই তুমি আমার প্রেমে আসক্ত হইয়াছ।" যুবক উত্তর করিল,—"আমি তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি। তোমার নিমিত্ত আমি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কাতর নহি।" এই কথা শুনিয়া পরী তৎক্ষণাৎ বৃহৎ এক লৌহের কড়া ঘৃতে পরিপূর্ণ করিয়া আগুনের উপর বসাইতে অনুমতি করিল। ঘৃত উত্তপ্ত হইয়া যখন ফুটিতে লাগিল, তখন যুবককে তাহাতে ঝাঁপ দিতে বলিল। যুবক সেই লৌহ কটাহে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হইল। এমন সময়ে পরী তাহার হাত ধরিয়া নিবারণ করিল ও বলিল যে, "হাঁ, তুমি আমাকে যথার্থ ভালবাস বটে, লৌহ কটাহে আর ঝাঁপ দিতে হইবে না। আজ হইতে আমি তোমার দাসী হইলাম।"

হাতেম সেই পরীর ভবনে এক মাস বাস করিলেন। পরী বিধিমতে তাহার সেবা করিল। এক মাস পরে হাতেম পরীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—"এক্ষণে যুবককে লইয়া আমি তাহার পিতা মাতার নিকট গমন করিতেছি। কিন্তু তোমাকে সুলেমান পয়গম্বরের নামে শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, উপরে গিয়া তুমি যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তাহা না হইলে যুবকের প্রাণ রক্ষা হইবে না।" পরী সেইরূপ শপথ করিল। তাহার পর পরীর সহচরিগণ হাতেম ও যুবককে কূপের উপরে রাখিয়া গেল। সে স্থানে যুবকের পিতা মাতা অপেক্ষা করিতেছিলেন। পুত্র সহিত হাতেমকে

দেখিয়া তাঁহারা হাতেমের পায়ে লুণ্ঠিত হইয়া শত শত ধন্যবাদ করিলেন। তাহার পর তাঁহাকে আপনাদের গৃহে লইয়া অনেক ধন রত্ন তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। কিন্তু হাতেম সে ধন লইলেন না। হাতেম সেই ভূস্বামীর গৃহে পঞ্চদশ দিবস বাস করিলেন। সেই সময়ের মধ্যে পরী চারিবার আসিয়া যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিল। এইরূপে এস্থানে সকলকে সুখী করিয়া হাতেম পুনরায় পথ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দশম অধ্যায়।—দুষ্ট জীন বধ।

বহুদূর পথ ভ্রমণ করিয়া হাতেম একদিন এক নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেস্থানে এক বৃদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ বিনয় করিয়া বলিল যে,—"মহাশয়! আজ রাত্রিতে আপনাকে আমার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে।" হাতেম তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। পান ভোজনের পর বৃদ্ধ হাতেমের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। হাতেম হামামবাদগির্দ্দের সংবাদ আনিতে যাইতেছেন শুনিয়া বৃদ্ধ বলিল,—"কে আপনার এমন শত্রু আছে যে আপনাকে এই দুষ্কর কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন। কোতান নগরের রাজা হারিস এই স্নানাগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে স্থলে যাইবার পথ তিনি এরূপ দুর্গম করিয়াছেন যে, আজ পর্য্যন্ত কেহই সে পথে গিয়া জীবিত থাকে নাই। সে পথে গমন করিলে তোমারও নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে। অতএব এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হও। হুসনবানুকে গিয়া বলিবে যে, হমামবাদগির্দ্দে আর কিছুই নাই, কেবল অন্ধকার।" হাতেম উত্তর করিলেন,—"পরমায়ু থাকিতে কাহারও মৃত্যু হয় না। তাহা ব্যতীত হুসনবানুর নিকট আমি মিথ্যা কি করিয়া বলিব। ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমি হুসনবানুর ছয় সমস্যা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহারই কৃপাতে এ সমস্যাও আমি পারিব।"

বৃদ্ধ বলিল,—"বন্ধুদিগের কথা না শুনিলে বিপদে পড়িতে হয়, যেমন সেই ভেক বিপদে পড়িয়াছিল।"

হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভেকের কি হইয়াছিল।"

বৃদ্ধ বলিল,—"কোন জলাশয়ে এক ভেক সপরিবারে পরমসুখে বাস

করিতেছিল। কিছুদিন পরে তাহার দেশ ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। বন্ধুবর্গ সকলেই তাহাকে মানা করিল। কিন্তু কাহারও কথা না শুনিয়া সে সপরিবারে অন্য একটী জলাশয়ে গিয়া বাস করিতে লাগিল। সেই জলাশয়ে এক কৃষ্ণসর্প ছিল। সে ভেকের পুত্র কন্যা পত্নী সকলকেই ভক্ষণ করিল। একমাত্র ভেক অতি কষ্টে আপনার প্রাণ বাঁচাইয়া পূর্ব্ব জলাশয়ে প্রত্যাগমন করিল, তখন তাহার বন্ধুগণ তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল।”

হাতেম বলিলেন,—“হুসনবানুর সমস্যা পূরণ করিতে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা হইতে আমি কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইতে পারি না।” বৃদ্ধ যখন দেখিল যে, হাতেম কিছুতেই নিবৃত্ত হইবেন না,—তখন সে বলিল, —হমামবাদগির্দ্দে যাইবার নিমিত্ত তুইটী পথ আছে। বাম দিকের পথ দর বটে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা এ পথে অধিক নাই। দক্ষিণদিকের পথে অনেক গ্রাম ও নগর আছে। কিন্তু এই পথের শেষ ভাগে এক ভয়াবহ পর্ব্বত আছে। তাহাতে নানারূপ বিপদের ভয় আছে। এই পর্ব্বত নির্ব্বিঘ্নে পার হইতে পারিলে আপনার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে।

বৃদ্ধের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হাতেম পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে এক নগরের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, নগরবাসিগণ নগরের বাহিরে এক প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিয়া নৃত্য গীত করিতেছে। হাতেম তাহাদিগের নিকট গিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নগরবাসিগণ উত্তর করিল, —“প্রতিবৎসর এই দিবস আমাদিগকে নগরের বাহিরে আসিয়া এইরূপ আমোদ প্রমোদ করিতে হয়। তাহার পর সন্ধার সময় এক প্রকাণ্ড সর্প এই স্থানে আগমন করে। সেই সর্প মানুষের আকার ধারণ করিয়া প্রতি শিবিরে গমন করিয়া আমাদের কন্যাগণকে দেখিতে থাকে। অবশেষে যে কন্যাকে তাহার মনোগত হয়, তাহাকে লইয়া সে প্রস্থান করে। তখন আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করি।” এই কথা অবগত হইয়া হাতেম ভাবিলেন যে, আর কিছু নয়, কোন জীন নগরবাসীদিগের উপর এইরূপ অত্যাচার করিতেছে। তাহার পর হাতেম তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—“তোমাদিগের কোন ভয় নাই। আজ আমি তোমাদিগকে এই বিপদ

হইতে উদ্ধার করিব।” নগরবাসীগণ এই কথা শুনিয়া হাতেমকে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজার নিকটও হাতেম সেইরূপ বলিলেন। রাজা বলিলেন,—“তুমি যদি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পার, তাহা হইলে চিরকাল তোমার নিকট আমরা ঋণী থাকিব।” হাতেম বলিলেন,—“সর্প আসিয়া আজ যখন কন্যা মনোনীত করিবে, তখন কন্যার পিতা যেন তাহাকে বলে যে, বহুদিন পরে আমাদের পুরোহিত বিদেশ হইতে দেশে আসিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে আপনাকে আমি কন্যা দান করিব আমাদের দেশের এই রীতি।”

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার সময় দূর হইতে হাতেম সেই সর্পকে দেখিতে পাইলেন। তাহার মস্তক গগন স্পর্শ করিয়াছিল। সর্প ক্রমে নগরবাসীদিগের শিবিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। নগরবাসিগণ যোড়হস্তে তাহাকে প্রণাম করিল। তাহার পর সর্প ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া মনুষ্যের আকৃতি ধারণ করিল। রাজা সমাদর করিয়া তাহাকে এক সিংহাসনে বসাইলেন। তাহার পর সর্প উঠিয়া কন্যা মনোনীত করিবার নিমিত্ত শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে সে রাজকন্যাকে মনোনীত করিল। রাজা বলিলেন,—“আমাদের পুরোহিত তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞা এই যে, তাঁহার অনুমতি বিনা কেহ কাহাকেও কন্যা দিতে পারিবে না। অতএব কন্যালাভ করিবার নিমিত্ত আপনাকে তাঁহার অনুমতি লইতে হইবে।” সে কথায় জীন সম্মত হইল। রাজা হাতেমকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হাতেম আসিলে, জীন তাঁহাকে বলিল,—“আজ কয় বৎসর আমি এস্থান হইতে কন্যা লইয়া যাইতেছি। এত দিন এ বিষয়ে কেহ আপত্তি করে নাই। আজ তুমি কেন আপত্তি করিতেছ?” হাতেম উত্তর করিলেন,—“আমার অবর্ত্তমানে এসব কাজ হইয়াছে। এক্ষণে এ স্থানের কর্ত্তা আমি। যদি তুমি এই কন্যা-রত্নকে লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমাকে দুইটী কাজ করিতে হইবে। প্রথম,—এক মুহূর্ত্তার জল তোমাকে আমি পান করিতে দিব, তাহা তোমাকে পান করিতে হইবে। দ্বিতীয়,—তোমাকে একটী হাঁড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে। তাহার ভিতর হইতে বাহির হইতে

পারিলে, তোমাকে আমরা বহু ধনরত্ন সহ কন্যা দান করিব।" জীন জাতি স্বভাবতঃ দাম্ভিক হইয়া থাকে। দম্ভ করিয়া সে হাতেমের কথায় সম্মত হইল। হাতেম তখন তাহাকে ভল্লুক-কন্যা-প্রদত্ত মুহরা একটু জলে ঘষিয়া পান করিতে দিলেন। সেই জল পান করিয়া জীন স্বজাতীয় সমুদয় জাদু-বিদ্যা বিস্মৃত হইল। তাহার পর হাতেম তাহাকে এক হাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। জীন হাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। মন্ত্রপূতঃ করিয়া হাতেম তখন তাহার ঢাকন বন্ধ করিয়া দিলেন। মন্ত্রবলে সে ঢাকন এত ভারি হইল যে, জীন তাহার ভিতর হইতে কিছুতেই বাহির হইতে পারিল না। সেই হাড়ি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত হাতেম নগরবাসীদিগকে আজ্ঞা করিলেন। জীন পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। রাজা ও নগরবাসীগণ হাতেমকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন ও প্রচুর ধন তাঁহাকে প্রদান করিলেন। হাতেম সেই সমস্ত ধন তৎক্ষণাৎ দীন দুঃখা-দিগকে বিতরণ করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।—দুর্গম পথ।

এস্থান হইতে বিদায় হইয়া হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদূর গিয়া সম্মুখে এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তাহার পর এই পর্ব্বত পার হইয়া তিনি এক প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এস্থানে দুইটী পথ ছিল। হাতেম ভাবিলেন, বৃদ্ধ আমাকে বামদিকের পথ অনুসরণ করিতে বলিয়াছিল, কারণ এ পথ দূর হইলেও ইহাতে বিপদের আশঙ্কা নাই। দক্ষিণ দিকের পথে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, কারণ সে পথে বিপদ আছে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া হাতেম প্রথম বামপথ অবলম্বন করিয়া কিছুদূর গমন করিলেন। তাহার পর আপনা আপনি বলিলেন,—"বৃদ্ধের বাক্য আমি প্রতিপালন করিলাম। এক্ষণে দক্ষিণের পথ অবলম্বন করি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি প্রত্যাগমন করিয়া দক্ষিণের পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে হাতেম এক কণ্টক-ময় বনে গিয়া প্রবেশ করিলেন। সেই বনের কাঁটায় হাতেমের সর্ব্ব শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। অতি কষ্টে সে বন পার হইয়া হাতেম আর এক বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বনে সিংহ ব্যাঘের ন্যায় অগণিত

'গোধা তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে দৌড়িল। তাহাদিগকে দেখিয়া হাতেম অতিশয় ভীত হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই স্থানে এক পবিত্র পুরুষ বৃদ্ধের রূপ ধরিয়া আবির্ভূত হইলেন। সস্নেহে তিনি হাতেমকে বলিলেন,—"হাতেম! এ পথ অবলম্বন করিয়া তুমি ভাল কাজ কর নাই। যাহা হউক ভল্লুক-কন্যা-প্রদত্ত মুহরা ভূমিতে নিক্ষেপ কর। তাহা হইলে গোসাপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।" এই বলিয়া পবিত্র পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। হাতেম সেই মুহরা ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। ভূমি প্রথমে পীতবর্ণ, তাহার পর কৃষ্ণবর্ণ, এই রূপ নানা বর্ণে সজ্জিত হইয়া অবশেষে রক্ত বর্ণ ধারণ করিল। সেই সময় গোসাপগণ পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইল।

ঈশ্বরকে ধন্য বাদ করিয়া হাতেম পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এক ধাতুময় প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই প্রান্তরের তীক্ষ্ণ প্রস্তর খণ্ড সমূহ হাতেমের পায়ে বিঁধিয়া যাইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার ঘোরতর ক্লেশ হইতে লাগিল। তিনি আপনার পাগড়ি খুলিয়া পায়ে বাঁধিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া হাতেম এক বনে প্রবেশ করিলেন। সে বন ভয়ানক বৃশ্চিকে পূর্ণ ছিল। বৃশ্চিকের দেহ দেখিতে বিড়ালের ন্যায়। কোন কোন বৃশ্চিক শৃগালের ন্যায়। কোন কোন বৃশ্চিক পক্ষীর ন্যায়। তাহাদের দন্ত অতি বৃহৎ ও তীক্ষ্ণ। তাহারা হাতেমকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। হাতেম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই পবিত্র পুরুষ পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া ভল্লুক-কন্যা-প্রদত্ত মুহরা ভূমিতে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত হাতেমকে আদেশ করিলেন। কিন্তু হাতেমের হস্তদ্বয় এত কাঁপিতে ছিল যে, তিনি মুহরা বাহির করিতে পারিলেন না। পবিত্র পুরুষ তাহা বাহির করিয়া হাতেমের হস্তে প্রদান করিলেন। হাতেম তাহা ভূমিতে নিক্ষেপ করিবামাত্র সে স্থানের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ হইয়া গেল ও যাবতীয় বৃশ্চিক ধ্বংস হইল।

বন পার হইয়া হাতেম এক নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানের লোকগণ হাতেমকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কোন পথ দিয়া আসিয়াছেন?" দক্ষিণের পথ দিয়া তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া সকলে ঘোরতর বিস্মিত হইয়া পুনরায়

জিজ্ঞাসা করিল,—"সে পথে আপনার কোন বিপদ হয় নাই ?" হাতেম উত্তর করিলেন,—"ভাই সকল! সে পথে আমি অনেক বিপদে পড়িয়াছিলাম সত্য। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে সে সমুদয় বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি। সে পথ এখনও পূর্ব্বরূপ দুর্গম আছে বটে, কিন্তু গোসাপ ও বৃশ্চিকগণ নির্ম্মূল হইয়াছে।" এই সুসমাচার শ্রবণ করিয়া পথিকগণ সেই দিন হইতে সেই পথে গতায়াত করিতে লাগিল।

সেই দেশের রাজা এই সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাতেমকে অনেক ধনরত্ন প্রদান করিলেন, হাতেম তাহা গ্রহণ করিলেন না। হাতেম বলিলেন,—"আপনার লোক দ্বারা যদি কোতান নগরের পথ আমাকে প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমি বড়ই উপকৃত হইব। আমি হমামবাদ্গির্দ্দের সমাচার আনিতে যাইতেছি।" এই কথা শুনিয়া রাজা চমকিত হইয়া হাতেমকে বার বার নিষেধ করিতে লাগিলেন, রাজা বলিলেন,—"সে বড় ভয়ানক স্থান। সে স্থানে গিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ প্রত্যাগমন করে নাই।" হাতেম সে নিষেধ কিছুতেই মানিলেন না, অগত্যা রাজা হাতেমের সহিত লোক দিলেন। তাহারা সেই রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইয়া হাতেমকে কোতানের পথ দেখাইয়া, প্রত্যাগমন করিল। হাতেম কোতানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি সেই নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া, হাতেম তথাকার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইলেন। বহুমূল্য হীরকাদি তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেন, রাজা হাতেমের বিনয়বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ঠ হইলেন,—অল্পদিনের মধ্যেই হাতেম রাজার পরম প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। একদিন রাজাকে হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া, হাতেম তাঁহাকে আরও বহুমূল্য রত্ন উপহার দিলেন। সেই সমুদয় উপহার প্রাপ্ত হইয়া, রাজা হাতেমের নিতান্ত বশীভূত হইলেন ও তাঁহাকে সুহৃদের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা বলিলেন,—"প্রিয় বন্ধু! যদি তোমার কোন প্রার্থনা থাকে, তাহা হইলে আমাকে বল, হাতেম উত্তর করিলেন,—হামাম্বাদগির্দ্দ দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি আমাকে সেই স্থানে প্রেরণ করুন।" এই কথা শুনিয়া রাজা মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, তাহার পর তিনি

বলিলেন;—"হে বন্ধু! সে স্থানে অনেক লোক গমন করিয়াছে, কিন্তু কেহই প্রত্যাগমন করেনাই। তোমাকে আমি সেই স্থানে কি বলিয়া পাঠাইব?" হাতেম বলিলেন, "আমি নিজের লাভের নিমিত্ত সে স্থানে গমন করিতেছি না, পরোপকারে ব্রতী হইয়া আমি সেই স্থানে গমন করিতে অভিলাষ করিয়াছি; ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন।" রাজা পুনঃ পুনঃ হাতেমকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, হাতেম কিছুতেই সে নিষেধ শুনিলেন না। অগত্যা রাজা তাঁহার সহিত কয়েকজন লোক দিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।—হমামবাদগির্দ।

সেই লোকদিগের সহিত হাতেম হমামবাদগির্দ্দ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এক পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পর্ব্বত বহুমূল্য বৃহদাকার মণিমাণিক্যে পূর্ণ দেখিয়া হাতেম রাজদূতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের রাজা এ সমুদয় প্রস্তর গ্রহণ করেন না কেন?" দূতগণ উত্তর করিল,—"যে কেহ এই প্রস্তর স্পর্শ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত রক্তবর্ণের পাষাণ হইয়া যাইবে। সেই নিমিত্ত এই সমস্ত বহুমূল্য প্রস্তর কেহ গ্রহণ করে না।" হাতেম আরও অগ্রসর হইয়া, এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পন্ন উদ্যান দেখিতে পাইলেন। কিছু দূর গিয়া তিনি আর একটী উদ্যান পাইলেন, তাহার ভিতর বৃহৎ একটী অট্টালিকা ছিল। উদ্যানের দ্বারে অনেকগুলি প্রহরী ছিল। হাতেম তাহাদিগকে অট্টালিকার দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে বলিলেন। প্রহরীগণ হাতেমকে সেই দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গেল। প্রহরীগণ ও রাজদূতগণ হাতেমকে সেই স্থানে একাকী ছাড়িয়া দিল। হাতেম দেখিলেন দ্বারটী অতি উচ্চ ও নানা কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত ছিল। সেই দ্বারে পারস্য ভাষায় এই কথাগুলি লেখা ছিল, "এই অদ্ভুত স্নানাগার কেউমর্স রাজার রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইহার ভিতর প্রবেশ করিবে, সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যদি বা দৈববলে কেহ জীবিত থাকে, তাহা হইলে সে কখন বাহির হইতে পারিবে না।" এই লেখা পাঠ করিয়া হাতেম একবার মনে ভাবিলেন যে, "ইহার ভিতর প্রবেশ করিবার আর আবশ্যক কি? এই পর্য্যন্ত বলিতে পারিলেই হুসনবানু বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবে।"

কিন্তু পরক্ষণেই তিনি চিন্তা করিলেন,—"হামামের ভিতর কি আছে তাহা যদি হুসনবানু আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমি কি উত্তর দিব। অতএব যাহা থাকে কপালে ইহার ভিতর আমাকে প্রবেশ করিতে হইবে।" এইরূপ ভাবিয়া, হাতেম দ্বার অতিক্রম করিয়া, সেই দিকে গমন করিলেন। আর তৎক্ষণাৎ সে দ্বার, সে উদ্যান, সে অট্টালিকা সমুদয় অদৃশ্য হইয়া গেল। হাতেম দেখিলেন, যে তিনি এক বনের ভিতর বিচরণ করিতেছেন তিনি ভাবিলেন, একি বিপদ হইল? এ বনের কুল কিনারা কিছু দেখিতে পাইতেছি না, কি করিয়া এখন আমি দেশে প্রত্যাগমন করিব।" যাহা হউক হাতেম অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিছু দূর গিয়া, তিনি দেখিলেন, এক মনুষ্য তাঁহার দিকে আসিতেছে। মনুষ্য নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি আরসী প্রদান করিল, হাতেম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি নাপিত?" সে উত্তর করিল—"হাঁ।" হাতেম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এ স্থানে একা আছ না আরও অনেক নাপিত আছে?" সে উত্তর করিল,—"আরও অনেক নাপিত আছে, পালা অনুসারে আমরা কাজ করি। আজ আমার পালা, বড়ই সৌভাগ্য যে আজ আপনাকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।" হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ স্থানে স্নানাগার আছে?" নাপিত উত্তর করিল,—"আজ্ঞা হাঁ।" হাতেম বলিলেন, "স্নান করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জনা করিয়া আমাকে স্নান করাইবে চল।"

নাপিত আগে আগে যাইতে লাগিল, হাতেম তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া সম্মুখে এক শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত গুম্বজ দৃষ্ট হইল। নাপিত তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। হাতেমও তাহার সঙ্গে প্রবেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ অকস্মাৎ তাহার দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। সেই গুম্বজের ভিতর স্নানাগার ছিল। স্ফটিক নির্ম্মিত অতি সুন্দর জলপূর্ণ এক হৌজ হাতেম দেখিতে পাইলেন। নাপিত তাঁহাকে সেই জলে নামিতে বলিল। হাতেমের নিকট দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না। নাপিত তাঁহাকে শুভ্রবর্ণের ধৌত বস্ত্র প্রদান করিল। তাহা পরিধান করিয়া হাতেম চৌবাচ্চার জলে অবতরণ করিলেন। ঈষৎ উষ্ণ জলে নাপিত তাঁহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার হস্তে কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিল। হাতেম সেই জল

আপনার মস্তকে দিলেন। তিন বার যাই তিনি জল মস্তকে দিয়াছেন, আর সেই সময় এক বিকট শব্দ হইল ও স্নানাগার ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া অন্ধকারময় হইয়া গেল। ধূম দূর হইয়া যখন সে স্থান পুনরায় পরিষ্কৃত হইল, তখন হাতেম দেখিলেন যে, সে স্থানে সে নাপিত নাই, সে স্নানাগার নাই, কিছুই নাই। তিনি দেখিলেন যে, তিনি কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত গুম্বজের ভিতর রহিয়াছেন। এই গুম্বজের দ্বার জানালা কিছুই ছিল না। বায়ু অথবা আলোক প্রবেশের পথ একেবারেই ছিল না। সেই গুম্বজ ক্রমে জলপূর্ণ হইতে লাগিল। ক্রমে জল হাতেমের নাভি ও তাহার পর গলদেশ পর্য্যন্ত উঠিল। জল আরও বৃদ্ধি হইল। হাতেম জলমগ্ন প্রায় হইলেন। হাতেম সাঁতার দিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন,—"হমাম-বাদগির্দ্দে আসিয়া লোক এইরূপে জল নিমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই জন্য কেহ আর প্রত্যাগমন করে না। যাহা হউক আমি পরোপকারে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছি। এই কার্য্যে যদি আমার প্রাণ যায়, তাহা হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই।" ক্রমে জল বৃদ্ধি হইয়া, হাতেমের মস্তক গুম্বজের ছাদে গিয়া ঠেকিল। হাতেম ভাবিলেন, এইবার আর রক্ষা নাই, এইবার মরিতে হইল। জল আরও বৃদ্ধি হইয়া হাতেমের মস্তক পর্য্যন্ত মগ্ন হইল। শ্বাসরোধে আকুল হইয়া হাতেম এদিকে ওদিকে হাত-পা ছুড়িতে লাগিলেন; সহসা তাঁহার হাতে একটী শৃঙ্খল ঠেকিল। তিনি সেই শৃঙ্খল ধরিয়া টানিলেন, আর তৎক্ষণাৎ চারি পাঁচ শত ক্রোশ দূরে এক প্রান্তরে গিয়া তিনি পড়িলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। – পিঞ্জরাবদ্ধ শুক পক্ষী।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া হাতেম পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন, কিছু দূর গিয়া, সম্মুখে এক অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। অট্টালিকার সম্মুখে একটী বাগান ছিল। সেই বাগানের ভিতর তিনি প্রবেশ করিলেন, প্রবেশ করিয়া একবার পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে দ্বারের চিহ্ন মাত্র নাই। যাহাহউক উদ্যানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া হাতেম মোহিত হইলেন। কিছু আগে গিয়া তিনি দেখিলেন—যে এক স্থানে একজন মানুষ বাগানে কাজ করিতেছে। হাতেম তাহার নিকট গিয়া, পানীয় ও খাদ্য

যাচ্ঞা করিলেন, সে লোক অনেকক্ষণ হাতেমের দিকে দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে ?" হাতেম উত্তর করিলেন, —পিপাসায় আমি বড়ই কাতর হইয়াছি, প্রথমে আমাকে একটু জল দাও, তাহার পর সকল কথা বলিব।" সে ব্যক্তি রুটী ও জল আনিয়া হাতেমকে প্রদান করিল। পানভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া, হাতেম তাহাকে আপনার বৃত্তান্ত সমুদয় প্রদান করিলেন ও সেই ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি উত্তর করিল,—তোমার ন্যায় আমিও হামামবাদগির্দে গমন করিয়াছিলাম, তোমার ন্যায় আমিও এস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। সম্মুখে ঐ যে অট্টালিকা দেখিতেছ উহার নিকট একটী প্রাঙ্গণ আছে। প্রাঙ্গণের মাঝখানে এক জলাশয় আছে, তাহাতে নানাবর্ণের মৎস্য সর্ব্বদা ক্রীড়া করে। প্রাঙ্গণের চারিদিকে অনেক পাষাণনির্ম্মিত পুত্তলিকা দণ্ডায়মান আছে। উহারা সকলেই মনুষ্য ছিল। হামামবাদগির্দ্দ হইতে তাড়িত হইয়া এই স্থানে পতিত হইয়াছে। বার বৎসর উহাদিগকে পাষাণ হইয়া থাকিতে হইবে। তাহার পর জীবিত হইয়া পুনরায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইবে। আমিও ঐরূপ পাষাণ হইয়াছিলাম। বার বৎসর অতীত হইলে পুনরায় আমি জীবিত হইয়াছি।"

হাতেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ সমুদয় মনুষ্য কেন পাষাণময় হইয়াছে।" সে লোক উত্তর করিল,—"ঐ অট্টালিকার বারান্দায় এক স্বর্ণপিঞ্জর ঝুলিতেছে। তাহার ভিতর এক শুকপক্ষী আছে। কিছু দূরে ঠিক ঐ পিঞ্জরের সম্মুখে এক কাষ্ঠাসন আছে, তাহার পার্শ্বে একটী ধনু ও তিনটী তীর আছে। যে এস্থানে প্রথম আসিবে, তাহাকে কাষ্ঠাসনে বসিয়া, পিঞ্জরস্থিত শুকপক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতে হয়, প্রথম লক্ষ্য বিফল হইলে, সে মানুষ শত হস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, আর তাহার কটীদেশ পর্য্যন্ত পাষাণ হইয়া যায়। দ্বিতীয় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে, সে মানুষ দুই শত হস্ত দূরে গিয়া পড়ে ও তাহার স্কন্ধ পর্য্যন্ত পাষাণ হইয়া যায়। তৃতীয় তীর বিফল হইলে, সে মানুষ তিন শত হস্ত দূরে গিয়া পড়ে ও তাহার সর্ব্ব শরীর পাষাণ হইয়া যায়। তাহার পর ঐ সমুদয় পুত্তলীর ন্যায় পাষাণময় হইয়া তাহাকে বার বৎসর দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। কিন্তু যদি

কেহ তীরদ্বারা শুকপক্ষীকে বিদ্ধ করিয়া পিঞ্জর হইতে বাহির করিতে পারে, তাহা হইলে এই সমস্ত মায়া তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া যায় আর ঐ সমস্ত পুত্তলিকা তখন নিজদেহ প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় জীবিত মানুষ হয়।

হাতেম সেই লোককে, পিঞ্জর দেখাইতে বলিলেন, সেই লোক লইয়া চলিল, প্রাঙ্গণ হইতে উপস্থিত হইবামাত্র, সে স্থানের পুত্তলিকাগণ হাস্য করিয়া উঠিল। সে লোক বলিল, —"মহাশয়! এস্থানে আপনার আগমন শুভজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ কোন লোক আসিলে, পুত্তলিকাগণ ক্রন্দন করিয়া থাকে, আজ বোধ হয় আপনার দ্বারা ইহারা পাষাণদেহ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, সেইজন্য হাস্য করিতেছে।" হাতেম অগ্রসর হইয়া অট্টালিকার বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেস্থানে গিয়া স্বর্ণপিঞ্জরস্থ শুকপক্ষীকে তিনি দেখিতে পাইলেন। তাহার পর কাষ্ঠাসনে বসিয়া ও তিনটী তীর হাতে লইয়া পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন। পক্ষী সেই সময় সরিয়া বসিল, তাহাতেই হাতেমের প্রথম তীর-সন্ধান ব্যর্থ হইল ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার কটীদেশ পর্য্যন্ত পাষাণ হইয়া গেল। তখন শুকপক্ষী বলিল, —"যুবক! এস্থানে আসিবার তুমি উপযুক্ত পাত্র নহ; অতএব এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।" এই কথা বলিবামাত্র হাতেম শত হস্ত দূরে গিয়া পড়িলেন। হাতেম পুনরায় পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় তীর মারিলেন, তাহাও বিফল হইল। তখন শুক পুনরায় বলিল,—"যুবক তুমি এস্থানের উপযুক্ত নহ। এস্থান হইতে সরিয়া যাও।" এইকথা বলিবামাত্র হাতেমের স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত পাষাণ হইয়া গেল ও তিনি দুইশত হাত দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। হাতেম অতিশয় বিষণ্ন হইলেন, আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "কি আশ্চর্য্য! মৃগয়া করিতে গিয়া আজ পর্য্যন্ত আমার কখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। কিন্তু এ পক্ষীকে চক্ষুর উপর দেখিয়াও আমি তাহাকে মারিতে পারিলাম না। সেজন্য বোধ হয় চিরকাল আমাকে পাষাণ হইয়া এস্থানে থাকিতে হইবে। কিন্তু আমার ভাগ্যে যাহাই হউক, সেই মুনিরশামীর দশা কি হইবে? হুসনবানু কি নিষ্ঠুর! তাহারই প্রেমে আবদ্ধ হইয়া বোধ হয় এই সমুদয় লোক পাষাণ হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মুনিরশামীর সহিত হুসন বানুর বিবাহ।

তাহার পর হাতেম পিতা মাতা ও পত্নী পুত্রকে স্মরণ করিয়া নানাপ্রকার খেদ করিতে লাগিলেন, এমন সময় কে যেন তাঁহার কাণে কাণে বলিল,—"হাতেম চিন্তা করিও না, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তৃতীয় বাণ তুমি নিক্ষেপ কর।" এইরূপ দৈববাণী প্রাপ্ত হইয়া হাতেম আশ্বস্ত হইলেন। একান্তমনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পক্ষীকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, তিনি তৃতীয় শর নিক্ষেপ করিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় সেই তীর পক্ষীকে গিয়া লাগিল, শরবিদ্ধ হইয়া পক্ষী ভূতলে পতিত হইল। সেই সময় পৃথিবী অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রনিনাদ ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল, প্রবলবেগে ঘূর্ণিত বায়ু উত্থিত হইয়া পৃথিবীকে যেন উৎপাটিত করিবার উপক্রম করিল। ঘোর প্রলয় উপস্থিত দেখিয়া হাতেম অচেতন হইয়া পড়িলেন। হাতেম যখন পুনরায় জ্ঞানলাভ করিলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে,সে উদ্যান নাই, সে অট্টালিকা নাই, সে শুকপক্ষী নাই। তিনি এক প্রান্তরে পড়িয়া আছেন। দূরে একখণ্ড হীরক পড়িয়া আছে। প্রস্তরময় পুত্তলিকাগণ জীবিত হইয়া নিজ নিজ দেহ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার নিকট আগমন করিতেছে। হাতেম উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও আগে গিয়া সেই হীরকখণ্ড তুলিয়া লইলেন, তাহার পর সেই সমুদয় লোক হাতেমের নিকট আসিয়া অশেষ বিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। সকলের পরিচয় গ্রহণ করিয়া হাতেম জানিতে পারিলেন যে তাহারা সদ্বংশজাত। হাতেম পুনরায় স্নানাগার মুখে অগ্রসর হইলেন, সেস্থানে উপস্থিত হইয়া দ্বারে কোতান-রাজ-নিয়োজিত সেই প্রহরীগণকে দেখিতে পাইলেন। হাতেমও তাহার সখাগণকে দেখিয়া সেনাপতি ঘোরতর বিস্মিত হইল, ও সমাদরে তাহাদিগকে পান ভোজন করাইল।

এক দিন সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া, হাতেম সঙ্গীগণ সহ পুনরায় পথপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাকালে কোতান নগরে উপস্থিত হইয়া, রাজার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা অতি সমাদরে হাতেম ও তাঁহার সঙ্গীগণের অভ্যর্থনা করিলেন। হাতেমকে জীবিত দেখিয়া, কোতানরাজ যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। হাতেম তাঁহাকে স্নানাগারের সমুদায় বৃত্তান্ত

প্রদান করিয়া সেই হীরকখণ্ড দেখাইলেন। তাহার পর রাজাকে তিনি পুনরায় বলিলেন, "এই সমস্ত যুবক সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব। ইহাঁরা সে স্থানে পাষাণ হইয়াছিলেন। যাহাতে ইহাঁরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন, এক্ষণে আপনি সেইরূপ বিধান করুণ।" রাজা প্রতিজনকে এক জন ভৃত্য, একটী অশ্ব ও যথা প্রয়োজন পাথেয় প্রদান করিলেন। তাহারা হাতেমকে শত শত ধন্যবাদ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সাহাবাদে প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত হাতেমও রাজার নিকট বিদায় লইলেন। রাজা হাতেমকে অনেক ধন প্রদান করিলেন ও তাঁহার সঙ্গে অনেক লোকজন দিলেন। যথা সময়ে হাতেম সাহাবাদে গিয়া উপনীত হইলেন।

প্রথমে তিনি পান্থশালায় গিয়া মুনিরশামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মুনিরশামী হাতেমের পদতলে পতিত হইয়া অশেষ বিশেষে তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্নেহের সহিত হাতেম তাহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া বারবার আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর হাতেম হুসনবানুর গৃহে গমন করিলেন। হুসনবানু হাতেমকে উত্তম আসনে বসাইয়া, নিজে যবনিকার অন্তরালে উপবেশন করিলেন। তাহার পর হাতেম তাঁহাকে হামামবাদ্‌গির্দ্দের সমুদয় বিবরণ প্রদান করিয়া চিহ্ন-স্বরূপ সেই বহুমূল্যবান হীরকখণ্ড তাঁহাকে প্রদান করিলেন। সাত সমস্যা পূর্ণ হইল দেখিয়া হুসনবানু লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া, মৃদু মধুর স্বরে হাতেমকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি ধন্য, আপনি ধার্ম্মিক, আপনি পরোপকারী। আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। এখন এ দাসীকে অন্যের হস্তে কেন সমর্পন করিতেছেন?" হাতেম উত্তর করিলেন, "দেখ হুসনবানু! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, নিজের জন্য তোমার সাত সমস্যা পূরণ করিতে আমি প্রবৃত্ত হই নাই। তোমার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া মুনিরশামী মৃতপ্রায় হইয়াছেন, অতএব তাঁহার প্রতি তুমি কৃপা কর, সে বিষয়ে আর অন্যমত করিও না।"

হুসনবানু কি করিবেন? কাজেই তাঁহাকে হাতেমের কথায় সম্মত হইতে হইল। আচার্য্যগণ আসিয়া শুভদিন স্থির করিলেন। চারিদিকে নহবৎ বসিল, সাহাবাদ নগর নৃত্য-গীতের ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল।

দীনদরিদ্রদিগের মধ্যে সুখাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র ও অর্থ বিতরিত হইতে লাগিল, পান্থশালা পরিত্যাগ করিয়া হাতেমও মুনিরশামী সুন্দর এক অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন। বরের ঘর হইতে কন্যার ঘরে এবং কন্যার ঘর হইতে বরের ঘরে বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইতে লাগিল। ক্রমে শুভদিন ও শুভলগ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজবেশে সজ্জিত হইয়া বহুমূল্য এক অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া মুনিরশামী হাতেমকে সঙ্গে লইয়া কন্যার গৃহে গমন করিলেন। বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া হুসনবানু বিবাহ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই জনে যথারীতি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

বিবাহের পর হাতেম মুনিরশামী ও হুসনবানুর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে তাঁহারা হাতেমকে বিদায় করিলেন। হাতেম ইমন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইমনের প্রজাবর্গ হাতেমের আগমনবার্ত্তা পাইয়া ঘোরতর আনন্দিত হইল ও রাজধানী নানাসজ্জায় সজ্জিত করিল। হাতেমের পিতা মহারাজ তয়, মন্ত্রী ও সভ্যগণের সহিত অগ্রসর হইয়া হাতেমের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন হাতেম উপস্থিত হইলে, স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বাটী আসিয়া প্রথম তিনি জননীর পদে প্রনিপাত করিলেন, তাহার পর জব-ই পোষ প্রভৃতি পত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানারূপ কথোপকথন করিলেন। এইরূপে হাতেম পিতা মাতা পত্নী পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গকে লইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন, কালের বশে যথা সময়ে হাতেমের পিতা মহারাজ তয় ও হাতেমের মাতা পরলোক গমন করিলেন, তখন হাতেম সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাবর্গকে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এক এক জন পত্নী এক একটী রাজপুত্র প্রসব করিলেন। যথাকালে পুত্রদিগের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া হাতেমও স্বর্গে গমন করিলেন, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার যশ পৃথিবীতে ঘোষিত হইতেছে। তাঁহার কীর্ত্তি মনুষ্যসমাজে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

সম্পূর্ণ।

বিজয়া বটিকা।

জ্বর, প্লীহা ও যকৃতাদিনাশের পক্ষে বিজয়া বটিকার ন্যায় মহৌষধ আর নাই, ইহা অনেক বড় বড় ডাক্তার এবং কবিরাজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বিজয়া বটিকা যে কিরূপ অব্যর্থ মহৌষধ, তাহা বঙ্গবিহারউড়িষ্যার অধিবাসীগণ আজ অন্তরের সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন ; নতুবা কি নগরবাসী, কি গ্রামবাসী, অধিকাংশ লোকেই বিজয়া বটিকার পক্ষপাতী হইয়া আজ এরূপ অধিক পরিমাণে বিজয়া বটিকা খরিদ করিবেন কেন ?

বিজয়া বটিকা যে, কেবল জ্বর-প্লীহা-যকৃতাদিনাশের মহৌষধ তাহা নহে। মাথাঘোরা, সর্দ্দি, কাসি গা-হাত-পা-কামড়ানি, গা-হাত-পা-চক্ষু জ্বালা, গাত্র বেদনা, বুক ভার-ভার হওয়া, অক্ষুধা, দাস্ত অপরিষ্কার ইত্যাদি সমস্ত রোগেই বিজয়া বটিকা সেবনীয়। তুমি রাত্রে জাগিয়া, পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ, একটী বা দুইটী বিজয়া বটিকা সেবন কর, তোমার ক্লান্তি দূর হইবে। তুমি দুর্ব্বল হইয়াছ, বিজয়া বটিকা সেবন কর, দৌর্ব্বল্য দূর হইবে। তোমার জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিয়াছে, হাত-পা-গরম হইয়াছে, চক্ষু জ্বলিতেছে হাই উঠিতেছে, সেই সময় বিজয়া বটিকা সেবন কর, জ্বর আর আসিবে না। জলে ভিজিয়া ঠাণ্ডা লাগিয়াছে, শরীর মেজমেজে হইয়াছে, বিজয়া বটিকা সেবন কর, শরীর সহজ হইবে। প্রত্যহ একটী বা দুইটী করিয়া যদি বিজয়া বটিকা সেবন কর, তাহা হইলে তোমার বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইবে, দেহ পুষ্টিলাভ করিবে। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় বা তাহার কিছু পূর্ব্বে যাঁহাদের শরীর খারাপ হয়, তাঁহারা যদি সেই সময় বিজয়া বটিকা সেবন করেন, তাহা হইলে হাতে হাতে শুভফল লাভ করিবেন। ফল কথা, অতি গুরুতর ভীষণ জ্বরাদি পীড়াতেও বিজয়া বটিকা সেবনীয় আর অতি সামান্য পীড়াতেও বিজয়া বটিকা সেবনীয়।

বিজয়া বটিকার এই অলৌকিক শক্তি আছে বলিয়াই বিজয়া বটিকার কাটতি এত অধিক ; কিন্তু দুঃখ এই জুয়াচোরগণ এই বিজয়া বটিকা—

জাল করিতেছে।

কলিকাতার কতকগুলি জুয়াচোর ব্যক্তি বিজয়া বটিকার অবিকল ট্রেডমার্কা আদি নকল করিয়া, মফঃস্বলের অধিবাসিগণকে পাইকেরি দরে বেচিতেছে। দরও সস্তা দিতেছে। এই জাল বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, অনেক রোগী কুফল প্রাপ্ত হইতেছেন, অনেকের রোগ একবারে আরাম হইতেছে না। জাল ঔষধে কখন কি রোগ আরাম হয় ? কখন বা উল্টা উৎপত্তি হইয়া শেষে রোগী মারা পড়িতেছেন। অতএব,—

সর্ব্বসাধারণকে সাবধান

করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন প্রধানতঃ এই দুই স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে বিজয়া বটিকা খরিদ না করেন। কেবল এই দুইটী স্থানেই হাতে এবং ডাকে বিজয়া বটিকা বিক্রয় হইয়া থাকে।

(১) আদিস্থান,—অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তি স্থান বেড়ুগ্রাম, জেলা বৰ্দ্ধমান, একমাত্র স্বত্বাধিকারী জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য।

(২) কলিকাতা ৭৯ নং হারিসন রোড, পটলডাঙ্গা—ভারতে একমাত্র এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বি. বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

এই দুইটী স্থান ছাড়া নিম্নলিখিত সব্-এজেণ্টগণের নিকট বিজয়া বটিকা পাওয়া যায়। স্থানান্তরে ইহাঁদের নাম প্রকাশিত হইল ;—ইহাঁরা কেবল হাতে হাতে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। ডাকে ঔষধ ইহাঁরা পাঠান না।



বিজয়া বটিকা।

সর্ব্বপ্রকার জ্বররোগের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা আজ ভারত-প্রসিদ্ধ। অধিক কি, পারস্যে, আরবদেশে মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং লণ্ডন মহানগরেও বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসনসমীপে, আজ বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণী-কুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানিনা কেন, কোন্ গুণে, বিজয়া বটিকা দেশীয় সামগ্রী হইয়াও ইংরেজ নরনারীর মন এরূপ আকর্ষণ করিল!

বিজয়া বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত। যে জ্বররোগ ডাক্তারী, কবিরাজী বা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয়-স্বজন যে রোগীর জীবনের আশা পর্য্যন্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন;—এমন বহুসংখ্যক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

সময় বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও কঠোর—আবার সময় বিশেষে বিজয়া বটিকা কুসুম অপেক্ষাও কোমল। সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইদ অতি গুরুতর—প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত বিজয়া বটিকা দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে। বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ত্ব,—এইখানেই গুণপণা,—এইখানেই অলৌকিকত্ব। রোগীর নাড়ীতে ২৪ ঘণ্টাই জ্বর আছে, প্লীহার কামড়ানি এবং যকৃতের টাটানিতে রোগী অস্থির হইয়াছে, রোগীর হাত-মুখ-পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে, নাক দিয়া মধ্যে মধ্যে রক্ত পড়িতেছে;—এমন বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইতেছেন;—অথচ এদিকে আপনার জ্বরজ্বালা কিছুই নাই, প্লীহা যকৃৎ নাই—সহজ শরীরে আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন, আপনার ক্ষুধাবৃদ্ধি হইবে, পুরুষত্ববৃদ্ধি হইবে এবং লাবণ্যবৃদ্ধি হইবে।

সুতরাং বিজয়া বটিকাকে অভূতপূর্ব্ব শক্তিধর ঔষধ কে না বলিবে? কুইনাইন সেবনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকায় সহজেই তাহা আরাম হয়। দশ পনর দিন অন্তর পুনঃপুনঃ জ্বররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন, বিজয়া বটিকা তাঁহার জ্বররোগে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ।

বিজয়া বটিকা কোন কোন রোগে বিশেষ কার্য্যকরী?

(১) মাথাধরা; (২) অক্ষুধা; (৩) গা-হাত-পা কাম্ড়ানি; (৪) বৈকালে চক্ষুজ্বালা; (৫) মাথাঘোরা; (৬) সর্দ্দিকাসি; (৭) গা ভার-ভার; (৮) ধাতুদৌর্ব্বল্য; (৯) দাস্ত অপরিষ্কার; (১০) লাবণ্যহীনতা, (১১) দুঃস্বপ্নাদি; (১২) পিঠে কোমরে বেদনা; (১৩) বুক ভার; (১৪) আবিলা।

ইহা ব্যতীত:—সর্ব্বরকম জ্বর, প্লীহা, যকৃত, কাসিযুক্তজ্বর, শোথ, পালা-জ্বর, অমাবস্যা পূর্ণিমার জ্বর, আসামের কালাজ্বর, বঙ্গের ম্যালেরিয়া জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জাজ্বর, কম্পজ্বর, দ্বৌকালীনজ্বর, মেহঘটিত জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, ঘুষঘুষে জ্বর —ইত্যাদি যত প্রকার জ্বর আছে, তৎসমস্তই বিজয়া বটিকা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। এরূপ ফলপ্রদ ঔষধ, একাধারে এত গুণবিশিষ্ট ঔষধ, এদেশে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সেবন করুন, সঙ্গে সঙ্গে শুভ ফল পাইবেন।

মূল্যাদি।

	বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা ...	১৮ ...	‖৵০ ...	।০ ...	৵০
২নং কৌটা ...	৩৬ ...	১৶০ ...	।০ ...	৵০
৩নং কৌটা ...	৭২ ...	১‖৶০ ...	।০ ...	৶০
বিশেষ বৃহৎ গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ				
৪নং কৌটা ...	১৪৪ ...	৪।০ ...	।০ ...	৶০

ভ্যালুপেবলে লইলে, মূল্য, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং চার্জ্জ ছাড়া গ্রাহকগণকে আরও দুই আনা অধিক দিতে হয়।

বিজয়া বটিকার পাইকারী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে, কমিশন এক টাকা অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র। (বার কৌটার কমে কমিশন নাই) ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড় টাকা; অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার ডাকমাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। (বার কৌটার কমে কমিশন নাই)। ভিঃ পিঃ কমিশন ।০ চারি আনা।

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা, অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ এক টাকা মাত্র। (বার কৌটার কমে কমিশন নাই)। ভিঃ পিঃ কমিশন ।০ চারি আনা।

মফস্বলের ভিঃ পিঃ খরচ গ্রাহকগণকে দিতে হয়।

বিজয়া বটিকার রঙ্গিন ট্রেডমার্ক

এবং

রঙ্গিন লেবেল দেখিয়া লইবেন।

কাল রঙ্গ ছাড়া ট্রেডমার্কে তিনটী রঙ্গ আছে;—প্রথম হরিদ্রা, দ্বিতীয় লাল, তৃতীয় ফিকে নীল। অক্ষর কালো, গায়ে যে লেবেল জড়ান আছে, তাহাও ফিকে লাল কালিতে মুদ্রিত।

বিজয়া বটিকা পাইবার ঠিকানা—

আদিস্থান—অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তি স্থান,— বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড়ুগ্রাম,—একমাত্র স্বত্বাধিকারী জে, সি, বসুর নিকট; অথবা কলিকাতা ৭৯নং হারিসন রোড পটলডাঙ্গা বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে, বি, বসু এণ্ড কোং-র নিকট প্রাপ্তব্য।

বিজয়া বটিকার প্রশংসা পত্র।

১ম পত্র।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী শ্যামনগর—রাওতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে কলিকাতা ১২ নং পটুয়াটোলা লেনস্থ সেই সুপ্রসিদ্ধ টি এন, মুখার্য্যে মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, সে পত্রখানিও একবার পাঠ করুন,—

"মহাশয় বহু দিন পর্য্যন্ত পুরাতন জ্বর ভোগ করিয়া আমার মাতাঠাকুরাণী মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। এ যাত্রা রক্ষা পাইবার তাঁহার কিছুমাত্র আশা ছিল না। অন্যান্য নানাবিধ চিকিৎসায় কোন উপকার হয় নাই। অবশেষে আপনি অনুগ্রহ করিয়া এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া আমাকে প্রদান করেন। এই বটিকা অল্পদিন ব্যবহার করিয়াই আমার মাতাঠাকুরাণী সম্পূর্ণ-ভাবে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। তিন বৎসর বয়স্কা আমার ভ্রাতৃকন্যাও বহুদিন হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল; একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছিল। এই কৌটা হইতে তাহাকেও গুটিকতক বটিকা সেবন করাই' সেও আরোগ্যলাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক আমার একজন মূক বধির ও অন্ধ প্রতিবাসী যুবক ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতে-ছিল। এই কৌটা হইতে তাহাকে চারিটী বটিকা আমি প্রদান করি। কেবল এই চারিটী বটিকা সেবন করিয়া সে জ্বর হইতে মুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক আমাদের এক জন প্রতিবাসীও অনেক দিন জ্বরে ভুগিতেছিলেন। এই কৌটা হইতে আমি তাঁহাকে গুটি-কতক বটিকা প্রদান করি। তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এই কৌটাতে চারি জন লোক রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। অবশিষ্ট এখনও গুটিকতক বটিকা আছে। অধিক আর কি লিখিব, আমাদের দেশে সকলেই আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়াছেন। সকলেই বলিতেছেন যে, এমন অদ্ভুত ঔষধ কেহ কখন দেখে নাই।"

৭৯নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

এই মহাশক্তিরূপা বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিয়া,

দেহ এবং মনকে শক্তি-সম্পন্ন কর।



ইহা ঠিক সালসা নহে, তবে সালসা নাম না দিলে, ইহার গুণাবলীর বিষয় কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না; সেই জন্য সালসা নাম দিতে হইল। আমরা ইংরেজিভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি, এই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নাম তাই বিজাতীয় ভাষায় করিতে বাধ্য হইলাম,—নচেৎ উপায় নাই। বলুন দেখি সোমরস নাম দিলে সাধারণে কি বুঝিবেন?

চরক-গ্রন্থ অনন্তরত্নের ভাণ্ডার; মহাকল্পতরু-স্বরূপ। সাধক এবং ভক্ত একান্ত-মনে যাহা খুজিবেন, উহাতে তাহাই পাইবেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা

সেই চরক-মহাসাগর মন্থনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছে। এ সালসা-বোতলকে ধন্বন্তরির অমৃতপূর্ণ কলস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা

এক মহাতেজঃস্বরূপ। উত্তর চীনদেশ হইতে আনীত কোন লতাবিশেষের এমন গুণ যে, এ সালসা সেবনের পাঁচ মিনিট পরেই দেহে এবং মনে মহাস্ফূর্ত্তি

অনুভূত হইবে, মনে হইবে, শরীরে যেন কোন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। এই মহাশক্তি-স্বরূপিণী-সালসা-সুধাপানে, মনঃপ্রাণ স্বর্গীয়-সুখে বিভোর হইয়া উঠিবে। এ সালসা সহজ শরীরেও সেবনীয়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, বসন্ত—সর্ব্বকালে সর্ব্বঋতুতে সেবনীয়।

কঠোর পরিশ্রমের পর সেবন করিলে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তি দূর হয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা

সদ্গন্ধযুক্ত এবং খাইতে সুস্বাদু এ সুধা সর্ব্বরোগ-হর।

বাঙ্গালী যৌবনে বৃদ্ধ ;—৩২ বৎসর পূর্ণ না হইতেই, অনেক বাঙ্গালীর অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে ; ৪২ বর্ষ বয়সে প্রকৃতই অনেকে জরাগ্রস্ত হন। বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা যথানিয়মে সেবন করিলে, মানবদেহে সহজে জরা আক্রমণ করিতে পারিবে না। শরীর সবল সতেজ সটান থাকিবে। যিনি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ অঙ্গের মাংস যাঁহার লোল হইয়াছে, কটীতট কুব্জভাব ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে,—তিনি তিন মাস কাল বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর এই সালসা সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে সত্যসত্যই যেন নবযৌবনের আবির্ভাব হইবে। বলবীর্য্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইবে। ঠিক যেন তিনি নূতন মানুষ হইবেন। যাঁহারা বিশেষ পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে একবার নিজ দেহের ওজন লইবেন এবং ঔষধ সেবনের পর প্রতিমাসে এক একবার ওজন লইবেন। দেখিবেন, ক্রমশই আপনার ওজন বৃদ্ধি হইতেছে এবং দেহে বলের আধিক্য হইতেছে। শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী—সকলেই বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিতে পারেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা

সেবন করিলে, নানারোগ আরাম হয়। তন্মধ্যে প্রধানতঃ সহজে এবং শীঘ্র এই রোগগুলি দূর হয় ;—(১) দূষিত রক্তকে পরিষ্কার করে ; (২) সরু হাড়কে মোটা করে ; (৩) কৃশ ব্যক্তিকে সবল ও স্থূলদেহ করে ; (৪) ক্ষুধা-বৃদ্ধি হয় ; (৫) কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ; (৬) লাবণ্যবৃদ্ধি হয় ; (৭) স্মরণশক্তি এবং মেধাবৃদ্ধি হয়।

অনেকে ডজন ডজন (অর্থাৎ ১২টার হিসাবে) এ সালসা লইতেছেন। একেবারে এক ডজন লওয়াই সুবিধা,—কেননা ইহাতে কমিশন পাওয়া যায়। এক ডজনের কম, এমন কি, ১১ এগার শিশি ঔষধ লইলেও, কেহ কমিশন পাইবেন না।

৩ নং অর্থাৎ দেড়পোয়া শিশির ১২ বারটার মূল্য ১৯॥০ সাড়ে উনিশ টাকা বাদ কমিশন ২৲, অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩ নং এক ডজন সালসা পাইবেন। কিন্তু ইহার ডাকমাশুল ৮৲ আট টাকা। তবে রেলওয়ে পার্শেলে এ ঔষধ লইলে দূরত্ব অনুসারে মাশুল ১৲, ২৲ বা ৩৲ টাকা পড়িয়া থাকে। ৩ নং এক ডজনের প্যাকিং চার্জ্জ ৸০ বার আনা ধরা হয়। সুতরাং সাধারণের রেল পার্শেলে ঔষধ লওয়াই সুবিধা। কোন রেল ষ্টেশনে ঔষধ পাঠাইতে হইবে, তাহা পত্রে খুলিয়া লিখিবেন ; ইহা ব্যতীত আপন নাম, ধাম, পোষ্টাফিস ও জেলা লেখা আবশ্যক।

২ নং এক ডজন সালসা লইলে (বাদ কমিশন) মূল্য ১২৸০ বার টাক বার আনা। ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ ৬৲ ছয় টাকা।

৩ নং এক ডজন সালসা (বাদ কমিশন) মূল্য ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা ; ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ ৪৲ চারি টাকা, রেল-পার্শেলে লইলে মাশুল কম পড়ে। রেলপ্যাকিং চার্জ্জ স্বতন্ত্র।

১ নং (আধপোয়া) এক শিশি সালসা ৪ দিন সেবনীয় ; ২ নং (একপোয়া) এক শিশি ৮ দিন সেবনীয়। ৩ নং (দেড়পোয়া) এক শিশি ১২ দিন সেবনীয়। ৪ দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন।

সালসা পাইবার ঠিকানা,—

৭৯ নং হ্যারিসন রোড, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

ফুলেলা।



ভারতবর্ষ ফুলের ভাণ্ডার। ভারত কুসুম অমূল্যরত্ন। এ ফুলের তুলনা নাই। সাতটী সদ্গন্ধযুক্ত ফুলের সাররস, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একত্র মিলাইয়া (আয়ুর্ব্বেদোক্ত নানা মসলার সহিত) এই ফুলেলা তৈয়ারি হইয়াছে। আপনি ফুলেলা মাখিতে আরম্ভ করুন,—দূরস্থিত পথিক মনে করিবে—একি হইল?—হঠাৎ নানা জাতীয় পুষ্পের সৌরভ পাই কেন? নিকটে কি ফুলের উদ্যান আছে? ফুলসমূহ কি এককালেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে? এমন মনোহর সৌরভ—

ত এই মর্ত্ত্যধামের নহে,—বুঝি স্বর্গীয় নন্দনকানন হইতে এ সৌরভ আসি-তেছে। আপনার মানময়ী গৃহিণী যদি রাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আর কিছুই করিতে হইবে না,—এক শিশি ফুলেলা কিনিয়া তাঁহার হাতে এবং দুই চারি ফোঁটা ফুলেলা লইয়া তাঁহার কপালে মাথাইয়া দিন; গৃহিণীর রাগ দূর হইবে।

ফুলেলায় মনকে প্রফুল্ল রাখে। যে ঘরে ফুলেলা থাকে, সে ঘর সৌরভে সদা আমোদিত হয়। সর্ব্ব দুর্গন্ধ দূর হয়। গৃহস্থের স্বাস্থ্য ভাল থাকে; ফুলেলা দেবী-অঙ্গের ভূষণ।

ফুলেলা ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্ত হয়। চুল কাল এবং চিক্কণ হয়। ফুলেলায় চুল উঠা দোষ দূর হইয়া চুল বৃদ্ধি পায়,—চামরের ন্যায় কেশকলাপ হয়। বহুদিন ধরিয়া ফুলেলা মাখিলে টাক রোগ নষ্ট হয়। ফুলেলায় মস্তিষ্ক শীতল হয়, শিরোঘূর্ণন দূর হয়। হাত পা জ্বালা ও গাত্র জ্বালা দূর হয়। মাথার খুস্কি এবং চুলকানি নষ্ট হয়। পেটে মাখিলে পেট ঠাণ্ডা হয়; হজম-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দাস্ত খোলসা হয়। প্রমেহাদি রোগও আরোগ্য হয়।

প্রতি তিন আউন্স শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা; প্যাকিং ৵০ দুই আনা; ডাঃ মাঃ ||০ আট আনা; ভিঃ পিঃ কমিশন ৵০ দুই আনা। যদি কেহ ১২ শিশি ফুলেলা লয়েন, তবে তিনি ২৲ দুই টাকা কমিশন পাইবেন। অর্থাৎ দশ টাকাতেই ১২ শিশি ফুলেলা পাইবেন। ডাঃ মাঃ তিন টাকা; প্যাকিং চার্জ্জ ৵০ দুই আনা। ভিঃ পিঃ কমিশন।০ চারি আনা। রেল পার্শেলে এক ডজন ফুলেলা লইলে মাশুল আরও কিছু কম পড়ে। বার শিশি ফুলেলার কম লইলে, এমন কি এগার শিশি লইলেও কোন কমিশন পাইবেন না।

ফুলেলার প্রশংসা পত্র।

পুত্রটী কি দেবতা?

মহাশয়! বয়স হইয়াছে। আর বাহারের বড় একটা ধার ধারি না, এজন্য বহুদিন সুগন্ধযুক্ত কোন তৈল ব্যবহার করি নাই। ইতি মধ্যে আমার কন্যা শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। তিনি আসা অবধি বাড়ীতে একটা

সুগন্ধ পাই। কন্যার একটী পুত্র হইয়াছে, তাই কন্যাকে একদিন বলি—"মা! তোমার পুত্রটী কি শাপ-ভ্রষ্ট দেবতা নাকি? যদবধি বাড়ীতে আসিয়াছে, তদবধি একটী সুগন্ধ পাইতেছি।" কন্যা বলিলেন,—"না বাবা! আমি ফুলেলা মাখি; কাপড়ে-চোপড়ে থাকে, তাই আপনি সেই গন্ধ সর্ব্বদা পান।" আমার কৌতূহল বাড়িল। বলিলাম "মা ফুলেলার এমন গন্ধ? তবে দেখিব।" কন্যার সঙ্গে দুই শিশি ফুলেলা ছিল। আমাকে তাহার এক শিশি দিয়া বলিলেন, "বাবা! আপনার মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে; মাখিলে চুল ঘন হইবে। আর আপনি যে প্রায় মাথা ঘোরার কথা বলেন, সেটা কেবল দিবা-রাত্র পড়িয়া পড়িয়াই হইয়াছে; ফুলেলা মাখুন দেখি সব সারিয়া যাইবে।" সেই অবধি ফুলেলা মাখিয়া আমার মাথাঘোরা সারিয়াছে; আর চুলও অনেকটা ঘন হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, বয়সের চুল-উঠা কিছুতেই সারিবে না, কিন্তু ফুলেলায় তাহা সারিল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত, ভাঙ্গামোড়া, হুগলী।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর ফুলেলার অতি বদ্‌গন্ধ।

ভীষণ প্রতারণা,—প্রবঞ্চনা।

কলিকাতা বেনিয়াপুকুর থানার পুলিশের সুদক্ষ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার ঘোষ মহাশয়ের এই পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেই ফুলেলা সম্বন্ধে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন,—

ফুলেলার স্বত্বাধিকারী মহাশয় সমীপেষু—

ফুলেলার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া এবং তাহাতে অনেক উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রশংসাপত্র দেখিয়া, কলিকাতার মুর্গিহাটার কোন দোকান হইতে আমি এক শিশি ফুলেলা কিনিয়াছিলাম। কিন্তু ফুলেলার শিশির কর্ক খুলিয়া দেখি, ইহা অতি দুর্গন্ধময় তৈল; এত দুর্গন্ধ যে, শিশি ফেলিয়া দিতে বাধ্য হই। কিছুদিন পরে কোন এক বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে বলি,—"ফুলেলা-ওয়ালারা আমাকে বড়ই ঠকাইয়াছে। ফুলেলার বড় দুর্গন্ধ।" বন্ধু বলেন,—"সে কি কথা? আমার বাড়ীতে প্রায়ই ফুলেলা ব্যবহৃত হইয়া

থাকে। মাথা ধরিলে গা জ্বালা করিলে আমিও সময়ে সময়ে ফুলেলা ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়া থাকি। বিশেষতঃ ফুলেলার সৌরভ অতি মনোহর।" এইরূপ নানাকথার পর, বন্ধু আরও বলেন, "ফুলেলার বড় জাল হইতেছে। বোধ হয় তুমি জাল ফুলেলা কিনিয়া ঠকিয়া থাকিবে। তুমি এই বার একটা ফুলেলা কলিকাতা ৭৯নং হ্যারিসন রোড ভবনে বি, বসু কোম্পানীর নিকট কিনিয়া দেখ। এই বি, বসু কোম্পানীর দ্বারা ফুলেলা প্রস্তুত হয়।" বন্ধুর কথায় আমি বি, বসু কোম্পানীর নিকট হইতে ফুলেলা কিনিলাম; একটা ফুলেলা নহে, এক মাসের মধ্যে চারিটী ফুলেলা কিনিয়া আনিলাম। দেখিলাম ফুলেলা সত্য সত্যই সৌরভময়ী; এবং ইহা শিরোবেদনা ও গাত্র-জ্বালা দূর করিতে বিশেষ সক্ষম। এক্ষণে আমার মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি না জানিয়া ফুলেলার নিন্দা বহুলোকের নিকট করিয়াছিলাম। এখন দ্বিগুণ উৎসাহে বহু লোকের কাছে ফুলেলার প্রশংসা করিতেছি। ফুলেলা যে জাল হইতেছে, ইহার প্রতিকারেরও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ফরিদপুরের অন্তর্গত খালিয়া হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"আমি কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবার সময় দুই শিশি "ফুলেলা" আনিয়াছিলাম। প্রথমতঃ আমার ঐ তৈলের প্রতি বড়ই অবিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ইহা মস্তিষ্কস্নিগ্ধকারক ও ইহার গন্ধ অতি মনোহর। স্নানের পরও ইহার গন্ধ অনেকক্ষণ থাকে। যাঁহাদিগের সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা বি, বসু কোম্পানীর "ফুলেলা" ব্যবহার করিবেন। ইহার গন্ধ যেমন মনোহর, তেমনই স্নিগ্ধকারক।"

ফুলেলা পাইবার ঠিকানা,—

৭৯নং হ্যারিসন রোড, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।

প্রস্তুত করিয়াছি, এই মহৌষধ এক মাস কাল সেবন না করিলে বিশেষ কোন ফললাভের সম্ভাবনা নাই। তবে এক সপ্তাহ মধ্যে কিছু ফল পাওয়া যায়।

মূল্যাদি।

	মূল্য	প্যাকিং	ডাঃমাঃ
প্রতি সপ্তাহের ...	১৲ ...	৵০ ...	।০
প্রতি ভরির ...	২৪৲ ...	৵০ :	।০

ভিঃ পিতে লইলে অতিরিক্ত ৵০ আনা লাগে।

বি বসু এণ্ড কোম্পানী, ৭৯ নং হ্যারিসন রোড়, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

হিষ্টিরিয়া মূর্চ্ছার মহৌষধ।



অনেকের ধারণা,—হিষ্টিরিয়া-মূর্চ্ছারোগের ঔষধ নাই। তাহা ভুল। এ ঔষধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

মূল্য দুই টাকা, ডাকমাশুলাদি আট আনা।

৭৯নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

স্বরভঙ্গ এবং শুক্রগত নানাবিধ পীড়া আরোগ্য হয়। নিয়মিতরূপে কিছুদিন চ্যবন-প্রাশ সেবন করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি শরীরের পুষ্টি এবং লাবণ্য ও ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য জন্মে। যৌবনে অত্যাচার বশতঃ যাঁহাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন, ধাতু ক্ষীণ ও শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে চ্যবন-প্রাশ অমোঘ ঔষধ। ইহা খাইতে সুস্বাদু এবং ইহার পুষ্টিকর গুণ স্থায়ী। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে কথিত আছে, পুরাকালে এই মহৌষধ সেবন করিয়া বৃদ্ধ চ্যবন ঋষি যুবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা কডলিভার অয়েল প্রভৃতি বিলাতী ঔষধ সেবনে কোন ফল পান নাই, তাঁহারা এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বিশুদ্ধ চ্যবন-প্রাশ একবার সেবন করিয়া ইহার আশু উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

এক পোয়া চ্যবন-প্রাশ মূল্য ৩৲ তিন টাকা। ডাঃ মাঃ আট আনা। প্যাকিং দুই আনা, ভিঃ পিঃ দুই আনা। এক পোয়া চ্যবন-প্রাশ প্রায় এক মাস সেবনীয়। এক মাসের কম সেবনে বিশেষ কোন ফল নাই। যাঁহারা চ্যবন-প্রাশ সেবন করিয়া পূর্ণ ফললাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইহা যেন দুই মাস বা তিন মাস সেবন করেন। এক কালে এক সের চ্যবন-প্রাশ লইলে মূল্য ১১৲ এগার টাকা। এককালে এক সের চ্যবন-প্রাশ লইলে আমরা ডাকমাশুল লই না। বাজারের নানা দোকানে চ্যবন প্রাশ বিক্রীত হয়। সে সকল চ্যবন-প্রাশের গুণাগুণের জন্য আমরা দায়ী নহি। আমাদের চ্যবন-প্রাশ বহুযত্নে প্রস্তুত। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং বিশেষরূপ পরীক্ষিত।

চ্যবন-প্রাশ।

চরক সংহিতায় চ্যবন-প্রাশের অশেষ গুণ ও উপকারিতার কথা লিখিত আছে। প্রথম তাহার সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করুন ;—

"ইত্যয়ং চ্যবন-প্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ॥
কাসশ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে।
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাং চাঙ্গবর্দ্ধনঃ॥
স্বরক্ষয়মুরোরোগং হৃদরোগং বাতশোণিতং।
পিপাসাং মূত্রশুক্রস্থান্ দোষাংশ্চৈবাপকর্ষতি॥

অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত নোপরুন্ধ্যাচ্চ ভোজনম্।
অস্য প্রসাদাচ্চ্যবনো সুবৃদ্ধোহভূৎ পনর্যুবা॥
মেধাং স্মৃতিং কান্তিমনাময়ত্বমায়ুঃপ্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণাম্।
স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিং, বর্ণপ্রসাদং পবনানুলোম্যং॥
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রয়োগাল্লভেত জীর্ণোহপি কুটীপ্রবেশাৎ।
জরাকৃতং পূর্ব্বমপাস্য রূপং, বিভর্ত্তি রূপং নবযৌবনস্য॥"
চরকসংহিতা, চিকিৎসিত স্থান—১ম অধ্যায়।

এইবার ঐ সংস্কৃত শ্লোকসমূহের বঙ্গানুবাদ পাঠ করুন,—"এই চ্যবন-প্রাশ মহৌষধ, কাসরোগ এবং শ্বাস (হাঁপানি) রোগের পক্ষে বিশেষতঃ এই রসায়ন বিহিত। এই মহৌষধ সেবন করিলে দুর্ব্বল বা রক্তদোষগ্রস্ত ব্যক্তি, বৃদ্ধ এবং বালক সকলেরই শরীর পুষ্টি হইয়া থাকে এবং স্বরভঙ্গ, উরোরোগ, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত, পিপাসা, মূত্রদোষ এবং শুক্রদোষ নষ্ট হয়। এই মহৌষধ যথা পরিমাণ সেবন করিবে, ভোজন বন্ধ করিবে না। এই চ্যবন-প্রাশের গুণে বৃদ্ধতম মহর্ষি চ্যবন পনর্যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মেধা, স্মৃতি, কান্তি, আরোগ্য, আয়ুর্বৃদ্ধি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পুষ্টি, রতিশক্তি, অগ্নিবৃদ্ধি, বর্ণের উজ্জ্বলতা এবং বায়ু দোষ শান্তি,—এই রসায়ন সেবনে মানব মাত্রেরই হইয়া থাকে। পরন্তু জীর্ণব্যক্তিও শাস্ত্রোক্ত কুটীপ্রবেশ বিধি অনুসারে এই ঔষধ সেবন করিলে, জরাজীর্ণ বিরূপতা পরিত্যাগ করিয়া নবযৌবনের কান্তি প্রাপ্ত হয়।

৭৯নং হ্যারিসন রোড, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর প্রস্তুত

ষড়বিন্দু তৈল।

ষড়বিন্দবো নাসিকয়া বিধেয়া। নিহন্তি শীঘ্রং শিরসো বিকারান॥
চ্যুতাংশ্চ কেশান্ চলিতাংশ্চ দন্তান্। দৃঢ়ান্ধমূলাংশ্চ দৃঢ়ীকরোতি॥
সুপর্ণ দৃষ্টিপ্রতিমঞ্চ চক্ষুর্বাহ্বো-র্বলঞ্চাপ্যধিকং দদাতি॥

এই তৈল নস্যের ন্যায় টানিয়া লইতে হয়। ইহা দ্বারা মাথা ধরা আধ-কপালে প্রভৃতি আরোগ্য হয়। এই তৈল শিরোরোগ দূরীকরণার্থ সদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ষড়বিন্দু তৈল ব্যবহারে কেশ ও দন্তাদি দৃঢ় হয়; এবং দৃষ্টিশক্তি ও বাহুবল বৃদ্ধি হয়।

এক ছটাক ষড়বিন্দু তৈলের মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং আদি ॥০ আট আনা। এক সের ষড়বিন্দু তৈলের মূল্য ২৪৲ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র

৭৯নং হ্যারিসন রোড, পটলডাঙ্গা কলিকাতা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর প্রস্তুত

মধ্যমনারায়ণ তৈল।

পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যে চৈব প্রশস্যতে।
অশ্বো বা বাতভগ্নো বা গজো বা যদি বা নরঃ॥
পঙ্গুশ্চ পীঠসর্পী চ তৈলেনানেন সিধ্যতি॥
অধোভাগে চ যে বাতাঃ শিরোমধ্যগতাশ্চ যে।
মন্যাস্তম্ভে হনুস্তম্ভে দন্তরোগে গলগ্রহে॥
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা।
ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা জ্বরজীর্ণাশ্চ যে নরাঃ॥
বধিরা লগ্নজিহ্বাশ্চ মন্দমেধস এব চ।
অল্পপ্রজা চ যা নারী যা চ গর্ভং ন বিন্দতি॥
বাতার্ত্তৌ বৃষণৌ যেষামন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা।
এতৎ তৈলবরং তেষাং নাম্না নারায়ণং স্মৃতম্॥

মধ্যনারায়ণ তৈল অভ্যঙ্গে ও বস্তিক্রিয়ায় প্রশস্ত। ইহা দ্বারা পঙ্গুতা, অধোবাত, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, দন্তরোগ, গলগ্রহ, একাঙ্গশোষ, সকম্পন গতি, উন্মত্ততা, ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য শুক্রহ্রাস, বধিরতা এবং স্ত্রীলোকের গর্ভব্যাঘাত বিনষ্ট হয়। দেহ ঠাণ্ডা রাখিবার পক্ষে এমন মহৌষধ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এক ছটাক মধ্যমনারায়ণ তৈলের মূল্য ২৲ দুইটাকা,, ডাকমাশুলাদি আট আনা। এক সের মধ্যমনারায়ণের মূল্য ৩২৲ বত্রিশ টাকা। ডাঃমাঃ স্বতন্ত্র।

বলা বাহুল্য বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত, মহামাস তৈল বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি মহৌষধ এই স্থানে প্রাপ্তব্য।

৭৯নং হারিসন রোড, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

কর্পূর রস।

কলেরা, রক্তামাশয় প্রভৃতি উৎকট রোগের মহৌষধ। ওলাউঠার ইহা এক উৎকৃষ্ট ঔষধ। ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় হঠাৎ হিমাঙ্গ হইলে, এ ঔষধ মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। বঙ্গের বহু নগরে এবং বহু গ্রামে এ ঔষধ বৎসর বৎসর প্রেরিত হইয়া থাকে। যাঁহারা দূরদেশে থাকেন, যেখানে ডাক্তারি চিকিৎসার কোনরূপ সুবিধা নাই,—সেই স্থানের অধিবাসিগণ যেন বি, বসু কোম্পানীর এই ঔষধ খরিদ করিয়া আপন গৃহে রাখিয়া দেন। এক্ষণে দুই লক্ষ শিশি ঔষধ বৎসরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

		মূল্য	প্যাকিং	ভিঃপিঃ ও ডাঃ মাঃ
ছোট শিশি	...	।০	৵০	।৵০
বড় শিশি	...	।।০	৵০	।৵০
ছোট প্রতি ডজনের	...	২।০	।০	১।৵০
বড় প্রতি ডজনের	...	৪।০	।৵০	২৸০

৭৯নং হারিসন রোড, কলিকাতা।